[প্রথম খণ্ড]

শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগিতায়
দেবনারায়ণ গুপ্ত
কর্তৃক সম্পাদিত

জ্যোতি প্রকাশন * ২-এ নবীন কুণ্ডু লেন * কলিকাতা-৯

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

"গিরিশ রচনাবলী"র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হোল। প্রখ্যাত নাট্যকার ও পরিচালক শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত সুদীর্ঘকাল বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত। নাটক ও নাট্যশালা সম্পর্কে বহু তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত রচনা তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখে থাকেন। গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর রচনাগুলি বিশেষভাবে সমাদৃত। "গিরিশ রচনাবলী" সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তিনি যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেছেন। গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীর কালক্রম অনুসারে তিনি পর পর নাটকগুলি সাজিয়েছেন। বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষের ইতিহাসে সাধারণতঃ ইংরাজী সন তারিখই উল্লিখিত আছে। শ্রীগুপ্ত আলোচ্য রচনাবলীতে শতবর্ষের পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা সন তারিখেরও উল্লেখ করেছেন। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে বাংলা সন তারিখের উল্লেখ থাকা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

প্রথম খণ্ডটি ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটক দিয়ে অর্থাৎ ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রসঙ্গসহ শেষ করার বাসনা ছিল। কিন্তু কাগজের অপ্রাপ্যতা হেতু এবং ছাপাখানার কাজে বিলম্ব হওয়ায়, 'রামের বনবাস' নাটক দিয়ে শেষ করা হোল। পরবর্তী খণ্ডে 'সীতা হরণ', 'ভোট মঙ্গল', 'মলিন মালা' এবং 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' সন্নিবেশিত হবে ও ষ্টার থিয়েটার প্রসঙ্গ সুরু হবে।

দীর্ঘকাল প্রতীক্ষিত 'গিরিশ রচনাবলী' কাগজ এবং ছাপাখানার বৈদ্যুতিক অভাবের জন্য প্রকাশ করতে বিলম্ব হওয়ায়, আমরা আন্তরিক দুঃখিত। ইতি—

চৈত্র, ১৩৮১

শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

সূচীপত্র

পুস্তকে সন্নিবেশিত চিত্রগুলি শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্তের সংগ্রহশালা হইতে গৃহীত ।]

গিরিশ রচনাবলী সম্পর্কে

গিরিশচন্দ্র জীবনী লেখার সম্পর্কে বল্‌তেন—"ওতে কেবল ওকালতী করা হয়। আমি চাই, Paint me as I am—আমি যা সেইভাবেই আমাকে চিত্রিত কর। তারও দরকার নেই, যে আমাকে জানতে চাইবে, আমার লেখার মধ্যে সে আমাকে পাবে।"

পাঠক-পাঠিকাগণ যাতে গিরিশচন্দ্রকে তাঁর রচনার মাধ্যমেই জানতে পারেন, সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই 'গিরিশ রচনাবলীর' প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা হোল।

কালক্রম অনুসারে গিরিশচন্দ্রের রচনাবলী পর পর সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম রচনা থেকে, তাঁর শেষ রচনা পর্য্যন্ত যাতে একটি ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রেখে আলোচ্য রচনাবলী প্রকাশ করা হোল। আর সেইসঙ্গে প্রত্যেকটি নাটকের আগে, সেই নাটক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের একশো বছরের ইতিহাসে কোথায় কোন্ নাটক কবে অভিনীত হয়েছে, তার সাল-তারিখ সাধারণতঃ ইংরাজী সাল তারিখ অনুসারেই ব্যবহৃত হয়েছে। একশো বছরের ক্যালেণ্ডার অবলম্বন করে, এতৎসহ বাংলা তারিখ-গুলিও বসানো হোল। বাংলা নাট্যশালা, তথা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলা তারিখ থাকার একান্ত প্রয়োজন।

গিরিশচন্দ্র মধ্যজীবনে নাটক রচনা সুরু করে, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের যে পরিপুষ্টি সাধন করে গেছেন, তা ভাব্‌লে বিস্মিত হতে হয়। আর কোন নাট্যকার এত অল্প সময়ের মধ্যে এক জীবনে এত নাটক রচনা করেছেন কি না সন্দেহ।

গিরিশচন্দ্র নাট্য-রচনার ব্যাপারে বল্‌তেন—'আমিই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী।' অর্থাৎ—নট, নাট্যকার, গীতিকার, নাট্য-শিক্ষক সবই তিনি। দর্শকের অভাবে সে যুগে নাটক ছিল স্বল্পায়ু। অথচ নাট্যশালাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্ত নাটকের প্রয়োজন। কিন্তু নাট্যকার কৈ? সে সময়ে যে ক'জন স্বল্প সংখ্যক নাট্যকার ছিলেন,

তাঁদের রচনা এমন পর্য্যাপ্ত ছিল না যাতে নাট্যশালার ক্ষুন্নিবৃত্তি মেটানো যায়। কাজেই গিরিশচন্দ্রকে এ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। আর সেই কারণেই তিনি আক্ষেপ করে বলতেন—'আমিই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী'। গিরিশ নাট্য-সাহিত্যকে পর পর সাজিয়ে সম্পাদনা করা এক দুরূহ ব্যাপার। কারণ, তাঁর অনেক নাটকই এখন আর পাওয়া যায় না। বিশেষ করে তাঁর প্রথম দিকের রচনাগুলি বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

গিরিশচন্দ্র প্রথম জীবনে কবি, গীতিকার ও নট। পরবর্ত্তী জীবনে নাট্যশালার প্রয়োজন মেটানোর জন্যই, তাঁকে নাট্য-রচনায় মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র তাঁর "রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর" গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন—"নাট্য-বাণীর বরপুত্র গিরিশচন্দ্র ইহার সেই মৃত-কল্প দেহে জীবন-সঞ্চার করিলেন। তাঁহার সময় হইতেই লোকে বুঝিল, কেবল মাত্র অভিনয়-প্রতিভা লইয়া জন্মাইলেই নাট্যশালার সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। নাট্য-বাণীর পূজার প্রধান উপকরণ—ইহার প্রাণ—ইহার অন্ন—নাটক। গিরিশচন্দ্র এ দেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানে—তিনি অন্ন দিয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার মজ্জায় মজ্জায় রস-সঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন আর এই জন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the Native Stage—ইহার খুড়া জ্যাঠা আর কেহ কোনদিন ছিল না। ইহা একপ্রকার অভিভাবকশূন্য বেওয়ারিশ অবস্থায় কাঁদিতেছিল, পড়িতেছিল, ধূলায় গড়াইতেছিল। যে অমৃত পানে বাঙ্গলায় নাট্যশালা এই পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল বাঁচিয়া আছে, প্রকৃত পক্ষে সে অমৃত ভাণ্ড বহন করিয়া আনিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র। কাজেই বাঙ্গলা নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা তিনিই।"

এ কথার সত্যতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়, যখন দেখি, তিনি নাট্যশালাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শুধু অসংখ্য নাটকই রচনা করেননি, সেইসঙ্গে নাটকগুলি মঞ্চে রূপায়িত করার জন্য কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না তিনি করে গেছেন। গিরিশচন্দ্র সেদিন যদি হতাশ হয়ে রঙ্গমঞ্চের হাল ছেড়ে দিতেন, তাহলে হয়তো বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ অতিক্রম করার সৌভাগ্য হোত না।

'গিরিশ রচনাবলী' প্রকাশের বাসনায় জ্যোতি প্রকাশনের শ্রীশচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস যখন আমাকে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন, তখন এ গুরু-দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্পর্কে আমার মনে সংশয় উপস্থিত হয়। এ সম্পর্কে আমি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরীন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করি। এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় হরীনদা আমাকে উৎসাহিত করেন এবং সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। তাঁরই উৎসাহে আমি 'গিরিশ রচনাবলী' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হই।

নাট্যশালা ও নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় হরীনদার যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য, অপরদিকে তেমনি এতৎসম্পর্কে তাঁর সংগ্রহশালায় বহু তথ্য ও চিত্র অতি যত্নে সংগৃহীত। অথচ তার প্রকাশ নেই। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথে'র রচয়িতা হিসাবেও তিনি তাঁর নামটি প্রকাশ করেননি। শ্রীরমাপতি দত্ত এই নামে নাট্যামোদীগণের চক্ষুর অন্তরালে তিনি আত্মগোপন করে আছেন। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ বিষয়ক পুস্তক রচনার জন্য অনেকেই তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন। 'গিরিশ রচনাবলী' সম্পাদনার কাজে আমি তাঁর কাছ থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি। এই সাহায্য পাওয়ার স্বীকৃতিটুকুই যথেষ্ট নয়—তাই এই অন্তরালবর্ত্তী মানুষটিকে আমার নামের সঙ্গে যুক্ত করে, তাঁকে জনসমক্ষে প্রকাশ করলাম।

কাগজ এবং ছাপাখানার বৈদ্যুতিক অভাবের জন্য 'গিরিশ রচনাবলী' প্রকাশ করতে বিলম্ব হলো। প্রথম দিকের কয়েক ফর্মায় অসংখ্য ভুল প্রমাদ ঘটায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত। এর জন্য প্রত্যক্ষভাবে আমি দায়ী হলেও, পরোক্ষ-ভাবে তিনি দায়ী, যিনি প্রুফ দেখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পরবর্ত্তী খণ্ডে 'সর্ব্বং আত্মবশং সুখং' এই নীতি অনুসরণ করার আমি চেষ্টা করবো। ইতি—

দেবনারায়ণ গুপ্ত

গিরিশচন্দ্র

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র যিনি ছেলেবেলায় ঠাকুরমায়ের কাছে কৃষ্ণ-কথা শুনে অভিভূত হয়ে যেতেন, 'অক্রূর-সংবাদ' শুনে শ্রীকৃষ্ণ ফিরে না আসার জন্যে চোখের জলে বুক ভাসাতেন, যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়ে উঠ্‌লেন—দুর্ধর্ষ, দুর্বার, দুর্বিনীত। তার ওপর আবার পয়লা নম্বরের নাস্তিক। অল্প বয়েসে পিতৃ-মাতৃহারা হয়েছিলেন। মাথার ওপর বিধবা বড়বোন কৃষ্ণকিশোরী ছিলেন তাঁর অভিভাবিকা। কিন্তু তাঁর কতটুকু ক্ষমতা যে এই দুর্দান্ত ছোট ভাইটিকে স্ব-বশে রাখেন? বাড়ির মধ্যে যতটুকু পান, তারমধ্যে চরিত্র সংশোধনের জন্যে উপদেশ দেন, কখনও বা বিরক্তি প্রকাশ করেন, গালাগালি করেন। কিন্তু বাড়ির বাইরে পা দিলেই—যে গিরিশ, আবার সেই গিরিশ। অথচ শৈশবে ঠাকুর দেবতার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি ছিল গিরিশের। মিথ্যে কথা বল্‌তে জানতো না। নেশা-ভাঙ্‌ তো দূরের কথা—পানটি পর্যন্ত খেত না। কৃষ্ণকিশোরী ভাইয়ের চারিত্রিক সংশোধনের জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেও হালে পানি পাননি। তাই ১৮৮৪ সালে গিরিশচন্দ্রের যখন ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হোল, তখন আত্মীয়-পরিজনেরা বড়ই স্বস্তি বোধ করেছিলেন। মনে করেছিলেন, সাধু-সঙ্গ যখন লাভ হয়েছে, তখন বোধহয় এবার গিরিশের জীবনের মোড় ঘুরে যাবে, চারিত্রিক সংশোধন হবে। কিন্তু কিছুই হয়নি। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গিরিশের ওপর কোন বিধিনিষেধই আরোপ করেননি। বরং কখন কখন মদ্যপান করে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলে, অথবা মদের বোতল সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলে, ঠাকুরের অন্যান্য ভক্তেরা বিরক্ত হলেও, ঠাকুর বিরক্ত হননি। উপরন্তু, ঠাকুর ভক্ত ও শিষ্যদের কাছে গিরিশকে "ভৈরব"রূপে চিহ্নিত করেছেন। বলেছেন—'ও আমার ভৈরব! ও সুরভক্ত! বীরভক্ত!'

এই সুরভক্ত, বীরভক্ত গিরিশকে নিয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব লীলামাধুরী ভক্তদের কাছে দিন দিন প্রকট হতে লাগলো। কোনদিন দেখা যায়—সুরাপানে মত্ত ভক্ত-ভৈরব-গিরিশচন্দ্রকে, কোনদিন বা তিনি সাদাচোখেই এসে বসেন, ভক্তজনদের মাঝে। ভজন-পূজনের বালাই নেই, আহার-বিহারের কোন বাছ-বিচার নেই, তবুও তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একান্ত আপনজন। যাঁর অশেষ কৃপায় তিনি চিহ্নিত হয়েছেন ভৈরবরূপে, সেই কৃপাময়কেই তিনি আবার কখন কখন চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে গালাগাল দিয়ে বসেন। কখনও আবার সেই মানুষটিকেই দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গে তর্কযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নররূপী নারায়ণরূপে প্রমাণ করতে। ভক্ত-ভৈরব গিরিশের যুক্তিতর্কে শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথকেও হার মানতে হয়।

একদা যাঁর মন ছিল সংশয়াচ্ছন্ন, ঠাকুরের কৃপায় শেষে তিনি সংশয়মুক্ত হলেন। মনে এলো অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু বাহ্যিক আচার-আচরণে তাঁর কোন পরিবর্তন হোল

না। তা না হোক,—তবুও ভগবান ভক্তদের কাছে বললেন—'ওর কাছে চেয়েছি আমি ষোল আনা, ও দেবে আমায় পাঁচ-সিকে পাঁচ আনা। দেখিস্ ওর বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে পাওয়া যাবে না।'

অনেকে মনে করেন, গিরিশচন্দ্রের দীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু তা নয়। পুরো তিন বছরও তিনি ঠাকুরের সান্নিধ্য-লাভের সুযোগ পাননি। চল্লিশ বছর বয়েসে গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভ করেছিলেন। বাং ১২৯১ (ইং ১৮৮৪) সালের শেষের দিকে। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহাসমাধিলাভ করেছেন বাং ১২৯৩ (ইং ১৮৮৬) সালের ৩১শে শ্রাবণ। অথচ এই অল্পদিনের মধ্যে পরমহংসদেবের অগণিত ভক্তের মাঝে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশের 'ব-কলমা' গ্রহণ করার পর, গিরিশচন্দ্রের যেমন কোন পরিবর্তন হোল না, তেমনি অহং বা আমিত্ব ভাবও তাঁর গেল না। গিরিশ দেখ্লেন—এতো মহা মুস্কিল! ব-কলমা দিলাম, অথচ 'আমি' ভাবটা মন থেকে মুছে ফেল্তে পারছি না। চলে গেলেন—দক্ষিণেশ্বরে। পরমপুরুষ পরমহংসদেবকে গিয়ে সোজাসুজি বললেন—'তোমাকে যে ব-কলমা দিয়েছিলাম, ওটা ফেরৎ দাও।' গিরিশের কথা শুনে, পরমপুরুষ মুচ্কে হাসলেন একটু; তারপর বল্লেন—'দিয়ে ফেরৎ নিবি কিরে?' গিরিশচন্দ্র অকপটে জানালেন—'মন থেকে 'আমি'টাকে তাড়াতে পারছি না। কাজেই ওটা ফেরত দিতে হবে।' পরমপুরুষ সস্নেহে বলেন—'দেখ্, তুই এক কাজ কর। এখন থেকে যা কিছু করবি, তাতে আমার দোহাই দিবি।' তারপর নিজের বুকে হাত দিয়ে বল্লেন—'বলবি—উনি যা করাচ্ছেন, তাই করছি।' এরপর থেকে গিরিশ-চন্দ্র জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গুরুর নির্দেশ মত নিজেকে চালিত করেছেন।

অনেকের ধারণা, গিরিশচন্দ্র গুরুকে 'ব-কলমা' দেওয়ার পর ধর্মজীবন নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে, কর্মজীবনে তিনি উল্লেখযোগ্য আর কোন নাটক রচনা করতে পারেন নি। কিন্তু আমরা যদি গিরিশ-রচনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব, ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর গিরিশচন্দ্র বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর রচনার মাধ্যমে।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরে সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল গিরিশচন্দ্র জীবিত ছিলেন। পূর্বেই বলেছি, ঠাকুর দেহরক্ষা করেন ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, আর গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৩১৮ সালের ২৫শে মাঘ রাত্রি ১-২০ মিনিটে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কখনও কোনদিন তিনি 'ব-কলমা' দানের কথা বিস্মৃত হন নি। আমিত্ব এবং অহংভাবকে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়েছিলেন। আর তার পরিবর্তে শেষ জীবনের সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল তিনি এই বিশ্বাসই পোষণ করে এসেছেন, তিনি যা করাচ্ছেন, তাই করছি, —তিনি যা করাবেন, তাই করব।

গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১২৫০ সালের ১৫ই ফাল্গুন, আর তাঁর মৃত্যু হয় ১৩১৮

সালের ২৫শে মাঘ। অর্থাৎ তিনি ৬৭ বৎসর ১১ মাস বেঁচেছিলেন, এর মধ্যে ৩৫ বৎসর কাল নাট্য-রচনা, নাট্য-পরিচালনা ও নটরূপে নাট্যশালার সেবা করে গেছেন।

প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন কবি ও গীতিকার। কেরানীগিরিও করেছেন জীবিকা-নির্বাহের জন্য।

নাট্যশালার সংস্পর্শে এসে, তিনি সবচেয়ে অভাব অনুভব করলেন—নাটকের। নাট্যশালাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, সর্বপ্রথম বিভিন্ন স্বাদের ও বিভিন্ন রসের নাটকের প্রয়োজন। কিন্তু নাট্যকার কৈ? রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে বিজ্ঞাপন দেওয়া হোল—নাটক চাই। কিন্তু নাটক পাওয়া গেল না। তখন নিজেই নাটক-রচনায় মনোনিবেশ করলেন। গিরিশচন্দ্রের বয়েস তখন ৩২ বছর। এই ৩২ বছর বয়েস থেকে সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল তিনি অব্যাহতগতিতে নাট্য-রচনা করে গেছেন। এই পঁয়ত্রিশ বছরে তিনি নব্বুইখানা ছোটবড় নাটক, তিনখানা উপন্যাস এবং কিছু গল্প ও প্রবন্ধ এবং অসংখ্য গান ও কবিতা রচনা করে গেছেন।

১২৯৩ সালের ২০শে আষাঢ় স্টার থিয়েটারে "বিল্বমঙ্গল" নাটক মঞ্চস্থ হয়, আর ঐ বছরেই শ্রাবণ মাসে ঠাকুর দেহত্যাগ করেন। "বিল্বমঙ্গল" গিরিশচন্দ্রের ৩৯তম নাটক অর্থাৎ বিল্বমঙ্গলের পরেও তিনি ৫১ খানি নাটক রচনা করেছিলেন—যার মধ্যে আছে, 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'নসীরাম', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী', 'পাণ্ডব-গৌরব', 'ম্যাকবেথ', 'জনা' প্রভৃতি।

এর দ্বারায় প্রমাণিত হয় না কি যে নাট্য-রচনায় তিনি শুদ্ধ হয়ে যাননি? বরং বলা যায়, পরবর্তী কালে বিভিন্ন রসের ও বিভিন্ন স্বাদের নাটক রচনা করে, নাট্য-সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করে কালজয়ী হয়েছেন গিরিশচন্দ্র। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, 'ব-কলমা' দেওয়া দেউলে নাট্যকার, কি করে সাহিত্যের রস-ভাণ্ডারকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে তুললেন।

—দেবনারায়ণ গুপ্ত

গিরিশচন্দ্রের জন্ম-পত্রিকা

শকাব্দ। ১৭৬৫।১০।১৪।৪।৩৫
(সন ১২৫০, ১৫ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারি
১৮৪৪ খৃঃ সোমবার শুক্লাষ্টমী)

[গিরিশচন্দ্র: অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

বংশ-লতিকা

[গিরিশচন্দ্র : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]
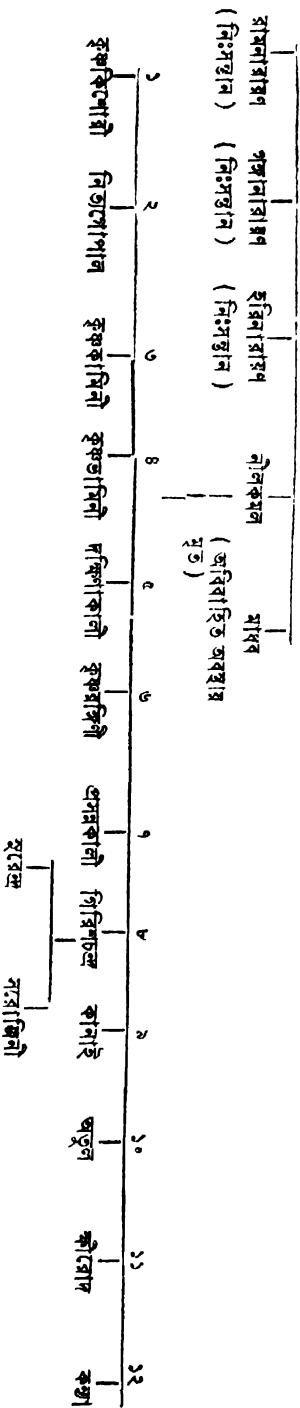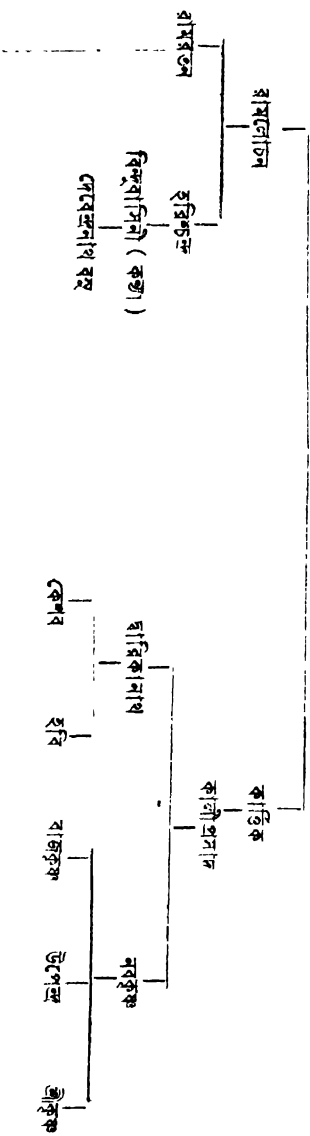
নাটক লেখার সূচনা

ইং ১৮৭৩ (বাং ১২৮০) সালের এপ্রিল মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্র নট, নাট্য-শিক্ষক, কবি ও গীতিকাররূপে খ্যাতিলাভ করেন। নাটক রচনার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করেনান। তাঁর নাটক রচনার ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, তিনি সর্ব্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের **"কপালকুণ্ডলা"র** নাট্যরূপ প্রদান করেন। নাট্য-রচনার ক্ষেত্রে এইটিই তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা। ইং ১৮৭৩ সালের ১০ই মে তারিখে, শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাট-মন্দিরে "কপালকুণ্ডলা" ন্যাশনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক অভিনীত হয়। কিন্তু অভিনয়ের পূর্ব্বে 'সাটা' অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যায় না। অভিনয়-শিল্পীরা মঞ্চে অবতরণ করার জন্য, সাজপোষাক পরে ও মেক-আপ নিয়ে প্রস্তুত ; অথচ নাটকের পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সকলেই বিব্রত। গিরিশচন্দ্র চিন্তিত। তাঁর প্রথম প্রয়াস বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়। শেষে, রাজবাড়ীর পাঠাগার থেকে "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাস আনিয়ে, গিরিশচন্দ্র মুখে মুখে সংলাপ রচনা করে, শিল্পীদের প্রম্‌ট্ করতে লাগলেন। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন গিরিশচন্দ্র। তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিতার জন্য সেদিন কোন রকমে "কপালকুণ্ডলার" অভিনয় হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর নাট্য-রচনার প্রথম পাণ্ডুলিপিটি চিরতরে কালগর্ভে নিমজ্জিত হোল।

মৃণালিনী

ভুবন মোহন নিয়োগীর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, "কাম্যকানন" নাটক নিয়ে ৬নং বিডন ষ্ট্রীটে স্থাপিত হয় (বর্ত্তমানে মিনার্ভা থিয়েটার যেখানে, সেই জমির ওপর)। ভুবনবাবু মঞ্চ-পরিচালনার ব্যাপারে সাফল্য লাভ করতে পারেননি। পর পর কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করা সত্ত্বেও, দর্শকদের আকৃষ্ট করা সম্ভব হোল না। ক্রমশই বিক্রি কমে যেতে লাগ্‌লো। শেষে ধর্ম্মদাস সুর প্রভৃতি থিয়েটারের পরিচালকবৃন্দ একদিন গিরিশচন্দ্রের শরণাপন্ন হলেন। গিরিশচন্দ্র অবৈতনিক অভিনেতারূপে এঁদের সাহায্য করতে লাগলেন। মঞ্চ-পরিচালনার তাগিদে এই সময়ে গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের **"মৃণালিনী"র** নাট্যরূপ প্রদান করেন। বলা যেতে পারে, সাধারণ রঙ্গালয়ে নাট্যকাররূপে তাঁর পরিচয়, এই "মৃণালিনী"র নাট্যরূপদান করা থেকেই সুরু হয়। গিরিশচন্দ্রের নাট্যরূপায়িত "মৃণালিনী"র সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। তবে, তাঁর প্রদত্ত নাট্যরূপের কয়েকটি দৃশ্য বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকে পাওয়া যায়। এখানে "মৃণালিনী"র একটি দৃশ্য পুনর্মুদ্রণ করা হোল।

॥ "মৃণালিনী"র প্রথম অভিনয় ॥

শনিবার, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৪

৩রা ফাল্গুন, ১২৮০

গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটার

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ ॥

পশুপতি—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হৃষীকেশ—অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী, হেমচন্দ্র—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগ্বিজয়—অমৃতলাল বসু, ব্যোমকেশ—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়

(বেলবাবু), মাধবাচার্য্য—মতিলাল সুর, বখ্‌তিয়ার খিলিজি—মহেন্দ্রলাল বসু, জনার্দ্দন—রাধাপ্রসাদ বসাক, মৃণালিনী—বসন্ত কুমার ঘোষ, গিরিজায়া—আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরমা—ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায, মণিমালিনী—মহেন্দ্র নাথ সিংহ।*

মৃণালিনী

কারাগারে—পশুপতি

পশুপতি। রাজ্যনাশ, কারাবাস—কর্ম্মদোষে আমার সকলই উপস্থিত। কিন্তু আমি কেমন করে মনোরমাকে বিস্মৃত হব! মনোরমা, তোমার জন্য সব, তোমার কথা না শুনে, আমি সব হারালুম। কিন্তু তোমাহারা হয়ে কি পশুপতি জীবন-ধারণ করতে পারে? কে বলে—পৃথিবী দুঃখময়? পৃথিবীতে এমন কি দুঃখ আছে যে পশুপতিকে পীড়িত করতে পারে? নরক-যন্ত্রণা, উদয় হও! পশুপতির পাপের শাস্তি বিধান কর, নরকে কি এরূপ শাস্তি আছে—পশুপতির উপযুক্ত শাস্তি কি নরকে আছে? আমার অন্তঃকরণ অপেক্ষা কি নরক ভীষণ—শত শত নরক একত্রিত করো—আমার অন্তঃকরণের নিকট তারা পরাস্ত হবে। আত্মীয় স্বজন-শোণিতে চরণ প্রক্ষালন করেছি তথাপি কি পশুপতির হৃদয়ে স্নেহের উদয় হয়! স্নেহ তুমি বৃক্ষশাখা অবলম্বন করো, পাষাণে বাস করো—পশুপতির হৃদয়ে তোমার স্থান নাই।

(মহম্মদ আলীর প্রবেশ)

মুসলমান, আবার তুমি কি প্রিয় সম্ভাষণ করতে এসেছ? একবার তোমার প্রিয় সম্ভাষণে বিশ্বাস করে এই অবস্থাপন্ন হয়েছি। বিধর্ম্মীকে বিশ্বাস করবার প্রতিফল পেয়েছি, এখন আমার মৃত্যু সঙ্কল্প—আর তোমাদের কোন প্রিয় সম্ভাষণ শুনবো না।

(তাহার পর পশুপতিকে মুসলমান পরিচ্ছদ পরাইয়া যে সময়ে মহম্মদ আলী ও মুসলমান সৈন্যগণ রাজপথ দিয়া চলিয়াছে, সে সময়ে বিকৃত মস্তিষ্ক পশুপতি বলিতেছেন :—

পশুপতি। আকাশ আমার চন্দ্রাতপ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—রাজা জন্মেজয়ের মত আমার চন্দ্রাতপ কৃষ্ণবর্ণ হওয়া উচিত। মহাভারত শ্রবণে তাঁর চন্দ্রাতপ শ্বেতবর্ণ হয়েছিল, আমার চন্দ্রাতপ কৃষ্ণবর্ণ-ই থাকবে। শত শত মহাভারত শ্রবণে শ্বেতবর্ণ হবে না।

মহম্মদ আলী। আপনি পাগলের মত কি বলছেন? যা হবার হয়ে গিয়েছে, দুঃখ করলে আর ফিরবে না।

পশুপতি। মন্ত্রীবর বল দেখি—পা রাখি কোথায়? এই দেখ, ভ্রাতৃ-বর্গের শোণিতাক্ত চরণের ভার মেদিনী আর বহন করতে পাচ্ছে না। মেদিনীরই বা অপরাধ কি?—চারি যুগ হতে মনুষ্যের বাস—এখন বৃদ্ধ হয়েছেন আর বহন করতে অসমর্থ।

১ম সৈন্য। একি পাগল হল নাকি?

* বেঙ্গল থিয়েটারে এই সময়ে স্ত্রী-চরিত্রগুলি মেয়েদের দ্বারায় অভিনয় করানোর ব্যবস্থা হলেও, গ্রেট্‌-ন্যাশনালে সে সময়ে স্ত্রী ভূমিকাগুলি পুরুষেরাই অভিনয় করতেন

পশুপতি। লক্ষ্মণ সেন, তুমি বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য। তোমাকে পদচ্যুত কয়ায় আমার পাপ নাই। তিরস্কার করবে ?—করো—সহ্য করবো। পশুপতির হৃদয়ে সব সয়,—পশুপতির হৃদয়ে অসহ্যও সহ্য হয়।

২য় সৈন্য। হা হতভাগ্য !

পশুপতি। মহারাজ ! মহারাজ কে ?—মহারাজ তো আমি ! লক্ষ্মণ সেন, তোমার মুখকান্তি মলিন কেন ? এতে কি আমার দয়ার উদ্রেক হয় ? তোমার ন্যায় শত শত ব্যক্তির ছিন্ন মস্তক পদতলে দলিত করে সিংহাসন আরোহণ করতে পশুপতির হৃদয় কুণ্ঠিত হয় না। এই দেখ, চরণ দেখ—জানু পর্য্যন্ত শোণিত দেখ,—রাজপথে দেখে এস,—শোণিত স্রোত ভাগীরথিতে গিয়ে পড়ছে !

মহম্মদ। এই দুর্ভাগ্যকে কি করে নিয়ে যাই ?

পশুপতি। মন্ত্রীবর, ওঁকে ডাকো। লক্ষ্মণ সেন ফেরো—ফেরো—উপায় নাই, উপায় থাকলে ফিরতেম। আমার মস্তক দিলে যদি উপায় হয়, এই দণ্ডেই দিতে প্রস্তুত আছি।

মহম্মদ। (স্বগত) কি করি ! 'রাজা' বলে সম্বোধন করে দেখি যদি আমার সঙ্গে আসে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, চলুন—নৌকা প্রস্তুত।

পশুপতি। কে ডাকে—কাকে ডাকে ?

মহম্মদ। আসুন, নৌকা প্রস্তুত।

পশুপতি। মন্ত্রীবর, বিশ্বকর্ম্মা আমার সিংহাসন আনচে। দেখ—দেখ—যম কেমন পুরোহিত—সেই আমার অভিষেক করবে। দেখ, মস্তকশূন্য প্রজাগণ কেমন আহ্লাদে নৃত্য কচ্চে! ছত্রধারী, ছত্রধর। মনোরমা—মনোরমা—আহা ! সিংহাসনের বাম পার্শ্বে মনোরমা কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে।

১ম সৈন্য। বোধহয় আমাদের কথায় বিশ্বাস কচ্ছে না।

মহম্মদ। (স্বগত) না, আমার কথায় বিশ্বাস করেই এর এই দশা হয়েছে। (প্রকাশ্যে) আমার কথা বিশ্বাস করুন, আপনার প্রাণ রক্ষার জন্য নৌকা প্রস্তুত, চলুন।

পশুপতি। বিশ্বাস—কাকে বিশ্বাস ? জগতে কে বিশ্বাসের যোগ্য ? লক্ষ্মণ সেন আমাকে বিশ্বাস করেছিল, পশুপতি কাকেও বিশ্বাস করে না।

মহম্মদ। মহাশয়, আপনি আপন অবস্থা ভুলে যাচ্চেন।

পশুপতি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—তুই কে ?—মুসলমান। রক্ষক, একে বধ করো। হাঃ হাঃ হাঃ—ঐ যে আমার সিংহাসন আসছে,—দেখ, দেখ—সিংহাসন আমাকে ডাকছে।

মহম্মদ। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) একি !—পশুপতির গৃহে কে অগ্নি দিলে ? বোধ হয়—সৈন্যেরা লুট করতে করতে অগ্নি দিয়েছে।

পশুপতি। মন্ত্রীবর, প্রজারা এদিকে আসছে কেন ? তাদের বলো—আজ অভিষেক নয়—অধিবাস।—মনোরমা কোথায় ? মনোরমা যে আমার সঙ্গে অধিবাস করবে। মনোরমা কোথায় গেল ? এঁ্যা কোথায় গেল ? আমার গৃহে আছে। (গমনোদ্যোগ)।

মহম্মদ। (পশুপতিকে ধরিয়া) তোমার গৃহ কোথায়? ঐ দেখ, সৈন্যেরা তোমার গৃহে আগুন দিয়েছে।

পশুপতি। (সচকিতে) মনোরমা যে গৃহে আছে। ছাড়ো—ছাড়ো—

(মহম্মদের ইঙ্গিতে সৈন্যদ্বয়ের পশুপতির উভয় হস্ত ধারণ)

মহম্মদ। তুমি বন্দী, তোমাকে কারাগারে নিয়ে যাব।

পশুপতি। এঁ্যা বন্দী! স্থির হও, ছাড়ো—আমি যাচ্ছি। জীবন স্বপ্নের ন্যায় স্মরণ হচ্ছে। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—

মহম্মদ। বোধহয় জ্ঞান হয়েছে।

পশুপতি। (অদূরে স্বীয় ভবন দর্শন করিয়া) ঐ কি আমার গৃহ?

মহম্মদ। হঁ্যা—তোমার গৃহ।

পশুপতি। হঁ্যা, আমারই গৃহ বটে। আগুন দিয়েছে। (সহসা উন্মত্তাবস্থায়) মনোরমা যে গৃহে আছে, ছাড়ো,—ছাড়ো— (সবলে হাত ছাড়াইয়া ধাবিত হইলেন।)

গিরিশচন্দ্র "মৃণালিণী"-র বিজ্ঞাপনে দর্শকদের আকৃষ্ট করার জন্য লিখেছিলেন—

"Look—Look to your monorama she jumps at the fire !"

"মৃণালিণীর" অভিনয়ের পরে, গিরিশচন্দ্র পুনরায় **'কপালকুণ্ডলা'র** নাট্যরূপ প্রদান করেন।

॥ "কপালকুণ্ডলা"র প্রথম অভিনয় ॥

শনিবার ৪ঠা এপ্রিল, ১৮৭৪

২৩শে চৈত্র, ১২৮০

গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটার

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ ॥

নবকুমার—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাপালিক—মতিলাল সুর, অধিকারী—গোপাল দাস, কপালকুণ্ডলা—ক্ষেত্র গাঙ্গুলী, মতিবিবি—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), শ্যামাসুন্দরী—ভোলানাথ বসু। এর কিছু দিন পরে অর্থাৎ ১৮৭৪ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারও অভিনেত্রীদের নিয়ে অভিনয় সুরু করেন।

'কপালকুণ্ডলা'র দ্বিতীয় বারের পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না। যা গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটারে থাকাকালীন তৃতীয়বার 'কপালকুণ্ডলা'র নাট্যরূপ দেন। যথাসময়ে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করবো।

"কপালকুণ্ডলা" অভিনয়ের পর, গিরিশচন্দ্র পারিবারিক বিপর্য্যয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েন। একদিকে স্বজন বিয়োগ ও অপরদিকে বিষয়-আশয় নিয়ে মামলা-মোকর্দ্দমা এবং সর্ব্বোপরি সুদীর্ঘকাল স্ত্রীর অসুখের জন্য এই সময়ে রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না। ইং ১৮৭৪ সালের ২৪শে ডিসেম্বর (বাং ১২৮১, ১০ই পৌষ) গিরিশচন্দ্রের পত্নী প্রমোদিনী পরলোকগমন করেন।

এরপরে প্রায় উনিশ মাস গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে রঙ্গালয়ের কোন সংশ্রব ছিল না। স্ত্রী বিয়োগে তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। এই সময়ে তিনি ফ্রাইবারজার কোম্পানীর বুক-কিপারের চাকরী গ্রহণ করেন। এই চাকরীর সূত্রে প্রায়ই তাঁকে বিদেশে যেতে হতো। মাতৃ-হারা পুত্রকন্যাদের দেখাশোনার ভার দিয়ে যেতেন, জ্যেষ্ঠা ভগিনী কৃষ্ণকিশোরীর ওপর। চাকুরীর অবসরে তিনি একাগ্র চিত্তে বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যের চর্চ্চা করেছেন। ব্যথা-বেদনায় কাতর গিরিশচন্দ্রের এইসময়ে রচিত কবিতাগুলি ভাবে, ভাষায় ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে ছন্দের সামঞ্জস্যে অনবদ্য হয়ে আছে।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিক ভুবনমোহন নিয়োগী, থিয়েটার পরিচালনার কাজে ব্যর্থ হয়ে, গিরিশচন্দ্রকে থিয়েটারটা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর শ্যালক দ্বারকানাথ দেব ও ঘাটেশ্বরের জমিদার কেদার নাথ চৌধুরীর সহায়তায় ১৮৭৭ জুলাই মাসে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার লীজ নেন। গিরিশচন্দ্র নাট্যশালার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করায়, নাট্যামোদীরা আশান্বিত হন। ১৮৭৭ সনের ৭ই আগস্ট তারিখের "সমাচার চন্দ্রিকা" লেখেন—"গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষ বাবু ভুবনমোহন নেউগী তিন বৎসরের জন্য বাগবাজার নিবাসী বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষকে থিয়েটার বাটী ভাড়া দিয়াছেন। গিরিশবাবু একজন উপযুক্ত লোক। বোধহয় ইহার হস্তে থিয়েটারটি ভালরূপ চলিবে।"

১৮৭২ সালে, ৭ই ডিসেম্বর বাং ২৩ শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১২৭৯ ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়ে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন গিরিশচন্দ্র 'ন্যাশনাল' শব্দটি ব্যবহারে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন—"দৃশ্যপট, রূপসজ্জা, সাজসজ্জা, আলো-প্রক্ষেপণের উপযুক্ত সাজ সরঞ্জামের অভাব নিয়ে, টিকিট বিক্রি করে অভিনয় করা ঠিক হবে না। একেই তো বাঙ্গালীর নাম শুনে অন্য জাতিরা মুখ বাঁকায়, তার ওপর আবার 'ন্যাশনাল' নাম দিয়ে থিয়েটার করলে তারা কি বলবে?" যাই হোক, সেদিন 'ন্যাশনাল' শব্দটির প্রতি তিনি যে আপত্তিই করে থাকুন কেন, পাঁচ বছর সাত মাস পরে, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হাতে নিয়ে, সর্ব্বাগ্রে তিনি 'গ্রেট' শব্দটিকে বাদ দিলেন এবং গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের নতুন নামকরণ করলেন—**ন্যাশনাল থিয়েটার**।

এই সময়ে তিনি সিমলা নিবাসী বিহারীলাল মিত্রের প্রথমা কন্যা সুরথকুমারীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন।

ইতিপূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র কোন মৌলিক নাটক রচনা করেননি। রঙ্গালয় পরিচালনার দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করে, তিনি মৌলিক নাটক রচনায় আত্ম-নিয়োগ করলেন। তাঁর নাট্যকার-জীবনের জয়-যাত্রা সুরু হোল—**"আগমনী"** নামক একটি ক্ষুদ্র গীতি-নাট্য দিয়ে। মনে হয়, নাট্য-রচনায় তিনি কৃতকার্য্য হবেন কিনা সে বিষয়ে তাঁর মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল, আর সম্ভবতঃ সেইকারণেই তিনি 'মুকুটাচরণ মিত্র'—এই ছদ্মনামে নাটিকাটি রচনা করেন।

আগমনী

[গীতি-নাট্য]

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

॥ প্রথম অভিনয় ॥

ইং শনিবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৭

১৪ই আশ্বিন, ১২৮৪

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ ॥

গিরিরাজ—রামতারণ সান্যাল, মহাদেব—কেদারনাথ চৌ

মেনকা—কাদম্বিনী, উমা—বিনোদিনী

মঙ্গলাচরণ

রাগিণী কল্যাণ—তাল চৌতাল

প্রমথ-পুঞ্জবিহারী বামাচারী।
চন্দ্রচূড় মূড় ধূর্জ্জটি ভোলা,
জলদজাল-জটা জাহ্নবী লোলা,
যোগাসন জগজন শুভকারী।
ডম্বরু-কর-হর বিভূতি-ছাদন।
ঈশান ভীষণ, বিষাণ-বাদন,
গৌরীপ্রিয় মতি-গতি-মনোহারী—
কপাল-মাল ত্রিশূলধারী ॥

প্রথম দৃশ্য

স্থান—হিমালয়

গিরিরাজ নিদ্রিত ও মেনকা সুপ্তোত্থিতা

মেনকা। ওমা গৌরি! গৌরি—অ্যাঁ, এ কি স্বপ্ন! হায়! আমি এ দুঃস্বপ্ন কেন দেখ্‌লাম! মহারাজ ওঠ, ওঠ, বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি; মহারাজ! ওঠ—

রাগিণী আলাহিয়া—তাল আড়াঠেকা

কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার
শ্মশানবাসী।
অসিত-বরণা উমা, মুখে অট্ট অট্ট হাসি ॥
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা,
ঘোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে বালশশী।
যোগিনী-দল সঙ্গিনী, ভ্রমিছে সিংহবাহিনী,
হেরিয়া রণরঙ্গিণী, মনে বড় ভয় বাসি।
উঠ হে উঠ অচল, পরাণ হ'ল বিকল,
ত্বরায় কৈলাসে চল, আন উমা সুধারাশি ॥

গিরি। মহিষি! এত উতলা হোচ্চ কেন? স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়? তুমি সম্বৎসর উমাকে দেখ নি, তাই তোমার মন এত ব্যাকুল হয়েছে; মনের চাঞ্চল্য—এই দুঃস্বপ্নের কারণ। দেখ, কন্যা যখন পরকে দিয়েছি, তখন তার উপর অধিকার কি? মহিষি! রোদন সম্বরণ কর, তুমি জান ত—কুস্বপ্ন দেখ্‌লে শুভ হয়।

মেনকা। মহারাজ! তুমি ত কখন তনয়া গর্ভে ধর নি, তোমায় ত কখন উমা আমার বিধুমুখে মা বলে ডাকে নি। মহারাজ! মিনতি কচ্চি, উঠ, একবার কৈলাসভবনে গিয়ে আমার উমাকে দেখে এস।

গিরি। মহিষি! অধীরা হও না; দেখ রজনী গভীরা, প্রকৃতি তিমির-বসনে আবৃতা; এ সময়ে সেই যোগিনী-পরিবেষ্টিতা ভয়ঙ্করী কৈলাস-পুরীতে কেমন করে গমন করি? কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

রাগিণী ছায়ানট—তাল আড়াঠেকা

কেন ব্যাকুল রাণি! কালি এনে দেব
নয়নতারা।
পোহাইলে নিশীথিনী, কৈলাসে যাইব
রাণি,
ধৈর্য্য ধর, নিবার নয়ন-ধারা ॥

মেনকা। মহারাজ! তুমি পাষাণ, নতুবা এ দুঃস্বপ্নের কথা শুনে কিরূপে

নিশ্চিন্ত আছ? লতিকার ক্রোড় হ'তে প্রফুল্ল কুসুমটিকে যখন ছিন্ন করে লয়ে যায়, লতা নীরবে রোদন করে ; লতার হৃদয় নাই, তবু রোদন করে ; ফুলটিকে আদর কর্‌বে জানে, তবু রোদন করে। আমার এই ফুলটিকে হস্তিপদতলে দিয়েছি ; আমি রমণী, আমি রোদন কচ্চি কেন ? মহারাজ ! আমি রোদন কচ্চি কেন ?—আহা ! মার চাঁদ-বদন সম্বৎসর দেখি নি—

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল আড়াঠেকা

পাষাণ হৃদয় তব, আমি হে পাষাণী।
নহে কেবা প্রাণ ধরে বিসর্জ্জি নন্দিনী ॥
দিয়ে ভাঙ্গড়ের করে, তত্ত্ব নাহি সম্বৎসরে,
আছে মা ভিখারী-ঘরে, হয়ে ভিখারিণী ॥

গিরি। মহিষি ! ধৈর্য্য ধর, তুমি গৃহকার্য্যে থাক, আমি কৈলাসে গিয়ে উমাকে এনে দিচ্ছি।

মেনকা। আমার উমা আস্‌বে শুনে—

রাগিণী বসন্ত—তাল আড়াঠেকা

প্রমোদিনী বিহঙ্গিনী গায় বন-বিমোহিনী,
হাসে ঊষা বিনোদিনী, জড়িত রতনে।
বিভোর গাহিছে অলি, হাসিছে কমলকলি,
সরোবরে ঢলি ঢলি, সুমন্দ-পবনে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কৈলাস উপবন—হরগৌরী আসীন

নন্দী ও ভৃঙ্গী

ভৃঙ্গী। তুই কাল গাঁজা সেজেছিলি, আমি আজ সাজ্‌ব।

নন্দী। তুই সে দিন সিদ্ধি ঘুঁটেচিস্, আমি কিছু বলিছি ?

ভৃঙ্গী। আরে বেটা, তুই নেশাটা ভাংটার ভেতর কেন আসিস্ ? চেহারা দেখ্‌লে বিশ মণ সিদ্ধির নেশা একেবারে কেটে যায়। তুই ত্রিশূল হাতে ক'রে গিয়ে দাঁড়া।

নন্দী। তোর যে চেহারার খৎ, তবু যদি তোর গাল বাঁকা না হ'ত ; তোর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মুখ দেখ্‌বার যো নাই, তোর চেহারা দেখ্‌লে ভয় পায় বলে, বাবা তোকে ভক্তকে আন্‌তে পাঠায় না।—গাঁজা সাজতে এসেছেন !—গাঁজার বুটী চিনিস্ ?

ভৃঙ্গী। তোর এঁড়ে ধরা হাত,—ওতে কি সিদ্ধি ঘোঁটা যায় ? তোর এক ঘোঁটনেই সিদ্ধির চাষ মরে যায়। নেশাটা ফেসাটার কারখানা, একটু তোয়াজি হাত চাই।

নন্দী। চুপ কর, পূর্ব্বদিক থেকে কথা কচ্চেন, পশ্চিমে থুথু বৃষ্টি হচ্চে ; চুপ্।

রাগিণী শ্রী—তাল ঝাঁপতাল

প্রবলা, অচলা, বিশ্ববিমোহিনী, সৃজন-
কারিণী,
সৃজন-নাশিনী, অখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী।
গিরিশ-ধ্যান, গিরিশ-প্রাণ,
গিরিশ-জায়া
যোগ-যুক্তি, শক্তি-মুক্তি-দায়িনী ॥

গৌরী। আশুতোষ !—

গীত

রাগিণী পাহাড়া—তাল খং

কেন ব্যাকুল মন, (আশুতোষ হে।)
মিনতি চরণে জনক-ভবনে।
জননীর দরশনে করিব গমন।

মহাদেব। নগনন্দিনি ! আমি কি তোমার কোন অপরাধ ক'রেছি ? তুমি জনক-ভবনে যাবে শুন্‌লে আমার হৃৎকম্প হয়। একবার তুমি জনক-ভবনে গিয়ে আমাকে পরিত্যাগ ক'রেছিলে, আর তোমায় যেতে দেব না।

গৌরী। আশুতোষ ! দুঃখিনী জননীকে এক বৎসর দেখিনি।

মহাদেব। দেবি, বিশ্ব-বিমোহিনি ! এ

তোমার কোন্ মায়া ? আমি সর্ব্বজ্ঞ, বিশ্ব-সংসারে আমার অবিদিত কিছুই নাই, কিন্তু যোগিনি, যোগরূপিণি ! যুগে যুগে যোগাসনে ধ্যান ক'রে তোমার অন্ত পাইনি। কোন্ ব্রহ্মাণ্ড স্জনের আবশ্যক, কোন্ যজ্ঞ বিনাশের প্রয়োজন, কোন্ মূর্ত্তি-ধারণের আবশ্যক ? আবার কি দশমহাবিদ্যারূপের প্রয়োজন ? যদি হয় তো, দেবি ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে সে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি আর প্রদর্শন ক'র না ; আদ্যাশক্তি ! জনক-ভবনে যাবার নিমিত্ত আমার অনুমতি চাচ্ছ ? ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনি ! কার অনুমতি ল'য়ে ব্রহ্মাণ্ড প্রসব ক'রেছিলে ? কার অনুমতি ল'য়ে ব্রহ্মাকে ব্রহ্মচারী করেছ ? কার অনুমতি ল'য়ে শিবকে শ্মশানবাসী ক'রেছিলে ? মায়াবিনি ! মায়াজাল বিস্তার ক'রে আমাকে প্রতারণা ক'র না।

গৌরী। ভূতনাথ ! নীলকণ্ঠ ! দাসীকে এত বিনয় কেন ?

মহাদেব। ভগবতি ! পিত্রালয়ে যাবে —যাও, কিন্তু আমাকে পরিত্যাগ ক'রে যেও না। চল, আমরা উভয়েই গিরিপুরে যাই।

গৌরী। আশুতোষ ! দাসীরও সেই মিনতি।

যোগিনী ও প্রমথগণের প্রবেশ ও নৃত্য-গীত

রাগিনী ভৈরবী—তাল খেমটা

যোগিণীগণ,—

গাঁথিব মালা ধুতুরা ফুলে,—
মেলে কি না মেলে হাড়মালে ॥

প্রমথগণ,—

হর হর হর, হর দিগম্বর,
শ্মশান-বিহর বিষাণ-কর,
রজত-ভূধর জিনি কলেবর,
গরজে গভীর ফণি-কুলে ॥

যোগিনীগণ,—

বামা বিমোহিনী, চম্পক-বরণী,
চরণে দিব জবা তুলে।

মহাদেব। ভগবতি ! একান্তই কি গিরিপুরে যেতে হবে ?

গৌরী। নাথ ! অনুমতি ত দিয়েছ।

নন্দী ও ভৃঙ্গী। ওরে মামার বাড়ী যেতে হবে রে !—

গীত

রাগিণী কামদ—তাল ধামাল

চল চল মোরা যাই গিরিপুরে।
আনন্দে মাতিয়ে, ভ্রমিব নাচিয়ে,
সুখ-সলিলে ভাসি গাইব মন পূরে
অবিরত বিভোরে ॥

তৃতীয় দৃশ্য

হিমালয়—গিরিরাজপুরী

গিরিরাজ ও মেনকার প্রবেশ

গিরি। গীত

রাগিণী সরফর্দা বাহার—তাল একতালা

আমার উমা এল রে দেখ গো রাণি নয়ন ভ'রে।
দশভুজ ধরি, আহা মরি মরি,
বিহরে সিংহোপরে ॥
কিবা হেমোজ্জ্বলবরণে,
লোটে চাঁচর চিকুর চরণে,
কিবা রক্তোৎপল আভা,
হেমজড়িত বিজলী-প্রভা,
মরি ঢল ঢল ঢল,
সুধা চল চল বিমল মধুর অধরে ॥

মেনকা। মহারাজ ! উমা আমার কৈ ?—উমা আমার ত দশভুজা নয় ? তবে কি আমার স্বপ্ন সত্য হলো ?

উমার প্রবেশ

উমা। মা মা, আমি ত দশভুজা নই, আমিই তোমার উমা।

মেনকা। গীত

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ

ও মা কেমন ক'রে পরের ঘরে ছিলি
উমা বল্ মা তাই।
কত লোকে কত বলে শুনে ভেবে
ম'রে যাই ॥

মা'র প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে, জামাই
নাকি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে বলব হরে, উমা
আমার ঘরে নাই ॥

গৌরী। গীত

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ

তুমি ত মা ছিলে ভুলে,
আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা,
জানে না মা আমা বই ॥
ভাং খেয়ে মা সদাই আছে,
থাকতে হয় মা কাছে কাছে,
ভাল মন্দ হয় গো পাছে,
সদাই মনে ভাবি ওই ॥
দিতে হয় মা মুখে তুলে,
নয় তো খেতে যায় গো ভুলে,
খেপার দশা ভাব্‌তে গেলে,
আমাতে আর আমি নই।
ভুলিয়ে যখন এলেম ছলে,
ও মা ভেসে গেল নয়নজলে,
একলা পাছে যায় গো চলে,
আপন হারা এমন কই ?

প্রমথ ও যোগিনীগণ-বেষ্টিত মহাদেবের প্রবেশ ও শিব-অঙ্কে মেনকার উমা প্রদান

সকলে। হর হর বম্‌ বম্‌।

যোগিনীগণ। গীত

রাগিণী সাহানা—তাল খেমটা

যুগল মিলনে মন হরে, হের সবে আঁখি ভ'রে।
রজত তরুবরে, হেমলতিকা, হাসি বেড়িল
সাদরে ॥
ধূসর নীরদে খেলিছে দামিনী,
মোহন-মাধুরী সুধা ক্ষরে ॥

যবনিকা পতন

"আগমনী" মঞ্চস্থ হওয়ার চারদিন পরে ? গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় গীতি-নাট্য **"অকাল-বোধন"** অভিনীত হয়। এই ক্ষুদ্র গীতি-নাট্যটিও তিনি "মুকুটাচরণ মিত্র" ছদ্মনামে প্রকাশ করেন।

অকাল-বোধন

[গীতি-নাট্য]

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

॥ **প্রথম অভিনয়** ॥

ইং বুধবার, ৩রা অক্টোবর, ১৮৭৭

১৮ই আশ্বিন, ১২৮৪

॥ **প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ** ॥

রাম—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ইন্দ্র—মহেন্দ্রলাল বসু

প্রথম দৃশ্য

ইন্দ্রসভা

ইন্দ্র, শচী, চিত্ররথ, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরাগণ আসীন

ইন্দ্র। দেবি ! আমি স্বেচ্ছাধীন নহি, তা হলে কি তোমার নিকট অপরাধী হই ? লঙ্কায় যুদ্ধ আরম্ভ অবধি আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সুস্থ হতে পারি নাই। আজ তিন দিবস শ্রীরাম-রাবণে যুদ্ধ হচ্ছে, রাবণ প্রায় পরাজিত, তাই কিঞ্চিৎ বিশ্রামের অবকাশ পেয়েছি। দেবি ! প্রসন্ন নয়নে দাসের দোষ মার্জ্জনা কর।

শচী। নাথ! নিশানাথবিহনে যামিনী মলিনা হয়, নিশানাথ উদয় হলে কি তার সে মালিন্য থাকে?

ইন্দ্র। দেবি! যদি একবার তোমার কিঙ্করীদিগকে অনুমতি কর,—আমি বহু-দিবস সঙ্গীত শ্রবণ করি নাই।

অপ্সরাগণ। গীত

বাহার—জলদ-একতালা

হাসিছে রজনী মরি তারকা-হীরক-হারে।
বিমল স্বরলহরী বহিছে সুধার ধারে॥
লুটি পরিমল-ধন, চলিছে ধীর পবন,
কুসুম-মুখ চুম্বন করে অলি বারে বারে॥

তম্বুরের প্রবেশ

ইন্দ্র। (প্রণামান্তর) মুনিবর! বহুদিবস শ্রীচরণ দর্শন পাই নাই কেন?

তম্বু। দেবরাজ! নিত্যই এসে থাকি। নিত্যই সিংহাসন শূন্য দেখে যাই।

ইন্দ্র। মুনিবর! বহু দিবস হ'ল লঙ্কার যুদ্ধে নিতান্ত ব্যস্ত ছিলেম, এজন্য শ্রীচরণ দর্শন করতে পারি নাই। যাই হক, যদি দর্শন পেলেম, তবে একবার সঙ্গীত ক'রে চরিতার্থ করুন।

তম্বু।— গীত

কালেংড়া—চৌতাল

মাধুরী-আধার অতীত নয়ন মন।
সাধক-হৃদয়ে সুধা নিয়ত বরিষণ।
কোমল মধুর ধারে, নয়ন-আসার বারে,
বাজে মৃদু হৃদিতারে, ভুবনমোহন॥
ধরি ধরি ধরি হারি, ধরিতে হৃদয়ে নারি,
বিহরে বিমানচারী, পবনবাহন!
প্রবল কুহকবলে, পাষাণহৃদয় গলে,
সাধকে লীলার ছলে কৃপা-বিতরণ॥

ইন্দ্র। আহা! কি মধুর সঙ্গীত শুন্‌লেম, যথার্থ সুধাবরিষণ বটে।

অপ্সরাগণ। গীত

খাম্বাজ—খেমটা

হেলে দুলে ঢ'লে ঢ'লে, নেচে চলে বিনোদিনী।
ওই শুন, বাজে বীণা নারী-মন-বিমোহিনী॥
ধরা-ধরি করে করে, নাচ লো প্রমোদভরে,
সোহাগে কুসুম ঝরে, গায় বন-বিহঙ্গিনী॥

গান গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ

মালকোষ—চৌতাল

নবীন নীরদ মান-মথন,
বিরহ-বিধুরা-গোপিনী-রতন।
বিপিন-বিনোদন বাঁশরী বাদন,
গহন ভ্রমণ চারণ-গোধন॥
ব্রজবালা-বাসহর ধর গোবর্দ্ধন,
নবনী-চোরা যশোদা-রতন।
বঙ্কিম ময়ূরপাখা রাধারঞ্জন,
রাখাল ফলাহারী অর্জ্জুনভঞ্জন,
মোহন মদন-মূরতি-গঞ্জন,
কর পীতাম্বর করুণা বিতরণ॥
কোকিল-কূজিত নিকুঞ্জ-কানন,
রাসরসে মাতি নিয়ত নিমগন,
রুনুঝুনু নূপুর, বনহার-ভূষণ॥

নারদ। দেবরাজ! লঙ্কায় দেখে এলেম, বিষম বিভ্রাট! মহেশ্বরী যুদ্ধস্থলে রাবণের রথে বসে তাঁকে রক্ষা কচ্চেন। শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ ভূমে ফেলে হতাশ হয়েছেন।

ইন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ! দেবর্ষি! তবে এখন উপায় কি?

নার। ভবানী-চরণ শরণ ব্যতীত আর উপায় নাই; শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ দিন যে, ঘটার্চ্চনা করে দেবীপূজা আরম্ভ করেন।

ইন্দ্র। চলুন, আমরা সকলে ব্রহ্মার নিকটে গমন করি, তিনি যা বল্‌বেন তাই হবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রীরামের শিবির।—দেবীঘট স্থাপিত

শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব ও কপিগণ

রাম।— গীত

শ্রী—ঝাঁপতাল

নমস্তে সর্ব্বাণি শিব-সীমন্তিনি,
নমস্তে বগলে, কল্যাণি কমলে,
মাতঙ্গি মহিষ-মর্দ্দিনি॥

নমঃ শবাসনা, দিগ্‌বসনা,
হরবরাঙ্গনা, চন্দ্রচূড়া চণ্ড-বিনাশিনি ॥

মিত্রবর ! আমার প্রতি দেবীর কৃপা হলো না। মা আমায় দেখা দিলেন না। মিত্রবর ! ইচ্ছা হয়, এ দেহ পরিত্যাগ ক'রে রাক্ষস-দেহ ধারণ করি। আহা ! রাবণ কি ভাগ্যবান্। দেবী স্বয়ং রাবণকে কোলে লয়ে বসে আছেন। মিত্রবর ! সকলই বিফল হলো, কটক-সঞ্চয়, সাগর-বন্ধন, রাক্ষস-নিধন, সকল বিফল হলো ; অভাগিনী জানকীর উদ্ধারের উপায় দেখি না। মা গো ! মা, লোকে তোমায় দয়াময়ী বলে ; তবে কি যথার্থই আমার কপালগুণে পাষাণ-নন্দিনী হলে !

বিভী। দেব ! এখনও সময় অতীত হয় নাই, পুনর্ব্বার ভক্তিসহকারে ভবানী বিপদ-বারিণীকে আহ্বান করুন ; অবশ্যই তিনি আপনাকে এ বিপদ্ হতে উদ্ধার করবেন।

রাম। মিত্রবর ! এখনও নীলপদ্ম লয়ে কি হনুমান আসে নাই ?

হনুমানের পদ্ম লইয়া প্রবেশ

হনু। প্রভু ! এই অষ্টোত্তর-শত নীলপদ্ম গ্রহণ করুন।

রাম। বৎস ! তোমার ঋণ আমি যুগে যুগেও শুধতে পারবো না।

বিভী। দেব ! সময় গত হয় ; নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়ে দেবীর নিকট মনোনীত বর প্রার্থনা করুন।

রাম।— গীত

ভৈরবী

নমস্তে শঙ্করি, শিবে শুভঙ্করি,
ঈশ্বরি ঈশ্বর-জায়া।
নমস্তে ঈশানি, ত্রিতাপ-হারিণি,
যোগরূপা যোগমায়া ॥
উগ্রচণ্ডা উমা, ভয়ঙ্করী ধূমা,
নমো নমো হৈমবতি।
নমস্তে ভবানি, ভবেশ-ভাবিনি,
শবারূঢ়া শিব-সতী ॥
নমস্তে অভয়া, গিরীশ-তনয়া,
আদ্যাশক্তি কপালিনি।
ত্রাহি মে সুশ্যামা, বারিদ-বরণা,
মৃত্যুঞ্জয়-প্রসবিনি ॥

নমস্তে—

পবন-কুমার, এ কি ? একটি নীলোৎপল কম কেন ?

হনু। প্রভু ! অষ্টোত্তর-শত নীলোৎপল গণনা ক'রে তুলে এনেছি।

রাম। বৎস ! পুনর্ব্বার গিয়ে আর একটি নীলপদ্ম নিয়ে এস। অনেক ক্লেশ করেছ।

হনু। রঘুনাথ ! সমস্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ ক'রে এইগুলি সংগ্রহ করেছি, জগতে আর নীলোৎপল নাই। আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, অষ্টোত্তর-শত গণনা করে এনেছি।

রাম। তবে কি দেবী আমায় প্রতারণা করছেন। মা, অভাগা সন্তানকে আর বিড়ম্বনা করো না। মা গো—

গীত

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

কাতরে করুণা কর হর-হৃদি-বিলাসিনি।
দীন জনে দেখা দে মা, দনুজদল-নাশিনী ॥
পড়েছি ঘোর বিপদে, রাখ মা অভয় পদে,
বর দে গো সুবরদে, রক্ষ-রণে দাক্ষায়ণি ॥

মিত্রবর ! দয়াময়ী আমার অদৃষ্টদোষে নির্দয়া হলেন। এত কষ্ট ক'রে নীলোৎপল সংগ্রহ করলেম, এখন একটি মাত্র নীলোৎপলের অভাবে আমার সঙ্কল্প ভঙ্গ হচ্চে। এখন আর তো কোন উপায় দেখছি না। ভাই লক্ষ্মণ ! সময় অতীত হয়, আর বিলম্ব করতে পারি না। ভাই, লোকে আমায় কমললোচন বলে, এই সুতীক্ষ্ণ শরে এক চক্ষু উৎপাটন করে দেবীচরণে উৎসর্গ

করি ; দেখি, অভাগার দুঃখে পাষাণ-নন্দিনীর পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হয় কি না !

গীত

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা

নলিনী-নয়ন তারা হরিলে নলিনী।
দীনহীনে বিড়ম্বনা করো না জননি ॥
ভাসি মা নয়ন-জলে,
ফিরে দে গো নীলোৎপলে,
অর্পিব পদ-কমলে, কপাল-মালিনি ॥
শত-অষ্ট নীলোৎপলে,
আনিনু সহিত দলে,
হরিলে এক কমলে হইয়া পাষাণী।
সংসারে মোরে সকলে,
নীল-কমল-আঁখি বলে,
এক আঁখি পদতলে অর্পিব ঈশানি ॥

হঠাৎ ভগবতীর আবির্ভাব

ভগবতী। (হস্তধারণ করিয়া) রঘুনাথ ! এত আত্মবিস্মৃত কেন ? রামচন্দ্র ! লক্ষ্মীরূপা জনক-নন্দিনীর দুঃখে কে না দুঃখিত ? রাক্ষসকুলশেখর দশানন আমার পরম ভক্ত, তথাপি আজ অবধি আমি তাকে পরিত্যাগ করলেম। ঘোর যুদ্ধে দশাননকে পরাজয় ক'রে জানকী সতীকে উদ্ধার কর।

শূন্য হইতে পুষ্পবৃষ্টি
ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অপ্সরাগণের আবির্ভাব
ও নৃত্য-গীত

টোড়ি—ঢিমে-তেতালা

জয় রণ-বিহারিণি, মা বিপদবারিণি,
বিমলা নগবালা, ভালে শশিকলা,
দিগ্‌বাস-হৃদিবাস দনুজ-হারিণি ॥

যবনিকা পতন

"অকাল-বোধন" মঞ্চস্থ হওয়ার কিছুদিন পরেই গিরিশচন্দ্র লেসীর দায়িত্বভার ত্যাগ করতে বাধ্য হন। গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনের নিত্য-সহচর স্বর্গত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর "গিরিশচন্দ্র" গ্রন্থে এ সম্পর্কে যে ঘটনাটি বিবৃত করেছেন, তা এখানে উদ্ধৃত করা হোল। থিয়েটারের কর্তৃত্বভার গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর অনুজ, কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল অতুলকৃষ্ণ ঘোষ একদিন তাঁকে বলেন—"মেজদাদা, তুমি দিনের বেলায় অফিসে কাজ করো—রাত্রে থিয়েটারের বই লেখা, রিহার্স্যাল দেওয়া, অভিনয় করা—এইসব লইয়া ব্যস্ত থাকো। তুমি বিশ্বাসী ও সুযোগ্য-বোধে যাহাদের উপর টিকিট বিক্রয়, হিসাব রক্ষা, গার্ড দেওয়া এবং থিয়েটারের অন্যান্য বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়াছ, তাহারা যে বরাবর হুঁসিয়ার হইয়া কার্য্য করিবে তাহারই বা প্রমাণ কি ? ইহাদের দোষেই ভুবনমোহন বাবু নানাপ্রকারে ঋণগ্রস্ত হইয়া অবশেষে থিয়েটার ভাড়া দিতে বাধ্য হইলেন। ভুবনমোহন বাবুর পরিণাম দেখিয়া আমি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। হয় তুমি থিয়েটার ছাড়ো, নচেৎ এসো—আমরা পৃথক হই।"

অনুজের কথা শুনে গিরিশচন্দ্র বিস্ময়বোধ করলেন। বল্লেন—"তুমি কি মনে করো, থিয়েটারের আয়-ব্যয় তত্ত্বাবধানের দিকে আমার দৃষ্টি নাই ? আর যেরূপ বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে কি তোমার ধারণা, আমার লোকসান হইবে ?"

উত্তরে অতুলকৃষ্ণ বল্লেন—"থিয়েটারের আভ্যন্তরিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে আমার বিশ্বাস, থিয়েটার করিয়া কেহই ঋণ-গ্রস্ত ভিন্ন লাভবান হইতে পারিবে না।"

গিরিশচন্দ্র অনুজের মানসিক অবস্থা বুঝে বলেন—"তোমার যদি এইরূপ বিশ্বাসই হয়, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি তোমাকে বলিতেছি, থিয়েটারের সংস্রবে যতদিন থাকিব, আমি আর স্বত্বাধিকারী হইবার কখনই চেষ্টা করিব না।"

এই ঘটনার পর গিরিশচন্দ্র নিজের দায়-দায়িত্ব তাঁর শ্যালক দ্বারকানাথ দেবকে

হস্তান্তরিত করেন। **এরপর থেকে গিরিশচন্দ্র সারাজীবন বেতনভোগী নাট্য-কর্ম্মিরূপে কাজ করেছেন।**

দ্বারকানাথকে থিয়েটারের কর্তৃত্বভার দিয়ে, গিরিশচন্দ্র মাইকেল মধুসূদনের **"মেঘনাদ বধ"** কাব্যের নাট্যরূপ প্রদান করেন। "মেঘনাদ বধ" অভিনয়ের প্রথম রজনীতে গিরিশচন্দ্র নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা কবিতাটি রচনা করেন—

"যদি ধন প্রয়োজন না হইত কদাচন,
রঙ্গভূমি হেরিত কি রসহীন জন ?
বিমল কবিত্ব আশে, কেহ রঙ্গালয়ে আসে,
কেহ হেরে কামিনীর কটাক্ষ কেমন ?
আসি এই রঙ্গস্থলে কত লোক কত বলে,
সবার কথায় মম নাহি প্রয়োজন ;
কাব্যে যার অধিকার, দাস তার তিরস্কার,
অকপটে কহে, করে মস্তক ধারণ।
সুধীজন পদধূলি, রাখি আমি মাথে তুলি,
তিরস্কার তাঁর—দোষ বারণ কারণ ;
'এন্‌কোর' 'ক্লাপে' যার আছে মাত্র অধিকার,
তাঁর (ও) আজি করি আমি চরণ বন্দন।
সবিনয়ে কহে ভৃত্য, নহে বারাঙ্গনা নৃত্য,
মেঘনাদে বীরমদে বিপুল গর্জ্জন ;
রুনু ঝুনু নাহি আর, কঙ্কণের ঝনৎকার,
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত ঘোর অশনিপতন।
গভীর তুলিয়া তান, মধুর মধুর গান,
গদ্য-পদ্য-মাঝে এই মনোহর সেতু ;
শেষাক্ষরে মিল নাই, গদ্য যদি বল তাই,
পদ্য বলা যায় যতি বিভাগের হেতু।
হলে কাব্য অভিনয়, জীবনসঞ্চার হয়,
কোন্ অনুরোধে যতি করিব বর্জ্জন ?
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ, সে যতিরে বলিদান
নাহি দিব, হই হব নিন্দার ভাজন।
যাঁর মনে উঠে যাহা, তিনি বলিবেন তাহা,
আমার যা কার্য্য আমি করিব এখন ॥"

"মেঘনাদ বধ" অভিনয়ের পূর্ব্বে উপরোক্ত কবিতার মাধ্যমে, বেশ গর্ব্বের সঙ্গেই গিরিশচন্দ্র তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

মেঘনাদ বধ

[মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের নাট্যরূপ]

ন্যাশনাল থিয়েটার অভিনীত

॥ প্রথম অভিনয় ॥

ইং শনিবার, ২২শে ডিসেম্বর ১৮৭৭

৮ই পৌষ, ১২৮৪

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ ॥

রাম ও মেঘনাদ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, লক্ষ্মণ—কেদার নাথ চৌধুরী, রাবণ—অমৃতলাল মিত্র, বিভীষণ ও মহাদেব—মতিলাল সুর, সুগ্রীব, মারীচ ও সারণ—অতুল মিত্র (বেডৌল), হনুমান—যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, ইন্দ্র—আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্ত্তিক ও দূত—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), মদন—রামতারণ সান্যাল, মন্দোদরী—কাদম্বিনী, প্রমীলা—বিনোদিনী, চিত্রাঙ্গদা ও মায়া—লক্ষ্মীমণি, শচী—বসন্তকুমারী, রতি ও বাসন্তী—কুসুমকুমারী, (খোঁড়া), নৃমুণ্ডমালিনী ও প্রভাসা—ক্ষেত্রমণি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রমোদ-উদ্যান

মেঘনাদ, প্রমীলা ও সখিগণ

সখিগণের গীত

কাননে ধরে না হাসি।
মধুর মিলনে মলয় পবনে
বসন্ত এসেছে ভাসি॥
পরাণ আকুলি দুলি দুলি দুলি,
ফুলে ফুলে আজ কার কোলাকুলি,
মত্ত ভ্রমর করে ঢলাঢলি,
ফুলের সরম নাশি॥
নীল আকাশে লহর তুলিয়া,
গাহিছে পাপিয়া থাকিয়া থাকিয়া,
শ্যামা দেয় শীষ, ময়ূরী নাচিয়া
প্রকাশে আনন্দরাশি॥

মেঘনাদ কি শোভা হয়েছে আজি, এ রম্য-কানন,
নন্দনকানন সম শোভিছে সুন্দরি!
বনদেবী সাজিয়াছে প্রফুল্ল কুসুমে
তুষিতে তোমার মন; কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা;
বহিছে বসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রসাদ' দেবি, এ সবে সুমিষ্ট
আলাপে; মিলি এ স্বরে তব কণ্ঠস্বর,
আরও মধুর হবে বন, লো সুকণ্ঠি!
শুনিয়ে মোহিব আমি, চিরদাস তব।

কেমনে তুষিব নাথ, আদেশ' দাসীরে?

মেঘ সুস্বরে স্বভাব-শোভা বর্ণি, বিধুমুখি!

প্রমীলার গীত

মাধুরী স্বভাবে কিনা বিহরিছে বনে,
তব সহবাসে, নাথ, জানিব কেমনে?
কোকিল তুলিছে তান, কিবা প্রাণে করে গান,
মোহিত হৃদি—বাদনে;
পরিয়ে কুসুম-গাঁথা, ধীর বায় নাচে লতা,
কিবা প্রাণ প্রণয়-পবনে!

মেঘ। মরি বিনোদিনি, আমি শ্বেতভুজা বুঝি
আসন পেতেছে তব সুকণ্ঠে, সুকণ্ঠি!
শুনিয়ে সুন্দর স্বর, সম্মোহন-শরে

দহিল আমার মন ; এস তবে প্রিয়ে !
বিহরি এ বনে তব সঙ্গে রসরঙ্গে—
বিহরে আমোদে বসে যথা শুকশারী !—

মেঘনাদ-ধাত্রী প্রভাষার বেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ

প্রভাষা। হে কুমার, হও জয়ী, আশীষি
তোমারে।

মেঘ। (চমকিত হইয়া)
কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে ? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।

প্রভাষা। (শিরশ্চুম্বন করিয়া)
হায় ! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা ! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী !
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।

মেঘ। (বিস্মিত হইয়া)
কি কহিলা, ভগবতি ? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে ? নিশা-রণে সিংহারিনু আমি
রঘুবরে, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে ; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।

প্রভাষা। হায়, পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি ; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি ; রক্ষ রক্ষঃ-কুল-
মান, এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি !

মেঘ। (ফুলমালা, বলয় ও কুণ্ডলাদি দূরে
নিক্ষেপ করিয়া)
হা ধিক্ মোরে ! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে ?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ ; আন রথ ত্বরা করি ;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।
(গমনোদ্যত)

প্রমীলা। (মেঘনাদের হস্তদ্বয় ধারণ
করিয়া) কোথা, প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি ?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গ-রসে মন না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি ?

মেঘ। (মৃদু হাস্যসহ)
ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে ? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি, তোমার কল্যাণে,
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি !
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাবণ, সারণ, পারিষদ্‌গণ ও প্রহরিগণ

রাবণ। নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা,
রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি !
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন
ধনে ?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই ? হায়রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি ? কে আর
রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে !
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর ! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে ! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী-শম্ভু সম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,

অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায়, শূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখারূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায়, ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে।
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?

সারণ। (কৃতাঞ্জলিপুটে)
হে রাজন্, ভুবন-বিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে!
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।

রাবণ। যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ! জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।
(দূতের প্রতি)
কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?

দূত। (প্রণাম করিয়া করজোড়ে)
হায় লঙ্কাপতি,—
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীর-কুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে!
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে;
সিংহনাদে; জলধির কল্লোলে; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড টঙ্কারে!
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর!—
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে; বিদ্যুৎঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শন্‌শনে!—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি.কে পারে গণিতে?
এইরূপে শত্রু-মাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কতক্ষণ পরে
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,—
(নীরবে ক্রন্দন)

রাবণ। কহ, রে সন্দেশবহ—
কহ, শুনি আমি, কেমন নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?

দূত। কেমনে, হে মহীপতি,—
কেমনে হে রক্ষঃকুল-নিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি ?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীমদন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে ! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে ! ভাতিলা অসি অগ্নিশিখা সম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত ! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে !—
আর কি কহিব, দেব ? পূর্ব্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি ! হায়রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে ?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণভূমে ? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু প্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।

রাবণ। সাবাসি, দূত ! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে ? ডমরু-ধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী ! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।
(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রসাদ-শিখর

রাবণ, সারণ ও সভাসদ্গণ

রাবণ। (দূরে বীরবাহুর মৃতদেহ দর্শন
করিয়া)
যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল-সাধ এ শয়নে
সদা ! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক্
তারে !
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে,
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্য্যামী যিনি ; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী ? পিতা সদা পুত্র-দুঃখে
দুঃখী—
তুমি হে জগৎ-পিতা, একি রীতি তব ?
হা পুত্র ! হা বীরবাহু ! বীরেন্দ্র-কেশরি !
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?
(চক্ষু ফিরাইয়া সমুদ্রোপরি সেতু দর্শনে)
কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি !
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি ? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর ? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ?
প্রভঞ্জন-বৈরী তুমি ; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে ! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে ? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে ? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বু-
স্বামি !
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?
উঠ, বলি ! বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্করেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাবণ, সারণ, পরিষদ্‌গণ ও প্রহরিগণ
সহচরীগণ সহিত চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। (সরোদনে)
একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষা হেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূল্য রতন ?
দরিদ্রধন-রক্ষণ রাজধর্ম ; তুমি
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?

রাবণ। এ বৃথা গঞ্জন, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে ?
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি ! বীরপুত্র-ধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী !
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর ! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে !
এক পুত্র-শোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্র-শোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি ! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুল-শিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।

চিত্রা। হা পুত্র ! হা অমূল্য রতন দুখিনীর !
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?

রাবণ। এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ?
দেশ-বৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্র পরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিতি অশ্রুনীরে ?

চিত্রা। দেশ-বৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীর-প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী !
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজতপ্রাচীর-সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈম সিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ! তবে দেশ-রিপু
কেন তারে বল, বলি ! কাকোদর সদা
নম্রশির, কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, উর্দ্ধফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায় নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !

(কাঁদিতে কাঁদিতে সখীগণসহ চিত্রাঙ্গদার প্রস্থান।)

রাবণ। (শোকে ও অভিমানে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া)
এতদিনে—
বীরশূন্য লঙ্কা মম ! এ কাল সমরে,

আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!
(প্রস্থানোদ্যোগ)
(দ্রুত মেঘনাদের প্রবেশ ও পিতৃপদ-বন্দনা করিয়া)

মেঘ। শুনেছি, মরিয়া নাকি
বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি!
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে,
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজ-পদে।

রাবণ। (আলিঙ্গন ও শিরশ্চুম্বন করিয়া)
রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস! তুমি
রাক্ষস-কুল ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে;
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে।

মেঘ। কি ছার সে নর, তারে ডরাও
আপনি,
রাজেন্দ্র, থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন, রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুইবার আমি হারানু, রাঘবে;
আর একবার, পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!

রাবণ। কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কৈলাস পুরী
স্বর্ণাসনে দুর্গা উপবিষ্টা
জয়া ও বিজয়ার উভয় পার্শ্বে থাকিয়া
চামর ব্যজন
ইন্দ্র ও শচীর প্রবেশ ও দেবীর পদ-বন্দনা

দুর্গা। কহ, দেব, কুশল বারতা,—
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুইজনে?

ইন্দ্র। (করজোড়ে)
কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে?
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি-পদে। কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
পূজি, মনোনীত বর লভি তাঁর কাছে।
অবিদিত নহে, মাতঃ, তার পরাক্রম।
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতি!
কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে;
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে!
দেবকুল-প্রিয় বীর রঘু-কুল-মণি
কিন্তু দেব-কুলে হেন আছে কোন্ রথী
যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে!
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে, রাঘবে
দেখ ভাবি। তুমি কৃপা করিলে, কালি
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি।

দুর্গা। শৈব-কুলোত্তম
নৈকষেয় ; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী
তার প্রতি ; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হ'তে ? তপে মগ্ন এবে
তাপসেন্দ্র, তেঁই দেব, লঙ্কার এ গতি।

ইন্দ্র। পরম-অধর্ম্মচারী নিশাচর-পতি-
দেব-দ্রোহী ! আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনি,
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ ? সুশীল রাঘব,
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ-ভোগ ত্যজি
পশিল ভিখারী বেশে নিবিড় কাননে !
একটি রতন মাত্র আছিল তাহার
অমূল্য; যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস ! সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট ! হায়, মা, স্মরিলে
কোপানলে দহে মন ! ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেবগণে !
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না
পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া তুমি কর, দয়াময়ি ?

শচী। বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না
বিদরে
হৃদয় ? অশোকবনে বসি দিবানিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে ! কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
ও রাঙা চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে।
আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে, দেবি,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে ? নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে ;
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি !
মরি, মা, সরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে।

দুর্গা। (ঈষদ্ হাস্য করিয়া) রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু ! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।
দুই জন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃকুল, তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে ?
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ মহা ভয়ঙ্কর,
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র ! কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে ?
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম !

ইন্দ্র। তোমা বিনা কার শক্তি,
হে মুক্তিদায়িনি
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব ? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃকুল, রাখ
ত্রিভুবন ; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা ;
হ্রাসো বসুধার ভার ; বসুন্ধরাধর
বাসুকিরে কর স্থির ; বাঁচাও রাঘবে।

(সহসা শঙ্খঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হওন)

দুর্গা। (বিজয়ার প্রতি) লো বিধুমুখি
কহ শীঘ্র করি,
কে কোথা, কি হেতু মোরে
পূজিছে অকালে ?

বিজয়া। (খড়ি পাতিয়া গণনা করিয়া.)
হে নগ-নন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।
বারি-সংঘটিত-ঘটে, সুসিন্দুরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গণনে।
অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে !
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ ; তার তারে বিপদে তারিণি !

দুর্গা। (আসন ত্যাগপূর্ব্বক উঠিয়া)
দেব-দম্পতিরে তুমি সেব যথাবিধি,
বিজয়ে ! যাইব আমি যথা যোগাসনে
(বিকট শিখর !) এবে বসেন ধূর্জ্জটি।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কৈলাসের অপর কক্ষ

দুর্গা

দুর্গা। (স্বগত) কি ভাবে আজি ভেটিব
ভবেশে?
মন্মথ-মোহিনী রতি, স্মরি আমি তারে।

রতির প্রবেশ ও প্রণামকরণ

যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র; কেমনে,
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,
কহ মোরে, বিধুমুখি?

রতি। ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপু, আনি
নানা আভরণ; হেরি যে সবে, পিনাকী
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা!
(দেবীকে সজ্জিত করণ)

দুর্গা। ডাক তব প্রাণনাথে।
(রতির প্রস্থান।)

মদনসহ রতির পুনঃ প্রবেশ

উভয়ের গীত

জয় রাজ রাজেশ্বরী, শিবে শুভঙ্করী,
জয় ভুবনেশ্বরী পদ্মাসনা।
জয় ভয়-বারিণী, শশাঙ্ক-ধারিণী,
তারিণী জয় হর-বরাঙ্গনা॥
হর-উরুবাসিনী, সুর-অরি-নাশিনী,
দামিনী-হাসিনী দিগঙ্গনা।
তরুণ অরুণ জিনি, চরণ নলিন-ভাতি,
দেহি দীন-হীনে কৃপা-কণা॥

দুর্গা। চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি
যোগে মগ্ন এবে, বাছা; চল ত্বরা করি।

মদন। (ভীত হইয়া)
হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ
দাসেরে?
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, মরি, মা তরাসে!
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,
তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান
ভাঙ্গিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে; ধরি ফুল-ধনু, হানিনু কুক্ষণে
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পুরি বন ভীষণ গর্জ্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে;
কেহ না আইল; ভস্ম হইনু সত্বরে!—
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে;
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি! এ মিনতি পদে।

দুর্গা। চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,
অনঙ্গ। আমার বরে চিরজয়ী তুমি!
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণনাশকারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে।

মদন। অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে,
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-
বেশে?
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগৎ হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুরবৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু হেতু।
মোহিনী-মূরতি ধরি আইল শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি,

হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে !
অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য, নাগদল মন্ত্রশির লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী ; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে !
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে
মুখে !
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ, বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর !

দুর্গা। সুবর্ণবরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া
আবরিব কলেবর, চল ত্বরা করি।
(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যোগাসন পর্ব্বত
তপোমগ্ন মহাদেব

অগ্রে মোহিনীবেশে দুর্গা, পশ্চাতে ফুলধনু
হস্তে মদনের প্রবেশ

দুর্গা। কি কাজ বিলম্বে আর,
হে সম্বর-অরি !
হান তব ফুল-শর।

জানু পাতিয়া মদনের শরত্যাগ, সহসা ধ্যানভঙ্গ
হওয়ায় মহাদেবের নয়ন উন্মীলন, ভয়ে
মদনের লুক্কায়িত হওন

মহাদেব। (সম্মুখে দুর্গাকে দেখিয়া)
কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে, তোমা গণেন্দ্র-জননি ?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর; শঙ্করি ?
কোথায় বিজয়া, জয়া ?

দুর্গা। এ দাসীরে, ভুলি,
হে যোগীন্দ্র ; বহুদিন আছ এ বিরলে ;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা-দুখানি। যে রমণী পতি-পরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে ?
একাকী প্রত্যুষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার !

মহা। (সাদরে) জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচীসহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে ;
কেন বা অকালে তোমা পূজে
রঘুমণি ?
পরম ভকত মম নিকষা-নন্দন ;
কিন্তু নিজ কর্ম্মফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি ! হায়, দেবি, দেবে কি
মানবে,
কার হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র-সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
(মহাদেব ও দুর্গার প্রস্থান।)

মদন ও রতির প্রবেশ

রতি। বাঁচালে দাসীরে আসি, হে
রতিরঞ্জন !
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে ?
বামদেব নামে, নাথ, সদা কাঁপি আমি,
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত ! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি ! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,
মোর কিরে প্রাণেশ্বর !

মদন। ছায়ার আশ্রয়ে,
কে কবে ভাস্কর করে ডরায়, সুন্দরি ?
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি।

উভয়ের গীত

আমরা নীরস প্রাণে হরষ আনি
সরস করি তায়।
আমরা শুষ্ক শাখায় ফোটাই কলি,
কোমল করি পাষাণ কায়॥
আমরা একলা কারে দেখ্‌তে নারি,
যুগল ভালবাসি,
আঁধার হৃদয় আলো ক'রে,
ফোটাই মুখে হাসি,

আমরা যত বন্দী বদ্ধ করি,
দিয়ে প্রেম-ফাঁসি,
ত্যজি বর্ম্মচর্ম্ম বীরধর্ম্ম,
বীরের মুকুট লোটায় পায়।
গর্ব্ব মোরা খর্ব্ব করি,
কোমল-কঠিন কুসুম-ঘায়॥
(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মায়া-পুরী

মায়া ও ইন্দ্র

ইন্দ্র। আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি!

মায়া। কহ, কি কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন?

ইন্দ্র। শিবের আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন-পুত্রে কালি? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।

মায়া। দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে; কৃত্তিকাকুল-বল্লভ সেনানী,
পার্ব্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।
বধিতে দানবরাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্রতেজে
অস্ত্র। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত-
সুবর্ণে; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত; ওই দেখ, সুনাসীর,
ভয়ঙ্কর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
বিষাকর ফণীপূর্ণ নাগ-লোক যথা!
ওই দেখ ধনুঃ দেব!

ইন্দ্র। কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
রত্নময়! দিবাকর-পরিধি যেমতি,
জ্বলিছে ফলকবর—ধাঁধিয়া নয়নে!
অগ্নিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর!
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে?

মায়া। শুন দেব,
ওই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়-যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।
যাও চলি সুরদেশে, সুরদল-নিধি!
ফুলকুল-সখী উষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বার পদ্মকর দিয়া
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্র-কেশরী
ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
লঙ্কার পঙ্কজ রবি যাবে অস্তাচলে!
[ইন্দ্রকে অস্ত্র দান করিয়া মায়াদেবীর প্রস্থান।]

ইন্দ্র। এস ত্বরা, চিত্ররথ, গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর!

চিত্ররথের প্রবেশ

যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি!
স্বর্ণ লঙ্কাধামে তুমি। সৌমিত্রি কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়া
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী তার; পার্ব্বতী আপনি
হরপ্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।
অভয় প্রদান তারে করিও, সুমতি!
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে
বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুলমণি।
মোর রথে, রথিবর, আরোহণ করি
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কাপুরে
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ; মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগন; ডাকিয়া

প্রভঞ্জনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ুকুলে ; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা ;
দম্ভোলি-গম্ভীর-নাদে পূরিব জগতে।

(প্রণামপূর্ব্বক অস্ত্র লইয়া চিত্ররথের প্রস্থান।)

ইন্দ্র। পবন !—

প্রভঞ্জনের প্রবেশ

প্রবল ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি ; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবদ্ধ বায়ুদলে ; লহ মেঘদলে ;
দ্বন্দ্ব ক্ষণকাল বৈরী বারি-নাথ সনে
নির্ঘোষে !

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রমোদ-উদ্যান

প্রমীলা ও বাসন্তী

প্রমীলা। ওই দেখ, আইল লো তিমির-
যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি ! কোথায়, সখি, রক্ষঃকুল-পতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি কালে ?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী ;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না
পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহলো আমারে।

বাসন্তী। কেমনে কহিব,
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি ?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি !
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে।
কি ভয় তোমার সখি ? সুরাসুর-শরে
অভেদ্য শরীর যাঁর, কে তাঁরে আঁটিবে
বিগ্রহে ? আইস, মোরা যাই কুঞ্জবনে।
সরস কুসুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি
ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়-গলে
সে দামে, বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে।

প্রমীলা। (বাসন্তীর সহিত ভ্রমণ
করিতে করিতে সূর্য্যমুখী পুষ্পের
পানে চাহিয়া)
তোর লো যে দশা এই ঘোর
নিশাকালে,
ভানুপ্রিয়ে, আমিও লো সহি সে
যাতনা !
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে !
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে !
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি !
আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে
পাইবি, যেমতি সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে !

(পুষ্পচয়ন করিয়া বাসন্তীর প্রতি)

এই তো তুলিনু,
ফুলরাশি ; চিকণিয়া গাঁথিনু স্বজনি,
ফুলমালা ; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পুজিবারে ?
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি।
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।

বাসন্তী। কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি ? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে !
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।

প্রমীলা। কি কহিলি, বাসন্তি ?
পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার
গতি ?
দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃ-কুল-বধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?

(প্রমীলা ও তৎপশ্চাৎ বাসন্তীর প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

উদ্যানের অপরাংশ

বীরাঙ্গনা বেশে প্রমীলা, নৃমুণ্ডমালিনী ও সহচরীগণ

প্রমীলা। লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে !
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে !
যাইব তাঁহার পাশে ; পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে ;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা মম
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে !
দানব-কুল সম্ভবা আমরা দানবী ;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষৎ-শোণিত নদে নতুবা ডুবিতে !
অধরে ধরি লো মধু গরল লোচনে
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে ?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীর-পণা।
দেখিব, যে রূপ দেখি শূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী বনে ;
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে, নাগ-পাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে !
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুৎ-আকৃতি,
বিদ্যুতের গতি চল, পড়ি অরি-মাঝে !

সহচরীগণ। বিদ্যুতের গতি চল,
পড়ি অরি-মাঝে।

সহচরীগণের গীত

এস 'ঝন্ঝনা' সম, অঙ্গনাশ্রেণী
পড়ি গিয়ে অরি-মাঝে।
মঞ্জীর সনে, শিঞ্জিনী-ধ্বনি
মৃদু-কঠোর বাজে ॥
বীরনারী সমরে পুলকে,
দলকে দামিনী অসির ফলকে,
শমনের সনে মদন নিরখে,
মোহিনী ভীমা সাজে ॥
লম্বিত বেণী ফণী ফণ্লফণা,
ধায় তরঙ্গিণী সাগর-গমনা,
নয়নে ঠিকরে অনলকণা,
রণভেরী ঘোর গাজে ॥
সিংহ সহ আজি মিলিবে সিংহিনী,
দেখিব কেমনে রোধে রঘুমণি,
ভূলোকে দ্যুলোকে হেরিবে চমকে,
রঙ্গিণী রণ রাজে ॥

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

লঙ্কার পশ্চিম-দ্বার

দ্বার সম্মুখে গদাহস্তে হনুমানের পরিভ্রমণ
প্রমীলা, নৃমুণ্ডমালিনী ও সহচরীগণের
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

গীত

বীর-সাজে আজি সাজে রক্ষঃকুল-
কামিনী।
শাণিত ফলকে যেন দলকে দামিনী ॥
বর্ম্ম আঁটি চল সবে, "জয় রক্ষোরাজ"
রবে,
গৌরব ঘুষিবে ভবে, দানব-নন্দিনি ॥
চল, বীর-পদ-ভরে, কাঁপাইয়া চরাচরে,
খর শরে রঘুবরে নাশিব এখনি ॥*

হনুমান। কে তোরা এ-নিশা-কালে
আইলি মরিতে ?
জাগে এ দুয়ারে হনু, যার নাম শুনি
থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে !
আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি-কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে।
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি দুর্ম্মতি ?
জানি আমি নিশাচর পরম মায়াবী
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে,—

* ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয়কালীন এই গানটি কবি নাট্যকার অমরেন্দ্র নাথ দত্ত কর্তৃক রচিত হইয়া এই নাটকে সংযোজিত হয়।

যথা পাই মারি অরি ভীম-প্রহরণে।

নৃমুণ্ডমালিনী। শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা
তোর সীতানাথে,
বর্ব্বর! কে চাহে তোরে,তুই ক্ষুদ্রজীবি!
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে?
দিনু ছাড়ি; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ?
যা চলি,
ডাক্, সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ-ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর; বাহুবলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে, পতি-পদ পূজিতে যুবতী!
কোন্ যোধ-সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে
তাঁহারে?

হনু। (বিস্মিত হইয়া স্বগত)
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা, খর্পর-খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।
দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুলবধূ,
(শশিকলা-সমরূপে) ঘোর-নিশা-কালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক-বনে(হায় শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে;—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে!
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
প্রেম-পাশেবাঁধা সদা হেন সৌদামিনী!
(প্রকাশ্যে)
বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরি! প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা আকালে?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ, হনুমান আমি
রঘুদাস; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর সুলোচনে?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি;
কি হেতু আইল হেথা? কহ, জানাইব,
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।

প্রমীলা। রঘুবর পতি-বৈরী মম,
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজ ভুজবলে তিনি ভুবন-বিজয়ী,
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী।
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা, যাও ত্বরা করি।

(হনুমান ও নৃমুণ্ডমালিনীর একদিকে
এবং প্রমীলা ও সখীগণের
অন্যদিকে প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রামচন্দ্রের শিবির

রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ

ঝড়, বৃষ্টি ও বিদ্যুৎমণ্ডিত আকাশমণ্ডল হইতে
অস্ত্রাদি লইয়া চিত্ররথের অবতরণ, সসম্ভ্রমে
রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণের উত্থান

রাম। (প্রণাম করিয়া) হে ত্রিদিববাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশে সাজে
এ হেন মহিমা, রূপে?—কেন হেথা
আজি,
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য,অর্ঘ্য ল'য়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব, হায়!

চিত্র। চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি;
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্রে, গন্ধর্ব্বকুল আমার অধীনে।

আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ, নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে
কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি রঘুকুল-মণি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া!

রামচন্দ্রকে অস্ত্রাদি প্রদান

রাম। আনন্দ-সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে।
অজ্ঞ নর আমি; হায়, কেমনে দেখাব
কৃতজ্ঞতা? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।

চিত্র। শুন, রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা,—দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি,
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র আদি বলি যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ! এ সার কথা কহিনু তোমারে!

(চিত্ররথের প্রস্থান।)

বিভীষণ। হের খড়্গ রঘুমণি,
অগ্নিশিখাসম
ধাঁধিছে নয়ন এ ঘোর নিশীথে। ধন্য
চর্ম্মবর, সুবর্ণমণ্ডিত যথা দিবা-
অবসানে রবির প্রসাদে মেঘ।

লক্ষ্মণ। বিদ্যুৎ-গঠিত বর্ম্ম; তূণপূর্ণ শর—
বিষধর ফণীপূর্ণ নাগ-লোক যথা।

রাম। (ধনু ও অস্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া)
বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিণাকে
বাহুবলে; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে!
কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই, নোয়াইবে এবে?

বিভীষণ। (ত্রস্তভাবে)
চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির-বাহিরে
নিশীথে কি উষা আসি উতরিলা হেথা?

রাম। (শিবির বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে)
ভৈরবীরূপিণী বামা,—
দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া!
মায়াময় লঙ্কাধাম; পূর্ণ ইন্দ্রজালে;
কামরূপী তবাগ্রজ। দেখ, ভাল করি;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে
আমি! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর
রাখিবে
এ দুর্ব্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে!

হনুমান ও নৃমুণ্ডমালিনীর প্রবেশ

নৃমুণ্ড। প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে; নৃমুণ্ডমালিনী
নাম মম, দৈত্য-বালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী—
তাঁর দাসী।

রাম। কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে? কহ শীঘ্র করি।

নৃমুণ্ড। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে;
নতুবা ছাড়হ পথ; পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজবলে;
রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা; যাহে
চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি নরবর; নহে চর্ম্ম, অসি,
কিম্বা গদা; মল্লযুদ্ধে সদা মোরা রত।
যথা রুচি কর, দেব; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,

চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগপালে।

রাম। শুন সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃপতি ; তোমরা সকলে
কুলবালা ; কুলবধূ ; কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?
আনন্দে প্রবেশ' লঙ্কা নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে।
জনম রামের, রামা, রঘু-রাজ-কুলে
বীরেশ্বর ; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি !
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে, শত মুখে বাখানি, ললনে !
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে।
ধন্য ইন্দ্রজিৎ ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী !
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে ;
বনবাসী, ধনহীন বিধি-বিড়ম্বনে ;
কি প্রসাদ, সুবদনে (সাজে যা
তোমারে)
দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ করি !

হনুমানের প্রতি

দেহ ছাড়ি পথ, বলি ! অতি সাবধানে,
শিষ্ট-আচরণে তুষ্ট কর বামাদলে।

(প্রণাম করিয়া নৃমুণ্ডমালিনীর হনুমান সহ প্রস্থান)

বিভীষণ। দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া
রঘুপতি ! দেখ, দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক।
না জানি এ বামাদলে কে আঁটে সমরে
ভীমারূপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি ?

রাম। দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর ! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি !
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে !
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মেঘনাদের প্রকোষ্ঠ-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ
মেঘনাদ, প্রমীলা ও সহচরীগণ

মেঘনাদ। রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে
বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে ? যদি আজ্ঞা
কর,
পড়ি পদতলে তবে ; চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে !

প্রমীলা। (হাস্যের সহিত)
ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী ; কিন্তু মনমথে না পারি
জিনিতে।
অবহেলি শরানলে ; বিরহ-অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা ; তেঁই সে আইনু,
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তাঁর
কাছে।
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।

(মেঘনাদ ও প্রমীলার প্রস্থান।)

সহচরীগণের গীত

মেঘের কোলে কুতূহলে
হাস্‌লো আবার দামিনী।
ভেদি কানন-গিরি সাগর বুকে
মিশ্‌লো এসে তটিনী।
পবন সঙ্গে রঙ্গে মিলিল অগ্নিকণা,
আহবে রাঘবের টুটিবে বীরপণা,
শাণিত শরে সমরে শুইবে কপিসেনা ;
বীর-বামে বীরাঙ্গনা, আমরা বীর-
রঙ্গিণী।
বিজয়-মাল্যে সাজাব যুগলে মিলিয়ে
সব সঙ্গিনী ॥

(সকলের প্রস্থান।)

ইন্দ্রালয়
নিশীথে কুসুমশয্যায় মৌনভাবে ইন্দ্র উপবিষ্ট ;
সম্মুখে শচী

শচী। (অভিমানের সহিত)

কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব
পদে ?
শয়ন-আগারে তবে কেন না করিছ
পদার্পণ ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি ; চমকি তরাসে
মেনকা, উর্ব্বশী, দেখ, স্পন্দহীন যেন !
চিত্র-পুত্তলিকা সম চারু চিত্রলেখা !
তব ডরে ডরি দেবী বিরামদায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার
সমীপে ;
আর কারে ভয় তাঁর ? এ ঘোর নিশীথে,
কে কোথা জাগিছে, বল ? দৈত্যদল
আসি
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে ?

ইন্দ্র। ভাবিতেছি, দেবি
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে !
অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি !

শচী। পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত ! যাহে বধিলা
তারকে,
মহাসুর তারকারি ; তব ভাগ্য-বলে
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ ; আপনি পার্ব্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি;—
তবে এ ভাবনা,নাথ, কহ কি কারণে ?

ইন্দ্র। সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি ; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে ;
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি
বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রানন্দন;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে ?
দম্ভোলি-নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে !
মেঘের ঘর্ঘর-ঘোর ; দেখি ইরম্মদে ;
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী ;
তবু থরথরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কারে
অগ্নিময় শরজাল বসাইয়া চাপে
মহেষাস ; ঐরাবত অস্থির আপনি
তার ভীম-প্রহরণে।

মায়ার প্রবেশ

সসম্ভ্রমে ইন্দ্র ও শচীর মায়াকে প্রণাম করন

ইন্দ্র। (কৃতাঞ্জলিপুটে)
কি ইচ্ছা, মাতঃ ! কহ এ দাসেরে ?

মায়া। যাই, আদিতেয়।
লঙ্কাপুরে ; মনোরথ তোমার পূরিব ;
রক্ষঃ-কুল- চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে
আজি। চাহি দেখ, ওই পোহাইছে
নিশি।
অবিলম্বে, পুরন্দর, ভবানন্দময়ী
উষা দেখা দিবে হাসি-উদয় শিখরে ;
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে।
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে,
অসুরারি। মায়াজালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র, দুর্ব্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় (সিংহ যেন আনায়-মাঝারে)
মরিবে ;—বিধির বিধি কে পারে
লঙ্ঘিতে ?
মরিবে রাবণি রণে, কিন্তু এ বারতা
পাবে যবে রক্ষঃ-পতি, কেমনে রক্ষিবে
তুমি রামানুজে, রামে, বীর বিভীষণে
রঘুমিত্র ? পুত্রশোকে বিকল, দেবেন্দ্র,
পশিবে সমরে শূর কৃতান্ত-সদৃশ
ভীমবাহু। কার সাধ্য বিমুখিবে তারে ?
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু যে কথা।

ইন্দ্র। পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে
মহামায়া, সুর-সৈন্য সহ কালি আমি
রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে।
না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার
প্রসাদে।
যাও, তুমি আগে, মাতঃ, মায়া-জাল
পাতি

কর্ব্বুর কুলের গর্ব্ব, দুর্ম্মদ সংগ্রামে,
রাবণি। রাঘবচন্দ্র দেবকুল-প্রিয়,
সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি!
তার জন্যে। যাব আমি আপনি
ভূতলে
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দগ্ধিব কর্ব্বুরে।

মায়া। উচিত এ কর্ম্ম তব, অদিতি-নন্দন!
পাইনু পিরীতি তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ!
এস স্বপ্ন মহাদেবী বিশ্ব-বিমোহিনি!

স্বপ্নদেবীর প্রবেশ

যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে
শিবিরে, সৌমিত্রি শূর। সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তার, কহিও রঙ্গিণি!
এই কথা; 'উঠ, বৎস! পোহাইল
রাতি।
লঙ্কার উত্তর-দ্বারে বনরাজী-মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
অবিলম্বে, স্বপ্নদেবী, যাও লঙ্কাপুরে;
দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না
সহে।

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রামচন্দ্রের শিবির

রাম ও বিভীষণ লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি!
শিরোদেশে বসি মোর সুমিত্রা জননী
কহিলেন,—'উঠ, বৎস, পোহাইল
রাতি।
লঙ্কার উত্তর-দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তিভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে
বনে।'
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
কাঁদিয়া ডাকিনু আমি, কিন্তু না পাইনু
উত্তর। কি আজ্ঞা তব, কহ রঘুমণি?

রাম। (বিভীষণের প্রতি)
কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি? রক্ষঃ-পুরে
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে।

বিভী। আছে সে কাননে
চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কূলে।
আপনি রাক্ষস-নাথ পূজেন সতীরে
সে উদ্যানে; আর কেহ নাহি যায় কভু
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল! শুনেছি দুয়ারে
আপনি ভ্রমেন শম্ভু—ভীম-শূল-পাণি;
যে পূজে মায়েরে সেথা জয়ী সে
জগতে।
আর কি কহিব আমি? সাহসে যদ্যপি
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
সফল, হে মহা রথি, মনোরথ তব!

লক্ষ্মণ। রাঘবের আজ্ঞাবর্ত্তী,
রক্ষঃকুলোত্তম, এ দাস; যদ্যপি তব
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে!
কে রোধিবে গতি মোর?

রাম। কত যে সয়েছ
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে
তোমায়। কিন্তু কি করি? কেমনে
লঙ্ঘিব
দৈবের নির্ব্বন্ধ, ভাই? যাও
সাবধানে,—
ধর্ম্ম-বলে মহাবলী! আয়সী-সদৃশ
দেবকুল-আনুকূল্য রক্ষুক তোমারে!

(সকলের প্রস্থান)।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বনপথ

নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। মরি, ঘোর নিশাকালে এ বিজন
বনে,
কে ঢালিছে সুধারাশি চিত্ত বিমোহিয়া!

মায়াকন্যাগণের প্রবেশ, নারীগণকে দেখিবামাত্র
লক্ষ্মণের মস্তক অবনতকরণ

মায়াকন্যাগণের গীত

কেন যোগীবেশে ভ্রম, এ বিজন কাননে?
না জানি কে অভাগিনী, কাঁদে তোমা
বিহনে!

কেন ধরিয়াছ ধনু ভ্রূভঙ্গেতে ফুল-ধনু,
কটাক্ষে কুসুম-শরে, কেবা স্থির ভুবনে!
অধরে সুধার রাশি, রেখেছে কে গোপনে?
অমর-নগর-বাসী, তব প্রেম-অভিলাষী,
চলহ হৃদয়ে ধরে লয়ে যাই যতনে।
নন্দন কানন-মাঝে সুরগণ সদনে।

১মা নারী। স্বাগত, ওহে রঘুচূড়ামণি!
নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী;
নন্দন-কাননে, শূর, সুবর্ণ-মন্দিরে
করি বাস; করি পান অমৃত উল্লাসে;
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে;
উরজ-কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত;
না শুখায় সুধারস অধর-সরসে;
অমরী আমরা, দেব! বরিনু তোমারে
আমা সবে; চল, নাথ, আমাদের
সাথে।

কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখ-ভোগ; দিব তা তোমারে
গুণমণি! রোগ, শোক-আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মণ্ডলে,
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে
নিবাসি
চিরদিন।

লক্ষ্মণ। (অবনত মস্তকে ও যুক্তকর হইয়া)
হে সুর-সুন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে।
অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে
রামচন্দ্র, ভার্য্যা তাঁর মৈথিলী; কাননে
একাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি
রক্ষোনাথ। উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি
রাক্ষসে, জানকী সতী; এ প্রতিজ্ঞা মম
সফল হউক্, বর দেহ, সুরাঙ্গনে!
নর-কুলে জন্ম মোর; মাতৃ হেন মানি
তোমা সবে

[মায়াকন্যাগণের অন্তর্দ্ধান এবং ধীরে ধীরে
বিস্মিত লক্ষ্মণের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কাননমধ্যে দীপমালা-শোভিত চণ্ডীর মন্দির
দ্বারে ত্রিশূল হস্তে মহাদেব।

লক্ষ্মণের প্রবেশ

(স্বগত) একি হেরি,
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি। জটাজুট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ-নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন।
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ; শালবৃক্ষ সম
ত্রিশূল দক্ষিণ করে। বুঝিলাম, ভূত-
নাথ দুয়ারে প্রহরী।
(অসি নিষ্কাসিয়া প্রকাশ্যে)
দশরথ রথী,
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড়! ছাড় পথ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে।
সতত অধর্ম্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি;
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে—
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি
তোমারে;—
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব।

মহা। বাখানি সাহস তোর, শূর-চূড়া-মণি
লক্ষ্মণ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে?

প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
ভাগ্যধর।

(মহাদেবের প্রস্থান।)

লক্ষ্মণের মন্দিরমধ্যে প্রবেশ ও চণ্ডীকে প্রণাম

লক্ষ্মণ। (নতজানু হইয়া করপুটে)
হে বরদে, দেহ বর দাসে।
নাশি রক্ষঃ-শূরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি।
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্য্যামিনি,
তুমি যত জান, হায়, মানব-রসনা
পারে কি কহিতে তত? যত সাধ মনে,
পুরাও সে সবে, সাধ্বি!

মহামায়া। সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা সুত, দেব-দেবী যত
তোর প্রতি! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা,
সাধিতে এ কার্য্য তোর, শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি! বিভীষণে লয়ে;
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে
নাশ' তারে। মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য; নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয়-হৃদয়ে
যা চলি রে যশস্বি।

আকাশবাণী। শুভক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর! তোর কীর্ত্তি-গানে
পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে।
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,
তুই! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি!

(উদ্দেশে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মণের প্রস্থান।)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

রামচন্দ্রের শিবির

রাম ও বিভীষণ। লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। কৃতকার্য্য আজি, দেব, তব আশীর্ব্বাদে
চিরদাস! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে,
পূজিনু চামুণ্ডে, প্রভু, সুবর্ণ দেউলে
ভক্তি-ভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া।
কি ইচ্ছা তব, কহ নৃপমণি? পোহায়
রাতি; বিলম্ব না সহে; মারি রাবণিরে,
দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে।

রাম। হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে; দেব-নর ভস্ম যার বিষে;—
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প-বিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্যে; শোণিতস্রোতঃ, হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে!
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, সবন্ধুবান্ধবে—
হারাইনু ভাগ্যদোষে; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে?

চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা।
লক্ষ্মণ। কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে ত্রিভুবনে? দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ; শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী!
দেখ চেয়ে লঙ্কাপানে; কাল-মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারিদিকে! দেব হাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ' দাসেরে
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদ-প্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা! ধর্ম্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম্মকার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে?
বিভী। যা কহিলা সত্য, রাঘবেন্দ্র রথী
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।
স্বপনে দেখিনু আমি রঘুকুলমণি!
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী, শিরোদেশে বসি,
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী! "হায়! মত্তমদে
ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস; কলুষদ্বেষিণী
আমি? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেরে তারা? কিন্তু তোর পূর্ব্ব কর্ম্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর; পাইবি
শূন্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই! রক্ষঃ-কুলনাথ-পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে; সহায় হইবি
তুই তার! দেব-আজ্ঞা পালিস যতনে,
রে ভাবী কর্ব্বুররাজ।" উঠিনু জাগিয়া;
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু;
স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে
মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী!
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
কবরী, ভাতিছে কেশে রত্নরাশি, মরি
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা! বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ; আর মাতা নাহি দিল দেখা।
শুন, দাশরথি রথি, এ সকল কথা
মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে
রাবণি। হে নরপাল, পাল' সযতনে
দেবাদেশ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে!
রাম। স্মরিলে পূর্ব্বের কথা রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল-জলে?
হায়, সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দ্দয়; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃ-সত্য রক্ষা হেতু; স্বেচ্ছায় ত্যজিল
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে!
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা, উচ্চ অবরোধে
কাঁদিল ঊর্ম্মিলা বধূ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব?
না মানিল অনুরোধ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।

কহিলা সুমিত্রা মাতা,—'নয়নের মণি
আমার, হরিলি তুই, রাঘব ! কে জানে,
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে ?
সঁপিনু এ ধন তোরে। রাখিস্ যতনে
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।'
নাহি কাজ, মিত্রবর সীতায় উদ্ধারি ;
ফিরি যাই বনবাসে ! দুর্ব্বার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি !
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র ; বিশারদ রণে
অঙ্গদ সুযুবরাজ ; বায়ুপুত্র হনু,
ভীম পরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা,
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম
অগ্নিরাশি ; নল, নীল ; কেশরী—
কেশরী
বিপক্ষের পক্ষে শূর ; আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য ; তুমি মহারথী ;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে ? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই কহি, সখে, এ রাক্ষসপুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা।
আকাশবাণী। উচিত কি তব, কহ,
হে বৈদেহীপতি !
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি ? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ?
দেখ চেয়ে শূন্যপানে।

শ্রীরামচন্দ্রের আকাশমণ্ডলে ময়ূরের সহিত সর্পের ভীষণ সংগ্রাম ও অবশেষে গতপ্রাণ হইয়া ময়ূরের ভূতলে পতন সবিস্ময়ে দর্শন

বিভীষণ। **স্বচক্ষে দেখিলা**
অদ্ভুত ব্যাপার আজি ; নিরর্থ এ নহে
কহিনু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে।
নহে ছায়াবাজী ইহা ; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে,
নির্ব্বাপিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রিকেশরী !
রাম। (কৃতাঞ্জলিপুটে আকাশপানে চাহিয়া)
তব পদাম্বুজে
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,
অম্বিকে ! ভুলো না, দেবি, এ তব
কিঙ্করে !
ধর্ম্মরক্ষা হেতু মাতঃ, কত যে পাইনু
আয়াস, ও রাঙাপদে অবিদিত নহে।
ভুঞ্জাও ধর্ম্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,
অভাজনে ; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃ-সমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে !
দুর্দ্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেবদলে, নিস্তারিণি ! নিস্তার' অধীনে,
মহিষমর্দ্দিনি, মর্দ্দি দুর্ম্মদ রাক্ষসে !

বিভীষণের প্রতি

সাবধানে যাও, মিত্র ! অমূল্য রতন
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে
রথিবর ! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে ;—
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে।
বিভী। দেবকুলপ্রিয় তুমি রঘুকুল-মণি ;
কাহারে ডরাও, প্রভু ? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে।

(রামচন্দ্রের চরণ বন্দনা করিয়া বিভীষণসহ লক্ষ্মণের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মেঘনাদের শয়নকক্ষ

প্রমীলা শয্যায় নিদ্রিতা ফুল লইয়া সখীগণের প্রবেশ

গীত

এত কেন গরব লো তোর
ঢ'লে ফুল গড়িয়ে গেলি।
এল বঁধু প্রাণের মধু
হাসিমুখে লুটিয়ে দিলি ॥
যা ছিল তা বিলিয়ে দিয়ে,
থাকবি পরের দাগা নিয়ে,
জেনে শুনে কোন্ প্রাণে লো,
তুলে শেল বুকে নিলি ?

চুপি চুপি তোরে বলি,
সে বড় চতুর অলি,
আস্‌বে কি আর, ভাস্‌বি লো তুই,
ফুটে গেলি — কলি ছিলি ॥*

মেঘনাদের প্রবেশ

মেঘ। (সাদরে প্রমীলার হস্ত ধারণ করিয়া)
ডাকিছে কূজনে,—
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল। মিল, প্রিয়ে, কমললোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি, তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়ন-তারা! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!

চকিত হইয়া প্রমীলার শয্যা হইতে উত্থান, ও
সাদরে মেঘনাদের প্রমীলার কণ্ঠ বেষ্টন

মেঘ। পোহাইল এতক্ষণে তিমির-শর্ব্বরী;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি!
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? চল, প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে।
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,
ভীষণ-অশনি-সম শর-বরিষণে
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে।
(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবালয়-সম্মুখ

মেঘনাদ, মন্দোদরী ও প্রমীলা

মেঘ। দেবি, আশীষ দাসেরে!
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে!
শিশু ভাই বীরবাহু; বধিয়াছে তারে
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে
নির্ব্বিঘ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শরজালে
লঙ্কা। বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী! খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
সাগর অতল-জলে।

মন্দো। কেমনে বিদায় তোরে করি, রে
বাছনি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণশশী
আমার। দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী;
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর; কাল-সর্প সম
দয়া-শূন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে
সবন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু! কুক্ষণে, বাছা! নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে!
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি!

মেঘ। কেন মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী? দুইবার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শরজালে! ও পদ-প্রসাদে
চিরজয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেবকুল-রথী;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্ত্যে নরেন্দ্র! কি
হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ মা, আমারে?
কি ছার সে রাম, তারে ডরাও আপনি?

মন্দো। মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-
পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত!
নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাঁচাইল,
নিশা-রণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্যে? এ সব আমি না পারি
বুঝিতে?

---

* ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় কালীন উপরোক্ত গানটি কবি-নাট্যকার অমরেন্দ্র নাথ দত্ত রচনা করেন।

শুনেছি মৈথেলী-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি; আসার বরষে!
মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি,
বিদায়িব তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা শূর্পণখা মায়ের উদরে!

মেঘ। পূর্ব্ব-কথা স্মরি,
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে!
নগর-তোরণে অরি; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে!
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়? রথী যত
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ'
দাসেরে;
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে!
ওই শুন, কূজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী!
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা
তুমি।
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি
আশীষিলে?

মন্দো। যাইবি রে যদি;—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল-রণে! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি! কি আর কহিব?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই!
(প্রমীলার প্রতি)
থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি; জুড়াইব,
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ!
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী!
(একদিকে মেঘনাদ ও অন্যদিকে মন্দোদরী ও প্রমীলার প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান পথ

যজ্ঞশালাভিমুখে মেঘনাদের গমন, সহসা
নূপুরধ্বনি শুনিয়া পশ্চাতে প্রমীলাকে
দর্শনে বাহুপাশে বেষ্টন

প্রমীলা। হায়, নাথ!
ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে;
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়! কি
করি?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ! শুনিয়াছি শশিকলা না কি
রবি-তেজে সমুজ্জ্বলা; দাসীও তেমতি,
হে রাক্ষস-কুল-রবি! তোমার বিহনে,
আঁধার জগৎ, নাথ, কহিনু তোমারে!

মেঘ। এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে লঙ্কা-সুশোভিনি!
যাও তুমি ফিরি প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী।
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো
রোহিণী!
সৃজিলা কি বিধি, সাধ্বি, ও কমল-আঁখি
কাঁদিতে? আলোকাগারে কেন লো
উদিছে
পয়োবহ? অনুমতি দেহ, রূপবতি,—
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে—
দেহ অনুমতি, সতি, যাই যজ্ঞাগারে।
(মেঘনাদের প্রস্থান।)

প্রমীলা। (অশ্রু মোচন করিয়া, ঊর্দ্ধমুখে
করযোড়পূর্ব্বক)
প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি!
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে,

কৃপাময়ি ! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে !
অভেদ্য কবচ-রূপে আবর শূরেরে !
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে !
দেখো, মা, কুঠার যেন না স্পর্শে উহারে !
আর কি কহিবে দাসী ? অন্তর্য্যামী
তুমি !
তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখিবে ?

(প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাল-প্রভাত
লঙ্কার সিংহদ্বার-সম্মুখস্থ পথ
দ্বারের উপর নহবৎ-বাদ্য
লক্ষ্মণ ও বিভীষণের প্রবেশ

বিভী। হের, বীর ! হেম-হর্ম্ম্য, দেউল,
বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে ;
গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ ; অস্ত্রশালা ; চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি, যথা সুরপুরে !
হের রক্ষোরাজ-গৃহ ! ভাতে সারি সারি
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ ; গগন পরশে
গৃহ-চূড়, হেমকূট-শৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষু বিনোদিয়া,
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর !

লক্ষ্মণ। অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে !
এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে ?

বিভী। যা কহিলা সত্য, শূরমণি !
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে ?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের
রীতি,—
সাগর-তরঙ্গ যথা ! চল ত্বরা করি,
রথিবর, সাধ' কাজ বধি মেঘনাদে ;
অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে !

(উভয়ের প্রস্থান।)

বন্দিগণের প্রবেশ ও গীত

পূর্ব্বগগন হের রক্তবরণ।
তূর্য্যনাদে জাগো রক্ষঃ-সৈন্যগণ।
ত্রিভুবন-ত্রাস বাসবজেতা,
মেঘনাদ আজি সমরে নেতা,
শয্যা পরিহর, বীর বেশ ধর,
অসির ঝন্‌ঝনে, পড়ুক সাড়া প্রাণে,
রণোল্লাসে হৃদি করুক্ নর্ত্তন ॥
শত্রু-শিবিরে উঠিছে জয়-রব,
তোমরা বীরব্রজ লঙ্কার গৌরব,
নহ হীনপ্রাণ, হেন অপমান,
সহিবে কেমনে, ধাও রণাঙ্গণে,
শত্রু শোণিতে কর কলঙ্ক মার্জ্জন ॥

(বন্দিগণের প্রস্থান।)

কয়েকজন লোকের প্রবেশ

১ম লোক। চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে।
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ। জুড়াইব আঁখি
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে।

২য় লোক। কি কাজ, কহ, প্রাচীর-উপরে ?
মুহূর্ত্তে নাশিবে রামে, অনুজ লক্ষ্মণে,
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে ?
দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী ! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে।
রাজ-প্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী সভাতলে ; চল সভাতলে !

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

যজ্ঞাগার

সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড, উভয় পার্শ্বে শঙ্খ,
ঘণ্টা, কোষা-কোষী, দীপ, ধূপ-ধুনা, ফল-পুষ্প,
নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার উপকরণ সজ্জিত।
কৌষিক-বস্ত্র, কৌষিক-উত্তরীয় পরিহিত
চন্দনের ফোঁটা ও ফুলমালা-ভূষিত
ধ্যানমগ্ন মেঘনাদ।
অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্ শব্দ করিয়া বেগে লক্ষ্মণের
প্রবেশ, চমকিত হইয়া মেঘনাদের নয়ন উন্মীলন

মেঘ। (সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক
কৃতাঞ্জলিপুটে)
হে বিভাবসু! শুভক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ-অর্পণে!
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃ-কুল-রিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে? এ কি লীলা তব,
প্রভাময়?

লক্ষ্মণ। নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে।
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।

মেঘ। (বিস্ময় সহকারে) সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজ-পুরে আজি? রক্ষঃ শত শত
যক্ষপতি-ত্রাস বলে, ভীম-অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার; শৃঙ্গধর সম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলী-রূপে;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক্? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ,
রুদ্ধদ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজ-পদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে
চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে!

লক্ষ্মণ। কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত
রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে-বলী,
তবু অবহেলা, মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে! এতদিনে মজিলি! দুর্ম্মতি,
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে
তোরে!

অসি নিষ্কাসন

মেঘ। সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে
অরি,
নহে রথিকুল-প্রথা আঘাতিতে তারে
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;—কি আর
কহিব?

লক্ষ্মণ। আনায়-মাঝারে বাঘে পাইলে
কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি
অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব

তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে
কৌশলে!

মেঘ। ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে—
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই! ক্ষত্রিয়-সমাজে
রোধিবে শ্রবণ-পথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ; তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই; তস্কর সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি!
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর? কে তোরে হেথা আনিল
দুর্ম্মতি?

কোষা লইয়া লক্ষ্মণকে মেঘনাদের প্রহার ও
লক্ষ্মণের পতন। লক্ষ্মণের ধনু-অস্ত্রাদি লইবার
বিশেষ চেষ্টা করিয়াও মায়ার প্রভাবে অকৃত-
কার্য্য হওন। সহসা দ্বারদেশে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক
বিভীষণকে দেখিয়া

এতক্ষণে—
জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃ-পুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসব-বিজয়ী?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।

বিভী। বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?

মেঘ। হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি
মরিবারে।
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা তাত, কহ তা
দাসেরে।
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি! ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?
কেবা সে অধম রাম? স্বচ্ছ-সরোবরে
করে কেলি রাজহংস, পঙ্কজ-কাননে
যায় কি সে কভু, প্রভু! পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র-কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে
সংগ্রামে?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথী-প্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে শাস্তিনরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল-কমলে
কীটবাস? কহ, তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি, ভ্রাতৃ-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?

বিভী। নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা
ভর্ৎস মোরে
তুমি! নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!

বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল-সলিলে !
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি ! পরদোষে কে চাহে
মজিতে ?

মেঘ। (সরোষে) ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ ! বিখ্যাত জগতে
তুমি ;—কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি-শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা !
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায়
শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।

(চেতন পাইয়া লক্ষ্মণের উত্থান এবং অসিহস্তে
মেঘনাদকে আক্রমণ। মেঘনাদের শঙ্খ, ঘণ্টা
প্রভৃতি পূজার উপকরণ লইয়া নিক্ষেপ ও
অবশেষে লক্ষ্মণের খড়্গাঘাতে পতন)

মেঘ। বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রা-নন্দন তুই ! শত ধিক্ তোরে !
রাবণ-নন্দন আমি, না ডরি শমনে !
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে !
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে ? কি পাপে
বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ?
আর কি কহিব তোরে ? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম ? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নি-রাশিসম তেজে !
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষে, কাননে যদি পশিস্ কুমতি !
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ
রুষিলে ?
কেবা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি ? অন্তিমে পিতঃ ! নমি পদে তব।
মাগো ! তব স্নেহময়ী মূর্ত্তি পড়ে মনে
এ অন্তিমে। হে প্রেয়সি ! মাগি হে
বিদায় !

লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে !*

মৃত্যু

* ক্লাসিক থিয়েটার হইতে এবং পরবর্ত্তীকালে এই চতুর্থ অঙ্কের শেষে নাটকের যবনিকা পতন হইত।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কৈলাস

মহাদেব ও দুর্গা

মহাদেব। হে দেবি,
পূর্ণ মনোরথ তব। হত রথিপতি
ইন্দ্রজিৎ কাল রণে ! যজ্ঞাগারে বলী
সৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ার
কৌশলে !
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি,
বিধুমুখি ! তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি।
এই যে ত্রিশূল, সতি ! হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক ! চিরস্থায়ী, হায়, সে
বেদনা,—
সর্ব্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে !
কি করে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে
পুত্রবর ? অকস্মাৎ মরিবে, যদ্যপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে।
তুষিনু বাসবে, সাধ্বি, তব অনুরোধে ;

দেহ অনুমতি এবে তুমি দশাননে।

দুর্গা। যাহা ইচ্ছা, কর,
ত্রিপুরারি! বাসবের পুরিবে বাসনা,
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে!
দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রথী,
এ কথাটি, বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে।
আর কি কহিবে দাসী ও পদ-রাজীবে!

মহা বীরভদ্র!

বীরভদ্রের প্রবেশ ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করণ

শুন শূর! গতজীব রণে
আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস! পশি যজ্ঞাগারে,
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ, কি কৌশলে
বলী
সৌমিত্রি নাশিলা রণে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
নাহি জানে রক্ষোদূত। দেব ভিন্ন,
রথি!
কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে?
কনক-লঙ্কায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু,
রক্ষোদূত-বেশে তুমি; ভর, রুদ্রতেজে,
নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে।

(বীরভদ্রের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজকক্ষ

রাবণ, সারণ ও সভাসদ্‌গণ আসীন।
মলিনবদনে দূতবেশী বীরভদ্রের প্রবেশ

রাবণ। কি হেতু,
হে দূত! রসনা তব বিরত সাধিতে
স্বকর্ম্ম? মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ,
মলিন বদন তব? দেবদৈত্যজয়ী
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি সাজিছে সমরে
আজি, অমঙ্গল-বার্ত্তা কি মোরে
কহিবে?
মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি-
সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা,
প্রসাদি তোমারে আমি।

দূত। হায়, দেব, কেমনে নিবেদি
অমঙ্গল-বার্ত্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি?
অভয় প্রদান অগ্রে, হে কর্ব্বুরপতি,
কর দাসে।

রাবণ। কি ভয় তোমার, দূত? কহ ত্বরা
করি,
শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে,—
দানিনু অভয়, ত্বরা কহ বার্ত্তা মোরে!

দূত। হে রক্ষঃ-শ্রেষ্ঠ! হত রণে আজি
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব মেঘনাদ রথী!

শোকে পতনোন্মুখ রাবণ এবং সচিবগণ
কর্ত্তৃক ধৃত হওন

রাবণ। (আত্মসংবরণ করিয়া)
কহ, দূত, কে বধিল চির-রণজয়ী
ইন্দ্রজিতে আজি রণে? কহ শীঘ্র
করি!

দূত। ছদ্মবেশে পশি
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি-কেশরী,
রাজেন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি,
বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে,
মন্দিরে দেখিনু শূরে। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
রক্ষোনাথ, বীরকর্ম্মে ভুল শোক আজি।
রক্ষঃকুলাঙ্গনা, দেব, আর্দ্রিবে মহীরে
চক্ষুঃজলে। পুত্রহানী শত্রু যে দুর্ম্মতি,
ভীম-প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে,
তোষ তুমি, মহেষ্বাস, পৌরজনগণে।

দূতবেশী বীরভদ্রের অদৃশ্য হওন

রাবণ। আচম্বিতে কোথা দূত অদৃশ্য
হইলা
স্বর্গীয়-সৌরভে পূর্ণ সভাতল; ওই—
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া, দীর্ঘজটাবলী।

কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্দ্ধনেত্রে হইয়া

নমি পদে দেবদেব! এতদিনে, প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে

তোমার ? এ মায়া, হায়, কেমনে
বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময় ? কিন্তু অগ্রে পাল
আজ্ঞা তব, হে সর্ব্বজ্ঞ ! পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে, ও রাজীবপদে।
সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া
এ কনক-পুরে,
ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে। রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে !
সরোষে রাবণের গমনোদ্যোগ ; সহসা দ্রুতবেগে মন্দোদরীর ও পশ্চাৎ সখীগণের বেগে প্রবেশ

মন্দো। মেঘনাদ !

রাবণের পদতলে মন্দোদরীর পতন

সারণ। শিশুশূন্য-নীড় হেরি আকুলা
কপোতী !

রাবণ। (মন্দোদরীকে উত্তোলন করিয়া)
বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি ! তবে যে
বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার ! যাও ফিরি শূন্য ঘরে
তুমি ;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ' মোরে
বিলাপের কাল, দেবি ! চিরকাল পাব !
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ ! যাও ফিরি ; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রু-নীরে, রাণী
মন্দোদরি ?
বন-সুশোভন শাল ভূপতিত আজি ;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর শিরে ;
গগনরতন শশী চির-রাহুগ্রাসে !

[রাবণের বেগে প্রস্থান।

মন্দো। চাহ মা নয়নকোণে; দুর্গে দুখহরা !

(ধরাধরি করিয়া সখীগণের মন্দোদরীকে লইয়া প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দুর্গ-সম্মুখ

রাবণ ও সৈন্যগণ

রাবণ। দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী ; যার-শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল রথী ;
অতল পাতালে নাগ ; নর
নরলোকে,—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায়-সমরে,
বীরবৃন্দ ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে-
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে ! প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্ন কালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহ-পাত্র তার যত—পিতা, মাতা,
ভ্রাতা,
দয়িতা,—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে;
স্বর্ণ-লঙ্কা-অলঙ্কার ! বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি,—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশ-খ্যাতি সম ? কিন্তু দেব নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ'রোপিনু জগতে
বৃথা ! নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে
বামতম মম প্রতি ; তেঁই শুকাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে !
কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল
বিলাপে ?
আর কি পাইব তারে ? অশ্রুবারিধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন ? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী ;—
বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে ! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি !
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে ;
বিশ্বজয়ী ; স্মরি তারে, চল রণস্থলে ;—
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,

কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বুরকুলে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ-বলী !

সৈন্যগণের গীত

অগ্রসর, অগ্রসর, ডাকে শুন ভেরীবর,
ভীমরবে চরাচর কাঁপাইয়া ঘনে ঘনে।
বাজে ভেরী ঘোর রবে, কে অলসে বাসে রবে,
কে আহবে পরাভবে, রণমত্ত রক্ষোগণে ॥
কর্ব্বুর-গৌরব-হ্রাস, কে করে জীবন আশ,
দেবদৈত্যনরত্রাস, পড়েছে অন্যায় রণে ;—
গরজে সম্মুখ-অরি, চল রণে তারে স্মরি,
বৈরি-গর্ব্ব খর্ব্ব করি, নহে ত্যজি এ জীবনে ॥

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবির

রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ

রাম। (লক্ষ্মণের প্রতি)
লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র ! ধন্য বীরকুলে তুমি।
সুমিত্রা-জননী ধন্য ! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব !
ধন্য আমি তবাগ্রজ ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা ! এ যশঃ তব ঘুষিবে জগতে
চিরকাল ! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম, নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব ; সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে।
(বিভীষণের প্রতি)
শুভক্ষণে সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে !
রাঘব-কুল-মঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে !
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজ গুণে,
গুণমণি ! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে।
চল সবে, পূজি তাঁরে শুভঙ্করী যিনি
শঙ্করী !

(সহসা দূরে শত্রু-কোলাহল শুনিয়া চমকিতভাবে)
হে সখে, কাঁপিছে লঙ্কা মুহুর্মুহুঃ এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন ! ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে ;
উজলিছে নভঃস্থল ভয়ঙ্করী বিভা,
কালাগ্নিসম্ভবা যেন ! শুন, কাণ দিয়া,
কল্লোল, জলধি যেন উথলিছে দূরে
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব !

বিভীষণ। (সত্রাসে)
কি আর কহিব, দেব, কাঁপিছে এ পুরী !
রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ ; স্বর্ণ-বর্ম্ম-আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে
দশ দিশ ! রোধিছে যে কোলাহল, বলি !
শ্রবণ-কুহরে এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি ;
গরজে রাক্ষস-চমূ মাতি বীরমদে।
আকুল পুত্রেন্দ্র-শোকে, সাজিছে স্বরথী,
লঙ্কেশ ! কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষ্মণে,
আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সঙ্কটে ?

রাম। যাও ত্বরা করি,
মিত্রবর, আন হেথা আহ্বানি সত্বরে
সৈন্যাধ্যক্ষদলে তুমি। দেবাশ্রিত সদা,
এ দাস ; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে !

বিভীষণের শৃঙ্গনাদকরণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি
বীরগণের প্রবেশ

পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষস-পতি সাজিছে সত্বরে
সহ রক্ষঃ-অনীকিনী ; সঘনে টলিছে
বীরপদভরে লঙ্কা ! তোমরা সকলে
ত্রিভুবনজয়ী রণে ; সাজ ত্বরা করি ;
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে
স্ববন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি
ভাগ্যদোষে ; তোমরা হে রামের ভরসা
বিক্রম, প্রতাপ, রণে ! একমাত্র রথী
জীবে লঙ্কাপুরে এবে ; বধ' আজি তারে,

বীরবৃন্দ! তোমাদেরি প্রসাদে বাঁধিনু
সিন্ধু; শূলীশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ শূরে
বধিনু তুমুল যুদ্ধে; নাশিল সৌমিত্রি
দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে!
কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি,
রঘুবন্ধু, রঘুবধূ বদ্ধা কারাগারে
রক্ষঃ-ছলে! স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা; বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতাপাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য! দাক্ষিণ্য প্রকাশি

সুগ্রীব। মরিব, নহে মারিব রাবণে—
এ প্রতিজ্ঞা, শূরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে!
ভুঞ্জি রাজ্য-সুখ, নাথ—তোমার
প্রসাদে,—
ধনমানদাতা তুমি; কৃতজ্ঞতা-পাশে
চিরবাঁধা, এ অধীন, ও পদপঙ্কজে!
আর কি কহিব, শূর? মম সঙ্গিদলে
নাহি বীর, তব কর্ম্ম সাধিতে যে ডরে
কৃতান্তে। সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা
অভয়ে!

সকলে। জয় রাম!

ইন্দ্রের প্রবেশ

রাম। (সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তে)
দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি!
কত যে করিনু পুণ্য পূর্ব্ব-জন্মে আমি,
কি আর কহিব তার? তেঁই সে লভিনু
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তিকালে,
বজ্রপাণি! তেঁই আজি চরণ-পরশে
পবিত্রিলা ভূমণ্ডল ত্রিদিবনিবাসী!

ইন্দ্র। দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি!
উঠি দেবরথে, রথি, নাশ' বাহুবলে
রাক্ষস অধর্ম্মাচারী! নিজ কর্ম্মদোষে?
মজে রক্ষঃকুলনিধি; কে রক্ষিবে তারে
লভিনু অমৃত যথা—মথি জলদলে,
লণ্ডভণ্ডি লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশাচরে,
সাধ্বী মৈথিলীরে, শূর অর্পিবে তোমারে
দেবকুল! কত কাল অতল সলিলে
বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে?

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

সৈন্যগণসহ রাবণের প্রবেশ

রাবণ। নাহি যুঝে নর আজি, সমরে
একাকী,
দেখ চেয়ে! ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা,
শোভে অমরারিদল রঘুসৈন্য-মাঝে।
আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে
ইন্দ্রজিৎ!

কার্ত্তিকের প্রবেশ

শঙ্করী-শঙ্করে, দেব! পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর! লঙ্কায় তবে বৈরিদল-মাঝে
কেন আজি হেরি তোমা? নরাধম
রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে,
কুমার? রথীন্দ্র তুমি; অন্যায় সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে; দেহ পথ ছাড়ি।

কার্ত্তিক। রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি
দেবরাজাদেশে।
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ' আমারে,
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে!

উভয়ের যুদ্ধ

আকাশবাণী। সম্বর
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে।
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি।
(কার্ত্তিকের প্রস্থান।)

ইন্দ্রের প্রবেশ

রাবণ। যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি,
চির কম্পবান্ তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট-
সংগ্রামে।
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ! অবধ্য তুমি, অমর; নহিলে

দমেন শমন যথা, দমিতাম তোমা
মুহূর্ত্তে। নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা দেব !

(যুদ্ধ ও ইন্দ্রের প্রস্থান।)

রামের প্রবেশ

রাবণ। না চাহি তোমারে
আজি হে বৈদেহীনাথ ! এ ভবমণ্ডলে
আর একদিন তুমি জীব' নিরাপদে
কোথা সে অনুজ তব কপট-সমরী
পামর ? মারিব তারে ; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ !

(রাবণের বেগে প্রস্থান ও পশ্চাৎ রামচন্দ্রের গমন।)

রাবণ ও সুগ্রীবের প্রবেশ

রাবণ। রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্ব্বর ! আইলি তুই এই কনকপুরে ?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে ;
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথিকুলমাঝে
তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে ! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার, মূঢ় ? দেবর কে আছে
আর তার ?

সুগ্রীব ! অধর্ম্মাচারী কে আছে জগতে
তোর সম, রক্ষোরাজ ? পরদারালোভে
সবংশে মজিলি, দুষ্ট ! রক্ষঃকুল-কালি
তুই, রক্ষঃ ! মৃত্যু তোর আজি মোর
হাতে !
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে।

(উভয়ের যুদ্ধ ও সুগ্রীবের প্রস্থান।)

লক্ষ্মণের প্রবেশ

রাবণ। এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,—কপট-সমরী
তস্কর ! এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম ? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি ?
শিখিধ্বজ শক্তিধর ? রঘুকুলপতি,
ভ্রাতা তোর ? কোথা রাজা সুগ্রীব ?
কে তোরে
রক্ষিবে পামর আজি ? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র উর্ম্মিলা,
ভাব দোঁহে ! মাংস তোর মাংসাহারী

দিব এবে, রক্তস্রোত শুষিবে ধরণী !
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি !
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষস-রত্ন—অমূল্য জগতে।

লক্ষ্মণ। ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি ; কেন ডরাইব
তোমায় ? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথাসাধ্য কর, রথি ! আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা !

উভয়ের যুদ্ধ

রাবণ। বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি-কেশরি !
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্, সুরথি,
তুই ; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর
হাতে !

মহাশক্তি ক্ষেপণে লক্ষ্মণের পতন ; রাবণের
লক্ষ্মণের দেহ তুলিবার বিফল চেষ্টা

আকাশবাণী। শঙ্কর-আদেশে ফিরি,
যাও লঙ্কাধামে,
রক্ষোরাজ ! হত রিপু, কি কাজ
সমরে ?

রাবণ। চল হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, ভঙ্গীয়ান্ অরি।

(রাবণের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কৈলাস

মহাদেব, দুর্গা, জয়া, বিজয়া ও নায়িকাগণ

মহা। ফিরায়েছি দশাননে, তব
অনুরোধে—
রণস্থল হতে ; তবে কি হেতু সুন্দরি !
কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা
আমারে ?

দুর্গা। কি না তুমি জান, দেব !
লক্ষ্মণের শোকে, হায়, স্বর্ণলঙ্কাপুরে,

আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সকরুণে।
অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে!
কে আর, হে বিশ্বনাথ, পূজিবে দাসীরে
এ বিশ্বে? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি
আমায়; ডুবালে নাম কলঙ্ক-সলিলে।
তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোষী তব পদে,
তাপসেন্দ্র! তেঁই বুঝি, দণ্ডিলা এরূপে?
কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে!
কুক্ষণে মৈথিলীপতি পূজিল আমারে।

মহা। এ অল্প বিষয়ে,
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনন্দিনি?
প্রের রাঘবেন্দ্র-শূরে কৃতান্তনগরে
মায়া সহ; সশরীরে, আমার প্রসাদে,
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রথী।
পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে,
কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে,
আবার; এ নিরানন্দ ত্যজ, চন্দ্রাননে!
দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি!
তমোময় যমদেশে অগ্নিস্তম্ভ-সম
জ্বলি উজ্জ্বলিবে দেশ; পূজিবে ইহারে
প্রেতকুল; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা।

দুর্গা। এস মায়া কুহকিনি, কৈলাস-সদনে।

মায়ার প্রবেশ

যাও তুমি লঙ্কাধামে, বিশ্ব-বিমোহিনী!
কাঁদিছে মৈথিলীপতি, সৌমিত্রির শোকে
আকুল; সম্বোধি তারে সুমধুর-ভাষে
লহ সঙ্গে প্রেত-পুরে; দশরথ পিতা
আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে সুমতি
সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত,
হত এ নশ্বর-রণে। ধর পদ্মকরে
ত্রিশূলীর শূল, সতি! অগ্নিস্তম্ভ সম
তমোময় যমদেশে জ্বলি উজ্জ্বলিবে
অস্ত্রবর। (ত্রিশূল প্রদান)

(প্রণামপূর্ব্বক ত্রিশূল লইয়া মায়ার প্রস্থান।
জয়া, বিজয়া ও নায়িকাগণের গীত)

ভক্তিভাবে ডাক্‌লে মাকে
মা কি আমার থাকতে পারে।
হৃদয় খুলে যে জন ডাকে,
ভাবনা মায়ের তারি তরে॥
ভক্ত যদি সুখে থাকে,
হাসি ফোটে মায়ের মুখে,
বারি ঝরে ভক্তের চোখে,
বাজ বাজে মায়ের বুকে,
ছুটে এসে মধুর ভাষে,
মুছায় বারি আদর করে॥

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

লক্ষ্মণকে কোলে লইয়া রামচন্দ্র, বিভীষণ,
সুগ্রীব প্রভৃতি কপি-সৈন্যগণ

রাম। রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীর-দ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ-করে, হে সুধন্বি! জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি; আজি রক্ষঃ-
পুরে—
আজি এই রক্ষঃ-পুরে অরি-মাঝে আমি,
বিপদ সলিলে মগ্ন; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম? রাখিবে আজি কে, কহ
আমারে?
উঠ, বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চির ভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃ-কারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি! কেমনে
ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে?
হে রাঘব-কুল-চূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়? না শাস্তি
সংগ্রামে

হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুল-জয়কেতু! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র-রথে!
তোমার শয়নে হনু বলহীন; বলি!
গুণহীন ধনু যথা; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল। উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি!
কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর! চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি
রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর? কি কহিব, শুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর?' কি বলে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসীজনে?
উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে; যার প্রেমবশে
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সম দুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে
প্রাণাধিক? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে!)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ
তুমি
আমার! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে!
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।

মায়ার প্রবেশ ও রামচন্দ্রের কর্ণমূলে উপদেশদান

মায়া। মুছ অশ্রুবারিধারা, দাশরথি রথি,
বাঁচিবে প্রাণের ভাই; সিন্ধুতীর্থ-জলে
করি স্নান, শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে
যমালয়ে; সশরীরে পশিবে, সুমতি,
তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে।
পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া,
কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষ্মণ লভিবে
জীবন। হে ভীমবাহু, চল শীঘ্র করি।
সৃজিব সুড়ঙ্গপথ; নির্ভয়ে সুরথি,
পশ তাহে; যাব আমি পথ দেখাইয়া
তবাগ্রে। সুগ্রীব-আদি নেতৃপতি যত,
কহ সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষ্মণে।
রাম। যতনে লক্ষ্মণে রক্ষ, নেতৃবৃন্দ মিলি,
যদবধি পুনঃ আমি না আসি ফিরিয়া।
(মায়ার সহিত রামের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অদূরে বৈতরণী নদী, তদুপরি সেতু

রাম ও মায়া

মায়া। অদূরে ভীষণ পুরী, চির-নিশাবৃত।
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
বজ্রনাদে; রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্তপাত্রে পয়ঃ;
উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে!
নাহি শোভে দিনমণি এ আকাশদেশে,
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা; ঘন ঘনাবলী,
উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে-
বাতগর্ভ, গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে।

রাম। কহ, কৃপাময়ি !
কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত ?
অগ্নিময় কভু, কভু ঘন ধূমাবৃত,
সুন্দর কভু বা স্বর্ণে নির্ম্মিত যেন !
ধাইছে সতত সে সেতুর পানে প্রাণী
লক্ষ লক্ষ কোটি,—হাহাকার নাদে কেহ,
কেহ বা উল্লাসে !

মায়া। কামরূপী সেতু
সীতানাথ ! পাপীপক্ষে অগ্নিময় তেজে,
ধূমাবৃত ; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী,
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা।
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ নৃমণি,
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে
প্রেত-পুরে, কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে।
ধর্ম্মপথগামী যারা, যায় সেতু-পথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে ; পাপী যারা
সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে ; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জলে জ্বলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন !
চল মোর সাথে তুমি ; হেরিবে সত্বরে
নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।

যমদূতের প্রবেশ

যমদূত। কে তুমি ? কি বলে,
সশরীরে হে সাহসি ! পশিলা এ দেশে
আত্মময় ? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব
দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে !

মায়া কর্ত্তৃক যমদূতকে শিবদত্ত ত্রিশূল প্রদর্শন

কি সাধ্য আমার, সাধ্বি ; রোধি
আমি গতি
তোমার ? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ
উল্লাসে, আকাশ যথা উষার মিলনে।

(যমদূতের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রৌরব নরক

রাম, মায়া ও পাপীগণ

পাপী। হায় রে, বিধাতঃ
নির্দ্দয় ! সৃজিলি কি রে আমা সবাকারে
এই হেতু ? হা দারুণ, কেন না মরিনু
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে ?
কোথা তুমি, দিনমণি ? তুমি, নিশাপতি
সুধাংশু ? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে দেব ? কোথা
সুত, দারা,
আত্মবর্গ ? কোথা, হায়, অর্থ—যার
হেতু
বিধির কুপথে রত ছিনু রে সতত—
করিনু কুকর্ম্ম ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ?

আকাশবাণী। বৃথা কেন, মূঢ়মতি !
নিন্দিস্ বিধিরে
তোরা ? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস্ এ দেশে !
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু ?
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে !

মায়া। রৌরব এ হ্রদ নাম, শুন, রঘুমণি !
অগ্নিময় ! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি,
তার চিরবাস হেথা ; বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে ;
আর আর প্রাণী যত ; মহাপাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে।
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে,
জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
রঘুবর ; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা
জ্বলে নিত্য ! চল, রথি, চল, দেখাইব
কুম্ভীপাকে ; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপীবৃন্দে যে নরকে ! ওই শুন, বলি,
অদূরে ক্রন্দনধ্বনি। মায়াবলে আমি
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে
নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি !
কিম্বা, চল যাই, যথা অন্ধতম কূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার-রবে
চিরবন্দী !

রাম। ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে ! মরিব এখনি
পরদুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি

এই রূপ! হায়, মাতঃ! এ ভবমণ্ডলে
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি
পরে? অসহায় নর; কলুষকুহকে
পারে কি গো নিবারিতে?

মায়া। নাহি বিষ, মহেম্বাস; এ বিপুল ভবে,
না দমে ঔষধে যারে। তবে যদি কেহ
অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে?
কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি,
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা;
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেন তারে।—
এ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যদ্যপি,
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নরকের অপর অংশ—(বিলাপ-কান্তার)

রাম ও মায়া

পাপীগণের প্রবেশ

পাপী। কে তুমি শরীরি? কহ,
কি গুণে আইলা
এ স্থলে? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি?
কহ কথা; আমা সবে তোষ, গুণনিধি,
বাক্য-সুধা-বরিষণে! যে দিন হরিল
পাপ-প্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
রসনা-জনিত-ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে!

রাম। রঘুকুলোদ্ভব
এ দাস, হে প্রেতকুল! দশরথ রথী
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী,
রাম নাম ধরে দাস; হায়, বনবাসী
ভাগ্যদোষে! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব
পিতায়, তেঁই গো আজি এ
কৃতান্ত-পুরে।

মারীচের প্রবেশ

মারীচ। জানি আমি তোমা,
শূরেন্দ্র; তোমার শরে শরীর ত্যজিনু
পঞ্চবটী-বনে আমি।

রাম। কি পাপে আইলা
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে?

মারীচ। এ শাস্তির হেতু, হায়,
পৌলস্ত্য দুর্ম্মতি!
সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিনু তোমারে,
তেঁই এ দুর্গতি মম!

মায়া। এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি!
নানা কুণ্ডে করে বাস; কভু কভু আসি
ভ্রমে এ বিলাপ-বনে, বিলাপি নীরবে।
ওই দেখ, যমদূত খেদাইছে রোষে
নিজ নিজ স্থানে সবে।

কয়েকজন পাপিনীর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে
প্রবেশ

১মা পাপিনী। (দীর্ঘ কেশ ছিন্ন করিয়া)
চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা,
বাঁধিতে কামীর মন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভুলি,
উন্মদা যৌবন-মদে।

২য়া পাপিনী। (নখাঘাতে বক্ষঃস্থল
ক্ষতবিক্ষত করিয়া)
হায়, হীরামুক্তা ফলে
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে;
কি ফল ফলিল পরে!

৩য়া পাপিনী। (নয়নদ্বয় উৎপাটনের উপক্রম
করিয়া)
—অঞ্জনে
রঞ্জি তোরে, পাপঃচক্ষু, হানিতাম হাসি
চৌদিকে কটাক্ষশর; সুদর্পণে হেরি
বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গ-নয়নে!
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে?

মায়া। এই যে
নারীকুল, রঘুমণি! দেখিছ সম্মুখে,
বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে।
সাজিত সতত দুষ্টা, বসন্তে যেমতি
বনস্থলী, কামী-মন মজাতে বিভ্রমে

কামাতুরা ! এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবন-ধন, হায় ?
পাপিনীগণ। এবে কোথা সে রূপ মাধুরী,
সে যৌবন-ধন, হায় !
(পাপিনীগণের প্রস্থান।)

মায়া। পুনঃ দেখ চেয়ে, সম্মুখে
হে রক্ষোরিপু !

কতকগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোকের হাহাকার করিতে করিতে প্রবেশ এবং পশ্চাৎ লৌহমুদ্গর লইয়া যমদূতগণের তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান।

মায়া। জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল;
পুরুষ ; কামের দাসী রমণীমণ্ডলী।
কাম-ক্ষুধা পুরাইল দোঁহে অবিরামে
বিসর্জ্জি ধর্ম্মেরে, হায়, অধর্ম্মের জলে,
বর্জ্জি লজ্জা ;—দণ্ড এবে এই যম-পুরে।
ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর-জনে
মরুভূমে ; স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে ; সেই দশা ঘটে
এ সঙ্গমে ; মনোরথ বৃথা দুই দলে।
আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তুমি।
এ দুর্ভোগ, হে সুভগ ! ভোগে বহু পাপী
মরু-ভূমে নরকাগ্রে ; বিধির এ বিধি—
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙ্গালী।
অনির্ব্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে ;
অনির্ব্বেয় বিধি-রোষ কালানল-রূপে
দহে দেহ, মহাবাহু! কহিনু তোমারে—
এ পাপীদলের এই পুরস্কার শেষে !

রাম। কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিনু এ পুরে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ ! কে পারে
বর্ণিতে ?
কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি ? লইব মাগিয়া
কিশোর লক্ষ্মণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে—
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।

মায়া। অসীম এ পুরী,
রাঘব ! কিঞ্চিৎমাত্র দেখানু তোমারে।
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
কৃতান্ত-নগরে, শূর ! আমা দোঁহে, তবু
না হেরিব সর্ব্বভাগ। পূর্ব্বদ্বারে সুখে
পতিসহ করে বাস পতিপরায়ণা
সাধ্বীকুল ; স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অতুল এ পুরী
সে ভাগে ; সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন-মাঝে,
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বাসন্ত-সমীর চির বহিছে সুস্বনে,
গাহিছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে।
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী মধু সপ্তস্বরা !
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে ;
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা !
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যা কিছু যে
চাহে,
অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা
কামলতা, মহেষ্বাস, সদ্য ফলবতী !
নাহি কাজ যাই তথা ; উত্তর দুয়ারে
চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে।
অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি !
(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

স্বর্গদ্বার

রাম ও মায়া

মায়া। এই দ্বারে, বীর ! সম্মুখ-সংগ্রামে
পড়ি চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত।
অশেষ, হে মহাভাগ ! সম্ভোগ এ ভাগে
সুখের ! কানন-পথে চল, ভীমবাহু,
দেখিবে যশস্বীজনে, সঞ্জীবনী পুরী
যা সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্জ যেমতি
সৌরভে ! এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারা-রূপে দীপে, অহরহঃ
উজ্জ্বলে !
(অগ্রে শূল করে মায়া, পশ্চাৎ রামের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

স্বর্গের একাংশ

দেববালাগণের গীত

ছাণিত কিরণরাশি হাসি খেলে।
পরিমল বিমল ফুল-আঁখি খোলে ॥

প্রেমিক প্রাণ, প্রেমে সুধা ঢালে,
প্রেমিক প্রাণ দোলে লহর-মালে ;
নয়নে নয়নে কথা, মিলন বিহীন ব্যথা,
মোহন বদন মন নাহি হেলে ॥

মায়া। সত্যযুগ-রণে
সম্মুখ-সমরে হত রথীশ্বর যত,
দেখ, এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্র চূড়ামণি !
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকূট, দেখ
নিশুম্ভে ; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে—
মহাবীর্য্যবান্ রথী। দেবতেজোদ্ভবা
চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শূরেশে।
দেখ শুম্ভে, শূলীশম্ভুনিভ পরাক্রমে ;
ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গমদমী ;
ত্রিপুবারি-অরি শূর সুরথী ত্রিপুরে ;—
বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে।
সুন্দ-উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে
ভ্রাতৃ-প্রেমনীরে পুনঃ।

রাম। কেন না হেরি, কহ দয়াময়ি,
কুম্ভকর্ণ, অতিকায় নরান্তক (রণে
নরান্তক) ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃশূরে ?

মায়া। অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি !
নগর-বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে
যতনে ;—বিধির বিধি কহিনু তোমারে।
চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এদিকে
সুবীর ; অদৃশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি,
তব সঙ্গে ; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে তুমি !

বালীর প্রবেশ

বালী। কি হেতু হেথা সশরীরে আজি,
রঘু-কুল-চূড়ামণি ? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে ;
কিন্তু দূর কর ভয় ; এ কৃতান্ত-পুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয়
সবে।
মানব-জীবন-স্রোতঃ পৃথিবী-মণ্ডলে,
পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে।
আমি বালী।

রাম। হে সুরথি ! কহ কৃপা করি,
সমসুখী এ দেশে কি তোমরা সকলে ?

বালী। জনমে সহস্র মণি, রাঘব ; কিরণে
নহে সমতুল সবে, কহিনু তোমারে ;—
তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি ?

জটায়ুর প্রবেশ

জটায়ু। জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি
মিত্রপুত্র ! ধন্য তুমি ! ধরিলা তোমারে
শুভক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী !
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব !
দেব-কুল-প্রিয় তুমি, তেঁই সে আইলে
সশরীরে এ নগরে। কহ, বৎস, শুনি,
রণবার্ত্তা ! পড়েছে কি সমরে দুর্ম্মতি
রাবণ ?

রাম। ও পদ-প্রসাদে, তাত ! তুমুল সংগ্রামে
বিনাশিনু বহু রক্ষে ; রক্ষঃকুল-পতি
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে।
তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি
অনুজ ; আইল দাস এ দুর্গম দেশে,
শিবের আদেশে আজি। কহ, কৃপা করি,
কহ দাসে, কোথা পিতা, সখা তব, রথি ?

জটায়ু। পশ্চিম দুয়ারে
বিরাজেন রাজ-ঋষি রাজ-ঋষি-দলে।
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে ;
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি !

সিদ্ধ নর-নারীগণের প্রবেশ

রঘুকুলোদ্ভব
এ সুরথী ! সশরীরে শিবের আদেশে,
আইলা এ প্রেতপুরে, দরশন হেতু
পিতৃপদ ; আশীর্ব্বাদি যাহ সবে চলি
নিজস্থানে, প্রাণীদল।

নর-নারীগণ। স্বস্তি !

(সকলের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

স্বর্গের অপরাংশ

দিলীপ ও সুদক্ষিণা আসীন

রাম ও জটায়ুর প্রবেশ

জটায়ু। পশ্চিমদ্বার দেখ, রঘুমণি !
হিরণ্ময় ; এ সুদেশে হীরক-নির্ম্মিত
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে,
মরকত-পত্র-ছত্র দীর্ঘশিরোপরি,
কনক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি,
সঙ্গে সুদক্ষিণা সাধ্বী। পূজ ভক্তিভাবে
বংশের নিদান তব। বসেন এদেশে
অগণ্য রাজর্ষিগণ,—ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা,
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে।
অগ্রসরি পিতামহে পূজ, মহাবাহু !

শ্রীরামচন্দ্রের দম্পতিকে প্রণাম করণ

দিলীপ। কে তুমি ? কহ, কেমনে আইলা
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি ?
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দ-সলিলে
ভাসিল হৃদয় মম !

সুদক্ষিণা। হে সুভগ ! কহ, ত্বরা করি,
কে তুমি ? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল
আঁখি মম, হেরি তোমা ! কোন্
সাধ্বী নারী
শুভক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, সুমতি ?
দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি তুমি,
কেন বন্দ আমা দোঁহে ? দেব যদি নহ,
কোন্ কুল উজ্জ্বলিলা নরদেব-রূপে ?

রাম। ভুবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব,
রাজর্ষি, ভুবন যিনি জিনিলা স্ববলে
দিগ্বিজয়ী, অজ নামে তাঁর জনমিলা
তনয়—বসুধাপাল ; বরিলা অজেরে
ইন্দুমতী ; তাঁর গর্ভে জনম লভিলা
দশরথ মহামতি ; তাঁর পাটেশ্বরী
কৌশল্যা ; দাসের জন্ম তাঁহার উদরে।
সুমিত্রা-জননী-পুত্র লক্ষ্মণ কেশরী,
শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে ! কৈকেয়ী জননী,
ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরভে !

দিলীপ। রামচন্দ্র তুমি
ইক্ষ্বাকু-কুল-শেখর, আশীষি তোমারে !
নিত্য নিত্য কীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে,
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য উদয়ে আকাশে,
কীর্ত্তিমান্ ! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে
তব গুণে, গুণিশ্রেষ্ঠ ! ওই যে দেখিছ
স্বর্ণ-গিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে,
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণী-তটে।
বৃক্ষমূলে পিতা তব পূজেন সতত
ধর্ম্মরাজে তব হেতু ; যাও, মহাবাহু,
রঘুকুল-অলঙ্কার, তাঁহার সমীপে।
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী।

রাম। (দিলীপের চরণে প্রণাম করিয়া
জটায়ুর প্রতি)
পিতৃ-সখা ! মাগে দাস বিদায় চরণে।

জটায়ু। বাঞ্ছাপূর্ণ হোক্ বৎস,
করি আশীর্ব্বাদ।

(প্রণাম করিয়া রামচন্দ্রের প্রস্থান।)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

স্বর্ণ অক্ষয়বট

দশরথ ও রাম

দশ। আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে
এতদিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয় ? পাইনু কি আজি
তোরে, হারাধন মোর ? হায় রে,
কত যে
সহিনু বিহনে তোর, কহিব কেমনে,
রামভদ্র ? লোহ যথা গলে অগ্নিতেজে,
তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু
অকালে।
মুদিনু নয়ন, হায়, হৃদয়-জ্বলনে।
নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্ম্মদোষে
লিখিলা আয়াস, মরি, তোর ও কপালে,
ধর্ম্মপথগামী তুই ! তেঁই সে ঘটিল

এ ঘটনা ; তেঁই হায়, দলিল কৈকেয়ী
জীবন-কানন-শোভা আশালতা মম
মত্ত-মাতঙ্গিনী-রূপে।

রাম। অকূল সাগরে
ভাসে দাস, তাত, এবে ; কে তারে রক্ষিবে
এ বিপদে ? এ নগরে বিদিত যদ্যপি
ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে
কিঙ্কর ! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে,
হত প্রিয়ানুজ আজি !—না পাইলে তাবে,
আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি,
চন্দ্র, তারা ! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব,
হে তাত, চরণতলে ! না পারি ধরিতে
তাহার বিরহে প্রাণ !

দশ। জানি আমি কি কারণে তুমি
আইলা এ পুরে, পুত্র। সদা আমি পূজি
ধর্ম্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া স্বভোগে,
তোমার মঙ্গলহেতু। পাইবে লক্ষ্মণে,
সুলক্ষণ ! প্রাণ তার এখনও দেহে
বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা।
সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে
ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী
হেমলতা ; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে।
আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি
দিলা এ উপায় কহি। অনুচর তব—
আশুগতি-পুত্র হনু, আশুগতি-গতি ;
প্রের তারে ; মুহূর্ত্তেকে আনিবে ঔষধে,
ভীমপরাক্রম বলী প্রভঞ্জন সম।
নাশিবে সমরে তুমি বিষম সংগ্রামে
রাবণে ; সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি
তব শরে ; রঘুকুললক্ষ্মী পুত্রবধূ
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জ্বলিবে —;
কিন্তু সুখভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস, তব!
পুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহুক্লেশ সহি,
পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে !
মম পাপহেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে ;—
স্বপাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে।
অর্দ্ধগত নিশা মাত্র এবে ভূমণ্ডলে।
দেববলে বলী তুমি, যাও শীঘ্র ফিরি
লঙ্কাধামে ; প্রের ত্বরা বীর হনুমানে ;
আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অনুজে ;—
রজনী থাকিতে যেন আনে সে ঔষধে।

রামচন্দ্রের পিতৃ-পদধূলি লইতে হস্ত প্রসারণ

নহে ভূতপূর্ব্ব দেহ, এবে যা দেখিছ
প্রাণাধিক ! ছায়া মাত্র ! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি ? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম।
অবিলম্বে প্রিয়তম ! যাও লঙ্কাধামে।

সিদ্ধনর ও নারীগণের প্রবেশ ও গীত

ধন্য বরেণ্য তুমি দশরথ-নন্দন।
বীর সত্যব্রত রঘুকুল-ভূষণ ॥
পিতৃভক্তি তব অতুল ভবে,
ভুবন পূরিত যশঃ-সৌরভে,
মানবী পাষাণ পরশি চরণ।
ভীষণ হরধনু-ভঞ্জন নিমিষে,
মুনি-ভয় দূরিত তাড়কা-বিনাশে,
চণ্ডালে মিতা বলে প্রেম-আলিঙ্গন ॥
প্রসন্ন দেব-দেবী সত্য-পালনে,
পিতৃভক্তি-গুণে পাইবে ভ্রাতৃধনে,
লভিবে সীতারে বিনাশি দশানন ॥

(সকলের প্রস্থান।)

সপ্তম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজকক্ষ

রাবণ ও সারণ

রাবণ। কহ ত্বরা করি,
হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ ! কি হেতু নিনাদে

বৈরিবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে ?
কহ শীঘ্র ! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি ? কে জানে—
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল !
অবিরামগতি স্রোতে বাঁধিল কৌশলে
যে রাম ; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে
জলমুখে ; বাঁচিল যে দুইবার মরি
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে ?

সারণ। কে বুঝে দেবের মায়া, এ মায়া-সংসারে,
রাজেন্দ্র ? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি
দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে,
মহৌষধ-দানে, প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ
লক্ষ্মণে, তেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে।
হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ ভুজঙ্গ যেমতি,
গরজে সৌমিত্রি শূর—মত্ত বীর-মদে ;
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত,
যথা করিযূথ, নাথ, শুনি যূথনাথে।

রাবণ। বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে ?
বিমুখি অমর-মরে, সম্মুখ সমরে
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে ? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি !
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায় ? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপে ?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি ! মরিল সংগ্রামে
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর ! প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে ?
আর কি এ দোঁহে ফিরি পাব ভব-তলে?
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় সুরথী
রাঘব ;—কহিও শূরে—'রক্ষঃ-কুল-নিধি
রাবণ, হে মহাবাহু ! এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি !
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি !—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা ! ধন্য বীরকুলে
তুমি ! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি ;
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ;
পর-মনোরথ আজি পুরাও সুরথি।'
যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর, রামের শিবিরে।

(রাবণকে বন্দনা করিয়া সারণের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রামচন্দ্রের শিবির

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব ও কপিগণ

দূতের প্রবেশ

দূত। রক্ষঃ-কুলমন্ত্রী, দেব ! বিখ্যাত জগতে,
সারণ, শিবির-দ্বারে সঙ্গীদল সহ ;—
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি !

রাম। আন ত্বরা করি,
বার্ত্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে।
কে না জানে দূতকুল অবধ্য সমরে ?

(দূতের প্রস্থান।)

সারণের প্রবেশ

সারণ। (বন্দনা করিয়া) রক্ষঃকুল-নিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—'তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি !
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে।
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি।
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা ! ধন্য বীরকুলে
তুমি। শুভক্ষণে ধনুঃ ধরিলা নৃমণি ;
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;

দৈববলে রক্ষঃ-পতি পতিত বিপদে ;—
পর-মনোরথ আজি পূরাও, সুরথি।'

রাম। পরমারি মম,
হে সারণ! প্রভু তব ; তবু তাঁর দুঃখে
পরম দুঃখিত আমি, কহিনু তোমারে!
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয়? যে তরুরাজ জলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে!
বিপদে অপর পর সম মম কাছে,
মন্ত্রিবর! যাও ফিরি স্বর্ণ-লঙ্কাধামে
তুমি, না ধরিব অস্ত্র সপ্তদিন আমি
সসৈন্যে। কহিও, বুধ, রক্ষঃকুলনাথে,
ধর্ম্মকর্ম্মে রত জনে কভু না প্রহারে
ধার্ম্মিক!

সারণ। (অবনত মস্তকে)
নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি!
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে!
উচিত এ কর্ম্ম তব, শুন, মহামতি!
অনুচিত কর্ম্ম কভু করে কি সুজনে?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী ;
নরদলপতি, তুমি রাঘব! কুক্ষণে—
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে!—
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা দোঁহে রিপুভাবে!
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?
যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি ; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু,
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্র বৈরী ; তাঁর মায়া-ছলে
রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে?
[সারণের প্রস্থান।

রাম। (অঙ্গদের প্রতি)
দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলি
যুবরাজ, রক্ষঃ সহ মিত্রভাবে তুমি,
সিন্ধুতীরে! সাবধানে যাও, হে সুরথি!
আকুল পরাণ মম রক্ষঃ-কুল-শোকে।
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে,
কুমার! লক্ষ্মণশূরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্ব্বকথা স্মরি মনে কর্ব্বুরাধিপতি,
যাও তুমি, যুবরাজ! রাজচূড়ামণি,
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষসে,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অশোক কানন

সীতা ও সরমা

সীতা। কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে
এ দুদিন পুরবাসী? শুনিনু সভয়ে
রণ-নাদ সারাদিন কালি রণ-ভূমে,
কাঁপিল সঘনে বন, ভূ-কম্পনে যেন,
দূর বীরপদভরে ; দেখিনু আকাশে
অগ্নিশিখা সম শর ; দিবা-অবসানে,
জয়নাদে রক্ষঃ-সৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষসবাদ্য গম্ভীর নিক্কণে।
কে জিনিল? কে হারিল? কহ ত্বরা করি,
সরমে! আকুল মন, হায় লো, না মানে
প্রবোধ ; না জানি, হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে?
না পাই উত্তর যদি শুধি চেড়ীদলে।
বিকটা ত্রিজটা, সখি, লোহিত-লোচনা,
করে খরসান অসি, চামুণ্ডারূপিণী
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে,
ক্রোধে অন্ধা! আর চেড়ী রোধিল তাহারে ;
বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেঁই; সুকেশিনি!
এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে!

সরমা। তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
ইন্দ্রজিৎ। তেঁই লঙ্কা বিলাপে এ রূপে
দিবানিশি। এতদিনে গতবল, দেবি,
কর্ব্বুর-ঈশ্বর বলী। কাঁদে মন্দোদরী ;
রক্ষঃকুল-নারী-কুল আকুল বিষাদে ;

নিরানন্দ রক্ষোরথী। তব পুণ্যবলে,
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী,
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বধিলা বাসবজিতে—অজেয় জগতে!

সীতা। সুবচনী তুমি
মম পক্ষে, রক্ষোবধূ সদা গো এ পুরে।
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী।
শুভক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
ধরিলা সুগর্ভে, সই! এত দিনে বুঝি
কারাগার-দ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায়। একাকী এবে রাবণ দুর্ম্মতি
মহারথী লঙ্কাধামে। দেখিব কি ঘটে,—
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে?
কিন্তু শুন কাণ দিয়া। ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি!

সরমা। কর্ব্বুরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ
করি সন্ধি, সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
প্রেত-ক্রিয়া-হেতু, সতি! সপ্ত দিবানিশি
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে
বৈরীভাবে—এ প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি
রাবণের অনুরোধে;—দয়াসিন্ধু, দেবি,
রাঘবেন্দ্র! দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সেকথা;—
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতি-পরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি। হর-কোপানলে,
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া,
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে ল'য়ে?

সীতা। কুক্ষণে জনম মম, সরমা, রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলা-রূপী,
আমি! পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা
বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী!
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ-পক্ষে ভীম-ভুজ-বলে,
রক্ষিতে দাসীর মান! হাদে দেখ
হেথা,—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে?
মরিবে দানব-বালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুকাল
হেন ফুল!

সরমা। দোষ তব, কহ কি, রূপসি?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণ-ব্রততী,
বঞ্চিয়া রসালরাজে? কে আনিল তুলি
রাঘব-মানস-পদ্ম এ রাক্ষস-দেশে?
নিজ কর্ম্ম-দোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি।
আর কি কহিবে দাসী?

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

লঙ্কা-পথ

রাবণ, রাক্ষসগণ, প্রমীলা ও রক্ষঃবালাগণ

গীত

পুরুষগণ। ঘুচিল অরির শঙ্কা, শূন্যময়
স্বর্ণ-লঙ্কা,
আর কার মুখ চেয়ে, রণে রক্ষঃ যাবে
ধেয়ে,
কাঁদ লঙ্কা কাঁদরে বিষাদে।

স্ত্রীগণ। মরি! অকলঙ্ক চাঁদ, অস্তাচলে
মেঘনাদ,
বিধাতা সাধিল বাদ, সুখসাধ অবসাদ,
উঠ রে বিলাপ-ধ্বনি গগনের ছাদে॥

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সাগর-কূল

চিতা শয্যায় ইন্দ্রজিৎ শায়িত

রাবণ, প্রমীলা, রক্ষঃগণ ও রক্ষঃবালাগণ

প্রমীলা সহমরণের বেশে সজ্জিতা হইয়া প্রথমতঃ রাবণকে প্রণাম করিল, পরে সহচরীগণকে সম্ভাষিয়া।

প্রমীলা। লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলা-স্থলে
আমার! ফিরিয়া সবে যাও দৈত্য-
দেশে?
কহিও পিতার পদে, এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর—

নয়ন-জল সংবরণ করিয়া

কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এতদিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতামাতা, চলিনু লো আজি তাঁর
সাথে;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব, সখি? ভুলো না লো
তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে।

চিতায় ইন্দ্রজিৎ-পদতলে উপবেশন

রাবণ। (অগ্রসর হইয়া)
ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়,—করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা?- ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃ-কুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃ-কুল-লক্ষ্মী রক্ষোরাণী-রূপে
পুত্রবধূ। বৃথা আশা! পূর্ব্ব-জন্ম-ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-
আসনে!
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির-রাহু-গ্রাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,
হায় রে, কে কবে মোরে,—ফিরিব
কেমনে
শূন্য লঙ্কা-ধামে আর? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কি কবে আমারে?
'কোথা পুত্র-পুত্রবধূ আমার'? সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃ-কুল-
পতি?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে,
কি কয়ে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চির-জয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষস-লক্ষ্মি! কি পাপে
লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?

সহচরীগণের গীত

হা বিধি, কি চিতানলে হ'ল সম্পূরণ
পবিত্র প্রণয়ে বীর-দম্পতি-মিলন?
পবিত্রতা পতিরতা,
শোকপূর্ণ এ বারতা
শ্মশান গাহিছে গাথা, বহে সমীরণ॥
আহুতি পবিত্র কায়,
স্বর্ণবর্ণ শিখা তায়,
ফুরাল, রহিল হায়, বিষাদ স্মরণ॥

যবনিকা পতন

'মেঘনাথ বধে'র পর গিরিশচন্দ্র কবিবর নবীন চন্দ্র সেনের **"পলাশীর যুদ্ধ"** কাব্যের নাট্যরূপ প্রদান করেন। এটি তাঁর দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থের নাট্যরূপ। সম্ভবতঃ 'মেঘনাদ বধে'র আসামান্য সাফল্যে উৎসাহিত হয়েই গিরিশচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধে'র নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন। নাট্য-রূপায়িত 'পলাশীর যুদ্ধে'র পাণ্ডুলিপি অথবা মুদ্রিত নাটক পাওয়া যায় না। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং বিনোদিনীর আত্ম-জীবনীতে 'পলাশীর যুদ্ধে'র অভিনয়-সাফল্যের কথা জানতে পারা যায়। এই 'পলাশীর যুদ্ধে'র অভিনয় উপলক্ষ্যে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে কবিবর নবীনচন্দ্রের যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল, তা উভয়ের মধ্যে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অটুট ছিল।

পলাশীর যুদ্ধ

[কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যের নাট্যরূপ]

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

॥ প্রথম অভিনয় ॥

ইং শনিবার, ৫ই জানুয়ারী, ১৮৭৮

২২শে পৌষ, ১২৮৪

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ ॥

ক্লাইভ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সিরাজ—মহেন্দ্রলাল বসু, জগৎ শেঠ ও ঘাতক—অমৃতলাল মিত্র, রাজবল্লভ—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), রায়দুর্লভ ও উদাসীন—মতিলাল সুর, মোহনলাল—কেদার নাথ চৌধুরী, মীরণ—রামতারণ সাণ্যাল, বেগম—লক্ষ্মীমণি। ইংল্যাণ্ড রাজলক্ষ্মী—বিনোদিনী, রাণীভবানী—কাদম্বিনী।

দ্বারকানাথ দেব ১৮৭৮ সালের জানুয়ারী মাস নাগাদ কেদার নাথ চৌধুরীকে ন্যাশনাল থিয়েটারের সাব লীজ্ দিয়ে, থিয়েটার পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর এখানে গিরিশচন্দ্রের "**দোললীলা**" অভিনীত হয়। দু'টি অঙ্কে, চারটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ একটি গীতি-নাট্য। এই নাটিকায় কোন সংলাপ ব্যবহার করা হয়নি। কেবলমাত্র গানের মাধ্যমেই নাট্য-রসসৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। হোলীর গান ইতি-পূর্ব্বে বাংলা-সাহিত্যে সে সময়ে বড় একটা রচিত হয়নি। হিন্দী ভাষায় 'হোরী' বা হোলীর গানের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। গিরিশচন্দ্র হিন্দী গানের অনুসরণ করে এই নাটিকার গানগুলি যেমন রচনা করেছেন, অপরদিকে তেমনি জয়দেব রচিত গীত গোবিন্দের ভাবসম্পদকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন।

দোল-লীলা

[গীতি-নাট্য]

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

॥ **প্রথম অভিনয়** ॥

ইং রবিবার, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৮

৬ই ফাল্গুন, (দোল-পূর্ণিমা) ১২৮৪

প্রথম অভিনয় রজনী অভিনেতৃগণ ॥

নামের তালিকা পাওয়া যায় না।

প্রস্তাবনা

সিন্ধুরা—ধামাল

আজি সবে শুভ দিনে, গাও রে আনন্দ মনে,
নাচ গাও এ বিনা কি সুখ আর জীবনে ॥
চল চল সুখে খেল যুবক যুবতী সনে,
বিলম্বে কি ফল বল, চল প্রেয়সী-সদনে।
মনোহর ব্রজপুর মোহিনী রমণীগণে,
জুড়াই নয়ন মন, প্রিয় মুখ-দরশনে।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

গোপ বালগণের প্রবেশ

কামোদ—হোরি

গোপবালক। কানুর সনে খেলিব হোরি।
আবির কুঙ্কুম সহ বন কুসুম,
কাননে ফিরিয়ে হেরিব আঁখি ভরি,
ও রূপমাধুরী।

(প্রস্থান।)

শ্রীরাধা ও সখীগণের প্রবেশ

পিলু—যৎ

সখীগণ। চল চল সখি বিপিনে চল,
না হেরি মুরারি প্রাণ বিকল।
ব্রজ-কুল-নারী আজি বনচারী,
আজি সখি সুখ-হোরি বিফল।
সুখ সাধ বিফল, গোপী প্রাণ বিকল।

অদূরে বংশীধ্বনি শ্রবণে

হাম্বির—যৎ

শ্রীরাধা। বাজে গো বাঁশরি, প্রাণসখি,
প্রাণকানাই
চল চল আঁখি ভরি দেখি।
ব্যাকুল বাঁশরি ব্যাকুল মুরারি
ব্যাকুল গোপিনী-প্রাণ কেমনে রাখি ?

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নিধুবন

শ্রীরাধা ও সখীগণের প্রবেশ

শ্রীরাধা। পরাণ বাঁধিতে নারি গো সজনি !
ওই শুন ডাকে শ্যাম গুণমণি।
রাধা নাম ধরি বাজে গো বাঁশরি,
চল গো সজনি, চল ত্বরা করি,
হেরি শ্যাম-ধন, রাধিকা-জীবন
জীবন সফল করি।

পুনঃ পুনঃ দূরে বংশীধ্বনি

১মা সখী। বাজে গো বাঁশরি, বাজে গো বাঁশরি,
চল গো সজনি, চল ত্বরা করি।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। কি মনে গোপিনীগণ এসেছ কাননে,
নাহি লাজ রস রঙ্গ কর মম সনে।
ছিছি ছিছি কুলনারী এ রীতি কেমন,
রমণী হইয়ে কর কাননে ভ্রমণ !

হামির—ধামাল

শ্রীকৃষ্ণ। মিলি গোপিনী রঙ্গে, চলি কেমনে
কাননে,
ধেনু চরাইতে নারি, লাজ নাহি কুলনারী,
রস রঙ্গ কর মম সনে।

কালেংড়া—যৎ

শ্রীরাধা। ভ্রম কাননে শ্যাম, চুরি করি প্রাণ,
ধরিতে নারিনু চোর হারাইনু মান।
কেন হে বাঁশরি বাজে নাম ধরি
কেন প্রাণে হানে বাণ!

পরজ—ধামাল

শ্রীকৃষ্ণ। বন মাঝে বাজে বেণু আমার,
গোধন চারণ হেতু, কি ক্ষতি তোমার?
শুনি মম বংশীধ্বনি, কেন বনে এস ধনি,
ছি ছি হয়ে রমণী একি রীতি গোপিকার!

বেহাগ—যৎ

সখীগণ। ছাড় ছলা ওহে বংশীধর,
বাঁকা শ্যাম নটবর,
বাঁকা তব কলেবর, বঙ্কিম তব অন্তর,
বঙ্কিম নয়ন হানে ফুলশর।

খাম্বাজ—ধামাল

শ্রীকৃষ্ণ। চাতুরী ত্যজ ব্রজনারী,
ছলনা কর কি কারণ।
লইয়া যমুনা বারি, কেন যাও আঁখি ঠারি,
ব্যাকুল প্রাণ বাঁশি করে রোদন।

শ্রীরাধা। ছাড় ছলা, কেন কালা, নিদয়
এমন।
প্রাণের কানাই এস, হৃদয়ের ধন।

শ্রীকৃষ্ণ। মন রঙ্গে তবে সঙ্গে বিহরি কানন।

শ্রীরাধা। চলিতে না পারি, কালা
ধর হে আমারে,
কুশাঙ্কুর দেখ পদে বিঁধে বারে বারে।

শ্রীকৃষ্ণ। এস এস প্রাণ প্রিয়ে, এস কাঁধে করি,
কুশাঙ্কুর বিঁধে পদে আহা মরি মরি!

শ্রীরাধা। এস প্রাণ সখা—

শ্রীকৃষ্ণের অদৃশ্য হওন

কোথা লুকাইল হরি।
হায় প্রাণসখি, হারানু কালারে,
বিপিনে ত্যজিয়া এ ব্রজ বালারে,
কোথায় লুকাল সে চিতচোর?
মাটি খেয়ে সই মত্ত হইনু মদে
তাই অবহেলা করি কালাচাঁদে
পড়িনু বিপিনে বিপদে ঘোর।
বল বল সখি, বল কোথা যাব,
কোথা গেলে বল কালাচাঁদে পাব,
আর না ছাড়িব হৃদয়ে রাখিব,
আমার হৃদয়ধন।
দেখ গো দেখ গো, রাধারে রাখ গো
এনে দাও শ্যাম রাখ গো জীবন।

১মা সখী। চল গৃহে ফিরি ত্যজ গো রোদন,
কি ফল বিফল বিপিনে ভ্রমণ।

২য়া সখী। চল চল গৃহে চল রাজবালা,
বিজনে বসিয়ে বাড়িবে গো জ্বালা,
জ্বালা চিরদিন; নিঠুর কানাই,
ফিরি চল গৃহে সাধি মোরা তাই।

৩য়া সখী। ধৈরয ধর না, প্রবোধ বাঁধ না
মরি বিনোদিনী কেঁদ না, কেঁদ না।

শ্রীরাধা। সাধে কি কাঁদি লো প্রাণ যে কাঁদে,
পাগলিনী কিসে প্রবোধ বাঁধে।
এই খানে মোরে ত্যজে গেছে কালা,
জীবন ছাড়িয়ে জুড়াব এ জ্বালা,
কালাচাঁদে সখি, আর কি পাব না?
গৃহে ফিরে সই আরতো যাব না,
বলো সে কালারে দেখা পাও যদি,
কি লাভ হইল অবলারে বধি,
যাও গো সজনি, যাও ঘরে ফিরে,
জন্মেছি কাঁদিতে ভাসি আঁখি নীরে,
ব্রজে কে কাঁদিবে রাধা না কাঁদিলে,
প্রাণ কে রাখে গো প্রাণে ডালি দিলে।

১মা সখী। নিঠুর সে কালা জান চিরদিন,
তবে কেন সখি হও প্রেমাধীন।

চল ফিরে ঘরে ধৈরয ধর,
কেঁদ না কেঁদ না ছি ছি কি কর।

খাম্বাজ—যৎ

সখিগণ। চল চল রাজবালা।
জানত জানত সখি, নিদয় সে কালা।
বিলম্বে কি ফল বল, চল সখি গৃহে চল,
বাড়িবে বিপিনে মিছে জ্বালা ;
লোক লাজ জলাঞ্জলি, ভাবিয়ে সেই বনমালী,
মাখিয়া কলঙ্ক কালি, মজিল অবলা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নিধুবন মধ্যে পথ—দূরে যমুনা প্রবাহিতা
শ্রীরাধা ও পিচকারি হস্তে সখীগণ

সিন্ধু—যৎ

শ্রীরাধা। যমুনা পুলিনে সই খেলে রে হোরি কানাই।
যেতে মানা, মানা করি তাই।
পিচকারি করে, হরি বিহরে,
কুঙ্কুম দিবে সই গায়, আজি জলে কাজ নাই।
যেতে মানা, মানা করি তাই।
যমুনা পুলিনে চল ত্বরা করি সখি,
গোপিনীজীবনধন শ্যাম নিরখি।
সুধাকর বিনা, যামিনী আঁধার,
ব্রজশশী বিনা প্রাণ আঁধার রাধার।
যমুনা তটে শুন খেলে কালা হোরি
চল সখি ত্বরা করি মনচোরা ধরি।

১মা সখী। বিজন বিপিনে নিঠুর অমন,
ত্যজিয়ে কামিনী পলায় যে জন,
তারে হেরিবারে কর আকিঞ্চন,
না জানি গো তুই রমণী কেমন।

শ্রীরাধা। গঞ্জনা দিও না ধরি সখি পায়
চল গো গঞ্জনা দিব যমুনায়।
কেন কল্লোলিনী প্রবল বাহিনী,
উজান নাহিক ধায়।
রাধাতে ত নাই রাধিকার প্রাণ,
সই কে করিবে তবে অভিমান।

২য়া সখী। কালা বিনা প্রাণ ব্যাকুল তোমার।
ব্যাকুলা তেমতি প্রাণ গোপিকার।
কালা বিনা কাঁদি, তবু প্রাণ বাঁধি
হেরিব না সই চাতুরী আধার।

কাফি—যৎ

সখীগণ। চল যমুনা-পুলিনে সই ত্বরিত গমনে,
আজি ধরিব কালারে, আজি ছাড়িব না
শ্যামধনে, চল চল চল।
সখি, শ্যাম অঙ্গে ফাগ দিব রঙ্গে
রঞ্জিব বরণ সাধ মনে, চল চল চল।

শ্রীরাধা। রাধারে ত সখি বাস গো ভাল,
কালা বিনা কাঁদি হেরিব কালো।
চল চল সখি, চল চল চল
ধরি গো পায়।

তুমি কি দেখেছ কালার নয়ন,
ভুলেছ গো যদি দেখনি কখন,
প্রণয়ে কি প্রাণ দেছ বিসর্জ্জন,
আয় লো সজনি আয় লো আয়।

সাহানা—যৎ

সখীগণ। চল চল সই সকলে মিলিয়ে।
কেমন শঠ কালা দেখিব গিয়ে।
মিলিযে গোপ নারী দেখি পারি কি হারি,
আবিরে শ্যাম কায় দিব ঢাকিয়ে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নিকুঞ্জবনের অপরপার্শ্ব—সখীগণের উক্ত গীত গাইতে গাইতে বসন্ত প্রবেশ ও পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে বলে বাজ রে বাঁশি,
রাধে বলে বাজে বাঁশি আমি ভালবাসি,
রাধা নাম বিনা বাঁশি, কোথা পাবে সুধারাশি,

সুখের সাগরে ভাসি, মনে হলে
মধুর হাসি।

১মা সখী। বলি শ্যাম কথা রাখ, আবির মাখ
ঢাকবে যদি বরণ কালো।
ছি ছি ছি বরণ আঁধার, দেখে রাধার
ভক্তি কিসে হবে বল।

২য়া সখী। একে ত বাঁকা গড়ন, বাঁকা নয়ন,
বাঁকা তব মোহন চূড়া।
কালো তার নাইকো ভাল, সকল কালো
মুখে মাখ ফাগের গুঁড়া।

৩য়া সখী। তাতে রূপ কতক হবে,
রাধার তবে
ভক্তি হলেও হতে পারে।
তাইতো হে বলি তোমায়, কালাচাঁদ
ফাগ মাখ গায়,
নইলে সাধবে কেন বারে বারে।

শ্রীকৃষ্ণ। জানি হে আমি, কালো আমার ভাল,
গোরা রঙ ধার চাইনে কারও,
ছাড় ছলা, ব্রজের বালা,
কেন মিছে বাড়াও জ্বালা,
যাওনা ফিরে ঘরে,
যদি কালোকে না দেখ্‌তে পার।
জানি হে ব্রজাঙ্গনা, বরণ সোণা,
রাধা-রূপে জগৎ আলো।
বলতে পারে না কে না,
কেউ ত রূপ ধার দেবে না,
রাধা কি কর্ব্বে দয়া?
একে রাখাল তাতে কালো।

১মা সখী। রঙ্গ আজ রাখ কালা, ছাড় ছলা
আজ এস হে খেলি হোরি।
মিছে কথায় দিন বয়ে যায়,
ঠাট্‌, ঠমকে কাজ কি হরি!

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজাঙ্গনা জীবন আমার
কোন্ কথা না শিরে ধরি?

মালকোষ

শ্রীকৃষ্ণ। এস সবে খেলি আজি হোরি,
ফাগে কিবা শোভা হয় হেরিব সুন্দরি!
ভ্রমরঞ্জিত বদনে কুঙ্কুমরাগ রঞ্জনে,
সুখে হেরিব নয়নে, কে হারে কে জিনে
পিপাসিত চিরদিন পিয়াস হরি।

শ্রীরাধা। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি)—
ক্ষমা কর পায় ধরি ওহে কালাচাঁদ
(সখীর প্রতি)
কেন সখি মম অঙ্গে দেহ পিচকারি,
এস দেখি খেলি হরি পারি কি না পারি?

বাহার—যৎ

সখীগণ। পেয়েছি তোমায় শ্যাম
আর কভু ছাড়িব না
কেমনে পলাবে এবে, আঁখি আড়
করিব না।
কেমনে নিদয় মনে, ছাড়িয়ে এলে কাননে,
দেখিব প্রেমবন্ধনে বাঁধিতে কি
পারিব না?

পরজ—যৎ

শ্রীরাধা। চুরি করি কেন খেল হোরি?
চোরা রীতি তব গেল না হরি।
সখীর সনে খেলি অন্য মনে,
কেন পিচকারি দিলে চুরি করি?

১মা সখী। মিনতি করিহে রাধে,
মিনতি কানাই,
যুগল মিলন হেরি জীবন জুড়াই।

পট-পরিবর্ত্তন

নিকুঞ্জবন দোলমঞ্চে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। সখীগণের গান

বাহার—যৎ

হের লো শোভা নয়ন ভরি,
রাধা সনে দোলে দোল শ্রীহরি।
লাল নিধুবন, লাল শ্যামধন,
লালে লাল আজি প্যারী।
হেরি লালে লাল, আজি নয়ন জুড়াল,
লাল যুগল মাধুরী।

যবনিকা পতন

"দোললীলা" অভিনয়ের পক্ষকাল পরেই গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সে সময়ে পাঠক মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত। গিরিশচন্দ্র নাট্যশালা পরিচালনার ব্যাপারে এই সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগী পাঠকদের নাট্যশালার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য, মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করতে লাগলেন। "বিষবৃক্ষে"র পাণ্ডুলিপি অথবা মুদ্রিত নাটক পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র অভিনয়ের তারিখ ও অভিনেতৃগণের নাম এতৎসহ প্রকাশ করা হোল।

বিষবৃক্ষ

[বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ]

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

॥ প্রথম অভিনয় ॥

ইং শনিবার, ৯ই মার্চ্চ, ১৮৭৮

২৬শে ফাল্গুন, ১২৮৪

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ ॥

নগেন্দ্র—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্র—রামতারণ সান্যাল, শ্রীশ—মহেন্দ্রলাল বসু, সূর্য্যমুখী—কাদম্বিনী, কুন্দনন্দিনী- বিনোদিনী, হীরা—নারায়ণী, কমলমণি—কমলা (ইনি সুকুমারী দত্তের ভগিনী)।

এই সময়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিদ্বন্দ্বী বেঙ্গল থিয়েটারের বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" ও "দুর্গেশনন্দিনী"র অভিনয় হতে থাকে। বিশেস করে "দুর্গেশ নন্দিনী"র অভিনয়, দর্শকগণের প্রশংসা অর্জ্জন করে। জগৎ সিংহ ও ওসমানের ভূমিকায় শরৎচন্দ্র ঘোষ ও হরি বৈষ্ণব অভিনয় করেন। একটি দৃশ্যে জগৎ সিংহ রূপী শরৎচন্দ্র ঘোষ অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চে অবতরণ করে, দর্শকগণকে চমৎকৃত করতেন। সে যুগে শরৎচন্দ্র নামকরা ঘোড়-সোয়ার ছিলেন। কেদারনাথ চৌধুরী বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত "দুর্গেশ নন্দিনী"র সাফল্য দেখে, "দুর্গেশ নন্দিনী" মঞ্চস্থ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তাঁরই অনুরোধে গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্য 'দুর্গেশ নন্দিনী'র নাট্যরূপদানে প্রবৃত্ত হন। প্রথম রাত্রির অভিনয়ে জগৎ সিংহের ভূমিকায় কেদারনাথ চৌধুরী এবং ওসমানের ভূমিকায় কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেন। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে দর্শকদের কাছে ন্যাশনাল থিয়েটারের "দুর্গেশ নন্দিনী" বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করতে পারে না। দ্বিতীয় রাত্রির অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং জগৎ সিংহের ভূমিকায় এবং মহেন্দ্রলাল বসু ওসমানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এঁদের অপূর্ব্ব অভিনয়ে দর্শকগণের মতের পরিবর্ত্তন

হয় এবং সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে ন্যাশনালের "দুর্গেশ নন্দিনী" শরৎচন্দ্রের মত ঘোড়া দেখাতে না পারলেও অভিনয়ে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এই "দুর্গেশ-নন্দিনী"র অভিনয়কালীন গিরিশচন্দ্র একদিন দুর্ঘটনায় পতিত হন। বিদ্যাদিগ্‌গজের খিচুড়ী খাওয়ার দৃশ্যটিতে ফুটি গুলে খিচুড়ী করা হোত। এই ফুটির খোসায় পা হড়কে পড়ে গিয়ে গিরিশচন্দ্রের বাঁ হাতের কব্জাটি ভেঙ্গে যায়। এরপর বেশ কিছুদিন গিরিশচন্দ্রের পক্ষে মঞ্চে অবতরণ করা সম্ভব হয়নি। "দুর্গেশ নন্দিনী"র পাণ্ডুলিপি অথবা মুদ্রিত নাটক পাওয়া যায় না। মিনার্ভা থিয়েটারে থাকাকালীন গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয়বার "দুর্গেশ নন্দিনী"র নাট্যরূপ প্রদান করেন। আমরা যথাসময়ে সে বিষয়ে আলোচনা করব। এখানে কেবলমাত্র প্রথম অভিনয়ের তারিখ ও অভিনয়ে অংশ-গ্রহণকারী শিল্পীদের নাম প্রকাশ করা হোল।

দুর্গেশ নন্দিনী

[বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ]

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

॥ প্রথম অভিনয় ॥

ইং শনিবার, ২২শে জুন ১৮৭৮

৯ই আষাঢ়, ১২৮৫

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ ॥

জগৎ সিংহ—কেদারনাথ চৌধুরী, (দ্বিতীয় রজনীর অভিনয়ে—গিরিশচন্দ্র ঘোষ) ওসমান—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্বিতীয় রজনী হইতে—মহেন্দ্রলাল বসু)। কত্‌লু খাঁ—মতিলাল সুর, বিদ্যাদিগ্‌গজ—অতুলচন্দ্র মিত্র (বেডৌল)। রহিম শেখ—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)। আয়েসা ও তিলোত্তমা—বিনোদিনী, বিমলা—কাদম্বিনী, আশমানি—লক্ষ্মীমণি।

"যামিনী চন্দ্রমা হীনা গোপন চুম্বন"—এটি একটি ক্ষুদ্র ব্যঙ্গ-নাট্য। নাটিকাটি সে যুগের প্রগতিবাদীদের প্রতি কটাক্ষ করে রচিত হয়। অনেকের ধারণা, এ নাটিকাটি ভুবনমোহনবাবুর 'গ্রেট্ ন্যাশনালে' অভিনীত হয়। কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয়ের কারণ আছে; যেহেতু এই নাটিকার প্রচ্ছদ পত্রে প্রকাশকাল বাংলা ১২৮৫ মুদ্রিত আছে। ভুবনমোহন বাবু বাং ১২৮৪ সালে গিরিশচন্দ্রকে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার লীজ দেন। গিরিশচন্দ্র গ্রেট্ শব্দটিকে তুলে দিয়ে, থিয়েটারের নামকরণ করেন, ন্যাশনাল থিয়েটার। সুতরাং নাটিকার অভিনয় হয়ে থাকলে তা ন্যাশনাল থিয়েটারেই হওয়া সম্ভব।

বাঃ ১৩৫২ সনের চৈত্র সংখ্যা "বঙ্গশ্রী" মাসিক পত্রে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসনৎ গুপ্তের সহায়তায় এই নাটিকাটি পুনর্মুদ্রিত করেন। এখানে উক্ত নাটিকাটির হুবহু প্রচ্ছদ পত্র (টাইটেল্ পেজ) মুদ্রিত করা হোল :—

যামিনী চন্দ্রমা হীনা।

গোপন চুম্বন।

A KISS IN THE DARK

শ্রীকিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
কলিকাতা—৬৬ নং বীডন ষ্ট্রীট।
বীডন যন্ত্রে
শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত
১২৮৫

সুতরাং আমরা এই নাটিকাটি গিরিশচন্দ্রের ধারাবাহিক রচনার কালক্রম অনুসারে এখানে পুনর্মুদ্রণ করলাম।

পুরুষ-চরিত্র

মুরারি বাবু (জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি)। মথুর বাবু (মুরারি বাবুর বন্ধু)। গদা (মুরারি বাবুর ভৃত্য)।

স্ত্রী-চরিত্র

বসন্তকুমারী (মুরারি বাবুর স্ত্রী)।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মুরারি, মথুর ও বসন্তকুমারী আসীন

মু। (স্বগত) আবার এয়েচে বেটা, (প্রকাশ্যে) মথুর বাবু আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

ম। আজ্ঞে, আজ্ঞে—

(নেপ)। দেখগা, সমাজে যদি যাও, তো তাড়াতাড়ি যাও, না হয় এখন কার সঙ্গে কথা কয়ে দেরি করে রাত ১২টার সময়—

মু। আমি আজ যাব না।

ব। আমার উপর রাগ করে বোল্‌চো, যদি না যাও, তবে আমি আজ খাব না।

মু। বুঝেচি বুঝেচি গো!

ব। যা বুঝে থাক, আমার কাছে এসো না!!

মু। (যাইতে উপক্রম)

ব। একটা কথা শুনে যাও;—

মু। তুমি তো তাড়াতে পাল্লেই বাঁচ, আর কেন আমায় ডাক্‌চো।

ব। আমার ঐ অপরাধে কি একটা কথা শুন্‌তে পার না?

মু। আচ্ছা, শুনেই যাই, তুমি কি বল।

গদার প্রবেশ

গ। (স্বগত) তোর কথা শুন্‌বে, তুই কোন্ ছার!

ব। দেখ একটা কথা বলে যাও—তুমি শীগগির শীগগির আস্‌বে? না এস, নেই—নেই, আমি আর এক জনকে বলে রাখ্‌ব।

মু। আর এক জনকে খুঁজতে হবে না; মথুর এসেচে।

ব। মথুর বাবু এয়েচেন, (মথুরের প্রতি) আপনি অমন করে দাঁড়িয়ে আচেন! দেখতে পাইনে, আসুন না? (স্বামীর প্রতি) তুমি যাও—(স্বামীর গমনোদ্যম) শোনো,

একটা কথা বলি, শীগগির শীগগির আস্‌বে কি না? না, তুমি আস্‌বে না, এসো না—

মু। রাগ কচ্চ কেন?

ব। রাগ কিসের, তোমার যা ইচ্চে তাই কোরবে, আমার রাগ কিসের, কিন্তু যদি মথুরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও—

মু। ভদ্দর লোক এসেচে!!—তার ওপোর আমি বার বার বোলেচি—আমি ঘরে না থাকি, আমার মাগ তোমায় Receive কোরবে।

ব। (স্বগত) তুমি বল্লে তাই!! (প্রকাশ্যে) নাথ! তুমি কি জান না, যে তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখ দেখতে পাইনে, তোমার অনুরোধে আমি অনেক কোরেচি, আরও বল তো মথুরকে আমি মাথায় করে রাখব, কিন্তু আর তোমার কথা শুন্‌বো না—

মু। আমার ওপোর রাগ কচ্চ?

ব। না, তুমি বোল্‌চো আর তোমার আমি কোন কথা শুন্‌বো না—তুমি যাও,—এক্ষুণি যাও,—

মু। আমায় তাড়াচ্চ কেন?

ব। না, তুমি যাও,—এখনি যাও।

মু। আচ্ছা আমি যাচ্চি, কিন্তু তুমি মথুরকে অনাদর করো না।

ব। (স্বগত) শেগালে বাড়ার ভাগ!! (মৌনাবলম্বন)

মু। দেখ আমি কথা দিয়ে এসেচি, সমাজে যাব।

ব। আমি বল্‌চি, তুমি যাও না।

মু। তবে চল্লেম।

ব। যাও, এস! (স্বামীর প্রস্থান)

মথুর বাবু জানো তো, ও বোকা, ওর শীগ্‌গির তাড়ান যায় না।

ম। জানি! কিন্তু আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।

গ। (স্বগত) দাঁড়িয়ে যদি আমার পা ধরে যেতো কোন্ শালা কথা কইতো।

ব। গদা কথা শুনচিস নি, চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্।

গ। (স্বগত) শুনেচি, কিন্তু গদার মতন বুঝতে কোন শালা নেই।

(গদার প্রস্থান।)

ম। দেখ, গদা বেটা কি মনে করে?

ব। মনে কে না করে?

ম। আমি দিন কতক আসা বন্ধ করি।

ব। লাভের মধ্যে আমার প্রাণে ব্যথা; নিন্দেতে ঘুচবে না।

স্বামীর পুনঃ প্রবেশ

মু। (স্বগত) দেখ; বাবা, দুজনে খুব কাছাকাছি বসেচে।

ব। মথুর বাবু চৌকি নিয়ে আসুন না, কাছে এসে একটু বসুন না।

ব। সমাজ শেষ হয়েচে, এসেচ?

মু। না, আমি এখনও যাই নি।

ব। দেখে যাও, তোমার ইয়ারের খাতির হচ্চে কি না

মু। (স্বগত) তবে যাই, কিন্তু বাবা প্রাণটা কু গাচ্চে; গতিক ভাল নয়, কি হয় কি জানি, আজ যাব না। আমি বিধি মুদিনীর ওখান থেকে তামাক খেয়ে ফের আস্‌চি।

(প্রস্থান।)

ম। দেখ তোমার স্বামী বড় শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসচে, কিছু সন্দেহ করে থাকবে।

ব। সন্দেহ ওর মনে; তাতে তোমার আমার ক্ষতি কি?

স্বামীর পুনঃ প্রবেশ

ব। কি গো আজ রাত তিনটে করবে,

আমি বুঝ্‌তে পেরেচি; আমি কিন্তু আজ ততক্ষণ—আমি কিন্তু একলা থাকৃবো না, বাপের বাড়ী চলে যাব !!

মু। (স্বগত) বেটী! আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না, তোর বাবার সাধ্য বাপের বাড়ী যায়!! একেবারে হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকিয়ে আছে।

ব। দেখুন মথুর বাবু, কোন্ ধর্ম্ম ভাল, কি ধর্ম্ম ভাল, আমি একবার দেখাই, আপনার কোলে একবার শুই।

ম। (জনান্তিকে) ওরে একি কচ্চিস্ ?

ব। (জনান্তিকে) দেখ না। (স্বামীর প্রতি) হ্যাগা চুমোয় দোষ আছে ?

মু। (স্বগত) এখন ঠেকাঠেকি ? আগে জানলে এমন ধর্ম্মের চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করতুম; কোন্ শালা জানে এমন হিড়িক, সাম্‌নে কোলে শোবে, আবার জিজ্ঞাসা কচ্চে চুমো খাবে কি না ? আমি যদি কোন কথা কই, তবে বদ রসিক হলেম।

ব। মথুর বাবু চলো না গো, ঐ কৌচের উপর একটু বসি গে।

মু। (স্বগত) বুঝেচি বাবা, জায়গা একটু ফারাক হবে বটে !!

ব। হ্যাগা তুমি দাঁড়িয়ে রয়েচ কেন, বসো না।

মু। দেখে শুনে বসে গেছি, আর বাড়াবাড়ি কাজ নাই।

ব। ও কি কথা গা, কখনও তুমি কি বসোনি।

মু। বসেচি, কিন্তু এমন বসা বসিনে।

ব। বসেচি বসেচি কচ্চো, দাঁড়িয়ে থেকে বসাটা কি তোমার বাই হয়েচে নাকি ?

মু। কোন্ শালা ভাঁড়ায়, আমার চোদ্দ পুরুষ থাকৃলে বোসে যেত; (স্বগত) আমি কি সাধে বসি, এই মথরো শালা যে আমায় বসায় (উপবেশন)।

ব। দেখ তোমার মিছে কথার চেয়ে তোমার সত্তি কথা মিষ্টি।

মু। কেন ?

ব। অত করে ধরলেম, তুমি বল্লে সমাজে যাব, কিন্তু গেলে না। এর চেয়ে মিষ্টি আর কি ? মথুর বাবু আমার মাথা ধ'রেচে তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুই।

মু। বাবা রে, এ যে কিছু বুঝতে পাচ্চি নি, বড় ঝামেলায় পড়ে গেলেম।

ব। হ্যাঁ গা আমি মথুর বাবুকে বল্লেম তা তুমি কি কোল পাত্তে পাল্লে না।

মু। (স্বগত) দেখ বেটীর মায়া কান্না দেখ! (প্রকাশ্যে) বলি দোল গোবিন্দের দোল। অমন কোল পাবে কোথায় ?

ব। গোবিন্দ কি তোমাদের সমাজে আছে ? দেখ দেখ কে ভাল, কি ভাল ?

মু। বাপের সঙ্গে—ঝকমারি করেছিলেম, বাবা বেটী খালি ঐ বেটার আড়ালে গিয়ে লুকুচ্চে।

ব। কি গা তুমি কি বল্‌চো ?

ম। (জনান্তিকে) আজ আসি—দেখচো বাড়াবাড়ি।

মু। বলচি কি জান, আমার গুষ্টির একটি পিণ্ডি।

ব। (জনান্তিকে) দাঁড়াও না, বেটার দৌড়খানা দেখি ? (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ গা, তুমি পিণ্ডি পিণ্ডি কেন কচ্চ গা ? আমার পিণ্ডি চট্‌কাবে !! তা বুঝেচি। মথুর বাবু আপনি বাড়ী যান ?

মু। গদা তামাক দে, মথুর বাবু তামাক খেয়ে যাবেন।

গ। হ্যাঁ, হ্যাঁ যাচ্চি—যাচ্চি।

ব। না, আপনি কখন যেতে পাবেন না, আপনি বসুন।

মু। (তামাক লইয়া) তামাক খেয়ে যাবেন! তোর সাত গুষ্টির জাত কুল খেয়ে যাবেন হতভাগা, তুই বুঝেচিস্ কি?

ব। মথুর বাবু কথা শুন্‌বেন না?

গ। (স্বগত) ওর বাবা শুন্‌বে, ও তো ছেলেমানুষ।

মু। আচ্ছা মথুর বাবু, তুমি বোস আমি সমাজে যাব।

ব। এত রাত্রে আর সমাজে যেতে হয় না?

গ। (স্বগত) বলি, আপনি যাচ্চ যাও না কেন—আবার ঝাঁটা খেয়ে যাবে।

ব। মুখ গোঁজ করে রয়েচ যে, যাও, তোমার সঙ্গে আর—আর কথা নেই।

মু। (স্বগত) হে ভগবান, গলা-ধাক্কাটা দিলে গা, যাই—চলে—যাই—

(প্রস্থান)

ব। গদা দাঁড়িয়ে কেন রে?

গ। (স্বগত) না, আর দাঁড়াব কেন? (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে এই ছুট মাচ্চি।

ব। ছুট মারবি কেন? আমি কি তাই বোল্‌চি?

গ। না বলেন নি,—(স্বগত) আমার তো আর তোমার কর্ত্তার মতন ঝাঁটা খাবার সাধ নেই, আমি পালাচ্চি।

ব। আচ্ছা গদা তুই এত দিন আচিস্, আমার কাছে তো কিছু চাইলি নি—

গ। (স্বগত) (হিঃ হিঃ হিঃ) ইচ্ছে কচ্চে, ছুটে গিয়ে দোরটা বন্ধ করে দশটা মোথরো ঘরে আনি। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে চাইনি, আপনি কি তাই দেবেন না?

ব। এই নে যা, এই ১০ টা টাকা নিয়ে যা—

গ। (স্বগত) মথুর বাবু চিরজীবী হোন। (প্রকাশ্যে) বলি সদর দোরটা কি দিয়ে আস্‌বো?

ব। না রে!

গ। (স্বগত) কর্ত্তা শালা বার পাঁচ ছয় আনাগোনা কোরবে, এ বেশ জানে।

স্বামীর পুনঃ প্রবেশ

মু। আমার লাঠিগাছটা কোথায়?

গ। (স্বগত) তোমার মাথায়!

ব। তোমার লাঠি কোথায়? আমি কি জানি? আমি কি তোমার লাঠির খবর রাখি?

মু। (স্বগত) একটু তফাৎ তফাৎ হয়ে বসেচে, এক বার সমাজটা না বেড়িয়ে এলেও তো নয়। (প্রকাশ্যে) আমি চল্লুম। (গমনোদ্যম)

গ। (স্বগত) বলি ঝ্যাঁটাগাছটা আন্‌বো নাকি? কর্ত্তা না মার খেলে যাবে না।

(মুরারির প্রস্থান)

ম। দেখ আজ অনেকবার আসা যাওয়া কচ্চে, আমি যাই—

ব। আজ একটা হেস্তনেস্ত হোগ না—

ম। না, বোধ হয় ফের আস্‌বে।

ব। তা তো আস্‌বেই, চল ছাতে যাই।

ম। না—না, এইখানে বোসো, জান্‌তে পাল্লে আমার বড্ড নিন্দে হবে,—নেহাৎ যদি বস্‌তে হয়, বেটা এখনও আসা যাওয়া কর্চ্চে, তুমি একটা মজা কর।

ব। ও যেই আসবে, তুমি ঝড়াস করে মূর্চ্ছা যেও!

গ। (স্বগত) ভ্যালা মোর বাবা রে, তা নইলে কি তোর সঙ্গে মিল খায়।

ম। দেখ আমিও অমনি ও বেটাকে দেখে হাঁউ, মাঁউ, খাঁউ, করে উঠবো ; দেখ গদা সব জানে, ওকেও বলে দেওয়া যাক্, যাতে ও বেটা ঐ রকম করে, (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে গদা !

গ। আজ্ঞে—

ম। তুই বোক্‌সিস পেয়েচিস্।

গ। আজ্ঞা হাঁ। (স্বগত) আবার—যেন কিছু পাব, বোধ হচ্চে।

ম। আমবা কি বোলচি বুঝতে পেরেচিস্।

গ। আজ্ঞা হ্যাঁ, মোণ্ডা খাব—কলা খাবো।

ম। তুই একটু পাবি না।

গ। না তেমন বরাৎ নয়।

ম। শোন ? বেটা কি বলে।

ব। তুমি সে বান্দা আমার তাতে যে লাঞ্ছনা হবে তা আমি জানি।

ম। চাকরের খোসামোদে বুঝি শোদ গেল না।

ব। কখন যদি মথুব হতে পারে,—শোদ যায়।

ম। পিরীত রাখ, এখন কাজের কথা কও ? (প্রকাশ্যে) দেখ গদা, হাঁউ মাঁউ খাঁউ কত্তে পারবি।

গ। না বাবু আপনি কোরবেন হাঁউ মাঁউ খাঁউ, আমি দোরে দাঁড়িয়ে বোলবো "মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ পাঁউ"।

ব গদা তুই যে বাড়িয়ে উঠচিস্

গ বাড়িয়ে তুল্লে রে ! !

ম। আহা চুপ কর না।

নেপথ্যে—স্বামীর গলাধ্বনি

ম। গদা দেখিস্।

গ। আমায় শেখাতে হবে না।

স্বামীর প্রবেশ

ব। বাবা রে মা রে গেলুম রে

ওগো কে গো এমন বিকট মূৰ্ত্তি মানুষ কখন তো দেখিনে গো।

গ। ওরে হাঁউ, মাঁউ, খাঁউ, দশ দশ দশ টাকা পাঁউ।

মু। কি রে গদা, দশ দশ টাকা পাঁউ কি রে ?

গ। তবে রে শালা সব কথা তোমায় বলি, আর আমায় বোক্‌সিস ফাঁক যাগ। ধর শালাকে চেপে, মার লেঙ্গি।

উভয়ের পতন

মু। ওরে ছেড়ে দে গদা, ছেড়ে দে।

গ। তোর বাবাকে ছাড়িনে। ওগো এখন তোমরাও টেনো আমি বেটাকে চেপে ধোরেছি, তিন তিন মাস মাইনে দাওনি, দশ দশ টাকা !! ধর—শালাকে চেপে, জোর কোরে চেপে ধ'রেচি, ওগো ওটোনা, আমি যখন লেঙ্গি দিয়ে ফেলেচি ওর বাবাও হাত ছাড়াতে পারবে না, রোস্ তো শালার চোক দুটো চেপে ধরি।

ব। কি রে গদা, কি রে গদা ও কেও !—কেও !—কেও।

গ। ওগো শালা বড় কামড় দিয়েচে গো। (ক্রন্দন)

ব। ছেড়ে দে ছেড়ে দে কেও, ওগদা কি করিস্ সর্ব্বনাশ কোরেচিস্ কর্ত্তা যে—

মু। আর কর্ত্তার নেই বাবা, একবার ছেড়ে দিতে বল—

ব। ওরে গদা ছেড়ে দে ?

মু। (উঠিয়া) তোমার মনে এই ছিল—

ব। (স্বগত) আর ঢের—আছে—(প্রকাশ্যে) কি গা—আমায় ধর—বলি এসব কি—আমায় ধর গো, আমার গা কাঁপচে।

মু। আর ধরাধরি কাজ নেই বাবা, আমি নাকখৎ দিয়ে চলে যাচ্চি—

ম। মশাই করেন কি, মশাই করেন কি, এ আলোটার কেমন দোষ!! বোধ হয় তেলে কি আছে—আমি দেখলাম যেন আপনি বিভীষণ এলেন, আর আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

মু। বলি বাবা কেমন হনুমানটি লেলিয়ে দিয়েচো।

ম। আমার অপরাধ কি বলেন—

মু। তবে রে শালা তোমার অপরাধ কি?

ব। আমার আবার গা কাঁপচে।

মু। বলি—ও শালা গদা, ও বেটীর গা কাঁপচে, তুই শালা আবার লেঙ্গি মারবি নাকি।

ম। না মশাই ও আলোর দোষ, ও গদা তুই—আলোটা বাইরে নে যা—

মু। বাবা! তুমি এখানকার কর্ত্তা তোমার যা ইচ্ছে তাই কর—

ম। মশাই ইচ্ছে আর কি, দেখতে পাচ্চেন মেয়ে মানুষটি অস্থির হোয়েচেন!

মু। বাবা তুমিও অস্থির হয়েচ, তা নৈলে আলো নিয়ে যেতে বল, গদা তুই দশটা লেঙ্গি মার, আলো নিয়ে যাস্ নি, ও লেঙ্গির চোদ্দ পুরুষ, ওগো এই জান্‌লা দিয়ে যে চাঁদের আলো আস্‌তো গা, আজ কি চাঁদটাও লুকিয়েচে—

ব। (স্বগত) সহস্র চাঁদ উদয়, তুমি চাঁদ লুকিয়েচ বল—

গ। (আলো লইতে যাওন)

মু। ও গদা তোর পায়ে পড়ি, আলো নিস্ নি, লেঙ্গি মাত্তে হয় তো মার, আচ্ছা আলো থাক, আমি বেরিয়ে যাচ্চি।

(প্রস্থান।)

ব। দেখ ফের আস্‌বে!

গ। আর দুটো টাকা দেও, আমি ঝাঁটা পিট্‌বো—

ম। গদা আলোটা নিয়ে যা।

(গদার প্রস্থান।)

নেপ। ও রে বাবা রে! ওরে চক্ চক্ শব্দ হচ্চে, ওরে চুমোর ডাকে যে প্রাণ বাঁচে না রে।

ব। ওখানে মর না।

স্বামীর প্রবেশ

মু। ওরে আলোটা জ্বাল্ না, চক্ষু কর্ণের বিবাদ মেটাই।

গদার ঝাঁটা লইয়া প্রবেশ

গ। বলি ও শালা চোর, এখনও তোমার বিবাদ মেটেনি (প্রহার)।

ব। ও গদা করিস্ কি!

গ। খুব কোর্‌বো, শালার আক্কেলকে মারি ঝাঁটা, দাঁত ছিরকুটে পোড়লো, আলো নেবালে, আমায় দশ টাকা বক্‌সিস্ দিলে, তবু ও বলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ মেটাই—তবে রে শালা (প্রহার)।

মু। ও গদা ঝাঁটা থামা আক্কেল পেয়েছি।—

গ। আলো নিবিয়ে আক্কেল দিতে পাল্লে না, ঝাঁটার চোটে আক্কেল হোলো, সব মিছে।

মু। ওরে আক্কেল হোয়েচে।

ম। মশাই কি বোক্‌চেন।

গ। আক্কেল পাচ্চে পাগ না, তোমার এত তাড়া কিসে পল্লো।

ব। গদা চুপ কর না।

গ। আরে না না বোঝ না, আক্কেল পাবে।

মু। ঝাঁটায় ছেড়েছে বিষ ওরে বাপ ধন।

ম। যামিনী চন্দ্রমাহীনা গোপন চুম্বন।

যবনিকা পতন

কেদারনাথ চৌধুরী কোনরকমে এক বৎসর কাল ন্যাশনাল থিয়েটার চালিয়ে, ১৮৭৯ সালের জানুয়ারী মাস নাগাদ গোপী চাঁদ কৈঁইয়া (শেঠি) নামক এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে সাব-লিজ্ দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন। গোপী চাঁদ থিয়েটার হাতে নিয়ে অবিনাশচন্দ্র করকে তাঁর থিয়েটারের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই গোপী চাঁদের সঙ্গে অবিনাশবাবুর মতবিরোধ দেখা দেয়। গোপী চাঁদ থিয়েটার ছেড়ে দেন। কিন্তু অবিনাশবাবুর পক্ষেও বেশী দিন থিয়েটার চালানো সম্ভব হয় না।

এরপর কেদারনাথ চৌধুরীর মাতুল কালিদাস মিত্র ন্যাশনাল ভাড়া নিয়ে থিয়েটার চালাতে থাকেন। কিন্তু কয়েকমাস পরে তিনিও থিয়েটার ছেড়ে দেন। এই সময়ে যোগেন্দ্রনাথ মিত্র (লঙ্কা মিত্র) থিয়েটারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইনি দর্শক-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেন। স্টেজের সম্মুখে নানারকম উপহার-সামগ্রী সাজিয়ে রাখতেন। তারপর লটারীর মাধ্যমে টিকিটের নম্বরের সঙ্গে উপহারের নম্বরের মিল হলে, টিকিট-ক্রেতাকে উপহার সামগ্রী দিতেন। কিন্তু এত চেষ্টাতেও তিনি থিয়েটার চালাতে পারলেন না। এদিকে ভুবনমোহন নিয়োগীর দেনার দায়ে ন্যাশনাল থিয়েটার হাইকোর্টের নীলামে উঠ্‌লো। প্রতাপচাঁদ জহুরী নামক জনৈক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ২২,০০০৲ (বাইশ হাজার) টাকায় ন্যাশনাল থিয়েটার কিনে নিলেন। থিয়েটার হাতে নিয়ে, প্রতাপচাঁদ সর্ব্বপ্রথম অনুভব করলেন, এ ব্যবসা চালাতে গেলে একজন দক্ষ পরিচালকের প্রয়োজন। তিনি গিরিশচন্দ্রকে উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করে, তাঁকে থিয়েটার-পরিচালনার ভার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। গিরিশচন্দ্র এই সময়ে পার্কার কোম্পানীর অফিসে ১৫০৲ মাইনের চাকুরী করতেন। **প্রতাপচাঁদের অনুরোধে এবং বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়কে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে তিনি দেড়শো টাকা মাইনের চাকরী ছেড়ে, মাত্র ১০০৲ টাকা মাইনেতে নট-নাট্যকার ও অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে, পুরোপুরি নটনাথের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করলেন।** প্রতাপচাঁদের স্বত্বাধিকারিত্বে এখানে তাঁর **"মায়াতরু"** নামক মৌলিক গীতি-নাট্যটি সর্ব্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র "মায়াতরু"র অভিনয় দেখতে এসে, গিরিশচন্দ্র রচিত গানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশেষ করে "না জানি সাধের প্রাণে, কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি" গানটী শুনে তিনি মুগ্ধ হন। ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য রাজনারায়ণ বসুও এই গীতি-নাট্যের গানগুলির বিশেষ প্রশংসা করেন।

মায়াতরু

[গীতি-নাট্য]

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

॥ প্রথম অভিনয় ॥

ইং শনিবার, ২২শে জানুয়ারী ১৮৮১

১০ই মাঘ, ১২৮৭

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ ॥

চিত্রভানু—মহেন্দ্রলাল বসু, সুরত—রামতারণ সান্যাল, দমনক—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), মার্কণ্ড—বিহারীলাল বসু, উদাসিনী—ক্ষেত্রমণি, ফুল-হাসি—বিনোদিনী, ফুল-ধূলা—বনবিহারিণী।

পুরুষ-চরিত্র

চিত্রভানু (গন্ধর্ব্বরাজ)। সুরত (গন্ধর্ব্বরাজের দৌহিত্র)। দমনক, হারীত ও মার্কণ্ড (সুরতের সখাগণ), পক্ষিগণ।

স্ত্রী-চরিত্র

উদাসিনী (গন্ধর্ব্বরাজের কন্যা)। ফুলহাসি ও ফুল-ধূলা (বনদেবীদ্বয়), সখীগণ।

প্রথম দৃশ্য

পর্ব্বত-প্রদেশ

ফুল-হাসি শিলোপরি উপবিষ্টা

গীত

পাহাড়ী-পিলু—খেম্‌টা

না জানি সাধের প্রাণে,
কোন্ প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসী।
আমি তো প্রাণ দেবো না, প্রাণ নেবো না,
আপন প্রাণে ভালবাসি।
চপলা করে খেলা ধ'রে গলা,
বেড়াই সদাই অভিলাষী,
তারা তুলে প'রব চুলে,
ক'রবো চুরি চাঁদের হাসি।

এমন সুন্দর স্বভাবের শোভা ছেড়ে পুরুষের দাসী হয়? আমি এ মন্দির-সম্মুখে শপথ ক'চ্ছি, আমি কখন' দাসী হব না। এই তো চারি দিকে নীল, অনন্ত নীল, এতে কি প্রাণ ভরে না? এই তো চাঁদ, পাতায় চাঁদ, ফুলে চাঁদ, জলে চাঁদ, চারিদিকেই চাঁদের মেলা—তবে আর কি চাই? যেন মনে হয়, বিদ্যুৎ ধ'রে সাদা মেঘগুলির গায় হাত বুলুতে বুলুতে, কত দূর—কত দূর চ'লে যাই। ফুলের মধু চুরি ক'রে যেমন পবন পালায়, অমনি আঁচল বেঁধে তাকে ধরি, আবার ছেড়ে দিই, পালিয়ে যায়, আঁচলখানা নিয়ে পালায়, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাই। কখনো এলো চুলে আঁচল দোলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে চ'লে বেড়াই। আমার আমি, আর কে আমার? এমন স্বাধীন সুখ যে বাঁধা রাখে, সে আপন প্রাণের মান রাখে না।

নিম্নে সুরত, মার্কণ্ড, দমনক ও হারীতের প্রবেশ

গীত

রাগিণী কেদারা—তাল ফেরতা

সকলে। রমিত বিপিনমাঝে
মাত রে আমোদে মন ;
জানা রে জানা রে প্রাণ,
তোর কিবা প্রয়োজন।

সুরত। সুনীল গগনপানে,
চাহিলে উধাও প্রাণে,
কি দেখি কি দেখি যেন
হারায়েছি কি রতন।

সকলে। রমিত বিপিনমাঝে ইত্যাদি—

হারীত। ফুল্ল ফুল অভিলাসে,
দলে দলে অলি আসে,
সে গুঞ্জন, সে চুম্বন, হেরি ঝরে দু'নয়ন।

সকলে। রমিত বিপিনমাঝে ইত্যাদি—

দম। সুনীল-অম্বর-শিরে,
সুনীল-অম্বর-নীরে,
শ্যামল নবীন দল তরু নীল ভূষণ,
নীরবে কি গায় সবে ভরিয়ে ভুবন !

সকলে। রমিত বিপিনমাঝে ইত্যাদি—

খাম্বাজ

মার্কণ্ড। নবীন নবীন ঘাস,
খেয়ে গাভী হাঁসফাঁস,
চ'লে যাই, দেখি তাই ভাবি কতক্ষণ।

কেদারা

ঘুম এলে, যাই ভুলে, অমনি শয়ন।

মার্কণ্ডের শয়ন

ফুল-হাসি। হায় হায়! এও শোন্‌বার কথা! (সুরতকে দেখিয়া) মরি মরি! এও কি দেখবার জিনিস? না, কোথাও যাই,—না, একটু দাঁড়িয়ে যাই।

সুরত। দেখ ভাই, আজ আমরা কত দূরবনে এসেছি, হেথা আজ স্ত্রীলোক এসে আমাদের আমোদের বিঘ্ন ক'রতে পারবে না। আমরা প্রাণ ভ'রে প্রাণের কথা গাইতে পারবো। ভাই দমনক, বল দেখি, সুন্দর কি?

দম। ভাই, সুন্দর প্রাণে যে দিকে চাই, সকলই সুন্দর। যত চাই তত পাই, কিন্তু আবার পাই পাই যেন পাই না।

হারীত। আমি বলি ভাই, কান্নাই সুন্দর; ফুল দেখে যখন কাঁদি, আমার প্রাণ বড় ঠাণ্ডা হয়।

সুরত। মার্কণ্ড কি বল?—ঘুমুলে না কি?

মার্কণ্ড। ঘুমুবো কেন? প'ড়ে প'ড়ে শুনছি। তোমার দৌরাত্ম্যে তো কোন পুরুষে মেয়েমানুষ দেখি নি।—ময়ূর দেখেছি, পাখী দেখেছি, গরু দেখেছি, আর সেই ঘুঁটেকুড়নী বুড়ী দেখেছি, তুমি রাগই কর আর যাই কর, তার কথাগুলি বড় মিষ্টি।

সুরত। মার্কণ্ড, পরিহাস রাখ, নবীন দূর্ব্বাদলের উপর যে গাভী ভ্রমণ করে, দেখতে সুন্দর, তার সন্দেহ নাই, কিন্তু আর কিছু কি সুন্দর দেখ নি?

মার্কণ্ড। আমি ছাই কি আর বলতে এলেম, তাই তো সেই বুড়ীর কথা তুলেছি।

সুরত। ছিঃ ছিঃ মার্কণ্ড! তুমি কি মলয়-মারুতের সঙ্গীত শোন নাই? এমন সুন্দর কথাতেও পরিহাস! তুমি পাপিষ্ঠা বুড়ীর কথা নিয়ে এলে?

মার্কণ্ড। ভাল, সে বুড়ী ভাল না লাগে, সে আমার আছে, তোমার কি?

দম। না ভাই, তোমার আর কথায় কাজ নাই, তুমি যেমন ছিলে,—তেমনি থাক, আমরা দু'টো কথা কই।

মার্কণ্ড। আঃ! এমন কি বুড়ী, ওঁদের আর কিছুতেই মন ওঠে না।

সুরত। ভাই, ও কথা পরিত্যাগ কর।

মার্কণ্ড। রোজ রোজ কিছু বলি না, মনের রাগ মনে মেরে প'ড়ে ঘুমুই। বাতাস সোঁ ক'রে চ'লে গেল, বল্ বাপু, যে তিন ক্রোশ রাস্তা ভেঙ্গে এলুম, গায় ঘাম ম'লো; তা নয়, কেউ ব'লে উঠলেন, 'কেমন গান ক'রে গেল', কেউ ব'ললেন, 'খেলা ক'রছে', যা নয় তাই সকলে ব'লতে আরম্ভ ক'রলেন। একটি ফুলও ফুটেছে, তুলতে গেলুম, ব'ললেন, 'তুল না, তুল না, ব্যথা পাবে।' যা থাকে কপালে, বাতাস ভোঁ ক'রে গেল ব'লবো, ফুলও ছিঁড়বো; আর একদৌড়ে চ'ললেম, সে মাগীর কথা শুনিগে। আহা, সে কেমন বললে, 'কে গা তুমি?' আর এঁরা হ'লে বলতেন, 'মার্কণ্ড, ঘুমুচ্ছ? ঐ বুলবুল ডাকছে শোন।' গান শুনতে ইচ্ছে হয়, আপনারা গাও, দু'টো কড়ি মধ্যম লাগাও; ক'রে তুলেছেন সৃষ্টিশুদ্ধ গাইয়ে; পাতা গাইয়ে, লতা গাইয়ে, জল গাইয়ে, হাওয়া গাইয়ে— সৃষ্টিশুদ্ধ গাইয়ে হ'লে আমরা দাঁড়াই কোথা!

হারীত। মার্কণ্ড, তোমার সেই বুড়ীর কাছে যাও।

মার্কণ্ড। না ভাই সুরত, রাগ ক'র না!

সুরত। দেখ ভাই, স্ত্রীলোকের কথা তুমি উপহাসেও মুখে এনো না; মাতামহ বলেন, জ্ঞানীলোকের এই মত যে, অমন কুৎসিত বস্তু আর নাই; স্বর্গ আর নরকে প্রভেদ কি? যেখানে সুন্দর বস্তু, সেই স্বর্গ; যেখানে কুৎসিত বস্তু, সেই নরক। এত সুন্দর থাকতে, তুমি সেই কুৎসিত কথা মনে কর কেন?

মার্কণ্ড। (স্বগত) কে জানে বাবা, কেমন আকরে টানে।

ফুল-হাসি। (স্বগত) কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! জগতে সকলই সুন্দর, কেবল নারীই কুৎসিত। ভাল আমি দেখবো। এও এক সুন্দর খেলা, এখন যাব না, আর কি বলে শুনি। কিন্তু পুরুষও নিতান্ত কুৎসিত নয়, ভালই ত, সুন্দর ল'য়েই আমার খেলা। যেমন মেঘের সঙ্গে খেলা ভাল না লাগলে, ফুলের সঙ্গে এসে খেলি; এ খেলা না ভালো লাগে, আবার চাঁদের সঙ্গে খেলবো, আর এ খেলার পানে ফিরেও চাব না। আজ চাঁদের সঙ্গে খেলবো না— কি খেলবো তাই ভাবি, আর ওরা কি বলে তাই শুনি।

সুরত। (দেবমন্দির-সম্মুখীন হইয়া) দেখ দেখ—কি অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি! এস ভাই, আমরা পবিত্রমনে দেবীর পূজা করি!

ফুল-হাসি। আমায় দেখতে পেয়েছে কি? কে জানে! পুরুষকে দেখা দিলেও স্বাধীনতা কতক কমে।

সুরত, মদনক প্রভৃতি সকলের গীত
খাম্বাজ—একতালা

ঘোররূপা ঘনবরণা, শবাসনা দিগ্‌বসনা,
নগনা মগনা, রুধির-দশনা ত্রিনয়না তারা,
তার' দীনজনে।
মুক্তকেশী শিশু শশী শিরে,
ভৈরবী ভীমা দনুজ রুধিরে,
তপন-কিরণ, চরণ শোভন,
অট্টহাসি দামিনী দমন,
পলকে পলকে অনল ঝলকে,
নৃত্য তাথেই ডাকিনী সনে।

(ফুল-হাসি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

চিত্রভানুর প্রবেশ

চিত্র। হা হতভাগিনি! তুই আমার কন্যা হ'য়ে অমরত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, সামান্য মনুষ্যের দাসী হলি! চন্দ্রশেখর রাজাই হউক আর যাই হউক, মনুষ্য বই তো আর

গন্ধর্ব্ব নয়। তোর এই মহাপাপের মৃত্যুতেও প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। তুই আমার সন্তান হ'য়ে যেমন আমার হৃদয় দগ্ধ করেছিস, তোর পুত্র তোকে, তোর হেয় জাতিকে আজীবন ঘৃণা করবে, এই তোর শাস্তি। চিত্রভানু জীবিত থাকতে স্বরত কখনো কোন নারীর সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করবে না। মা করালবদনে! আমি অবশ্যই তোমার চরণে সহস্র অপরাধে অপরাধী, নচেৎ আমার সন্তানের মন সামান্য নর কিরূপে হরণ করবে? এই শেল চিরদিনের জন্য কেন আমার বুকে বিদ্ধ হবে! হায় হায়! সে অভাগিনীকে আর জীবিতা দেখলেম না। স্বরত! আমার স্বরত! হা ধিক্ মনুষ্য-সন্তান!

ফুল-হাসি। আমার মন থেকে একটা বোঝা নেমে গেল, স্ত্রীলোকের প্রতি বিরাগ,—শিক্ষিত বিরাগ—স্বভাবজাত নয়, দেখবো কেমন শিখিয়ে এ বিরাগ রাখতে পারে?

চিত্র। দমনক, হারীত, মার্কণ্ড—এরা মনুষ্য-সন্তান বটে, কিন্তু এদের আমি শিশু কাল হ'তে লালনপালন ক'রে স্ত্রীলোকের প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণা জন্মে দিচ্ছি, এমন কি, তারা স্ত্রীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দেখে না। করালবদনে! এই আমার প্রতিহিংসা, এই আমার তৃপ্তি,—এই আমার জীবনের সুখ। এই আক্ষেপ, সে রাক্ষসী জীবিতা নাই। তার প্রতি তাঁর পুত্রের ঘৃণা তাকে দেখাতে পাল্লেম না।

ফুল-হাসি। আমার আক্ষেপ—সে জীবিতা নাই, তার পুত্রের নারীর প্রতি কিরূপ অনুরাগ জন্মায়, তা দেখাতে পাল্লেম না। দেখি বিরাগি! তোমার উপদেশ আর আমার খেলা। তারা কি আর এ দিকে আসবে? এ বড় সুন্দর খেলা! মা করালবদনে! আমিও তোমায় প্রণাম করি, যেন মা—এ খেলা খেলাই থাকে, খেলতে খেলতে আবার যেন চাঁদে গিয়ে খেলাই। কিন্তু আজ সে খেলা ভাল লাগবে না।

চিত্র। মা জগদম্বে! তাপিত-হৃদয় শীতল কর, মা! হায়! মনের জ্বালা জুড়াবার জন্য কুক্ষণে এ কাননবাসী হয়েছিলেম, তা' না হ'লে চন্দ্রশেখর কিরূপে আমার কন্যার সাক্ষাৎ পেতো! মাগো! এ অভাগাকে ভুল না!

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

পর্ব্বত-প্রদেশ—জলপ্রপাত

ফুল-ধূলার প্রবেশ

গীত

ভীম পলাশি—মধ্যমান

ফুল-ধূলা। নির্ঝর শীতল, শীতল ফুলদল,
শীতল চন্দ্রমা হাসি;
কিরণ মাখিয়ে, ফুলদলে ঢাকিয়ে,
ধীর সমীরে ভাসি।
মুক্ত চিকুর, মৃদুলসমীর,
হেলা দোলা, নয়ন-বিভোলা,
চাঁদ পানে চাই, চাঁদ পানে ধাই,
চাঁদ ঢালে সুধারাশি।

ক'দিন হাসির গলা ধরে বেড়াইনি, সে একলা বেড়াতে ভালবাসে। ক'দিন যেন একলা বেড়ান বেড়েছে।

স্বরত প্রভৃতির প্রবেশ

শ্রী—ঝাঁপতাল

স্বরত। পবিত্র সঙ্গীত-রসে মাতাল হৃদয়;
পরাণ ভরিয়ে, ভুবন পূরিয়ে,
স্বর-ব্রহ্মপদে স্বর হও গিয়া লয়।
জল স্থল সমীরণ, তপন গগন ঘন,
ঐক্যতান তোল তান ঢালিয়ে পরাণ;
ব্যাপিয়া অনন্ত স্থান অনন্ত সময়।

ফুল-ধূলা। আহা! এ কে গান গায়? আহা! কে এ?—আমার সঙ্গে বেড়ায় না? ও যদি বেড়ায়, আমি ওর সঙ্গে কতদূর যাই। ও যদি হাত পাতে, আমি ওর হাতে মাথা রেখে বাতাসের উপর শুয়ে আমিও গাই, আর এক একবার ওর মুখপানে চাই।

গীত

পরজ—একতালা

দম। সিত পীত লোহিত হরিত
মেঘমালা গগন-ভূষিত,
স্বর্ণ-কিরণ লোহিত তপন,
নাবিল নাবিল ডুবিল সাগরে।
পরিয়া লতিকা কুসুমমালা
সমীরে ডাকিয়ে করিছে খেলা,
রহিয়ে রহিয়ে প্রাণ মোহিয়ে,
নবীন পাতা স্বভাব গাঁথা,
তর তর তর ঝর ঝর ঝর,
গাইছে শুন মধুর স্বরে।

ফুল-ধূলা। এও সুন্দর গায়, এও সুন্দর! কিন্তু যেমন চাঁদ সুন্দর, আর তারা সুন্দর; যেমন পর্ব্বত সুন্দর আর তরু সুন্দর; যেমন পদ্ম সুন্দর, আর শেফালি সুন্দর; এক জনের সৌন্দর্য্য ধরে না, অসীম! আর এরা, আপনা আপনি সুন্দর।

সুরত। স্বভাবের শোভা ত ভাই প্রাণ ভ'রে দেখি, আর কি দেখতে চাই ভাই?

ফুল-হাসির প্রবেশ

ফুল-হাসি। আমিও তাই চিরদিন মনে ক'ত্তেম, কি দেখতে চাই? এই যে ধূলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখ, ও বুঝি যা দেখতে চায়, তাই দেখছে। চিত্রভানু বলেছিল, কুক্ষণে এ কাননে এসেছি; আমি বুঝেছি, ক্ষণ কু নয়, এ কানন কু। দিন দিন যে আমার খেলা প্রাণের খেলা হ'ল; কিন্তু আমি জগদম্বার কাছে শপথ করেছি, স্বাধীনতা হারাবো না। কি জানি, নারীর কি স্বাধীনতাই সুখ! আহা! লতাটি কেমন ডালে ভর দিয়ে রয়েছে। ডালটি না থাকলে অমন আনন্দে দুলতো না।

সুরত। ভাই দমনক, তুমি আমার কথায় উত্তর দিলে না?

দম। ভাই, উত্তর আমিও খুঁজছি, পাই না।

সুব্রত। ভাই, আজ আমাদের এ বিষাদের ভাব কেন?

হারীত। ভাই! প্রাণ তো সকলই চায়, আবার কিছুই যেন চায় না; দেখ মার্কণ্ডও বিষণ্ণভাবে ব'সে আছে।

মার্কণ্ড। মার্কণ্ড মার্কণ্ড ক'চ্ছে, আমি যার কি ভাববো, তাই ভাবছি।

ফুল-ধূলা। ভাল, আমি কেন দেখা দিই না, ওদের সঙ্গে কথা কই। (প্রকাশ্যে) তোমরা কে বনে বসে গান ক'চ্ছো?

মার্কণ্ড। আহা-হা, মধু ঢেলে দিলে গো! আমরা কে, বলবো এখন, তুমি ওমনি ক'রে জিজ্ঞাসা কর, খানিক জিজ্ঞাসা কর।

সুরত। ভাই, এ বনে কোন রাক্ষসী এসেছে। যে স্থলে দুর্জ্জন, সে স্থল ত্যাগ করবে। চল আমরা এখান হ'তে যাই। (স্বগত) এ কি! মায়া-প্রভাবে এদের স্বর এত মধুর!

হারীত। এস মার্কণ্ড!

মার্কণ্ড। বাবা রে! এদের একটু দয়াও নাই, ধর্ম্মও নাই; মনকে বোঝাই—পবন সুন্দর, পাহাড় সুন্দর, জল সুন্দর, আর ঐ যে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমরা কে সুন্দর নয়। আরে এ যে চাক্ষুষ, তবু বলবে নয়—নয় তো নয়! বাপু, তোদের সঙ্গেই যাচ্ছি। (ফুল-ধূলার প্রতি) দেখ,

আমরা যেতে যেতে তুমি আর গোটাকতক কথা কও না !

(প্রস্থান ।)

ফুল-হাসি। এত স্পর্দ্ধা—তবু কেন আমার মনে আনন্দ হলো !

ফুল-ধূলা। অদৃষ্টে এও ছিল ! যারে সুন্দর ভেবে নিকটে গেলেম, সে রাক্ষসী ব'লে চ'লে গেল !

ফুল-হাসি। (অগ্রসর হইয়া) ধূলা ! তুমি একলা দাঁড়িয়ে রয়েছ ?

ফুল-ধূলা। কি অসার মন ! আমায় যে ঘৃণা কল্লে, তার অনুসরণ করতে ইচ্ছা কচ্ছে।

ফুল-হাসি। (স্বগত) এরও খেলা ভারি বোধ হচ্ছে ; (প্রকাশ্যে) ভাই, তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না, কি ভাবচ ?

ফুল-ধূলা। ভাই হাসি ! তুমি সত্য বল, একলা বেড়াও কি দেখে ? আমিও এবার একলা বেড়াব।

ফুল-হাসি। না না, চল, খেলি গে।

ফুল-ধূলা। না হাসি ! আমার খেলার দিন আজ ফুরাল !

(প্রস্থান।)

ফুল-হাসি। আমার সমুচিত শাস্তি হয়েছে। দাসী হব না—শপথ ক'রেছি, কিন্তু প্রাণ দাসী হ'তে লালায়িত।

গীত

প্রাণ বাঁধিতে ফিরাতে নারি ,
মনের অনল মনে নিবারি।
পারি কি না পারি, হারি হারি হারি,
ধিক্ জনম, ধিক্ নারী
আমারি প্রাণ নহে আমারি।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য

পর্ব্বত-প্রদেশ

চিত্রভানুর প্রবেশ

চিত্র। আহা ! আমি ক'দিন হ'তে স্বপ্ন দেখছি, যেন আমার পদতলে ব'সে আমার অভাগিনী কন্যা রোদন ক'রে বলছে, "পিতঃ! ক্ষমা কর।" মা করুণাময়ি ! যদি তোমার করুণায় সে অভাগিনী জীবিতা হয়, আমি তারে ক্ষমা করি। মাগো ! অভাগার অসম্ভব আশা কি পূর্ণ হবে ?

উদাসিনীর প্রবেশ

উদা। (চরণ ধরিয়া) পিতঃ ! তবে ক্ষমা করুন।

চিত্র। এ কি ! এখনো কি আমি নিদ্রিত ?

উদা। পিতঃ ! নিদ্রা নয়, সত্যই অভাগিনী জীবিতা। আমি এই পর্ব্বত-গুহায় বাস করেছিলেম, যখন আপনি বাহিরে যেতেন, আমি সুরতকে কোলে ক'রে কাঁদতেম। সুরতের জ্ঞান হ'লে কত চেষ্টা করেছি, যে সুরতকে গুহায় ল'য়ে যাই, কিন্তু সুরত তোমার উপদেশানুসারে নারীর মুখ দেখবে না ব'লে আমার মুখাবলোকন করতো না। মার্কণ্ড সুরতের সাথী, সুতরাং আমারও সন্তানতুল্য, আমি কত দিন তারে আদর ক'রে তৃপ্ত হয়েছি, সেও আমায় দেখলে বুড়ী বুড়ী ক'রে আমার কাছে আসে।

চিত্র। তোমার স্বামীর গৃহ তুমি ত্যাগ ক'রে এলে কেন ?

উদা। আমার স্বামী লোক-নিন্দার ভয়ে আমার পুত্রকে পুত্র ব'লে গ্রহণ করবেন না, এই অভিমানে তাঁর কাছ হ'তে চলে এসেছিলেম।

চিত্র। সদ্যোজাত শিশু আমার শয্যায় কিরূপে এল ?

উদা। আমিই রেখে এসেছিলেম। আর পত্র লিখে সুরতকে তার পরিচয় দিয়েছিলেম।

চিত্র। সে পত্র আমি পেয়েছিলেম, তুমি মরেছ, এ মিথ্যা কথা লিখলে কেন?

উদা। আমি মরণ সঙ্কল্প ক'রে তিনদিন এই দেবীর নিকট উপবাসী ছিলেম; কিন্তু কে যেন বল্লে, "তোর মৃত্যু নাই, কেন অকারণ আত্মাকে ক্লেশ দিস্? কিছুদিন অপেক্ষা কর, সকলই হবে।"

চিত্র। বৎসে! তোমায় কতদিন দেখিনি!

উদা। পিতঃ! চলুন বিশেষ কথা আছে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ফুল-হাসির প্রবেশ

ফুল-হাসি। মা গো! তোমার মনে কি এই ছিল মা, যে দিবানিশি আমি অন্তর্দাহে দগ্ধ হব? ইহকালে কি শীতল হব না? ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছা কে খণ্ডন করবে? কিন্তু তথাপি আমি শপথ বিস্মৃত হব না,— আপনার ভগ্নীর পথের কণ্টক হব না।—সুরত যদি ঘৃণা ক'রে মুখ ফেরায়, সহস্র বৎসরের আদরেও ভুলবো না। কি! দাসী হব?—কখন না;— অন্তরের জ্বালায় অন্তর জ্বলে জ্বলুক, কেউ দেখতে পাবে না। মুখে হাসবো, মন কাঁদে কাঁদুক, তবু মনে জানবো, আমি স্বাধীনা। এই যে—ধূলা আসছে, আমি একটু অন্তরালে দাঁড়াই।

(অন্তরালে গমন।)

ফুল-ধূলার প্রবেশ

ফুল-ধূলা। কৈ, সে যোগিনী যে বলেছিল, আজ আমি দেবী-পূজা করলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে; তাকে তো হেথা দেখতে পাচ্ছি না? দেখি কোথায় গেল!

(প্রস্থান।)

ফুল-হাসি। (অগ্রসর হইয়া) এল আর চলে গেল কেন? কোথায় গেল দেখি।

(প্রস্থান।)

উদাসিনীর প্রবেশ

উদা। দেখি, কতদূর কৃতকার্য্য হই, প্রতিমার পশ্চাতে দাঁড়াই।

(প্রস্থান।)

ফুল-ধূলার প্রবেশ

ফুল-ধূলা। আমি মিথ্যা কেন সে যোগিনীর অনুসরণে সময় অতিবাহিত কচ্ছি? মা ভৈরবি! ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) বৎসে, প্রণাম কর, কুম্ভস্থিত জল মস্তকে দাও, তা হ'লে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ফুল-ধূলা। সত্যই কি দেবী কথা কইলেন? করুণাময়ি! আবার বল; কই, আর তো কিছু শুনি না,—ভাল, দেবীর আদেশ পালন করি। (তথাকরণ ও বৃদ্ধাবেশে পরিণত) (জলে মুখ দেখিয়া) মা ব্রহ্মময়ি! এই কি তোমার মনে ছিল? জগতে আমায় ঘৃণার ভাজন করলে? মা গো! তুমিও রমণী,—রমণীর রূপই সর্ব্বস্ব, তা কি তুমি জান না?

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) বৎসে! দেব-বাক্যে বিশ্বাসহারা হয়ো না।

ফুল-ধূলা। ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছাই রবে, আমার আক্ষেপ বৃথা।

মার্কণ্ড ও হারীতের প্রবেশ

মার্কণ্ড। ভাই! সে বুড়ী বলেছে, দেবীর কাছে এলেই সুরতের মন ফিরবে।

হারীত। তার মন ফেরাবার জন্য তোমার এত কেন?

মার্কণ্ড। এ কি কথা হলো? মেয়ে-

মানুষের মুখ দেখবে না,—আমি যে আর পারি না।

হারীত। না পার, বে' কর গে।

মার্কণ্ড। সুরত রাগ করে যে, নইলে কি ছাড়তেম? আমি সুরতের রাগ সইতে পারি না। আহা দেখ দেখ—কি রূপ-লাবণ্য দেখ!

হারীত। আরে আ-মলো! ও যে বুড়ো ডাইনী রে, ওর আবার রূপ-লাবণ্য কি?

মার্কণ্ড। তুমি ডাইনী-ফাইনী বলো না বাবা, আত্মবিচ্ছেদ হবে!

হারীত। আরে! চোখ চেয়ে দেখ না, কারে বলছিস সুন্দর?

মার্কণ্ড। মাইরি! রসের কথা দেখ! ওকে সুন্দর না ব'লে কেলে ভোমরাকে সুন্দর বলবে!

ফুল-ধুলা। হায়! এরা আমায় বিদ্রূপ করছে। আমি এখনি দেবী-সমক্ষে প্রাণত্যাগ করবো। (মন্দির মধ্যে প্রবেশ ও দ্বাররুদ্ধ করণ)

মার্কণ্ড। ঐ যা, দোর দিলে! বলি দেখ দেখি, এতে কি বলতে ইচ্ছা করে? আমি তো গিয়ে দোর খুলে ঢুকি। (দ্বারে আঘাত) ঐ যা, দোরে খিল দেছে—ওগো! আমি তোমায় দেখবো না, দোর খোল!

হারীত। ডাইনী ব'লে ডাক না, নইলে উত্তর দেবে কেন?

মার্কণ্ড। ছি! তোমার প্রাণে একটু দরদ নেই। আমার এদিকে প্রাণ কচ্ছে তুলারাম, খেলারাম, উনি বলছেন ডাইনী। ওগো! দোর খোল। আমি কালী-পূজা করবো। মাইরি! আঃ ছি! দোর দিয়ে রাতদিন তামাসা ভাল লাগে না, খোল না হে! না বাবা, মোলায়েম প্রাণ না; নাও, ঢের ঢের সাদা চুল দেখেছি, সাদা চুল ব'লে অত গুমোর, অমন রূপুলি চুল কি আর কারো নাই—ও ভাই হারীত! তুই ডাক না দাদা—একটা বন্ধু মানুষ ফেরে পড়েছি, একটু উপকার কর ভাই।

হারীত। ডাইনী! দোর খোল—

মার্কণ্ড। ছি! তুমি বড় চটানে লোক—চেটাং ছেড়ে একটু মোলাম ডাক না।

হারীত। তুমি এক কাজ কর, একটা গান গাও, তা হলেই দোর খুলবে।

মার্কণ্ড। বেশ বলেছ।

গীত

সিন্ধু-খাম্বাজ—খেম্‌টা

প্রাণ জলে সখা রে,
সে মুখখানি মনে হ'লে,—
মনটি করে আঁদাড় পাঁদাড়
ভোলাই তারে কি ছলে।
সাদা সাদা চুলগুলি,
গালেতে পড়েছে ঝুলি,
কপালে পড়েছে রুলি,
চক্ষু দুটি ঢলঢলে।

ওরে—দু'পালটা গাইলেম, তবু দোর খোলে না।

হারীত। তুমি ভাই এক কাজ করতে পার?

মার্কণ্ড। রসো, তুই একটু দাঁড়াস ভাই। আমার সেই রাগরঙ্গের মূর্ত্তি দেখাই। ঐ মাঠে আমার রাগেরা গরু চরাচ্ছে, ডেকে আনছি, সুরতকে দেখাব ব'লে তাদের সাজিয়ে রেখেছি।

(প্রস্থান।)

হারীত। দেখি কি তামাসা করে।

(প্রস্থান।)

উদাসিনী ও ফুল-ধুলার পুনঃ প্রবেশ

উদা। বৎসে, আমি যেমন যেমন

বলেছি, তোমার সখীগণকে ল'য়ে উদ্রূপ কর, অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ফুল-ধূলা। আমার সখীরা সম্মত হবে?

উদা। এই চরণামৃত পান কল্লে অবশ্যই হবে।

(উদাসিনীর মন্দিরমধ্যে প্রস্থান।)

(ফুল-ধূলার প্রস্থান।)

সুরত, মার্কণ্ড, হারীত ও পঞ্চরাগের প্রবেশ

শ্রী। আমার বিষম ফাঁদন বুকের শ্রী,
মাইরি সবাই দেখে নে;
আমার মাথার ছিরি গোবরগিরি,
আমি দৌড় দিই টেনে।

রস। র,র,র, শান্তমূর্ত্তি দেখাই র, আমার।
এমন খোদন-খাদন বদনখানি
বল দেখি কার?
আবার পেছনেতে আসতেছে যে—
বাবা সে আমার।

ভৈরব। ধপাধপ্, তিনটি নয়ন টকটকে,
আমি এলেম হেথা তাল ঠুকে;
আবার এক পাশেতে ঘাপটি মেরে,
নিশি ভোরে, ঘুমের ঘোরে
নাদস্বরে উঠি ডেকে।

দীপক। দপ্‌দপ্ জ্বলছে আগুন, ধূ ধূ ধূ—

মেঘ। গড়্ গড়্, ফু, ফু, ফু।

দীপক। চোপ্ চোপ্ সামলে থাকিস,
আবার ধূ-ধূ।

মেঘ। গড়্ গড়্ উড়বি কোথা, আবার
ফু ফু।

দীপক। ধূ ধূ ধূ—

মেঘ। ফু ফু ফু—

দীপক। (চড় মারিয়া) দপ্ দপ্ এবার
শালা,—

মেঘ। (কিল মারিয়া) গড়্ গড়্,
ছুটে পালা।

সকলে। রাগরঙ্গে মোরা বঙ্গ ফাটাই!
সুরের ঈশ্বর সুরের ঠাকুর
জনে জনে মোরা সুরের কানাই।
নাচি গাই, আর কেন যাই
পালাই পালাই, অনুমতি হয় বিদায় চাই।

(রাগগণের প্রস্থান।)

সুরত। গীত

বেহাগ—খাম্বাজ

প্রাণ ভরে প্রাণ শোভা হেরে,
তবু কেন সাধ মেটে না।
প্রাণ কি ভালবাসে, কিসের আশে,
কি যেন প্রাণ আর পাবে না।
না জানি ক্ষণে ক্ষণে
কত সাধ উঠে মনে,
বলি বলি কারু সনে—
সদাই প্রাণে হয় বাসনা।
ফেরে প্রাণ ছায়া পথে
কে যেন কোথা হ'তে
মধুর হাসে, মধুর ভাষে, হাসে ভাষে
আর ভাসে না।

চল ভাই, দেবী-পূজা করি। এ কি! মন্দিরের কপাট বন্ধ করলে কে?

উদা। (মন্দিরাভ্যন্তর হইতে) যদি ভস্ম হ'তে ইচ্ছা না থাকে, দ্বারে আঘাত ক'রে যোগিনীর ধ্যান ভঙ্গ ক'রো না।

সুরত। এ কে কথা কয়?

হারীত। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক।

সুরত। তিনিই বা হন। মাতামহ বলেছেন যে, এই মন্দিরে একজন যোগিনী এসেছেন, তিনি অতি পবিত্রা, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়ায় দোষ নাই। মা গো! এ দীন সন্তানকে একবার দেখা দেন, আপনার দর্শনে পবিত্র হই।

উদা। বৎস, অপেক্ষা কর।

মার্কণ্ড। এইবার বাবা যায় কোথায়! —দোর খুলবে আর ধোরবো আঁচল টেনে, ভস্ম হই—হব।

উদাসিনীর প্রবেশ

ও বাবা ! এ কি ! এ যে সেই বুড়ীর মতন ! আঃ ছি ছি ছি ! এর জন্য এত রাগরঙ্গ দেখান।

উদা। (সুরতের প্রতি) বৎস, কি চাও ?

সুরত। মা, কি চাই তা জানি না, কি চাই—তা জানতে চাই।

উদা। ভাল, এই চরণামৃত পান কর।

দম। মা, আমায়ও একটু দিন।

হারীত। আমায়ও একটু।

মার্কণ্ড। আমায়ও ফোঁটা দুই।

উদা। যে যে এই চরণামৃত পান কল্লে, সকলেরই মনের অভাব পূর্ণ হবে।

মার্কণ্ড। এমন নইলে চন্নামৃত। যেই দেখবো, অমনি তেড়ে গিয়ে ধরবো, কি বলো হারীত ?

সুরত। আহা! আমার প্রাণ মাধুরী-লহরে আন্দোলিত! মরি মরি! এ মধুর সঙ্গীত কোথা হ'তে হয় ? আহা! এমন সুন্দর তরু তো কখনও দেখি নাই।

বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে গীত

ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ— কাওয়ালী

হাসে শশধর মধুরযামিনী।
শীতল সিত করে রজত মেদিনী॥
তারাদল জাগে, প্রেম-অনুরাগে,
ঘুমে ঢুলু-ঢুলু নয়না ভামিনী॥
মলয় বিহরে, কলিকা শিহরে,
পর-পরশনে কুমারী কামিনী।
ধূসর নীরদ, চলে ধীর পদ,
মরি ক্ষীণ তনু না হেরি দামিনী॥

সুরত। আহা! একি মায়া-তরু ?
আয় তরুবর, তোরে করি আলিঙ্গন।

ফুল ধূলার তরু হইতে নির্গমন

ফু-ধূলা। রেখ রেখ পদে তব নিলাম শরণ।

গীত

ভৈরবী—ঠুংরি

রবি শশী তারা দামিনী হাসি,
নব তরুরাজি কুসুমরাশি,
হেরি দিবানিশি প্রাণ উদাসী,
রঞ্জিত গাথা চাহিত প্রাণ।
না জেনে মজিত, না জেনে পূজিত,
না দেখে হৃদয়ে দিয়েছি স্থান।
সে সাধ পূরিল, প্রাণ ভরিল,
কর লো কাতরে করুণা দান।

দম। আলিঙ্গন করি তরু নবীন পল্লব।

প্রথমা স্ত্রীলোকের তরু হইতে প্রকাশ

প্র-স্ত্রী। এস হে হৃদয়ে এস হৃদয়-বল্লভ॥

হারীত। আয় তরু করি তোরে আলিঙ্গন দান।

দ্বিতীয়া স্ত্রীলোকের প্রকাশ

দ্বি-স্ত্রী। সঁপিছে অধিনী পদে কুলশীল-মান॥

মার্কণ্ড। আয় রে অটবী তোরে ধরি এঁটে-সেঁটে।

তৃতীয়া স্ত্রীলোকের প্রকাশ

তৃ-স্ত্রী। এই যে এলাম নাথ আমি গুঁড়ি ফেটে॥

মার্কণ্ড। আরে র, সে যে ছিল লম্বা-চৌড়া, এ যে বেঁটে-সেঁটে; যাই হোক— এ তো আমার হলো একচেটে।

সকলের গীত

ঝিঁঝিঁট—খেম্‌টা

হাস রে যামিনী হাস, প্রাণের হাসি রে।
আজ পেয়েছি তারে, যারে ভালবাসি রে॥
মুচ্‌কে হাস কুসুম-কলি,
মন বুঝেছি খুলে বলি,
প্রাণ ব'য়ে যায় সুধার রাশি,
সুধার রাশি রে॥

ফুল-হাসি। হা! একদিনের খেলা আমার একদিনে ফুরাল।

যবনিকা পতন

"মায়াতরু" অভিনয়ের পরে, ন্যাশনাল থিয়েটারে রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস "মাধবী কঙ্কণ"-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়। গিরিশচন্দ্র "মাধবী কঙ্কণ" নাটকাকারে রূপান্তরিত করেন।"

মাধবী কঙ্কণ

[রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাট্যরূপ]

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

॥ প্রথম অভিনয় ॥
ইং শনিবার, ২৬শে মার্চ্চ, ১৮৮১
১৪ই চৈত্র, ১২৮৭

"মাধবী কঙ্কণ"-এর **প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণের** নাম পাওয়া যায় না। তবে ১৮৮২ সালের অক্টোবর মাসে "মাধবী কঙ্কণ"-এর পুনরভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন, এখানে সেই ভূমিকালিপির তালিকা দেওয়া হোল।

নরেন্দ্র—মহেন্দ্রলাল বসু, শৈলেশ্বর—মতিলাল সুর, জেলেখা—বনবিহারিণী, হেমলতা—বিনোদিনী। গিরিশচন্দ্র এই নাটকে সাতটি বিভিন্ন চরিত্রে একাদিক্রমে অভিনয় করে, দর্শকগণকে চমৎকৃত করেন।

"মায়াতরু"র সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে, গিরিশচন্দ্র **"মোহিনী প্রতিমা"** নামে আর একখানি গীতি-নাট্য রচনা করেন। নাচ-গানই এ নাটিকার বৈশিষ্ট্য। বিশেষ কোন নাটকীয় বিষয়বস্তু না থাকায়, গিরিশচন্দ্রকে বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। ১৮৮১ সালের ২৪শে এপ্রিল "সাধারণী" পত্রিকায় এ নাটিকা সম্পর্কে লেখা হয় —"গিরিশবাবুর অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতা, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যজ্ঞান, প্রচুর ইংরাজী কাব্য আলোচনা, স্ফুটনোন্মুখী কবিতা শক্তি—কি শেষে বুদ্বুদ সদৃশ এই সকল নাট্যবস্তু প্রসব করিতে নিযুক্ত রহিল?"

ন্যাশনাল থিয়েটারে **"মোহিনী প্রতিমা"** অভিনয়ের সময়ে গিরিশচন্দ্র হ্যাণ্ডবিলে নিম্নলিখিত গানটি ছাপিয়ে বিলি করেন—

পিলু পাহাড়ী—ঠুংরী

কেবা কি চায় রে,—
বলি শোন্ মনের মতন রতন পাবি আয় রে।

সখের এ থিয়েটারি, রসেরে বলিহারি,
রসের তুফান উজান সমান, রসে ভেসে যায় রে।
মরি হায় কি কারখানা, পরখে যায় রে জানা,
প্রাণের ছবি এঁকে কবি, এইখানে দেখায় রে।
তানে প্রাণ গ'রমে তোলে, কামিনী নেচে চলে,
প'টো তার ফুলের তুলি, উদাস করে হায় রে।

দেখে হায় হৃদয় চাঁদে মনের মলা যায় রে,—
ভুলোক ছেড়ে দ্যুলোক চ'ড়ে, পুলক দেখা পায় রে।

মোহিনী প্রতিমা

[গীতি-নাট্য]

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

॥ প্রথম অভিনয় ॥

২৮শে চৈত্র, ১২৮৭, ইং শনিবার, ৯ই এপ্রিল ১৮৮১

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ ॥

হেমন্ত—রামতারণ সান্ন্যাল, জম্বুভয়—বিহারীলাল বসু, মহীন্দ্র—মহেন্দ্রলাল বসু, নীহার—বনবিহারিণী, সাহানা—বিনোদিনী, কুসুম—কাদম্বিনী।

"পাঠক ধীমান,

পাষাণে প্রেমের স্থান, পাষাণে (ও) গলে প্রাণ,
পাষাণে প্রেমের খেলা, কোথা তার সীমা ?
প্রতিদিন আশা যায়, পাষাণ ফিরিয়া চায়,
পাষাণে অঙ্কিত দেখে মোহিনী প্রতিমা।

১২৮৭, ১৯শে চৈত্র
শ্রীকেদারনাথ চৌধুরী।"

॥ নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ॥

পুরুষ—হেমন্ত, জম্বুভয়, মহীন্দ্র, হীরালাল, যুবকগণ ইত্যাদি।
স্ত্রী—সাহানা, কুসুম, নীহার, মহিলাগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

চিত্রশালা

হেমন্ত ও সাহানা।

(গীত)

পাহাড়ী-পিলু—খেমটা।

সাহানা। ছি ছি ছি, ভালবেসে
আপন বশে কে রয়েছে,
সাধে বাদ আপনি সেধে,
কেঁদে কেঁদে দিন বয়েছে।
চেয়ে প্রাণ ধারে বেচে, কে কবে দাম
পেয়েছে,
দিন গিয়েছে প্রাণ রয়েছে,
সাধের খেলা কাল হয়েছে।

হেমন্ত। ধারে প্রাণ বেচ নাকি ?

সা। তুমি কি একজন খদ্দের ?

হে। আমায় কি তুমি ধারে বেচ্‌বে ?

সা। সুদ সুদ্ধ দাও যদি।

হে। না ভাই, তোমার সঙ্গে কারবার পোষাল না; প্রাণই আছে, আবার সুদ পাব কোথা ? তোমার মত সুদখোরের কাছে আমি ধার লই না।

সা। তোমার মত জোচ্চোরকেও আমি ধার দিই না। দুটো মিষ্টি কথার দালালীতে ভুলে আমি প্রাণ বেচে পথে পথে বেড়াই আর কি ?

হে। এত ভয়, তুমি মহাজন নও; তাহলে এত ভয় থাকত না।

সা। আর তুমি ভারি মহাজন, সম্বল এক শুক্‌নো প্রাণ।

হে। তাই কোন্ রাখতে পেরেছি, হাতে হাতে সঁপে দিয়েছি।

সা। কাকে ?

হে। এই না আমায় জোচ্চোর বলছিলে ?

সা। আবার যে এখনি বল্‌ব।

হে। কেন ?

সাহানা। এই দালালিতে।

হে। বুঝেছি, কোন কথাই শুনবে না, আমার যা সম্বল ছিল, তা তো পেয়েছ, আর কথায় কাজ কি।

সাহানা। আহা! ভুলিয়ে প্রাণ কেড়ে নিইচি না? ঢের ঢের ন্যাকা দেখেছি।

হে। কিন্তু এমন আর দেখনি।

সা। এক রকম মন্দ বলনি, তুদিন ধরে ন্যাকাম ফুরোল না।

হে। যত তোমার সঙ্গে দেখা হবে, ত'ত বাড়বে।

সা। ভালওতো লাগে।

হে। খুব।

সা। এবারে কি উত্তর দিই বল দিকি ?

হে। আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, তবে তো উত্তর দেবে। প্রাণ না পেলে বুঝি প্রাণ দাও না ?

সা। পাবার পিত্তেস থাকলে দিই।

হে। তবে আর মহাজনী ক'বো না, যদি কত্তে চাও, পিত্তেস ক'রো না।

সা। নিপিত্তেস হযে প্রাণ হাত-ছাড়া কত্তে বল নাকি ?

হে। বলিনি; সে শখ থাকে তো কর।

সা। অমন শখে কাজ নাই।

হে। কাজ কি কারো থাকে ? কাজ আপনা হতেই হয়।

গীত

সাহানা—আড়খেমটা

প্রাণের মত পেলে পরে,
প্রাণ কি কারো মানে মানা।
না পেলে প্রাণ দেবে না,
ভালবাসা সে জানে না।
চাইনে তোর ভালবাসা,
দেখ্‌ব কেবল করি আশা,
পিয়াসা ভালবাসা, ভালবাসা যায় কি কেনা ?

সা। বেশ বেশ রসিকরাজ, শিখলে কোথা ?

হে। তুমি তো অনেককে শিখিয়েছ, বল দেখি, একি শেখা কথা ?

সা। যা হ'ক শুনে খুশী হলেম।

হে। যদি খুশী করে থাকি তো বক্‌সিস দাও।

সা। কি বক্‌সিস ?

হে। তেমনি করে একবার ব'সো, আমি তোমার চেহারা তুলি।

সা। আচ্ছা, বসছি। (উপবেশন)

হে। (চেহারা তুলিতে তুলিতে) উঠ না, উঠ না।

সা। তুমি গোঁ হয়ে থাকলে আমি বসব না, কথা কও তো বসি।

হে। আচ্ছা, আমি কথা কচ্চি, তুমি কথা ক'য়ো না, তুমি অমনি থেকো।

সা। দেখ, তোমার এ হেনস্তা দেখে এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছা করে না। আমি কি মানুষ নই ?

হে। কেন, কি হেনস্তা কল্লেম ?

সা। কথায় কাজ নাই, আমি বসব না।

হে। আচ্ছা, এস, দুজনে কথা কই।

সা। কথাও কইব না।

হে। কেন ?

সা। তুমি কি সত্য কথা কইবে ?

হে। মিথ্যা তো শিখিনি; মিথ্যা শিখলে মনকে একটা মিছে ভোলাতে পাত্তেম।

সা। আচ্ছা—একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি তুমি সত্য বল, তাহলে আমি রোজ আসব, আর যতক্ষণ তুমি ছবি তুলবে, ততক্ষণ আমি বসে থাকব।

হে। তুমি য'টি কথা জিজ্ঞাসা করবে তার যদি একটি মিথ্যা বলি, আর কখন' আমার মুখ দেখো না।

সা। কেন, তোমার মুখ কি এত সুন্দর যে, আমি দেখ্‌তে পাবনা, ভয় দেখাচ্চ।

হে। ভাল, তোমারি মুখ দেখব না।

সা। দিব্বি দেখেই বুঝতে পেরেছি, প্রাণভরে মিথ্যা কথা কইবে; আচ্ছা কও।

হে। না, কিন্তু মিছে ব'ল্লেই হবে না, মিছে প্রমাণ ক'রে দিতে হবে।

সা। আচ্ছা, তুমি কি আমায় ভালবাস।

হে। বাসি।

সা। এই নাও, একটা মিছে কথা একশটার ধাক্কা।

হে। প্রমাণ ক'ত্তে হবে?

সা। তুমি পাকা চোর। যা হোক তোমার বিদ্যা কিছু আদায় কল্লেম।

হে। বাট্‌পাড়ি ক'রে।

সা। না; তোমার কাছে আমি থাক্‌ব না, চ'ল্লেম।

হে। ঘড়ি ঘড়ি কথা ওল্‌টাচ্চে,—এটাও যে ওল্‌টালে বাঁচি।

সা। কি কথা ওলটাচ্চে বল তো?

হে। তুমি যেতে চাচ্ছিলে।

সা। তুমি যে মিছে ব'ল্লে।

হে। আমি যদি মিছে না ব'লে থাকি?

সা। দেখো, আচ্ছা ও কথা যাক; তোমার বে হয়েছে?

হে। না।

সা। বে করবে না?

হে। হঁা।

সা। বে'র কিছু স্থির হ'য়েছে।

হে। হ'য়েছে; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে পাবে না।

সা। কি কথা?

হে। আমি যাকে বে ক'রবো, তাকে ভালবাসি কি না?

সা। আচ্ছা নাই বা ব'ল্লে।

হে। আমি ব'লব না ব'লে জিজ্ঞাসা ক'ত্তে বারণ করিনি; আমি ভালবাসি কিনা জানি না।

সা। আচ্ছা, যার সঙ্গে বে হবে, তুমি তাকে দেখেছ?

হে। তার ছবি আমার কাছে আছে, দেখ্‌তে চাও তো দেখাতে পারি।

সা। যদি দয়া করে দেখান।

হে। এই সে ছবি দেখুন।

সা। তবে তুমি ভালবাস?

হে। জানি না।

সা। নামটি কি?

হে। নীহার।

সা। আচ্ছা দেখ, তোমার মিছে কথা ধ'রে দিচ্চি; ফের বল দিকি, আমায় ভালবাস কি না?

হে। বাসি, মিথ্যা সত্য বিচার করে বল।

সা। তোমার কথা আমি একটাও বুঝতে পারি না।

হে। সে তো আমার শুক্‌নো প্রাণের দোষ নয়, সে তোমার তাজা প্রাণের দোষ।

সা। আমার সব দোষ, আমি টাকা নিয়ে এসেছি কি না?

হে। সুন্দরি, নির্দ্দয় হও,—মর্ম্মে ব্যথা দাও কেন? আমি কি তোমায় টাকার দরে কিনতে চাই? তুমিই একটা কথা তুলেছিলে মাত্র।

সা। তোমরা আমাদের কেনা-বেচার মধ্যে মনে কর,—না?

হে। তোমরা কেনা-বেচার মধ্যে কিনা, তা তোমরা জান, আমি কেমন করে জানব; আমিতো বেচা-কেনা জানি না।

সা। আচ্ছা, তোমার স্ত্রীর আর কোন রকমের ছবি এঁকেছ?

হে। না।

সা। কেন ?

হে। এখন' তো বিবাহ হয় নি।

সা। বে নাই হ'লো, আমার সঙ্গে তোমার তো কোন সুবাদ নেই।

হে। বেশী কিছু না, তুমি প্রথম ব'লে-ছিলে—আসবে না, তারপর এসেছ; সুবাদের তো বেশী বাকি নাই।

সা। বুঝেছি, পাঁচ শো টাকা দিয়ে এনেছ ব'লে তাই খোঁটা দিচ্চ।

হেমন্ত। পাঁচশো টাকা,—একটাকারও কথা হ'চ্চে না।

সা। দেখ, এই আমার আংটির দাম হাজার টাকা, তোমার পাঁচ শো টাকার বদলে এই আংটী দিলেম।

হে। রাগ ক'ল্লে ?

সা। না।

হে। হাঁা, রাগ ক'রেছ, তা আমার অপরাধ নাই, সত্য বলবার তো আমার কথা।

সা। আমি সত্যই ব'লছি, রাগ করিনি। আমরা বেশ্যা, আমরা যার কাছে যখন থাকি, তার মতন হ'য়ে থাকি, তোমার যখন টাকায় তাচ্ছিল্য, তখন তোমার কাছে থাক্‌লে টাকায় তাচ্ছিল্য দেখানই উচিত।

হে। আচ্ছা, তোমার আংটী আমি নিচ্চি, কিন্তু তুমি এই মালা ছড়াটা নাও, মাথায় পরবে।

সা। নিলুম, কিন্তু তোমার কাছে রইল; যখন তুমি ছবি তুল্‌বে, তখন মাথায় দিয়ে ব'সব।

হে। আচ্ছা, মাথায় দিয়ে ব'সো।

সা। আগে আমার দর জানতেম না, তাই পাঁচ শো টাকা চেয়েছিলেম, আর কার' কথা ব'লতে পারি নি, কিন্তু তুমি টাকা দিয়ে কাজ পাবে না, এ নিশ্চয়।

হে। আর কি দিয়ে পাব ?

সা। আর কিছু থাকে তো দাও।

হে। তুমি যা চাও, তাই দেব।

সা। আমি যা চাই, তা তোমার নাই, অন্য কি দিতে পারবে তা বল ?

হে। তুমি যা চাবে।

সা। আমার একটি কথা রাখবে ?

হে। তোমায় যবে ডাকব, তবে আস্‌বে ?

সা। আস্‌ব।

হে। সত্য ?

সা। দাম শুন্‌লে বুঝ্‌তে পারবে, সত্য কি মিথ্যা।

হে। কি দাম বল ? কিন্তু একটি ছাড়া। তুমি যদি আমায় বিবাহ ক'ত্তে বারণ কর, তোমার সে কথা থাকবে না; তার কারণ আছে, আমার যার সঙ্গে বিবাহ হবে, তার পিতার সঙ্গে আমার পিতার পরম বন্ধুত্ব ছিল। তাঁরা একত্রে বাণিজ্য দ্বারা অনেক ধন সঞ্চয় ক'রেছিলেন। উভয়ের মত, সম্পত্তি বিভাগ না হয়। তাঁর এক কন্যা আর আমার পিতার আমি এক পুত্র। তাঁরাই আমাদের বিবাহ স্থির করে-ছিলেন। আমরা উভয়েই আপন আপন পিতার নিকট সত্যে আবদ্ধ, আর তাঁরা উভয়েই স্বর্গে।

সা। সত্যে বদ্ধ, তাই বিবাহ ক'রবে ? ভাল, বিবাহ ক'রতে বারণ কচ্চি না, অন্য যা, ব'লব, শুনবে ? কিন্তু দেখো—

হে। আমি স্বীকৃত।

সা। বিবাহ ক'রবে, কিন্তু বিবাহের পর স্ত্রীর মুখ দেখ্‌তে পাবে না।

হে। স্বীকার; এই মালা মাথায় দিয়ে ব'সো।

সা। আজ ক্ষমা কর।

হে। কেন?

সা। আজ আমার এক ভাব্না হ'য়েছে।

হে। কি ভাবনা?

সা। দেখ, পাঁচ রকম দেখ্ব ব'লে এ পথে দাঁড়িয়েছি; কিন্তু তোমায় দেখতে পাব না, এই বড় দুঃখ।

হে। কেন, আমি তো তোমার সামনে; দেখ্লেই দেখ্তে পাও।

সা। না, সে চক্ষু খোলেনি। আজ চল্লুম,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি চাও? তোমার কি সত্য সত্য প্রাণ নাই?

হে। প্রাণ নাই! প্রাণ জানাব কারে?

গীত

কালাংড়া—আড়াঠেকা

মাতুয়ারা হারা প্রাণ কে ফিরাতে পারে।

বিশাল সাগরে, তুঙ্গ শৃঙ্গ 'পরে,
গহনে গহ্বরে নির্ম্মল নির্ঝরে,
নিরমল প্রাণে খুঁজেছি তোমারে।
বুকে বজ্র পাতি ধ'রেছি দামিনী,
কাঁদিয়াছি যত, কেঁদেছে যামিনী,
হাসি উষা সনে ফুল্ল ফুলবনে,
ভ্রমিয়াছি ফুল হারে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(কুসুমের প্রবেশ।)

গীত

(সাহানা—খেমটা)

যতনে কিন্‌ব যতন, মনের আগুন
কিন্‌ব কেন্?
এ কি হয়, এত কি সয়, ফুলের মতন
প্রাণটি যেন!
ফুটেছে সকালবেলা, রাঙ্গা আভা
ক'চ্চে খেলা,
শুকাবে সাধের নীহার
না জানি কার সোহাগ হেন।

ওই যা, বাবাজী চ'লে গেছে! এক এক দিন হাত-তালির ধুম দেখে কে! আজ বুঝি গান ভাল লাগে নি? কে জানে—কখন কোন্ মেজাজে থাকেন।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কানন কুঞ্জ

সাহানা ও জম্বুভয়।

সাহানা। তুমি এই চিঠির জবাব নিয়ে এস, তুমি যা ব'লবে তা শুন্‌ব।

জম্বু। জবাব তো এখনি নিয়ে আস্‌ছি, তুমি আমার কথা রাখবে তো?

সাহানা। শুধু জবাব আন্‌লে হবে না, কোন রকমে আমার সঙ্গে দেখা করাতে হবে।

জম্বু। হ্যাঁ, এ তো বড্ড্ই কথা! আমার মামাত ভগ্নী, আমি আর দেখা করাতে পার্‌ব না?

সাহানা। আচ্ছা, তবে যাও।

জম্বু। দেখো, চরণে ঠেল্‌বে না তো?

সাহানা। রাধাকৃষ্ণ!

(জম্বুর প্রস্থান।)

(মহীন্দ্রের প্রবেশ)

মহীন্দ্র। তুমি যে আমায় এত অনুগ্রহ ক'র্‌বে, তা জানি না।

সাহানা। কেন, আমার কথা শোন; তোমার মকদ্দমার কি হ'লো?

মহীন্দ্র। সে কথা আর কেন ভাই,

এখন তোমার কাছে এসেছি, দুদণ্ড জুড়াই।

সাহানা। তোমার ভ্রম, আমি দিবা নিশি জ্ব'লছি, আমার কাছে তুমি জুড়াবে কেমন ক'রে ?

মহীন্দ্র। বুঝেছি হে, তাই তোমার আর কাকেও ভাল লাগে না। সে তো খুব জয়েফ্, তার ছবি তোলার খুব গুণ আছে দেখছি।

সাহানা। তোমায় যা ব'লবার জন্য ডেকেছি, তা শোন। আমিই তোমার সর্ব্বনাশের কারণ, তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, দেনা কেন হবে ? আমার গহনার জন্য তোমার পোদ্দারের দেনা, বাড়ীর জন্য তোমার বাড়ী বাঁধা, নন্দন-কাননেব মত বাগানখানি আমাকে দিয়েছিলে, ইহার দামে তোমাব সমস্ত দেনা পরিশোধ হয়। কিন্তু আমি তোমার কি ক'রেছি, কখন মুখে ব'লেছি, ভালবাসি। আমার মত পাপিষ্ঠার সঙ্গে তোমার আলাপ করা উচিত নয়। তুমি অতি সরল তবুও আমায় চাও ; আমি আমার নই, তোমার হব কি ?

মহীন্দ্র। তুমি কি উপদেশ দেবার জন্য আমাকে ডেকেছিলে ? অনেক উপদেশ পেয়েছিলাম, তবুও সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছি। তুমি উপদেশ দিচ্ছ, কিন্তু তুমি জান না, আমি এই দণ্ডে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, যদি মৃত্যুকালে জান্‌তে পারি, তুমি একদিন আমায় ভালবেসেছ।

সাহানা। আমার জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছ, আর কেন, আমায় ভোল। না ভুল্লেও আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

মহীন্দ্র। তুমি কি এই বজ্রাঘাত ক'রবার জন্য আমাকে ডেকেছিলে ?

সাহানা। আমি যদি ভালবাসতে পাত্তেম, তুমি যথার্থই ভালবাসার পাত্র। আমি অভাগিনী, আমার ভালবাসার ক্ষমতা আছে কিনা, জানি না ; কি ক'চ্চি, তা জানি না ; কিন্তু স্থির জেন, যে পথে এতদিন চ'লে এসেছি, সে পথে আর চ'লব না। তোমার দেনার জন্য আর লুকিয়ে থাক্‌বার আবশ্যক নাই ; তুমি কারও কাছে ঋণী নও ; আমি তোমার সকল ঋণ পরিশোধ করেছি, এই তোমার পাওনাদারদের রসিদ নাও।

মহীন্দ্র। তুমি কি পাগল, না আমায় নিয়ে আর কি খেলা খেলছ ?

সাহানা। আমি পাগল কিনা, জানি না ; খেলছি কি না জানি না, কেবল এই জানি যে, মনের স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছি।

মহীন্দ্র। ভাল, তোমার এ প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তনের কারণ কি বলতে পার ?

সাহানা। আমি আপনার রূপের গৌরবে মনে করেছিলেম, এই পথেই স্বর্গ,—আমি জানতেম না, যারা রূপের পূজা করে, তাদের চক্ষে আমি ঘৃণ্য।

মহীন্দ্র। আমার চক্ষে ?

সাহানা। শুন, তুমি আর ও সব কথা আমাকে ব'লো না, আর আমায় অপরাধী ক'রো না ; কিন্তু তোমায় এইমাত্র ব'লছি যে, যার জন্য আমি সর্ব্বত্যাগী হবো, তাকেও আমি চাই না।

মহীন্দ্র। তবে কি চাও ?

সাহানা। তোমায় ত ব'ল্লেম, মনের স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছি--কি চাই, জানিনা।

মহীন্দ্র। তুমি কি পটোর প্রেমে এত প'ড়লে ?

সাহানা। মন হাত-ধরা নয়, তা ত তুমি জান, তুমি সদাশয়, তুমি যদি বেশ্যাকে ভালবাস, আমি দেবতাকে ভালবাস্‌ব না

কেন ?

মহীন্দ্র। সে দেবতা—না! তার দৌরাত্ম্যে রাত্রে বাজারে বেশ্যা থাকবার যো নাই।

সাহানা। সে বেশ্যা নিয়ে যায় সত্য, কিন্তু নিয়ে কি করে, তা জান ?

মহীন্দ্র। আমি তো আর প্রদীপ জ্বেলে দাঁড়াই না, দুধ কিন্‌তে কেউ শুঁড়িকে ডাকে?

সাহানা। ডাকে, তুমিই জান না।

মহীন্দ্র। বটে, এতে ?

সাহানা। তোমায় যা ব'লবার ব'লেছি।

(কয়েকজন যুবকের প্রবেশ)

১ম যুবা। বিবি সাহেব, কেমন নজর এনেছি—দেখ দেখি ?

মহীন্দ্র। দেখি দেখি, এ চমৎকার ছবি! (সাহানার প্রতি) দেখ, কেমন ছবি !

সাহানা। এ ছবি যখন তয়ের হয়, তখন আমি জানি।

মহীন্দ্র। এ ছবি এঁকেছে কে ?

সাহানা। তুমি কি মনে কর, দেবতা ভিন্ন এ ছবি কেউ তুলতে পারে ?

মহীন্দ্র। তবে কি তোমারই প'টোর এই কাজ ?

সাহানা। ছবিখানা ভাল করে দেখ, দেবতার কাজ কিনা বোঝ।

২য় যুবা। না বাবা, এতে ধুপ-ধুনোর গন্ধ পেলেম না, মাপ কর। এতে এক ব্যাটা পাহাড়ের উপর গে আকাশ-পানে চেয়ে ব'সে আছে।

৩য় যুবা। দেখি, যথার্থই এ দেব-চিত্রিত !

২য় যুবা। ইস্, তোমারও যে ভাব লাগলে হে !

৩য় যুবা। তুমি অন্ধ, কি বুঝবে ? এ একজন কবি,—আপনার হৃদয়-প্রতিমার অনুসন্ধান ক'চ্চে।

২য় যুবা। বা! তোমার তো ভারি হে! হৃদয়-প্রতিমা হৃদয়ে থাকতে বনে গিয়ে অনুসন্ধান ক'চ্চে! ও কে এক ব্যাটা শিকারী, বনে বাঘ মারতে গিয়েছে।

সাহানা। হৃদয়ের প্রতিমা হৃদয়ে থাকে বটে, কিন্তু যোগী সেই প্রতিমা যুগে যুগে ধ্যান করে।

২য় যুবা। বাবা, বুড়' বয়সে পীরিতে প'ড়লে ?

সাহানা। সেটা দোষ না গুণ ?

২য় যুবা। সাবাস ছেলে বটে !

৩য় যুবা। কে হে ?

১ম যুবা। ওঁর পীরিতের প'টো।

৩য় যুবা। কে সে ?

২য় যুবা। কে বাবা তার ঠিকুজি কুষ্ঠী জানে! বছর দুই হ'লো, বেটা এসে মস্ত একখানা বাড়ী নিলে; লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া, ধুমধাম; কারু সঙ্গে আলাপ করা নেই, পেঁচা ধাতের লোক বাবা—দিনের বেলা বেরোন না।

৩য় যুবা। দিনে কি করে ?

২য় যুবা। যম জানে বাবা! তর বেতর লোক আনাগোনা ক'চ্ছে; কেউ বেশ্যার দালাল, কেউ একটা ভাল ফুল এনেছেন, কেউ একখানা হাড় এনেছেন। শুনতে পাই, বেটা মুটো মুটো টাকা ছড়াচ্ছে। বিবি সাহেব পিরীত-ফিরীত রাখে না; কিছু আদায় ক'ল্লে? বেটার অঢেল টাকা, বাবা! মজায় আছে। কথা ক'চ্ছ না যে, কিছু আদায় কল্লে ?

সাহানা। অমূল্য রত্ন।

২য় যুবা। কি রত্নটা শুনি ?

সাহানা। কি রত্ন, তা বুঝতে পারবে

না, কিন্তু সে রত্ন কাছে থাকলে, অন্য কোন রত্নের আবশ্যক হয় না।

২য় যুবা। বেটার জিত আছে, বাবা!

সাহানা। দেখ, তোমাদের আমি ও জন্য ডাকিনি, আমি আজ তোমাদের নিকট বিদায় নিতে ডেকেছি।

২য় যুবা। যোগিনী হবে, প্রেমে নাকি?

সাহানা। হ'তেও পারি, ব'লতে পারি না।

১ম যুবা। বা! বা! ঢের রকম ফেরালে বাবা?

সাহানা। তোমায় ডেকেছি কেন, জান?

২য় যুবা। কেমন ক'রে জানব? গুণ্‌তে পারি নি তো।

সাহানা। আমার একটি কথা রাখ্‌তে হবে।

২য় যুবা। কি কথা?

সাহানা। এই হীরাখানি তুমি নাও। তুমি তোমার স্ত্রীর গহনা বেচে আমার সহিত আলাপ ক'রেছিলে, এই হীরাখানি বেচে তোমার স্ত্রীকে সেই সকল গহনা কিনে দিও।

(জম্বুভয়ের প্রবেশ)

জম্বু। বাবা, আমি কি কম ছেলে? এই তোমার পত্রের জবাব নাও; এখন দয়া করবে তো? তোমার কাজ তো ক'রে দিলাম, এখন আমার প্রাণ বাঁচাবার উপায়?

সাহানা। নাই বা বাঁচলে।

জম্বু। বটে, বটে, আজ এই কথা! মনে করে দেখ, আমা হ'তে কাকে না পেয়েছ?

সাহানা। তোমাকে যদি ভালবাসি, তুমি কি ভাল বাসবে?

জম্বু। বাবা, আজ না বাস, কাল বাসবে। মেয়ে মানুষ ভোলাতে জানে কে?

সাহানা। তুমি তবে ভালবাসবেনা? আমি তোমার সঙ্গে কথা কব না। এই আমি মান ক'রে ব'সলেম।

জম্বু। না বাবা, মান ক'রো না, তা হ'লে প্রাণে বাঁচব না।

৩য় যুবা। সে কি হে, তুমি এমন রসিক, মান ভাঙ্‌তে পার না?

জম্বু। কি করে ভাঙ্‌ব বল দেখি?

৩য় যুবা। মান ভাঙা আর কি! রসিকতা করে একটা হাসিয়ে দাও না।

জম্বু। সুন্দরি! একবার ফিরে চাও, দেখ—চেহারা মন্দ নয়, এখন শেতলার অনুগ্রহতে যা বল।

৩য় যুবা। ওহে তুমি একটা গান গাও, তা হলে মান ভাঙ্‌বে।

গীত

(পিলু—খেম্‌টা)

জম্বু। প্রাণ তোমারে মানা করি
অন্তর্টিপনি ছেড় না,
হৃদ্ মাচাতে দোলে কত, মই বেয়ে গে
পেড় না।
আড় নয়নে জুলুম ভারি, হেন না প্রাণে
কাটারি,
বিষম তোমার ছাঁদন দড়ি, একশবারি
নেড়ো না।

কই ভাই, কথা তো কইলে না?

৩য় যুবা। তুমি ভাই ঠাট্টা মনে ক'রবে, তা না হ'লে একটা উপায় বলে দিতেম, কথা না ক'য়ে থাকতে পারবে না।

জম্বু। না ঠাট্টা মনে ক'রবো না, ব'লে দাও।

৩য় যুবা। তুমি খানিক কালি মুখে মাখ, আর এই নলটায় তোমার লেজ ক'রে দিই।

জম্বু। হ্যাঁ, ঠাট্টা ক'চ্চ!—

৩য় যুবা। তোমায় তো আগেই ব'লেছি তুমি ঠাট্টা মনে ক'রবে; তোমার যা খুশি কর, আমরা চ'ল্লেম।

জম্বু। না ভাই, রাগ ক'রব কেন, যা ক'রতে হবে বল।

৩য় যুবা। (জম্বুর মুখে সিন্দুর ও কালি এবং নলে লেজ করিয়া দিয়া) আর তোমার 'মাদুর মাথায়' গীতটি গাও।

(সিন্ধু—আড়া-খেমটা)

জম্বু। মাদুর মাথায় মন কেড়ে নেয়
দোল দিয়ে সই আমড়া ডালে;
নেশার ঝোঁকে এঁকে বেঁকে
ফির্‌ত বঁধু চালে চালে।
কাঁধে কদু লুট্‌ত মধু,
হানা দিত সাঁজ সকালে;
আড় নয়নে হাড় ভেঙ্গে দে,
খাড় গুঁজে গে উল্লো খালে।

কই ভাই, কথা তো কইলো না?

মহীন্দ্র। তবে একটা তুক্ ব'লে দিই শোন।

জম্বু। কি বল্ দেখি?

মহীন্দ্র। আমি একটা মন্ত্র জানি; একটা কেলে হাঁড়ি পড়ে দিচ্চি, আর তোমার চোক বেঁধে দিই; যদি তিনবারের ভিতর হাঁড়িটা ভাঙ্গতে পার, হাঁড়িও ভাঙ্গা, মানও ভাঙ্গা।

জম্বু। এ যে ফ্যাচাং ভারি হে।

২য় যুবা। ফ্যাচাং আর কি, ফট্ ক'রে ভেঙ্গে ফেল্‌বে, আর কি!

(সকলে জম্বুর চক্ষুবন্ধন করণ ও জম্বুর হাঁড়ি ভাঙ্গিতে যাওয়া এবং সকলে মস্তকে থাবড়া মারণ)

জম্বু। ও বাবা রে, শালারা খুনে, আমাকে খুন ক'ল্লে! (প্রস্থান)

সাহানা। ওকে তাড়ালে, ওর সঙ্গে আমার দরকার ছিল যে?

২য় যুবা। বলিহারি যাই! আজকাল রকম রকম জিনিষে তোমার দরকার, ও ডায়মনকাটা জিনিষে কি দরকার, চাঁদ?

সাহানা। তোমরা একটু ব'সো। (মহীন্দ্রের প্রতি) এ দিকে এস, একটা কথা আছে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

২য় যুবা। এইবার বেটী নাকাল হবে।

৩য় যুবা। তুমি হীরেখানা ফেলে রাখ্‌লে যে?

২য় যুবা। তুমিও যেমন, ওর ভুজ-কুনিতে ভোল, বেটী একখানা নুড়ী দিয়ে কি দাঁও ক'চ্চে।

৩য় যুবা। না, তুমি বুঝ্‌তে পার নি, ওর যথার্থই মনের ভাব ব'দলেছে। তুমি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে থাম্‌লে—লোকটা কি তর বল দেখি?

২য় যুবা। কি তর ভাই জানি না, একদিন দেখেছিলাম, বেশ সুশ্রী বটে, আর যে কত টাকা—তাও ব'লতে পারি না। সেদিন একটা শুঁটকো গোলাপ ফুল একশ টাকা দিয়ে কিনলে; আর যে যা চায়, তারে তাই দেয়। তুমি এক কড়া কড়ি নিয়ে যাও, তোমায় দশটা টাকা দিয়ে দেবে। শুনেছি, এ বেটীর কথায় মাগের মুখ দেখে না; কিন্তু ইনি আবার বলেন, 'আমার সঙ্গে কোন সুবাদ নাই।' আমাদের ন্যাকা পেয়েছেন কি না, দিন-রাত্রি একত্র থাকেন, আর সুবাদ নাই।

৩য় যুবা। আমি এ কথা বিশ্বাস করি

২য় যুবা। কিসে?

৩য় যুবা। তোমার কথার দ্বারা বোধ হ'চ্চে, সে ব্যক্তির কিছুরই দরকার নেই।

২য় যুবা। দরকার নেই তো ওর কথায় মাগের মুখ দেখে না কেন?

৩য় যুবা। সে ব্যক্তি মহাত্মা, তার সন্দেহ নাই; "তা কেন"—আমরা বুঝতে পারবো না।

১ম যুবা। ভাল, সে কি করে?

২য় যুবা। ছবি আঁকে; আজকাল বাজারে তারই ছবি চ'ল্‌চে।

১ম যুবা। বটে! কতকগুলো ছবির কাগজে তো সুখ্যাতি দেখ্‌তে পাই, সে কি তার আঁকা না কি?

২য় যুবা। তা হবে, সকলেই তো সুখ্যাতি করে।

(মহীন্দ্র ও সাহানার প্রবেশ)

মহীন্দ্র। তুমি যদি এ কথা প্রমাণ ক'র্ত্তে পার, তা হ'লে তুমি যা ব'লবে, তা শুনব।

সাহানা। তুমি আমার সঙ্গে যেও, তুমি আপনি দেখেই বুঝতে পারবে যে সে মস্ত লোক।

মহীন্দ্র। তুমি আপনি কি তার বাড়ীতে যাতায়াত কর, না তোমায় নিতে আসে?

সাহানা। আমার যখন ইচ্ছা তখন যাই, তিনি বাড়ীতে না থাক্‌লেও যাই।

মহীন্দ্র। দেখ, তোমার কথা এখনও অবিশ্বাস হ'চ্চে, মনুষ্যের এত ধৈর্য্য, তা আমি জানি না।

সাহানা। আমি তো মনুষ্য বলিনি, তিনি দেবতা।

মহীন্দ্র। যদি সত্য হয়, দেবতাই বটে। আমি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছি, কিন্তু আজ তোমার নিকট যে উপদেশ পেলেম, তা কখন ভুল্‌ব না; আজ বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমরা পশু, আমরা মনুষ্য নই।

সাহানা। এই তোমার বাগান তোমারই রইল, আর দিন দুই চারি আমি অধিকার ক'রবো। তার ভাড়া, এই চক্ষের জল। সতীশবাবুকে ব'লো যে তাঁর বাগানখানিও আমি আর দুই চারি দিন অধিকার ক'রবো। এই দু'খানি বাগানের ভিতর কোন্‌খানি দরকার হবে তা জানি নি; চারি দিন বাদে তোমাদের জিনিষ তোমাদেরই দেব। সতীশ বাবুকেও এই চ'খের জলের কথা ব'লো। ব'লো—সাহা আজ কেঁদেছে। এ কান্না কাঁদতে হবে, হাসিমুখে আর্সি দে'খে বুঝি নি। হায়! এ কান্না কি আর কেউ কেঁদেছে? (সকলের প্রতি) তোমাদের কাছে আজ বিদায় হ'লেম, আমার অন্য কাজ আছে, আমি চল্লেম। (স্বগত) আহা! 'শুকাবে সাধের নীহার'।

২য় যুবা। বুঝেছি, পিরীতের তুফান উঠেছে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

নীহার ও সাহানা।

(গীত)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

নীহার। জানিনে কেন যে ভালবাসি;
যতনে যাতনা বাড়ে কেন মন
অভিলাষী।
দেখি বা না দেখি ভাল, ভালবেসে
থাকি ভাল,
কি হ'ল বিফল আশা, বাসনা-
সাগরে ভাসি।

আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে চেয়েছিলেন কেন?

সাহানা। আপনার নিকটে আমি গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী ; আমায় ক্ষমা করুন।

নী। জগদীশ্বর ক্ষমা করুন।

সা। আপনি ক্ষমা ক'রবেন না ?

নী। আমার স্বামী আমায় ত্যাগ ক'রেছেন, তোমার অপরাধ কি ?

সা। আপনার স্বামীর অপরাধ নাই, আমিই অপরাধী।

নী। আমার স্বামীর অপরাধ নাই, আমি জানি। তিনি ত' আমার বিবাহের পূর্ব্বে'ই আমাকে বলেছিলেন, আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'রবেন না।

সা। তার কারণ আমি; আমি আপনার স্বামীকে কৌশলে সত্যে বদ্ধ করি।

নী। কথা শুনতে সাধ হয় বটে; তোমার রূপ ভিন্ন কি অপর কৌশল ছিল ? তাঁরে আমি যেরূপ জানি, তাঁর নিকটে কি কৌশল চলে ?

সা। কৌশল চলে না সত্য কিন্তু তিনি রূপেরও বশীভূত নন।

নী। তবে তোমার বশীভূত হ'লেন কেমন ক'রে ?

সা। কেন বদ্ধ হ'লেন, তা আমি জানি না। তিনি আমায় ছবি তুলতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আপনার ছবি দেখলেম মনে বিষ হ'লো, আপনার সঙ্গে বিবাহও হবে শুনলেম—

নী। চুপ ক'ল্লে কেন ?

সা। অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হ'চ্ছে, তাই ব'লতে পাচ্চি না।

নী। তুমি কাঁদচ কেন ?

সা। আমার কান্নাই দেখুন; হৃদয় দেখাতে পারব না; আমি পিপাসী, আপনিও পিপাসী—সে সুধা কার প্রাণ না চায় ?—কিন্তু আক্ষেপ, আপনিও পেলেম না, তোমায়ও বঞ্চিত ক'ল্লেম।

নী। আমার জন্য আক্ষেপ কেন ?

সা। আমার পিপাসা এ জীবনে মিটবে না; কিন্তু অন্যকে দেখে যে সুখী হব, সে পথও রোধ করেছি।

নী। আমার নিকট এসেছ কেন ?

সা। মনে মনে আকাঙ্ক্ষা, যদি তোমার হারানিধি তোমাকে দিতে পারি।

নী। আমায় ক্ষমা কর, তুমি আপনিই আপনার পরিচয় দিলে—তোমার কথা প্রতারণা নয়, আমার ধারণা হবে—কেমন করে জান্‌লে ?

সা। আপনি আপনার স্বামীকে চেনেন; অবশ্যই জানেন, তিনি দেবতুল্য। নিত্য তাঁর দর্শনে মনের মালিন্য দূর হবে, এ কথা অনায়াসে অনুভব ক'রতে পারবেন। এই নিমিত্ত আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'ত্তে সাহস ক'ল্লেম।

নী। তুমিও যদি আমার স্বামীকে চেন, তা হ'লে অবশ্যই জান যে, তিনি সত্য লঙ্ঘন ক'রবেন না; তবে তোমার এ আকিঞ্চন কেন ?

সা। তিনি লঙ্ঘন ক'রবেন না জানি, কিন্তু আমি যদি তাঁকে সে সত্য হ'তে মুক্ত করি ?

নী। তিনি তাতেও সম্মত হ'বেন না, তা কি তুমি জান না ?

সা। অপর উপায় আছে।

নী। কি ?

সা। আপনার স্বামীর জীবনে কি উদ্দেশ্য জানেন ?

নী। না।

সা। আমি এতদিন জান্‌তেম না, সম্প্রতি জেনেছি; তাঁর উদ্দেশ্য অতি মহৎ।

নী। আবার বলি, ক্ষমা কর ; তাঁর উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, তোমার লভ্য হ'লো।

সা। আপনি প্রত্যয় করুন—দিন দিন তাঁর উপদেশে তার উপযুক্ত হব এই আশায় আমি যা ছিলাম—যা ব'লে পরিচয় দিলাম, এখন তা নাই। আমি পূর্ব্বেই ব'লেছি, আমি পিপাসী, পিপাসায় জলদের নিকট পর্য্যন্ত উঠ্‌ব মনে ক'রেছিলাম ; কিছু উঠেই দেখতে পেলেম, এ জীবনে তাঁর নিকটে যেতে পারবো না।

নী। ভাল, তাঁর উদ্দেশ্য কি বল ?

সা। তিনি সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত লালায়িত, কিন্তু সুন্দরের পিপাসা তাঁর মেটে নাই। তাঁর অসীম কল্পনা-প্রসূত ছবিগুলি জগৎকে সৌন্দর্য্য-রসে আন্দোলিত ক'রেছে বটে, কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য্যের পিপাসা মিটে নাই ; তিনি দিবারাত্র একটি উলঙ্গ নর-নারীর মূর্ত্তি সম্মুখে রেখে চিন্তা করেন, কিন্তু তাদের মুখ মাধুরী কিরূপ চিত্রিত ক'রবেন, স্থির ক'রতে পারেন না। নানা রূপ চিত্রিত ক'রেছেন—জগৎ মোহিত—কিন্তু তিনি তৃপ্ত হননি ;সে আদর্শ যদি কেহ দেয়, তিনি তারে সকলই দিতে প্রস্তুত।

নী। এ কথার অর্থ কি ?

সা। আমি সেই আদর্শ দেব ; তারপর তাঁর পদে যাচ্‌ঞা ক'রবো, এ জীবনে আর দ্বিতীয় যাচ্‌ঞা ক'রবো না,—অভাগিনীর নিকট তিনি দান নেন।

নী। ভাল, কি দান দেবে ?

সা। তোমাকে দিব।

নী। আমি কি তোমার ?

সা। ভগিনি, আমার হও, আমিও নারী ; আমি অনেক যন্ত্রণায় এ কথা ব'লেছি।

নী। ভাল, আমি তোমারই হ'লেম ; আর একটি কথা, সে আদর্শ তুমি কোথায় পাবে ?

সা। আমি অনেক কেঁদে পেয়েছি।

নী। আমি তো কাঁদি, পাই নি।

সা। তোমার প্রাণ পোড়ে নি, আশা ভস্ম হয়নি, তোমার কান্নায় আমার কান্নায় প্রভেদ আছে। সহজ প্রভেদ বোঝ, তুমি অভিমান করে আছ, আর আমি উপযাচিকা।

নী। কেঁদে পেয়েছ ?

সা। পেয়েছি ; আমি তাঁরে যত ভালবাসি, তিনি যদি তত ভালবাসতেন, তা হ'লে তাঁর হাত ধরে, আমার ব'লে প্রথম যে দিন দাঁড়াতেম, তখন আমাদের মুখের ভাব দেখে তাঁর কঠোর প্রাণও তৃপ্ত হ'ত।

নী। সে আশা তোমার যদি বিফল হয়, তা হ'লে সে আদর্শ পাবে কোথা ?

সা। সেই অর্দ্ধেক আদর্শ কিনতে আমি এখানে এসেছি। যদি অনুতাপানলে দগ্ধ হৃদয়ে বারি দান করার মাহাত্ম্য থাকে, সেই মাহাত্ম্য দিয়ে তোমায় কিন্‌তে চাচ্চি, তুমি আমার হও।

নী। ভগ্নি, আমি তোমার ; কিন্তু পায়ে ধরি, মার্জ্জনা কর,—তুমিও নারী, অভিমান বিসর্জ্জন দিতে পারবো না।

সা। তুমি পতিব্রতা—এক অভিমান-ত্যাগে যদি শত অভিমানের মান থাকে, ভগ্নি, নারী হ'য়ে কি পায়ে ঠেলা উচিত ? অত স্পর্দ্ধা নারীর সাজে না।

নী। তুমি আমার যথার্থই ভগিনী। দেখ্‌লেম, সত্যই সাজে না।

সা। সাজবে না, আমি প্রথম গান শুনেই বুঝতে পেরেছি। যখন ভগ্নী বল্লে,

সাহানা। আপনার নিকটে আমি গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী ; আমায় ক্ষমা করুন।

নী। জগদীশ্বর ক্ষমা করুন।

সা। আপনি ক্ষমা ক'রবেন না ?

নী। আমার স্বামী আমায় ত্যাগ ক'রেছেন, তোমার অপরাধ কি ?

সা। আপনার স্বামীর অপরাধ নাই, আমিই অপরাধী।

নী। আমার স্বামীর অপরাধ নাই, আমি জানি। তিনি ত' আমার বিবাহের পূর্ব্বেই আমাকে বলেছিলেন, আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'রবেন না।

সা। তার কারণ আমি, আমি আপনার স্বামীকে কৌশলে সত্যে বদ্ধ করি।

নী। কথা শুনতে সাধ হয় বটে ; তোমার রূপ ভিন্ন কি অপর কৌশল ছিল ? তাঁরে আমি যেরূপ জানি, তাঁর নিকটে কি কৌশল চলে ?

সা। কৌশল চলে না সত্য কিন্তু তিনি রূপেরও বশীভূত নন।

নী। তবে তোমার বশীভূত হ'লেন কেমন ক'রে ?

সা। কেন বদ্ধ হ'লেন, তা আমি জানি না। তিনি আমায় ছবি তুলতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আপনার ছবি দেখলেম মনে রিষ হ'লো, আপনার সঙ্গে বিবাহও হবে শুনলেম—

নী। চুপ ক'ল্লে কেন ?

সা। অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হ'চ্ছে, তাই ব'লতে পাচ্চি না।

নী। তুমি কাঁদচ কেন ?

সা। আমার কান্নাই দেখুন ; হৃদয় দেখাতে পারব না ; আমি পিপাসী, আপনিও পিপাসী—সে সুধা কার প্রাণ না চায় ?—কিন্তু আক্ষেপ, আপনিও পেলেম না, তোমায়ও বঞ্চিত ক'ল্লেম।

নী। আমার জন্য আক্ষেপ কেন ?

সা। আমাব পিপাসা এ জীবনে মিটবে না ; কিন্তু অন্যকে দেখে যে সুখী হব, সে পথও রোধ করেছি।

নী। আমার নিকট এসেছ কেন ?

সা। মনে মনে আকাঙ্ক্ষা, যদি তোমার হারানিধি তোমাকে দিতে পারি।

নী। আমায় ক্ষমা কর, তুমি আপনিই আপনার পরিচয় দিলে—তোমার কথা প্রতারণা নয়, আমার ধারণা হবে—কেমন করে জান্‌লে ?

সা। আপনি আপনার স্বামীকে চেনেন ; অবশ্যই জানেন, তিনি দেবতুল্য। নিত্য তাঁর দর্শনে মনের মালিন্য দূর হবে, এ কথা অনায়াসে অনুভব ক'রতে পারবেন। এই নিমিত্ত আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'ত্তে সাহস ক'ল্লেম।

নী। তুমিও যদি আমার স্বামীকে চেন, তা হ'লে অবশ্যই জান যে, তিনি সত্য লঙ্ঘন ক'রবেন না ; তবে তোমার এ আকিঞ্চন কেন ?

সা। তিনি লঙ্ঘন ক'রবেন না জানি, কিন্তু আমি যদি তাঁকে সে সত্য হ'তে মুক্ত করি ?

নী। তিনি তাতেও সম্মত হ'বেন না, তা কি তুমি জান না ?

সা। অপর উপায় আছে।

নী। কি ?

সা। আপনার স্বামীর জীবনে কি উদ্দেশ্য জানেন ?

নী। না।

সা। আমি এতদিন জান্‌তেম না, সম্প্রতি জেনেছি ; তাঁর উদ্দেশ্য অতি মহৎ।

নী। আবার বলি, ক্ষমা কর ; তাঁর উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, তোমার লভ্য হ'লো।

সা। আপনি প্রত্যয় করুন—দিন দিন তাঁর উপদেশে তার উপযুক্ত হব এই আশায় আমি যা ছিলাম—যা ব'লে পরিচয় দিলাম, এখন তা নাই। আমি পূর্ব্বেই ব'লেছি, আমি পিপাসী, পিপাসায় জলদের নিকট পর্য্যন্ত উঠ্‌ব মনে ক'রেছিলাম ; কিছু উঠেই দেখতে পেলেম, এ জীবনে তাঁর নিকটে যেতে পারবো না।

নী। ভাল, তাঁর উদ্দেশ্য কি বল ?

সা। তিনি সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত লালায়িত, কিন্তু সুন্দরের পিপাসা তাঁর মেটে নাই। তাঁর অসীম কল্পনা-প্রসূত ছবিগুলি জগৎকে সৌন্দর্য্য-রসে আন্দোলিত ক'রেছে বটে, কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য্যের পিপাসা মিটে নাই ; তিনি দিবারাত্র একটি উলঙ্গ নর-নারীর মূর্ত্তি সম্মুখে রেখে চিন্তা করেন, কিন্তু তাদের মুখ মাধুরী কিরূপ চিত্রিত ক'রবেন, স্থির ক'রতে পারেন না। নানা রূপ চিত্রিত ক'রেছেন—জগৎ মোহিত—কিন্তু তিনি তৃপ্ত হননি ; সে আদর্শ যদি কেহ দেয়, তিনি তারে সকলই দিতে প্রস্তুত।

নী। এ কথার অর্থ কি ?

সা। আমি সেই আদর্শ দেব ; তারপর তাঁর পদে যাচ্‌ঞা ক'রবো, এ জীবনে আর দ্বিতীয় যাচ্‌ঞা ক'রবো না,—অভাগিনীর নিকট তিনি দান নেন।

নী। ভাল, কি দান দেবে ?

সা। তোমাকে দিব।

নী। আমি কি তোমার ?

সা। ভগিনি, আমার হও, আমিও নারী ; আমি অনেক যন্ত্রণায় এ কথা ব'লেছি।

নী। ভাল, আমি তোমারই হ'লেম ; আর একটি কথা, সে আদর্শ তুমি কোথায় পাবে ?

সা। আমি অনেক কেঁদে পেয়েছি।

নী। আমি তো কাঁদি, পাই নি।

সা। তোমার প্রাণ পোড়ে নি, আশা ভস্ম হয়নি, তোমার কান্নায় আমার কান্নায় প্রভেদ আছে। সহজ প্রভেদ বোঝ, তুমি অভিমান করে আছ, আর আমি উপযাচিকা।

নী। কেঁদে পেয়েছ ?

সা। পেয়েছি ; আমি তাঁরে যত ভালবাসি, তিনি যদি তত ভালবাসতেন, তা হ'লে তাঁর হাত ধরে, আমার ব'লে প্রথম যে দিন দাঁড়াতেম, তখন আমাদের মুখের ভাব দেখে তাঁর কঠোর প্রাণও তৃপ্ত হ'ত।

নী। সে আশা তোমার যদি বিফল হয়, তা হ'লে সে আদর্শ পাবে কোথা ?

সা। সেই অর্দ্ধেক আদর্শ কিনতে আমি এখানে এসেছি। যদি অনুতাপানলে দগ্ধ হৃদয়ে বারি দান করার মাহাত্ম্য থাকে, সেই মাহাত্ম্য দিয়ে তোমায় কিন্‌তে চাচ্চি, তুমি আমার হও।

নী। ভগ্নি, আমি তোমার ; কিন্তু পায়ে ধরি, মার্জ্জনা কর,—তুমিও নারী, অভিমান বিসর্জ্জন দিতে পারবো না।

সা। তুমি পতিব্রতা—এক অভিমান-ত্যাগে যদি শত অভিমানের মান থাকে, ভগ্নি, নারী হ'য়ে কি পায়ে ঠেলা উচিত ? অত স্পর্দ্ধা নারীর সাজে না।

নী। তুমি আমার যথার্থই ভগিনী। দেখ্‌লেম, সত্যই সাজে না।

সা। সাজবে না, আমি প্রথম গান শুনেই বুঝতে পেরেছি। যখন ভগ্নী বল্লে,

আবার একবার সে গানটি গাও, গানটি যেন চ'ক্ষের জলে মালা গাঁথা।

নী। চ'ক্ষের জলেই তো গেঁথেছি।

(গীত)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

জানিনে কেন যে ভালবাসি,
যতনে যাতনা বাড়ে কেন
মন অভিলাষী।
দেখি বা না দেখি ভাল, ভালবেসে
থাকি ভাল,
কি হ'ল বিফল আশা, বাসনা-
সাগরে ভাসি।

সা। বাসনা-সাগরই বটে। হায়! আমি কূল পাব না? এখন চ'ল্লেম, কাল আবার এমনি সময় আসব, কথা আছে।

[সাহানার প্রস্থান]

(কতিপয় স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

১মা স্ত্রী। ভাই, আমার স্বামী সব জেনেছেন।

নী। আমিও সব জানতে পেরেছি।

১মা স্ত্রী। তোমায় কে ব'ল্লে?

নী। তোমার স্বামীকে যে ব'লেছে।

১মা স্ত্রী। তুমি সেই খানকীর সঙ্গে দেখা ক'রেছিলে নাকি?

নী। ভাই, তুমি খানকী বল' না—এখন সে পবিত্রা।

১মা স্ত্রী। তুমি কখন' একথা বিশ্বাস কর—কয়লা কখন' হীরে হয়?

নী। ভাই, মন কয়লা নয়, হীরে; তবে কখন' কখন' ময়লা লেগে থাকে।

২য়া স্ত্রী। কিন্তু ভাই, তোমার মন পাষাণ।

১মা স্ত্রী। কেন? তোমার স্বামী কি সত্য চিঠি লিখেছেন—"তোমায় বিয়ে ক'রব, কিন্তু মুখ দেখ্‌বো না,"—কি ব'লে লিখলে?

নী। আমার প্রতি-কথা স্মরণ আছে—"তোমায় আমি ভালবাসি কিনা, জানি না। তোমায় বিবাহ করতে পিতৃ-ঋণে বাধ্য, বিবাহ ক'রবো, কিন্তু বিবাহের পর সাক্ষাৎ হবে না। সম্মত কি অসম্মত, পত্রের উত্তর লিখো।"

১মা স্ত্রী। তুমি তার কি উত্তর দিলে?

নী। আমি উত্তর দিলেম, "আমিও পিতৃ-ঋণে বাধ্য।"

১মা স্ত্রী। তারপর?

নী। তারপর আর কি, বে হ'লো।

২য়া স্ত্রী। ফুরিয়ে গেল!

নী। ফুরিয়ে গেল বৈকি।

১মা স্ত্রী। ধন্যি ভাই, তোমাদের দু'জনের প্রাণ!

৩য়া স্ত্রী। তুমি কি ভাবছ?

নী। ভাবছি ঢের, এখন কি ক'র্‌তে হবে?

২য়া স্ত্রী। যা ইচ্ছে তাই।

১মা স্ত্রী। তবে জলে ডুবে মর।

নী। দেখ্‌ ভাই, যেন জলের ঢেউয়ে প্রাণ ঢেউয়ে নিয়ে যাচ্চে!

১মা স্ত্রী। দেখ্‌ দেখ্‌ দেখ্‌!—

২য়া স্ত্রী। মরি মরি মরি!

(গীত)

যোগিয়া—খেমটা।

নী। জলে হিল্লোলে প্রাণ
ঢেউয়ে ঢেউয়ে কত চলে॥
শুন সই, গুন্‌গুননি,—
কান পেতে শোন্ কে কি বলে।
দেখ না হাসছে কমল, আপনি বিহ্বল,
সোহাগে সই আপনি টলে!—
না জানি কার পানে চায়,
ভাসায়ে কায় বিমল-জলে।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

চিত্রশালা

সাহানা ও হেমন্ত

সাহানা। আমার আর সাজবার সাধ নাই।

হেমন্ত। এই সাজে আঁকি দেখ, দেখেই বুঝতে পারবে, আরও সাজা বাকী আছে কি না।

সা। সাজা বাকী আছে—তা জানি, কিন্তু সে সাজা আব আমার দেখবার সাধ নাই। তোমার অনুগ্রহে আমি অনেক জিনিষ দেখলেম। আমার দেখ্‌বার আর কিছু বাকী নাই। কিন্তু যেদিন তোমায় সুখী দেখ্‌বো, সেই দিন আমার জীবন সফল জ্ঞান ক'রবো।

হে। আমায় কিসে অসুখী দেখ্‌লে ?

সা। তুমি আর আমার কাছে আত্ম-গোপন ক'রতে পার না। বিধাতা নারীকে পরাধীনা করেছেন, কিন্তু কার অধীন জানবারও ক্ষমতা দিয়েছেন।

হে। তুমি কি আমার অধীন ?

সা। অধীন যদি না হ'তেম, তোমার মনের কথা টের পেতেম না।

হে। আমি জান্‌তেম, আমিই বড় পাগল ; তা নয়, তুমি আমার চেয়ে পাগল।

সা। যথার্থ ব'লেছ, তোমার পাগ্‌লামীর সঙ্গে অনুতাপ নাই, আমার পাগ্‌লামীতে অনুতাপ আছে।

হে। অনুতাপ ক'রো না, তা হ'লে পাগল হ'তে পারবে না।

সা। তুমি বারণ ক'চ্চ, অনুতাপ ক'রবো না ; কিন্তু তুমি যে স্ত্রীর মুখ দেখ না, তোমার অনুতাপ হয় না ?

হে। না।

সা। তুমি বড় কঠিন।

হে। এ গাল তো দু' বছর দিচ্চ, কিছু নূতন গাল দাও।

সা। তোমার পূজাও নাই, গালও নাই ; অন্ততঃ আমি তো খুঁজে পাই না।

হে। খুঁজে পাও না, কি ? গাল খোঁজ, না পূজা খোঁজ ?

সা। দেখ, তোমার কাছে আস্‌তে ভালবাসি, কিন্তু এসে জ্ব'লে মরি।

হে। তুমি বার বার এই কথা বল ; কেন, আমি কি তোমায় অযত্ন করি ?

সা। তুমি কিছুই অযত্ন কর না ; কিন্তু তুমি আমায় মনুষ্যের মধ্যেই মনে কর না !

হে। তোমায় বেশ মেয়ে মানুষ মনে করি। মনে ক'রে দেখ দেখি, তোমার জন্য কি না ক'রেছি ?

সা। দর্প রাখ, আমি সামান্য মেয়ে-মানুষ বটে, কিন্তু তুমি যা চাও, আমি তা দিতে পারি।

হে। তবে ত ভাল !

সা। এখনও তাচ্ছিল্য ?

হে। তাচ্ছিল্য করি না, কিন্তু যদি করি—তা হ'লে কি ?

সা। তোমার জীবনের চির-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

হে। পাগলের উদ্দেশ্য আছে, তুমি জান ?

সা। তুমি আমায় হীন বিবেচনা ক'রে ঘৃণা কর।

হে। আমি তোমায় কখন' হীন বিবেচনা করি নাই, আমার সমতুল্যই জানি। তবে তুমি আপনাকে চেন না, আমি আপনাকে চিনি ; এখন যদি চিনে থাক তো ব'লতে পারি না। ভাল, বল

দেখি, আমি কি চাই? তুমি আমায় কি দিতে পার?

সা। তুমি ছবি লিখে সকলের প্রশংসা পেয়েছ; কিন্তু আপনার প্রশংসা পাও নাই। তুমি এম্‌নি একটি আদর্শ চাও, যাতে আত্ম-প্রশংসা পাও।

হে। তুমি না ব'ল্লে, আমি যা চাই, তা আমায় দিতে পার?

সা। পারি। আমি তোমায় সে আদর্শ দেব, কিন্তু দাম নেব।

হে। দাম কি চাও? যদি একবার সে আদর্শ দেখ্‌তে পাই, আর তখনি যদি আমার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত।

সা। আমার দাম এই, আমি যা তোমাকে দেব, তুমি আদর করে নেবে। চুপ ক'রে রইলে যে?

হে। তুমি কি দেবে, তাই ভাব্‌ছি।

সা। ভাব্‌ছ কি? আমি হাতে ক'রে মন্দ জিনিষ দেব না।

হে। নেব স্বীকার পেলেম; কিন্তু দাম দেব, এই প্রথম তোমার কাছে স্বীকার ক'ল্লেম। আমি আদর্শ কত দিনে পাব?

গীত

ভৈরবী—আড়াঠেকা

দেখা দিয়ে দেখা দাও না,—
সাধি কাঁদি ফিরে চাও না!
বিভোরে আঁখি ভ'রে, দেখি রে
দেখি তোরে,
প্রাণ রাখি পদে—নাও না!

সা। আজ আমি পরম সন্তুষ্ট হ'লেম।

হে। কিসে?

সা। তোমায় ব্যাকুল দেখ্‌লেম।

হে। আর কি কখন' ব্যাকুল হই নাই? তোমার পায়ে পর্য্যন্ত ধ'রেছি!

সা। তোমার পায়ে ধরাও যা, গলায় ধরাও তা, তাতে তোমার ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় না।

হে। তবে তুমি আশা দিয়ে আমাকে নৈরাশ ক'রবে নাকি?

সা। যদি শোধ দিতে হয়, উচিত বটে; কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, তোমার মতন কঠিন প্রাণ নয়। তুমি কখন' পাথর খুঁদে পুতুল তৈয়ারী ক'ত্তে?

হে। না, একথা জিজ্ঞাসা ক'ল্লে কেন?

সা। বছর পাঁচ ছয় হ'লো, আমায় একবার নিয়ে গিয়েছিলো। তুমি চিত্রকর, সে খুঁদে পুতুল তৈয়ারী করে। তারও তোমার মত সকল, কিন্তু তোমার মত অত ধন নাই।

হে। সে কোথা থাকে?

সা। আমি একদিন গিয়েছিলেম, অত মনে নাই।

হে। তুমি অনেক দিনের পর একটি মিথ্যা কথা কইলে।

সা। যখন আমি বেশ্যা, তখন ত মিথ্যা কথা কইবই।

হে। আজ আমায় ভাবালে।

সা। শুনে সুখী হ'লেম বটে। তুমি যে ছবিখানি নির্জ্জনে ব'সে আঁক, সে ছবিখানি আমায় দেখাও।

হে। কি ছবি?

সা। আর আমায় ভোলাচ্চ কেন? আচ্ছা, না দেখাও আমি ব'লচি। একটি পুরুষ মানুষ আর একটি স্ত্রীলোক; দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। আর ওই ছবি নিয়ে নির্জ্জনে কি ভাব, তাও জানি, তাদের মুখের ভাব তুমি আঁকতে পাচ্চ না। তা পারবে কেমন ক'রে?

আমি আদর্শ না দিলে তুমি আঁকতে পারবে না।

হে। দিতে পার যদি, দাও না ?

সা। আমি দিতে পারি, কিন্তু, তুমি নিতে পারবে কিনা, তা আগে পরখ্ করে দেখি।

হে। আচ্ছা, কি পরখ্ ক'রবে কর।

সা। শুন বলি—একটি স্ত্রীলোক একজনের জন্য ভেবে ভেবে পাষাণ হ'য়েছিল, সে সত্যকালের কথা। পাষাণ মূর্ত্তি হ'য়ে কত দিন থাকে ; দৈবে একদিন যার জন্য পাষাণ হ'য়েছিল, সে তার কাছে উপস্থিত। পাষাণপ্রতিমা মনে মনে ভাবলে যে,—"হে পরমেশ্বর! আমি তো পাষাণ, কিন্তু যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য মানুষ হই, তা হ'লে আমি উঁহার সঙ্গে কথা কই!" ব'লতেই মানুষ হ'লো। গল্পের এইটুকু জানি। তুমি এই গল্পটুকু শেষ ক'রে দাও।

হে। আমি তো আর তোমার মত নটী নই যে, নাটক লিখব। এই গল্প আমি কেমন ক'রে শেষ ক'রবো ?

সা। আমি বেশ্যা হ'য়ে পাষাণে প্রাণ দিলেম, তুমি একটা মানুষে প্রাণ দিতে পাল্লে না ?

হে। তিরস্কারটি উপযুক্ত হ'য়েছে।

সা। তোমায় দুই বৎসরের কথা মনে ক'রে দিচ্চি ; আজ বল দেখি, তোমার শুক্নো প্রাণ বই আর কি সম্বল ? এই শুক্নো প্রাণ নাড়া চাড়া ক'রে পৃথিবী সরা জ্ঞান কর ?

হে। কোথা চ'ল্লে ?

সা। তোমার সেই ছবি দেখ্‌তে।

হে। না, না, ছবি দেখ্‌তে হবে না।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(হীরালালের প্রবেশ)

গীত

মাঝ—কাওয়ালী

হেরিব পাষাণে হাসি,—
সে হাসি কত ভালবাসি!
সরল প্রাণে দাগা দিয়ে, র'য়েছি ছায়া নিয়ে,
উদাসী ছায়ার হাসি, দিবানিশি মন
পিয়াসী।

(হেমন্ত ও সাহানার প্রবেশ)

সা। এ গান আমি শুনেছি, যে শিল্পীর কথা ব'লছিলাম, সেই এ গীত গাচ্চে। আমার বোধ হ'চ্চে—এই সে শিল্পী।

হে। আজ তুমি নূতন রকম কুহক দেখাচ্চ।

হীরা। মহাশয়, আমায় বালক বিবেচনা ক'চ্চেন, করুন ; আমার যা কর্ত্তব্য —বলি। আমার জ্ঞানোদয় অবধি পাথরে মূর্ত্তি করি। অনেক রকম করেছি, কিন্তু আমার মনের মতন একটিও হয় নাই। যখন মনের মতন ক'রতে পাল্লেম না, তখন সে কাজ ত্যাগ করাই উচিত। আমি এ স্থানে আর থাকব না। আমার বহু যত্নের গঠন কাকে দিয়ে যাব ? শুন্‌লেম, আপনিও একজন মাধুরী-উপাসক, যদি অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ ক'রেন, আমি আপনাকেই সেইগুলি দিই।

হে। তাতে আপনার লাভ ?

হী। ক্ষতি লাভ কখন' গণনা করি না ; সুতরাং ব'লতে পারি না।

হে। আমায় দিয়ে যদি সুখী হন, আমি নেব। (জনান্তিকে) আজকে দানের পালা!

হী। আগে আপনি দেখুন, আপনার উপযুক্ত কি না?

হে। কোথায় গেলে দেখতে পাই ?

হী। (কাগজ লেখা ঠিকানা দিয়া) আজ সন্ধ্যার সময় এই ঠিকানায় গেলেই আপনি দেখ্‌তে পাবেন। আহা! এ স্ত্রীলোকটি কে? আমি আপনাকে কখন' দেখেছি?

সা। আমি সামান্য বণিতা। আমায় দেখে থাকবেন, তার বিচিত্র কি।

হী। সন্ধ্যার সময় যাবেন কি?

হে। যাব।

হী। যে আজ্ঞে, তবে চ'ল্লেম।

[হীরালালের প্রস্থান।

হে। রঙ্গিণি, এ কি রঙ্গ?

সা। আমি কেমন ক'রে জানব?

হে। অবশ্যই জান, আমার প্রয়োজন আছে, চ'ল্লেম।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবন

(হেমন্তের প্রবেশ)

হে। আহা! যতদূর নয়ন যায়, ততদূর কেবল সুন্দর মূর্ত্তি। একটু বিশ্রাম করি, আবার তোমাদের প্রাণ ভ'রে দেখব! (উপবেশন)

(গীত)

বেহাগ—একতালা

জাগ' কুসুম জাগ' কি আশে,—
নীলিমায় কেন তারকা ভাসে,
কেন নিশাকর ঢালিছে কিরণ,
তরুলতা কেন নাচ রে!
বিজনে মাধুরী বিলাইছ কারে,
নীরবে কি র'বে, ভাষ' বারে বারে,
কার সোহাগে, কি অনুরাগে,
বন মাঝে সাজিয়াছ রে!

(প্রস্তরমূর্ত্তিরূপে নীহার প্রভৃতির গীত)

লুপ-খাম্বাজ—খেমটা

ফুল তুলি আয় লো সজনি, সাজব
মনের সাধে;
দেখব কেমন প্রেমিক অলি কাঁদে
কি না কাঁদে।
কুসুমের মালা গাঁথা, একলা কেন
প'রবে লতা—
তুল্‌ব রতন, কুসুম-ভূষণ, ধ'রব রসিক-
চাঁদে।
ধ'রব মোহিনী ছবি, সাজবো
আজ বনদেবী,
রাখ্‌ব খোঁপাতে বেঁধে, মদনেরি
ফাঁদে।

হে। (চমকিত হইয়া) এ কি, এস্থানে জনপ্রাণী ত নাই, এ সঙ্গীত কোথা থেকে হ'চ্চে। পাষাণ-পুত্তলীরা গান ক'চ্চে নাকি? নীরব হ'লো।

(গীত)

পরজ—যৎ

নী। পাষাণ প্রাণে পাষাণ বল'
করি না করি না মানা,—
পাসাণ নয়, এ প্রাণে মাখা,
কে পাষাণ, তা গেছে জানা।
জেনে শুনে পাষাণ প্রাণে,
প্রাণ স'পেছি পাষাণে,
যে জানে সে জানে,
কেন পাষাণ করি উপাসনা।

হে। (একটি পুত্তলিকার নিকট গমন করিয়া) না, এই স্থানে গান হ'চ্চে। এ কি প্রস্তর প্রতিমা, না কুহক মাত্র। মরি-মরি, কি মোহিনী প্রতিমা!

সা। (নীহারের হস্ত ধারণ করিয়া) এই আমার দান,—গ্রহণ করুন।

নী। নাথ, আমি এতদিন পাষাণ হ'য়েছিলাম, তোমার দর্শনে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'লো।

হে। প্রিয়ে, আমায় ক্ষমা কর।

নী। যদি সহস্র বৎসর পাষাণ হ'য়ে থাকৃতেম, এই কথাতেই তার শোধ হ'তো।

হে। (সাহানার প্রতি) তোমার দান আমি আদর ক'রে নিলাম, কিন্তু তুমি আমায় আদর্শ দিলে না।

সা। আমি তোমার মত মিথ্যাবাদী নই ; তুমি যেমন মিছে ক'রে বল, আমায় ভালবাস ! (সম্মুখে আসি ধরিয়া) তোমাদের দু'জনের মুখের ভাব তোমার ছবিতে তুলো।

হে। না, না, কেবল আমাদের মুখের ভাব তুলিতে তুল্লে হবে না, এ মুখখানিও চাই। আমার হৃদয়ের যোগিনীও সেই পুরুষ-প্রকৃতির আরাধনা ক'রবে। তোমায় ভালবাসি ব'লেছি; আবার বল দেখি, আমি মিথ্যাবাদী !

গীত

সুর—খেম্‌টা

যামিনী মাতোয়ারা, মাতোয়ারা
প্রাণ রে ;
মাতোয়ারা চলে, সুধা কানে কান রে।
কুসুম মাতোয়ারা, মাতোয়ারা তারা,
মাতোয়ারা শশী, মাতোয়ারা তান রে।

যবনিকা পতন

"মোহিনী-প্রতিমা"র সঙ্গে একই অভিনয় রজনীতে '**আলাদিন**' নামে অপর একখানি পঞ্চরং অভিনীত হয় অভিনয়ের গুণে "আলাদিন" দর্শক-চিত্ত জয় করে "ভারতীয় নাট্যমঞ্চ" গ্রন্থে ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই নাটিকার অভিনয় প্রসঙ্গে লিখেছেন—"ন্যাশনালে এইখানি বড় জমিত। গিরিশবাবু যখন রামতারণের সম্মুখে যাদুদণ্ড ঘুরাইতেন, সকলে বিস্মিত হইতেন। আর আলাদিন যখন চীনেম্যানের বেণী দুলাইয়া "কার তোয়াক্কা রাখি আর" গানটি গাহিতে গাহিতে বাহির হইত—দর্শক আনন্দে মাতিয়া উঠিত।"

আলাদিন বা আশ্চর্য্য প্রদীপ

[পঞ্চরং]

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

॥ প্রথম অভিনয় ॥

শনিবার, ইং ৯ই এপ্রিল, ১৮৮১, ২৮শে চৈত্র, ১২৮৭।

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ ॥

কুহকী—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, আলাদিন—রামতারণ সান্যাল, বাদসাহ—মহেন্দ্রলাল বসু, উজীর—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, উজীরপুত্র—অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত, কলু—গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র, জিনি—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল বাবু), দ্বিতীয় জিনি—অঘোর নাথ পাঠক, আলাদিনের মাতা—ক্ষেত্রমণি, বাদসাহ কন্যা ও পরী—বিনোদিনী, দাসী—নারায়ণী।

পুরুষ-চরিত্র

আলাদিন। কুহকী। ইহুদি। বাদ্‌সাহ্। উজীর। উজীর-পুত্র। কলু, পারিষদ্‌গণ, বরযাত্রিগণ, জিনিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

আলাদিনের মাতা। বাদ্‌সাহ-কন্যা। দাসী, পরীগণ, সখীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

আলাদিন ও তৎপশ্চাৎ যাদু-দণ্ড হস্তে কুহকীর প্রবেশ

(আলাদিনের নৃত্য-গীত)

কার তোয়াক্কা রাখি আর।
বাপ ম'রেছে, বালাই গেছে,
কোন্ শালার বা ধারি ধার॥
রুটি সেঁটে, কোমর এঁটে,
এক দৌড়ে পগার পার।
হট্‌কে চল, মৎ কুছ বোল,
সামালো বে খবরদার॥

আলা। বুড়্ুয়া এ দাড়িয়া নড় নড়িয়া,
এসা কেঁওবে, কাহে খাড়া ?

কুহ। (যাদু-দণ্ড ঘুরাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ)
হাতে পায়, নাকে গায়,
আয় আয় সব চ'লে আয়।
ঝট্‌কি ধ'রে আয়, মট্‌কি চ'ড়ে আয়,
চ'ড়ে আয় ওচনা খোলা,
বুড়ীর হাড়ের চর্ব্বি গোলা,
ডাকছে কোঁকোর কোঁ,
চ'লে আয় সোঁ।

আলা। হট্ বে হট্।

কুহ। ল্যাড়খা রে—

আলা। তোমার গুষ্টির ছ্যারখা রে,
হট্ বে হট্ শীগ্‌গির হট্।

কুহ। Not বাপ Not,
ল্যাড়খা রে,
তুই মোর গুষ্টির ছ্যারখা রে!

চরকা বেটো, মুনের কেঠো,
এণ্ডি মেণ্ডি গেণ্ডি রে
আমার গুষ্টির ছ্যারখা রে !

আলা। নড শালা নড,
নইলে ছিঁড়বো দাড়ি চড় চড়।

কুহ কে বে বাবা গড গড ?

আলা। র'স বে কোসে লাগাই চড়।

কুহ। আরে তোকে দেখে জান
ক'চ্চে কড় কড়।

আলা। হডব বডর হড।

কুহ। ল্যাড়খা রে, ছাতি ফাটে
ওরে বাপ বেঁটে সেঁটে, ল্যাড়খা রে,
তুই মোস্তাফা দাদার বেটা বটে।

আলা। সর শালা, নয় ফেলি কেটে।

কুহ। ল্যাডখা বে, তোর বাবা মোর
দাদা,—মর্ গিয়া রে।

আলা। জানি শালা—হাম্ লোক্‌তো
কবর দিয়া রে।

কুহ। সবুর কর বাপ, ছাড়ি থোড়া
হাঁপ, ল্যাডখা রে !

তোর বাবা, মোর দাদা মর গিয়া রে।

আলা। শালা কবর দিয়া রে—শালা
কবর দিয়া রে—শালা কবর দিয়া রে।

কুহ। তোর বাপের ছিল দরজীর
দোকান,
সিউনি তার অবাক্ ছাবা,
ওরে বাবা হাবা, মতিচুর খাবা,
'মুড়ী মুলো' খাবা খাবা।

আলা। ছিল বটে দরজীর দোকান,
অবাক ছাবা তোর বাবার বাবা,
বেটা আচ্ছা কাপ,,
দাঁড়া তোর ঘাড়ে মারি লাফ।

কুহ। মেরি বাপ ! ল্যাড়খা রে,—

আলা। নৃত্য-গীত
কেয়া ক'রে ফেল্লে ফেরে,
ক্যায়সে শালার হাত ছাড়াব।
ল্যাড়খা ব'লে ফ্যাডকা তোলে,
আজকে শালার ভূত ঝাড়াব।
এ কি রে আপশোষ থোড়া,
এল বুড়ো পোড়া নোড়া,
বাতে শালা মাৎ ক'রে দেয়,
যা থাকে আজ খুব চড়াব ॥

কুহ। ল্যাডখা রে—

আলা। আচ্ছা বাবা, আমি এ ধার দিয়ে যাচ্ছি।

কুহ। ল্যাডখা রে, থোড়াই আমি ছাড়চি, তোমার মুখ দেখেছি, নাক দেখেছি, দাঁত দেখেছি, তাইতে যাদু বেঁচে আছি। ল্যাডখা রে,—
তোর বাবা, মোর দাদা মর গিয়া রে।

আলা। ওরে শালা, আমি ত ফিরে যাচ্ছি, তবু শালা 'ল্যাডখা ল্যাড়খা' করিস্ কেন ?

কুহ। তোম্ আঁতে মেরা দাঁত বসায়া,
বাপধন সরিস্ কেন ? ল্যাডখা রে,—
তোর বাবা মোর দাদা মর গিয়া রে।

আলা। জুলুম কিয়া, জান গিয়া, কবর দিয়া রে—শালা কবর দিয়া রে।

কুহ। ল্যাডখা রে।

আলা। কেন অমন ক'চ্ছিস্ বল্ তো ? —(উপবেশন) কিন্তু বলা হ'লে আমায় ছেড়ে দিতে হবে। তোম্ হামারা জান্ ঘামায়া।

কুহ। তোর বাবা ছিল আমার ভায়া।

আলা। তা হামারা কেয়া ?

কুহ। তোর দাদি ছিল আমার দাদির নানি।

আলা। তোর মা আমার কপ্‌নি কানি।

কুহ। ইয়া ইন্‌সানি, দুটি চোখে পড়েছে ছানি, ওরে মেরি জানি, তোর

মুখখানি আমার দাদার উপর খোদার মেহেরবানি ; তাইতে তো তাড়াতাড়ি। তোর বাবা—মোর দাদা মর গিয়া রে। চল মেরি জানি, তোর হাত ধ'রে টানি, দেখি গিয়ে আমার দাদার সেইখানি, জুড়াব বাপ, শুনে দুটো মধুর বাণী ! ল্যাড়খা রে !—তাই বাপ হাত ধ'রে করি টানাটানি, ঘরে আয় মেরি বাপ, ঘরে চল—যাদুমণি !

আলা। (স্বগত) ক'ল্লে শালা বাড়াবাড়ি, বেটা মুচির ওপর পাজী—হাড়ী! নিয়ে যাই শালাকে বাড়ী। (প্রকাশ্যে) ওরে যদি বাড়ী নিয়ে যাই, ল্যাড়খা তো আর বল্‌বি নি ?

কুহ। না মেরি বাপ—ল্যাড়খা রে—

আলা। তুই একটা কি খুন-খারাপি করবি ?

কুহ। ল্যাড়খা রে—

আলা। ওরে গেলুম যে—ওরে বলি শোন্, বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি চল্,—ভাত গিল্‌বি গল্ গল্—আর কি চাস্ বল্ ?

কুহ। চল্ বাবা, ল্যাড়খা রে—

আলা। শালা রে ! চল্‌বে চল, চল্ তোর পায়ে পড়ি চল্।

কুহ। ল্যাড়খা রে—

আলা। ভাগ্যিস্ তুই শালা আমার বাবা হ'স্‌নে।

কুহ। ল্যাড়খা রে—

আলা। ও মা ! হি ঁয়া বড় লটখটি লাগা। শীগ্‌গির শুনে যা, শীগ্‌গির শুনে যা !

(আলাদিনের মাতার প্রবেশ।)

এ বুড্‌ঢা ব'লছে, ল্যাড়খা, ল্যাড়খা, তুই একে ভাগা, নইলে পাবি ভারি দাগা।

আলা-মা। তোম্ কোন্ হ্যায় গা ?

কুহ। আমার দাদা ছিল মোস্তাফা, এই টাকা নাও, আমায় চিন্‌বে সাফা।

আলা-মা। (টাকা লইয়া) তোফা, তোফা, তোফা !—তোর চাচাই বটে, তোর বাপ চ'র্‌ছিল মাঠে, তোর চাচা পাওয়া গেল ঘাটে, আমি চল্লুম হাটে ; তোরা বস্ গে যা ছাপর খাটে, খিচুড়ি পেকিয়ে খাওয়াব।

আলা। তোরে যমের বাড়ী যাওয়াব।
ভেড়ের ভেড়েকে তাড়িয়ে দে,
চাচা হয় তো সঙ্গে নে ;
এ বুড়ো বিষম ক্যাবেক্কা,
খালি বল্‌বে, 'ল্যাড়খা—ল্যাড়খা'।

কুহ। না বাপজান খোকা !
যদি তোর হয় ধোঁকা,
খানা পাকাগ তোর মা,
একটু সায়ের ক'রে আসি আয় না ;
এই কাছে কেমন আচ্ছা বাগিচে,
ফল পেড়ে আন্‌বি বেছে বেছে ;
জল্‌দি চলা আও, নয় তো 'ল্যাড়খা'
বোলেগা।

আলা। চল্ ব্যাটা চল্, পেয়েছিস্ আচ্ছা কল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

আলা-মা। সাবাস বক্ত,
টাকা পাওয়া গেল মোফ্‌ত।

গীত

জুটলো পথে দেওরা চমৎকার।
মুচ্‌কে হেসে কয় লো কথা,
বেওরা ঠাউরে ওঠা ভার ॥
সাঁচ্চা দেওর, নয় তো ঝুটো,
চোখ ঠেরে দেয় টাকার মুঠো,
নয় হেটো মেঠো ;—
মজা হয় এমনি দেওর
একটা দুটো মিল্লে আর ॥

(প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বনপথ

(আলাদিন ও কুহকীর প্রবেশ)

আলা। আরে বুড়ুয়া বাগিচা কাঁহা, জঙ্গলমে কাহে লে আয়া ?

কুহ। আঃ! ইয়া দেখ্ চিজ কেয়া কেয়া !

এখানকার মাটী যাবে হট্‌কে।
গর্ত্ত বেরুবে—
আর তুই চ'লে যাবি সট্‌কে।

আলা। আর আমার থাব্‌ড়ার চোটে,
তোর গাল যাবে ফাট্‌কে।

কুহ। শোন শোন যাদুমণি,
আমার দরকার কেলে প্রদীপখানি ;
মাটী ফাট্‌লে উলে যাবি,
কেলে প্রদীপটি এনে দিবি, বাস্।

আলা। লাগাতে পারি চড় ঠাস্।

কুহ। (মন্ত্র আওড়ান)
ভোঁ ভোঁ উল্টো গুটি, সোঁটা খুটি,
আটা কাটি দাঁতকপাটি,
উদাম চাটী, মলের মাটী,
কলসী কানা, ভূতের আঁটী !
ইহুম্ উহুম্ গড়াস্ গুহুম্,
দপাস্ হুম, হুম্‌না মাটী,
হড়াস হুম, হড়াস হুম,
হড় হড় হড—হট্‌না মাটী।

(মাটী কাটিয়া গহ্বরের প্রকাশ)

আলা। কেয়া হুয়া, কেয়া কুয়া, ওয়া ওয়া ওয়া, কেয়া হুয়া, কেয়া কুয়া, কাকুয়া কেয়া হুয়া, কেয়া কুয়া।

কুহ। বাপ রে, গট্ গট্ গোলে গুলে, যাওত উলে, পাঁচ পোয়াতির গু-মুত গুলে। হড় হড হড় গ'লে যাও, হাতের ভেটের আংটী নাও, ভিতরি যাবি, প্রদীপ নিবি বাপ, কেলে প্রদীপ আনবি ঠিক,—ফিরতি বেলা আসবি চলা। যব তক্ তোর কাম ঘটেগা, আংটী হাল্‌মে লাগা; দুপা দুপ উঠবে দানা, সব ঠিকানা কহা দিয়া বোলে, চল্ চল্—চল্‌বে উলে।

আলা। আমায় কচি খোকা পেলে, শালার বেটা শালে।

কুহ। ল্যাড়খা রে !—(যাদু-দণ্ড পরিচালন)

আলা। চল্‌বে শালে, হাম যাতা হ্যায় উলে।

(মন্ত্রমুগ্ধ আলাদিনের গহ্বর-মধ্যে প্রবেশ)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

গহ্বর-অভ্যন্তর

(আলাদিনের প্রবেশ এবং চতুর্দিকে সজ্জিত মণি-মুক্তা-রত্নাদি দর্শনে ফল ভ্রমে আনন্দ প্রকাশ)

আলা। নৃত্য-গীত

বাহবা বড়িয়া ক্যা কুয়া রে,
বাহবা বড়িয়া ক্যা কুয়া।
চম্‌কে হে চারি তরফ, হো হো হোহোইয়া।
খড়িয়া খড়িয়া ক্যা কুখা রে,
খড়িয়া খড়িয়া ক্যা কুয়া ?

বেকুব শালা আগাড়ি কাহে না বোলা,
তব্ কি ল্যাড়খা বাৎ হাম শুন্‌তা ?
শালা, নেলা খেলা আবে দাড়িয়া – ক্যা কুয়ারে।

আরে দাড়িয়া ক্যা কুয়া !
(চারিদিক দেখিতে দেখিতে)
কেয়া তোফা খোবানি আঙ্গুরদানা,
মুটো ভরা হ্যায় বেদানা,
মসলা গরম বাতাস নরম, আয় সব আয়।
ছাতিমে চড়িয়ারে।
ডালিম গাছ, ইলিস মাছ
হুস হাস গুস গাস,
কেয়া খুসী বুলবুলিয়া—ক্যা কুয়ারে।

(মণিমুক্তাদি সংগ্রহকরণ)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

(গহ্বর-সম্মুখের কুহকী জঙ্গল)

কুহ। মন্ মনুয়া, মন্ মনুয়া, মন্ মনুয়া রে—ল্যাড়খা রে!

আলা। (গহ্বর-মধ্য হইতে) শালা রে, হাম্ ফের নীচু চলা রে।

কুহ। আও মনুয়া হুপহুপিয়া—

আলা। (গহ্বর-মধ্য হইতে মুখ বাহির করিয়া) কিলকিলিয়া, কিলকিলিয়া—তুলিয়া লিয়া রে।

কুহ। প্রদীপ দে।

আলা। আগে তুলে নে।

কুহ। না, প্রদীপ দে।

আলা। না, তুলে নে।

কুহ। তবে এই গত্তর ভেতর থাক্,
আমি বুজিয়ে দিচ্ছি ফাঁক।

(মন্ত্র আওড়ানোর স্বরে) ভোঁ ভোঁ ফিরিতি শুটি, সোঁটা মুটি, আটা কাটি, দাঁতকপাটি, উদাম চাটী, মলের মাটী, কলসী কানা, ভূতের আঁটী। ইদুম উদুম—গড়াস্ গুদুম্, দপাস দুম, দুম্না মাটী,—হড়াস্ হুম্ হড়াস্ হুম, গট ফিরে গট, হটা মাটী।

(গহ্বরের মুখ বন্ধ হওন)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

গহ্বর-অভ্যন্তর
আলাদিন আসীন।

আলা। ল্যাড়খা বোলা, বাঞ্চৎ শালা জানে মার্‌লা রে। হাম্ কি জান্তা, এতদূর আন্‌তা, গেরো ধ'রলো রে। (অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ অঙ্গুরীয়টি আলাদিনের অজ্ঞাতে মাটীতে ঘষিয়া গেল।)

কালা জিনি ও পরীর প্রবেশ ও গীত

জিনি। কাহে তু এক্তামে বোলায়া রে,
দোনো মেলকে থোড়া শোতে রহা,
থোড়া কুচ নেশা কিয়া,
থোড়াসে জান ভালায়া,
আউর দেখা কি দো একঠো বাৎ বোল্‌তে রহা,
দেখো ভাই, হাম দোনো উঠকে আয়া।

আলা। হামারা পেট ফাঁপা, ওঠো বাপা,
কল্, কল্, কল্, গোঁ গোঁ গোঁ,
হাম্‌কো উঠায় লে যাও,
নাহি রহেগা, জানে মরেগা—
উঠাও, লে যাও, ভোঁ ভোঁ ভোঁ।

পুনঃ পুনঃ বলন ও অঙ্গভঙ্গী

হাম নাহি রহেঙ্গে হিঁয়া।

(আলাদিনকে পৃষ্ঠে লইয়া জিনির প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

আলাদিনের বাটী
মণিমুক্তাদি লইয়া আলাদিন ও তাহার মাতার প্রবেশ

আলা। দেখ্, মা দেখ্, কেয়া কেয়া চিজ পায়া।

আলা-মা। তোফা, তোফা, আরে কাঁহাসে পায়া?

গত

শোন্ রে মোর বাবা খোনা, ডালিম খা না,
আগে তুডি।
বলিস্ তো চুষি আঙ্গুর, মুখ গুড়াগুড়,
ওরে আমার দাঁতের নাড়ী॥
ওরে আমার ভাজ্‌না খোলা,
পুঁচ্‌কে পোলা,
তুই তা খুব কুড়ুর কুড়ুর কুডবি—
চাকুম চুকুম কুড়ি কুডি।
তুই আগে খাস্ নে বাবা,
খেয়ে ফেল্‌বি থাবা থাবা,
তা হ'লে হামকো তো মিল্‌বে থোড়ি॥

ফল মনে করিয়া জহরত মুখে দিয়া

ওরে আমার দাঁত গিয়া!

আলা। বেলকুল নেহি রহ।।

আলা-মা। ওরে, হাম কেয়া কিয়া ?

আলা। পাথর কাহে চিবায়া ?

আলা-মা। হাম ফেক্ দেয়।

আলা। তোমকো দেগা কবর মে।

আলা-মা। মৎ দেও গালি।

আলা। কুড়্ কুড়্ কি হাম কাটেগা,
শালীর বেটী শালী।

আলা-মা। ওরে কেয়া খাঙ্গারে ?

আলা। তাই বল্ না, কাহে এত্ না দাঙ্গা কিয়া রে ; আমি এ প্রদীপ নিয়ে বাজারে বেচি গিয়ে, শীগ্ গির বেটী নেয়ে নে, রান্না চড়াবি।

আলা-মা। দাঁড়া মেজে দি। (প্রদীপ গ্রহণ করিয়া,) আনিস থোড়েসে নাদার ঘি,
আনিস তুটো শশা,
আনিস পেয়ারা কসা,
আনিস এক জোড়া বালাওা মাতুর,
আনিস কদু, ডালনা ক'র্বো কতুর ;
আনিস সপ্, চাদর, তাকিয়ে,
বাবু ভেয়ে সব ব'সবে গিয়ে।
আন্বি হুঁকো, বৈঠক, জল-চৌকি,
নেটের বা গাজের মশারি।
যদি তুটো লঙ্কা-মরিচ আন্তে পারিস,
তোকে চালাক বল্‌বো ভারি,
আমার বড় দিল্ বাড়াবি।

প্রদীপ ঘর্ষণ করিবামাত্র জিনির প্রবেশ

জিনি। কুছ্ তো নেহি হুয়া, পিয়েগা যেত্তা পিয়া।

আলাদিনের মাতার ভয়ে মুর্চ্ছা

আলা। খাবার হাম্ আন্‌নে বো'ল্‌তা।

জিনি। সেলাম আলেকম্, হাম আবি চল্‌তা।

(প্রস্থান)

আলা। আরে তু উঠনা, মেড়িয়া টুটনা--
কাহে জবরদস্তি কিয়া তুটো ঠোঁটে ?

(জিনির পুনঃ প্রবেশ ও খাদ্যাদি রাখিয়া প্রস্থান।)

তৈয়ারি খানা, উঠ্ কে খা না,
কিছু তো শুনবে না কালা মে'টে।

আলা-মা। (মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া)
আরে হাম্‌কো দেনা, কাঁহা খানা ?

আলা। মা ! তুই ও ঘরে গিয়ে খা,
আমি এগুলো বাজারে নিয়ে যাই,
দেখি যদি বেচে কিছু পাই।

(মণিমুক্তাদি লইয়া প্রস্থান।)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

আলাদিন ও ইহুদির প্রবেশ

ইহুদি। (স্বগত) ইয়া তো জহরৎ হ্যায়, দেখে, ঠকলানে সেকে তো বড়া বক্ত্। (প্রকাশ্যে) বেচোগে ?

আলা। দো টাকা।

ইহুদি। নেহি, এক। (স্বগত) তব্ হি হোতা পোঁকা। আচ্ছা, লে লে এক।

আলা। ক্যায়সা মাল দেখ।

ইহুদি। লে, লে, চলা যা—(টাকা দেওন) সওদা আজ ক্যায়সা হুয়া ?

গীত

দেল্ কি চাওন নেহি চিনে,
ক্যায়সে উঠায়ে এ তুনিয়াদারি।
উসিকো বেকুব মানা,
চিজকো নেহি পয়চানা, ক্যা গুণাগারি।
কই কুছ নেসা পিয়া, রেণ্ডী কো জান দিয়া,
ঘুমে হে ফরাক্ কামে,
জুদা কুছ কাম হামারি ॥

(প্রস্থান।)

স্নান করিবার বেশে বাদসা-কন্যা ও সখীগণের প্রবেশ

সখীগণ। গীত

জান্‌সে আঙ্গ্ তুলাবো হেলা খেলা জল্‌মে।
ঢুলু ঢুলু চাহেগা, কব্ বি নাহেগা
ঘোম্‌টা টান রহি ছলমে ॥

উঠেগা ফের পড়েগা,
আড়িয়া আঙ্গ্ জোড়েগা,
আঁচোরা গির পড়েগা,
ফের পড়েগা পলায়ে ॥

(বাদ্‌সা-কন্যা ও সখীগণের প্রস্থান।)

আলা। যা থাকে কপালে,
যদি উল্‌তে হয় পেঁড়োর খালে,
তাও স্বীকার,
তবু বেটীকে বে ক'র্‌বই ক'র্‌বো।
না পারি তো দাঁত মেলিয়ে মর্‌বই
মর্‌বো।
আহা! ও যদি বলে—ধর্‌বোই ধর্‌বো।

আলাদিনের মাতার প্রবেশ

মা! তুই জলদি ক'রে বাড়ী যা,
ওই বাদ্‌সা-বেটীকো হাম করেগা বিয়া।
আমার মাথার কিরে,
নিয়ে ভালা ভালা হীরে,
বাদ্‌সাকে নজর লাগা।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

বাদ্‌সাহ, উজীর, পারিষদগণ এবং আলাদিনের মাতা

বাদ্। উজীর! তোমার ল্যাড়্‌খাকে
লে আও,
আজ হামারা বেটীকো সাদি দেগা,
আইবুড়ো আর নেই রাখে গা।
উজীর। বাঃ—বাঃ—বাঃ!
বাদ। তোম কাহে দরবার মে খাড়া
রহেতা?
আলা-মা। কুছ্ মৎলব মে আতা
যাতা।
দেখছো আমার টেনা পরা,
আমার মুক্তো আছে বাইশ সরা,
এক একটা যেন পায়রার ডিম।
হীরে আছে দুশো হাঁড়ি,
আর চুণি বত্রিশ কাঁড়ি,
তার কাছে তোমার গায়ে যা জহরত
আছে,
দেখছি ক'রবে টিমটিম।
আমার ল্যাড়্‌খা দেখে নাও,
যদি বেটীর বে দাও, তো সবগুলি পাও,
এখন নাও বল, চ'লে যাব কি থাক্‌বো?
তোমার বেটীকে খুব যত্ন ক'রে রাখবো।
সকলে। বাউবা হ্যায়, বাউবা হ্যায়।
আলা-মা। ও মা, এ কি দায়!
যদি কেউ দেখ্‌তে চায়, তো দেখাতে
পারি,
আমার ভারী দাঁড়িয়ে আছে সারি
সারি।
এই নমুনা নাও। (রত্নাদি প্রদান)
বাদ্। আরে জল্‌দি জল্‌দি যাও,
আরে লে আও লে আও; বেটীকো সাদি
দেগা, যেত্তা হ্যায়—হাম সব লেগা।
আলা-মা। এ তো ঠিক বাত।
বাদ্। আরে হাঁ হাঁ হাঁ, তোম জহরৎ,
লে আও সাথ।
আলা-মা। বস্—কিস্তিমাৎ।

(প্রস্থান।)

উজীর। বাদসানন্দ, শুনে জনাবের
বাত,—
আমার ভাঙ্‌লো আঁত।
বাত থা—বেটীকো বে দেগা
হামারা ল্যাড়্‌খা কা সাথ্।
হায় হায় আমার বক্ষে হলো বজ্রাঘাত!
বাদ্। ঘাবড়াও মৎ,—
সাদি দেগা তোমারা ল্যাড়্‌খাকো সাথ্,
(স্বগত) জহরৎ লেকে নিকাল দেগা,
মারকে লাথ

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কলুর দোকানের-সম্মুখস্থ পথ

দোকানে কলু উপবিষ্ট, আলাদিনের মাতার প্রবেশ

আলা-মা। গীত

বেলা যায় সন্ধ্যা হ'লো,
তেল-পলা দে কলুর পোলা।
বেটা কা সাদি দেগা,—
রাজা কা বে'ন বনে গা,
তেল কভি তুই দিস্ নে ঘোলা॥
এৎনা বড় মস্ত দানা,
কেৎনা দিয়া সোণা-দানা,
কুছ্ তার নেই ঠিকানা;
ঝুট্ না কহে সাচ্ তো বোলা॥
নজর দিয়া কেয়া কেয়া—

অঙ্গভঙ্গী করিয়া সুরে নানাবিধ দ্রব্যের নামকরণ

হীরামতি খেজুর আঁতি,
দেখ্‌কে রাজা পছন্দ কিয়া,
বোলা হ্যায় দেগা বিয়া
আজো রাজার ঝরৃতা নোলা।

কলু। গীত লাগাস্‌নে লট্‌খটি,
তেল লিবি তো লে বেটি,
চেয়ে ওই দেখ পেছনে,
আসতেছে গন্‌গনে,
উজীরের সখের ছেলে,
মারবে ঝাঁটা তোর কপালে।

সমারোহ করিয়া বরবেশী উজীর-পুত্র এবং বরযাত্রিগণের প্রবেশ

আলা। (প্রবেশ করিয়া) ওরে মা রে, ভাই রে—
মরমে হাম তো ম'রে যাই রে!

আলা-মা। গালে হাত দে ভাবছি বেটা
ভাই রে!—(বসিয়া পড়িল)

বরযাত্রিগণ। (আলাদিনের মাতাকে ভঙ্গীসহ উপহাস করিয়া) এত্তা নজর দিয়া,
কি হ'লো—ফাঁক্‌মে গিয়া।

আলাদিনের বাটী

আলাদিনের অঙ্গুরীয় ঘর্ষণ ও জিনির প্রবেশ

জিনি। গীত

হরঘড়ি বোলাতে আপনি।
নেই খানা পিনা কিয়া নিদ গিয়াজানি॥
রাৎকো ঘুরে, দিন্‌কো নিদ্‌মে গিরে,
কভি মুঝ্ পর নেহি করে মেহেরবানি॥

আলা। গীত

হামকোবি উসি মাফিক কপাল ভাঙ্গা,
তোম্‌জলদি হাতমে লেওহ্যাঁতালঠেঙ্গা।
কেয়া, কেয়া কিয়া জহরৎ দিয়া,
হামকো সাদি দেগা—এ বাত হুয়া;
কাঁহা কা উজীরপোলা, আয়া শালা,
মেরা বকৃতে লাগায় দিয়া চাঁপা কলা।
আভি নেশামে পড়া হ্যায় উল্‌টে ঘোড়া।

জিনির প্রতি

জলদি বাবা দৌড় যাও,
শালাশালীকো এধার লে আও।

জিনি। তোম থোড়া চুপকে বৈঠা রও।

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে) আলা-মা। আরে ফাঁকি দিয়া, শুনে যাও।

আলা। চুপ বে বেটি, বৈঠা রও।

বরবেশী উজীর-পুত্র ও বাদ্‌সা-কন্যাকে লইয়া জিনির পুনঃ প্রবেশ

লে আয়া,—আচ্ছা কিয়া,
কি বাৎ আর বোলবো তোরে।
ব্যাটাকে নে যা ধ'রে পগার পারে,
দড়া-দড়ী বেঁধে জোরে।

(উজীর-পুত্রকে লইয়া জিনির প্রস্থান)

(বাদ্‌সা-কন্যার প্রতি) জানি—তু মেহেরবানি কর জেরা।
দোসরা কো করকে সাদি,

হাম্‌কো কাহে জানে মারা ?
বাদ্‌সা-কন্যা। ছোড় দেও হামকো তুমি,
হামার তো দোসরা স্বামী,
নই আমি শামী বামী,
জবরদস্তি কাহে করা ?
ছেড়ে দাও, হাম চ'লে যায়,
বেহায়া, কেয়া বাৎ হ্যায় ,—
কি জন্য তোম হাত ধরা ?
আলা। Because তোমার জন্যে যাতা হ্যায় মারা।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

উজীরের-কক্ষ—উজীর ও উজীর পুত্র

উজীর-পুত্র। বাপ্‌, বাপ্‌,—খেয়ে তুড়ি লাফ,
দুপ্‌, দাপ্‌, গাড পেরিয়ে পড়ি,
আমার গলায় দড়ি,
রোজ রাত্তিরে খাট শুদ্ধ উড়ি,
ভেবে ভেবে পেটে হ'লো ছড়ি
দিয়ে পাঁচটা কাণা কড়ি,
বাদ্‌সা-কন্যাকে বেচে আসি।
উজীর। আরে কিরে, কিরে, কিরে?
উজীর-পুত্র। আমার দফা দিয়েছে সেরে,
বে ক'রে পড়েছি বিষম ফেরে,
রোজ রাত্তিরে আমায় জিনিতে ঘেরে।
উজীর। আরে সে কিরে, সে কিরে?
উজীর-পুত্র। আর সে কিরে, উধাও ওড়ালে,
কান ধ'রে আমায় তাড়ালে,
ঠায় সারা-রাত এক টেরে,—
পড়েছি গেরোর ফেরে,
বাদসার মেয়ে বে ক'রে।

বাদসাহের প্রবেশ

বাদ্‌। আরে কেয়া হ্যায় ?
উজীর-পুত্র। কেয়া হ্যায়, কি আর হ্যায়,
রোজ রাত্তিরে নিয়ে যায়,—
তোমার মেয়ে সমেত,—
তার পর কি হয় তার
তার ঠেঙে বোঝ কইফেৎ।
আমি ব্যাটা কেঁদুয়া কেঁদুয়া হ'য়ে
এক কোণে প'ড়ে থাকি।
উজীর। তোরে জিনিতে নে যায় নাকি ?
উজীর-পুত্র। নাকি ?—
রোজ রেতে বাপ্‌, বাপ্‌, ডাকি।
বাবা, যেন হুমোপাখী,
রাত দুপুরে আস্‌মান দে আনা-গোনা।

আলাদিনের মাতার প্রবেশ

আলা-মা। নে যাবে না ?
এত্তা দিয়া সোণাদানা,
ফেরাবি কারখানা,
হামরা ল্যাড়খার সাথে সাদি দিলে না!
বাদ্‌। উজীর! কি করি ?
উজীর। আমি তো সরি,
যে ব্যাপার শুন্‌চি, খামোকা কেন
জিনির হাতে মরি ?
উজীর-পুত্র। বাবা! তোমার পায়ে ধরি,
তুমি দাও শালা,
বাদ্‌সার মেয়ে বে করুক আর এক শালা,
যে উড়তে চায়,
যার এসে যাবে না জিনির ঠোনায়,
যার কড়া জান বেজায়।
উজীর। জাঁহাপনা!
এ মাগীর সঙ্গে বাড়াবাড়ি ভাল দেখায় না,
আরও কিছু নিয়ে নিন মাল-খাজনা ;
ওর ব্যাটার সঙ্গে মেয়ের নিকে দিন .
জিনির উপদ্রব তো ভাল না!

বাদ্। কি মাল-খাজনা নেব—বল না বল না ?

উজীর। ওরে মাগী, তোর কপাল জোর, লে আও আউর নজর।

বাদ্। হীরে আন একঘর,
আর ছত্রিশ গাড়ী আন সাঁচ্চা জহর,
সোণা পারিস যত তাল,
আর খাঁটি রূপো কেবল ঢাল।

আলা-মা। হাম তো ওহি চাহাতা,
দেও সাদি—আবি যাতা।

বাদ্। আও।

উজীর। (পুত্রের প্রতি) বাবা মেরা, যাও।

(সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

আলাদিনের বাটীর সম্মুখ

কুহকী ও দাসীর প্রবেশ

কুহ। কোন দিকেই কসুর নাই,
হয়েছেন বাদসার জামাই।
ল্যাড়খা রে !
তোর কিছু হয়নি ধোঁকা,
আমায় তুই পেলি বোকা ?
আমার গুষ্টির ছ্যাড়খা রে !
তোরে আমি সাবাস বাতাই,
তোর তো আচ্ছা সাফাই ;
কল্লে উজীর-পোলা বাপাই বাপাই,
বাদসার জামাই হয়েছো তাই,
প্রদীপ পেয়ে ল্যাড়খা রে,
আমার গুষ্টির ছ্যাড়খা রে,
ল্যাড়খা রে—
তোর বাবা মোর শালা মর্, গিয়া রে

গীত

টুটা ফুটা প্রদীপ বদ্‌লে লে রে,
ছোঁচা বোঁচা মুচ্‌নী মাগীর বে রে,
কেলে ধেলে লে বদ্‌লে লে,
ওঁচলা-মুখীটে রে।
টুটা ফেলে গোটা মেলে,
আও আও আও আও,
লেও লেও লেও লেও লে রে ॥

দাসী। গীত

মিন্‌সে মজার কথা তুলেছে।
টুটা ফেলে গোটা মেলে,
তোর ভোজকানিতে ভোলে কে ?
মেরি জান নয়ন বাঁকা,
কথা কন আঁকা বাঁকা,
নাড়ি নে ঘুরিয়ে শাকা
তোর মুখেতে মুলে রে ॥

কুহ। দেখা টোটা, পাবি গোটা,
পরখ্ ক'রে দেখ না এখন।

দাসী। ম'রে যাই সকের বুড়ো,
ন্যাকামো কি যেমন তেমন।

কুহ। দেখা না ?

দাসী। আমি তো ন্যাকা না।

কুহ। ছুঁড়ী তো ফচ্‌কে ভারি।

দাসী। ম'চকে এত জারি।

কুহ। দোহাই খোদার, দেখা লো—দেখা লো ?

দাসী। আ মোলো—আ মোলো।

কুহ। দেখ প্রদীপ নয়—ধুচুনি কুলো,
মুখটি হুলো,
আঁতে মোশের মাতি ধরে।
তোতে মোর মন মজেছে,
নইলে দিতে চাই কি যারে তারে।

দাসী তবে দাঁড়া।

(প্রস্থান।)

কুহ। আমি আছি খাড়া,
দেখাবো তোর সোণা রূপো
দেখাবো তোর বাড়ী নাড়া।

দাসী। (প্রবেশানন্তর) আজকে
মোর কপাল ফিরেছে।

(প্রদীপ বদলাইয়া প্রস্থান।)

কুহ। তোর উপরও আছি এঁচে।

প্রদীপ ঘর্ষণ ও জিনির প্রবেশ

জিনি। গীত

উঠাতা বহুত খবরদারি।
হুজুর মে হাজির হোঁ
মেরা দম্ ছুটতে ভারি ॥
থোড়া কুছ্ সুস্থ হুযা,
নেশা হাম নাহি পিয়া,
কেয়া জানে ক্যায়সে বেমারি ॥

কুহ। এ হাবেলি উঠায়কে রাখবি
কাফ্রির দেশে গে।

(প্রস্থান)

জিনি। মায় চাল্‌তা হ্যায়,
নাহি কিয়া গুণাগারি।

(বাড়ী উঠাইয়া লইয়া জিনির প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

নদী-তীর

আলাদিনের প্রবেশ

আলা। আর কোথায় যাব,
বাদ্‌সা-কন্যার বাড়ী কোথায় পাব?
এই জলে ঝাঁপ দিয়ে
গোটা দুই খাবি খাবো,
বল না, আর কোথায় যাব?
মরি, জলে ডুবেই মরি,
কি উপায় আছে, কি করি?
বাদ্‌সার কাছে দু'মাস মেয়াদ নিয়েছি।
মেয়াদ তো আজ ফুরুলো,
আমারও দিন গুড়ুলো;
এই দেখ না,
বাদ্‌সা দেখতে পেলে নেবে গর্দ্দানা,
কিছু তো ঠিকানা হলো না।
বল্‌বে—'আরে ছাড়িসনি, ব্যাটা যাদুকর,
দু-শালায় চেপে ধর,
আর মার কোপ।'
কাজ কি জবরদস্তি,
কাজ কি কুস্তি,
স্বস্থি হয়ে জলে গিয়ে শুই।
আঃ—পেলুম আচ্ছা ঘা,
আর গায়ে লাগবে না হাওয়া,
আর দেখবো না চাঁদ-সুয্যির রোশনাই,
জলে ডুবে খাবি খাই।

(অঙ্গুরীয় ঘর্ষণ করিয়া)

আরে আরে তোম আও তো ভাই,
তোম আও তো ভাই।

জিনির প্রবেশ

জিনি। গীত

নেই খাতির লেতা ক্যায়সা দোস্তি।
কুছ্ ফের পড়া নেই হুয়া স্বস্তি ॥
নিদ আয় জেরা ঝুম ঝুম ঝুম,
তোম মাচায়া ধুম,
উঠকে চলা ম্যায় হুম হুম হুম,
নেশে মে জানি হ্যায় মস্তি।

আলা। মোকান মেরে কাঁহা গিয়া?
জিনি। কাফের শালা উড়ায় দিয়া।
আলা। তোম সব লেতে আও।
জিনি। হাম্‌সে নেহি বনেগা,—
তোম দোসরা কাম বাতাও।
আলা। কাহে স্বস্তি?
জিনি। আবে মৎ কর জবরদস্তি।
ওস্‌কা সাথ্ হ্যায় জিনি বড়া মস্তি,
লাগেগা কুস্তি,
হাম সেকেগা নেই,
তোম্‌কো বাতাই;
কই ফিকিরসে
ওই চেরাকঠো লে লেও,—
তব যেত্তা দেও তোমরা হো যাগা,
তোম্‌কো জানেগা,

তোম্‌কো মানেগা,
ও কাফেরকা নেই বাত শুনেগা।
তোম্‌কো হাম লে যাতা,
যাঁহা তোম্‌রা মোকানকা মিলেগা
পাত্তা।

আলা। তবে লে চল।

জিনি। আরে এ বাৎ বোলো।

(আলাদিনকে পৃষ্ঠে লইয়া জিনির প্রস্থান।)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

স্থানান্তরে আলাদিনের বাটী
বাদ্‌সা-কন্যা ও আলাদিনের প্রবেশ

বাদ্‌সা-কন্যা। বলি, বল কি ?

আলা। শুনে যা নেকি,
শুন্‌ছিস তো আংটি ঘ'ষে,
হাম্‌দো মাম্‌দো উঠলো ঠেসে,
এল এক দিক্‌-ধেড়েঙ্গা,
বল্লে 'হাম লে যাঙ্গা।'
এই না তার কাঁধে চেপে,
এলেম সাগর মেপে,
সাম্‌নে বালির তুফান,
লাগলো প্রাণে হাঁপান,
তার পরে পেলেম মোকান।
এখন বল্‌ দেখি কি করি উপায় ?
যাতে বেটা যায় গোল্লায়।

বাদ্‌সা-কন্যা। (স্বগত) করি সব দিক্‌ বজায়।
(প্রকাশ্যে) ব্যাটা এই সময়ে সরাপ খায়।

আলা। দিগে যা যত চায়,
তার পর পায় পায় আমার এসে
খবর দিবি,
পিদীপটে কোথায় রাখে।
ব'লে দিই তোরে,
বাড়ী ওড়াব পিদীপের জোরে,
[illegible]রে পিদীপটা হাত ক'রবি,
আর না পারিস্‌,
আমিও ম'রবো তুইও ম'র্‌বি,
আর যদি পারিস্‌,—
তা হ'লে ছিঁড়ি শালার দাড়ি ক'টা,
আর লাথি মারি গোটা গোটা,
আর লেলিয়ে দিই জিনি ক'টা,
রোজ লাগায় বিশ সোঁটা।

বাদ্‌সা-কন্যা। তবে আমি যাই।

[বাদ্‌সা-কন্যার প্রস্থান।

আলা। আমি দাঁড়াই ;
শালাকে একবার পাই—
তো আচ্ছা বাগাই,
খেতে দিই উনুনের ছাই,
তবে—নাই-খাই।

বাদ্‌সা-কন্যার পুনঃ প্রবেশ

বাদ্‌সা-কন্যা। এখন নেশা খুব ধ'রেছে।

আলা। এইবার শালা ম'রেছে।
খুলে দে দোর।
বুঝবো বুজরুকি তোর।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

দর-দালান

কুহকীকে বন্ধন করিয়া জিনিদ্বয় ও পরীগণ
সকলের নৃত্য-গীত

সকলে। (সমস্বরে)—
মুচকি হাসকে চল,
ঘুঙরা রুণু ঝুনু বোলে।
আঁখিয়া ঢুলু ঢুলু, তারা রা অঙ্গ
ঢুলে॥

পিয়ালা ভর তোমারি
দেল্‌মে চেক্‌না ভারি,
সামারো, মৎ গিরো ভাই—
কমিনা এ জমিনা দোলে॥

যবনিকা পতন

রাণা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধ এবং শেষ পর্য্যন্ত সন্ধি প্রস্তাব। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে, যদিও "আনন্দ রহো" নাটকটি রচিত কিন্তু অনেকগুলি কাল্পনিক চরিত্রও এই নাটকে চিত্রিত করা হয়েছে। এই নাটকটিকে ঠিক ঐতিহাসিক নাটক আখ্যা দেওয়া যায় না। এই নাটকের প্রধান চরিত্র বেতাল। নাটকের এক জায়গায় সংলাপের মাধ্যমে বলা হয়েছে—"যেখানে সেখানে একটা বেতালা কথা কয়ে ফেলে—তাই ওর নাম বেতাল।" এই বেতাল চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের এক অপরূপ সৃষ্টি! বেতালের কাছে সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ কিছুই নেই। সর্ব্ব অবস্থাতেই সে বলে—"আনন্দ রহো।" বেতালের এই উক্তিকে উপলক্ষ্য করেই নাটকের নামকরণ করা হয়েছে—"আনন্দরহো।" এই নাটকের গানগুলি সে যুগে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। "নেচে নেচে আয় মা শ্যামা" গানটি বর্ত্তমান কালেও ভিখারীদের মুখে শোনা যায়।

আনন্দরহো

[ঐতিহাসিক নাটক]

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

॥ প্রথম অভিনয় ॥

শনিবার, ইং ২১শে মে, ১৮৮১, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ সাল।

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ ॥

বেতাল—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, আকবর ও রাণাপ্রতাপ—অমৃতলাল মিত্র, সেলিম—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), মানসিংহ—অমৃতলাল বসু, ভামশা—মতিলাল সুর, মহিষী—ক্ষেত্রমণি, লহনা—বিনোদিনী, যমুনা—কাদম্বিনী।

পুরুষ-চরিত্র

আকবরসাহ—দিল্লীর সম্রাট। রাণা প্রতাপ—উদয় পুরের রাণা। সেলিম—আকবরের পুত্র। মানসিংহ—আকবরের সেনাপতি। নারায়ণসিংহ—মৃত ঝাল্লার সর্দ্দারের পুত্র।। ভাম্শা—রাণা প্রতাপের মন্ত্রী। আকবর সাহের মন্ত্রী। বেতাল।

ওমরাহগণ, নায়কগণ, সভাসদগণ, দূত, খঞ্জ, মল্ল, সেনানায়কদ্বয়, কোতোয়াল, গুপ্তচর, রাজপুত ও মুসলমানগণ, সৈন্যগণ, প্রহরীগণ, প্রজাগণ, বালক, ঘাতক, রক্ষকদ্বয়, অনুচর, ভৃত্য ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

মহিষী—(রাণা প্রতাপের)। লহনা—মানসিংহের কন্যা। যমুনা, কামুন—মানসিংহের ভাগিনেয়ী।

সখীগণ ইত্যাদি

সংযোগস্থল—দিল্লী ও আরাবল্লী পর্ব্বত।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বন-মধ্যস্থ পথ
(অদূরে কুঞ্জ-সংলগ্ন কালী মন্দির)
আকবর ও মানসিংহ

আক। রাজ-করও তো আবশ্যক।

মান। সত্য; কিন্তু যে দীন প্রজা, তীর্থদর্শনে মানস ক'রবে, এই কর যে তার সুমতির প্রতিরোধক হবে, তার সন্দেহ নাই।

আক। তীর্থযাত্রীর কর এক পয়সা মাত্র, মহারাজ কি মনে করেন, এক পয়সা সুমতির প্রতিরোধ করে?

মান। জাঁহাপনা, তথাপি সে সুমতি—

(নেপথ্যে) আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!

আক। এমন দীন প্রজাও কি দিল্লীতে আছে?

মান। জাঁহাপনা, ইহা অপেক্ষাও দীন প্রজা দিল্লীতে আছে।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। যদি আপনাকে আমি বিলক্ষণ-রূপ না জানতেম, আপনাকে মিথ্যাবাদী ব'লতেম। আমার সন্দেহ, ক্ষমা করুন, আপনি কি যথার্থই জেনে ব'লছেন যে, এরূপ দীন প্রজা দিল্লীতে আছে? বিশেষ তত্ত্ব নিয়েছিলেন কি?

মান। বিশেষ তত্ত্ব না নিলে এক পয়সার কথা জাঁহাপনার সম্মুখে নিবেদন ক'রতে সমর্থ হ'তেম না।

আক। ওঃ!

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!

আক। মহারাজ, আপনার বাহুবলে আমি দিল্লীশ্বর। আপনার দেবতুল্য বাক্যে আজ জানলেম, আমি দিল্লীর ঈশ্বর—বলে, প্রজার প্রেমে নয়। আমি ভোজনান্তে সুখশয্যায় শয়ন ক'রে মনে ক'রতেম যে, আমার রাজ-নিয়মে প্রজাগণ সকলেই সুখী, অতএব কিঞ্চিৎ বিরামে হানি নাই, কিন্তু অদ্য আমার ধারণা হ'লো যে, অন্য বিষয় জানি না-জানি, প্রজার বিষয় জানিনা, এ কথা নিশ্চয়।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!

আক। মহারাজ, প্রজাদের অন্য কি অভাব ব'লতে পারেন?

মান। জাঁহাপনা, আমি সেনাপতি মাত্র, তবে আমি হিন্দু, এই নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ হিন্দুর অভাব ব'লতে পারি। কিন্তু দীনতার অভাব সম্বন্ধে দীন ব্যক্তি প্রকৃত উপদেষ্টা।

[বেতালের প্রবেশ]

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!

মান। কিরে বেতাল, তুই এখানে যে?

বেতাল। দেখচি।

আক। মহারাজ, ওর নাম কি ব'ল্লেন?

মান। বেতাল।

আক। এ ত বড় আশ্চর্য্য নাম—এমন নাম তো কখন শুনিনি।

বেতাল। ঢের শুনেছ—ভুলে গেছ। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!

মান। ওর নাম কি তা জানিনা, যেখানে সেখানে একটা বেতালা কথা ক'য়ে ফেলে, তাই ওর নাম বেতাল।

আক। ওহে বাপু আনন্দ রহো! মুসলমানের রাজ্যে কেমন আছ ব'লতে পার?

বেতাল। রাজারাজড়ার কথাতে

আমি থাকিনি বাবা। একটা পয়সা দাও, গাঁজা খাই।

মান। তোমার একটা পয়সার সংস্থান নাই, তুমি ব'লচো 'আনন্দ রহো'?

বেতাল। একটান হ'লেই 'আনন্দ রহো'।

(বাদ্‌সাহের একটি মোহর প্রদান)

পয়সা কই—এতে গাঁজা দেবে?

মান। দেবে।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো! (গমনোদ্যত)

মান। জাঁহাপনা! দেখুন মুদ্রা চেনে না, এমন দীন প্রজাও আছে।

আক। অদ্যই আমি যাত্রী-কর নিবারণ ক'রবো। আনন্দ রহো, গেলে নাকি?

বেতাল। পয়সা খুঁজে পেয়েচিস না কি? এই নে। (মোহর দিতে উদ্যত)

আক। না, আমি অন্য কথা ব'লচি।

বেতাল। ওঃ!

আক। তোমরা সুখে আছ না দুঃখে আছ?

বেতাল। একটা পয়সার সঙ্গে খোঁজ নেই, বেটার লম্বা চওড়া কথা দেখ না! না—তোর ফিরে নে। (মোহর ফেলিয়া দেওন) আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(প্রস্থান)

মান। বেতাল দেখ্‌লেন?

আক। রাণা প্রতাপ এখন কি অবস্থায় আছেন, ব'লতে পারেন?

মান। রাণা প্রতাপ কি অবস্থায় আছেন, আমি বিশেষ অবগত নই। জাঁহাপনা, দীন প্রজাদের কথা হ'চ্ছিল।

আক। আমিও প্রজার কথা তুলেছি।

মান। জাঁহাপনা, রাণা বিদ্রোহী।

আক। মহারাজ! প্রজার অধিক আর কিছু পরিচয় দিলেন না। আপনি যাকে দীন বলেন, সে আপনার সম্মুখেই আমাকে তাচ্ছিল্য করে,—এক পয়সার প্রার্থী, মোহর দিলেম, ফিরিয়ে দিলে। আর রাণা কিছুই প্রার্থনা করে না, কেবল আপনার সম্পত্তি ভোগ ক'রতে চায়; আমার বল আছে, বলপূর্ব্বক সেই সম্পত্তি হ'তে তাকে আমি বঞ্চিত ক'রবো।

মান। রাণা দাম্ভিক।

আক। অথচ আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে দুর্ব্বল। প্রজা সম্বন্ধে কিছুই জানি না, আজ আমার ধারণা হ'য়েছে; নতুবা ব'লতেম—রাণা একজন দীন প্রজা।

(নেপথ্যে) আনন্দরহো! আনন্দরহো!!

মান। বেতাল বেটা।

(উভয়ের প্রস্থান)

(নারায়ণসিংহ, লহনা, যমুনা, কাসুন ও সখীগণের প্রবেশ)

লহনা। নারায়ণসিংহ, আর কতদূর যেতে হবে?

নারা। নিকটেই।

লহনা আর কত দূর?

নারা দেখতে পাচ্ছনা, ঐ কুঞ্জের আড়ালে।

লহনা উঃ—কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি!

নারা। আহা, প্রতিমা যেন হাসছে! এ কল্পতরু-পদে সচন্দন রক্তজবা দিলে যে মনস্কামনা পূর্ণ হবে, তার আশ্চর্য্য কি! গুরুদেব, যথার্থই ব'লেছ, আহা! এমন ঠাম কখন' দেখিনি।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো!—আনন্দ রহো!!

নারা। লহনা, যাও, দেবী পূজা কর—মনের মানস ব্রহ্মময়ীকে জানাও।

লহনা। যমুনা, কেবল জবাই দিলে

পূজা ক'রতে, অমন গোলাপগুলি দাওনি ?

নারা। (যমুনার প্রতি) তুমি ফুল রাখ্‌লে না ?

যমুনা। আমি একটি রেখেছি ; রাজকন্যা যে নিলেন, তাঁর সাজাতে সাধ হ'য়েছে।

নারা। ভাই, এ বনে ফুলের অভাব কি ?—এই দিকে এস, যত ফুল নেবে এস, ভাল ভাল পদ্ম ফুটে র'য়েছে, তোমরা সকলেই এস, যার যত ইচ্ছা ফুল নেবে এস।

(লহনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

লহনা। মাগো! আমার দুরাশা কি পূর্ণ হবে ? সতীত্ব নারীর পরম ধর্ম্ম, যেন মনে থাকে মা! যদি মনস্থির না ক'রতে পারি, ইহকালও যাবে—পরকালও যাবে।

(নেপথ্যে গীত)

ছায়ানট—খেমটা

তুলেনে রাঙ্গা কমল, রাঙ্গা পায়ে সাজবে ভালো।
ফুল ত্বরা পূজবো তারা, থাকবে না আর মনের কালো॥
নাচ্‌বে শ্যামা হৃদ্‌কমলে, ধোব চরণ নয়ন-জলে,
দিন ভ'রে ডাকবো, ওমা, মায়ের রূপে জগৎ আলো॥

(নারায়ণসিংহের প্রবেশ)

লহনা। তোমরা আমাকে একলা রেখে কোথায় গিয়েছিলে ?

(সখীগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(তুলেনে রাঙ্গা কমল ইত্যাদি)

ভাই, পূজা ক'রতে এসে এখন গান কেন ? পূজা ক'রে নাও, শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী চল।

(সখীগণের পূজা করিতে গমন)

(নারায়ণসিংহের প্রতি) পদ্ম ফুল দে বুঝি আমার পূজা ক'রতে সাধ যায় না ?

নারা। পূজা করুন না—আরও ভাল ভাল পদ্ম র'য়েছে, ওরা তো সব তুলতে পারলে না, আমি এনে দিচ্চি।

যমুনা। এই যে রাজকন্যা, আমার কাছে অনেক আছে।

কাঙ্গন। (একটি ছোট ফুল লইয়া) আমি কিন্তু ফুলটি দেবো না।

লহনা। কুঁড়িতেই এত মায়া, না জানি ফুটলে কি ক'রতিস ?

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!

লহনা। (নারায়ণের প্রতি) ও মিন্‌সে কে ? ওকে ডাক্‌তে পার, কত আনন্দ দেখি।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!

নারা। ভাল বাপু, তুমি 'আনন্দ রহো' বল কেন ?

বেতাল। আরে সে মজার কথা—আমায় একজন শিখিয়ে দিয়েছে। গাঁজা খাইনি—পেট দম্‌সম্। আর এই রোদ তো জান—জিভ্ শুকিয়ে গেছে—মাঠের মাঝখানে প'ড়ে আছি, আর বেটা এলো।

নারা। এলো কে ?

বেতাল। আরে তোফা একেবারে পাতি বেছে গাঁজাটি সেজেছে! গন্ধ পেয়ে উঠে ব'সে দেখি, আমার পাশেই ব'সে! দপ্ ক'রে ক'লকে জ্ব'লেছে। আমার হাতে দিলে, ক'সে দম। —ভরপুর নেশা! আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !! তেমনটি হয় না ; আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে—"চুপ—আস্তে")

লহনা। ওমা, কে করে 'চুপ'!

কাহ্নন। রাজকুমারী বাতাসে বাতাসে শিউরে উঠ্‌ছে।

নারা। সব ঠিক্, সব ঠিক্!

লহনা। না ভাই, তোমাদের সখের বনে তোমরা দাঁড়াও। কেউ ক'রছেন 'চুপ'! কেউ ক'রছেন 'আনন্দ রহো'! আবার নারায়ণও সুর ধ'রেছেন, 'সব ঠিক'।

নারা। (হাসিয়া) আমি ব'লছিলেম, পূজা হ'য়ে গেছে—বাড়ী চলুন।

(নেপথ্যে)—কোন দিকে? চুপ!

লহনা। ঐ দেখ ভাই! এইজন্যই এখানে আস্‌তে চাই না; মাগো!

যমুনা। তোমার ভয় দেখে যে বাঁচিনি; নারায়ণ র'য়েছে, ভয় কি?

লহনা। তুমি তো সব খবরই রাখ; এমন জায়গা নাই যে রাণা প্রতাপের চর নাই, তা এ তো বন। নারায়ণ একলা কি ক'রবে বল তো?

নারা। যদি কেউ বিরোধী হয়, তোমাদের জন্য—তোমার জন্য প্রাণ দেব।

লহনা। ইস্—এতও পারবে! তারপর আমাদের বেঁধে নিয়ে যাক্।

কাহ্নন। কার সাধ্য!

(সকলের প্রস্থান)

(দুইজন সেনানায়কের প্রবেশ)

উভয়ে। মা, রণরঙ্গিণী মা!

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(রাণা প্রতাপের গুণগান করিতে করিতে কতকগুলি সৈন্যের প্রবেশ)

(গীত)

সারঙ্গ—তেওরা

দুর্দ্দম শাসন, রিপু-কুল নাশন,
পবন গমন, নীল-হয় বাহন,
নিবিড় জটাজুট, শির বিভূষণ।
আধ চাঁদ ভাসে, তিলক ঝলক,
বিষমোজ্জ্বল জ্বালা নয়ন পাবক,
দিনকর হর বর, কৃপাণ ঝক ঝক,
পীন বাহু-মূল, বিশাল বক্ষঃস্থল
দুর্ব্বলে প্রবল ত্রাসিত দুর্জ্জন।

১ম নায়ক। কোথা যাব?

২য় সৈন্য। পদ্মকুণ্ডুতে আমরা খাওয়া দাওয়া ক'রবো।

২য় নায়ক। কাল তুমি কি সাজবে?

২য় সৈন্য। আমি ভাল্লুক সাজবো।

১ম নায়ক। তুমি কি সাজবে?

৩য় সৈন্য। আজ্ঞে—আজ্ঞে, আমায় মশাই যা অনুমতি ক'রবেন, তাই সাজবো; তা মশাই, নূতন পোষাকটা পরে এসেছি, কোথায় রাখবো?

১ম নায়ক। আর বাপু! ক্ষমা দাও—বিস্তর হ'য়েছে।

৩য় সৈন্য। আজ্ঞে রাগ করেন তো বলি—

১ম নায়ক। বাপু, তুমি যে উৎপাতে ফেল্লে। রাগ করি তো ব'লবে; আর যদি না রাগ করি, তো আস্তে আস্তে চ'লে যাবে। রাগ করিনি বাপু—যাও।

৩য় সৈন্য। আজ্ঞে, আমার এ স্থানে আসাটা ভাল হয় নাই।

১ম সৈন্য। আরে, এস না এদিকে।

৩য় সৈন্য। দাঁড়াও না, দাঁড়াও না—

১ম সৈন্য। আরে চলো না—চলো না (মস্তকে চপেটাঘাত)।

(সৈন্যগণের প্রস্থান)

২য় নায়ক। তোমার সেনাদের তর বেতর ভাগ।

১ম নায়ক। ও বেশ লোক, ওর মজা দেখবে তো চল। পদ্মকুণ্ডে ঢেউ নাচ্ছে,

কেউ পদ্ম তুলছে, ও দেখবে যে চুপ ক'রে পোষাকটি আগ্‌লে ব'সে আছে, আর এক একটি ঘাস ছিঁড়ে মুখে দিচ্ছে।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। হাস্‌ছিস কেন রে শালা?

(২য় নায়ক মারিতে উদ্যত)

১ম নায়ক। আরে মেরো না—মেরো না—

বেতাল। সেই চোক্ জ্ব'ল্‌ছে, কি বল্‌তো? ঐ যে—নীল ঘোড়া—না কি ব'ল্‌ছিলি, এখন আর বাকি্য স'রে না,—অ্যাঁ?

১ম নায়ক। সে গান শুনে তোর কি হবে?

২য় নায়ক। তুমিও যেমন পাগলের সঙ্গে ব'কছো, চল যাই স্নান হয়নি আহার হয়নি।

বেতাল। সেই শালারও চোক্ জ্ব'লেছিল, একটা চোক্ ছিল। সে শালারও একটা কি ঘোড়া, কিন্তু তার পোষাকটা কাবুলের ধরণ; তুই পোষাকটা কি রকম বল্লি?

১ম নায়ক। ওহে শুনছো! কর্ত্তাটি নিজে 'কাবুলে' সেজে এধার দে হ'য়ে গেছেন। তার সঙ্গে তোর দেখা হ'য়েছিল কোথায়?

বেতাল। আচ্ছা, তোরা ও গানটা গাস কেন?

২য় নায়ক। ও গানটা গাইলে আমরা খুব ল'ড়তে পারি।

বেতাল। কই কেমন লড়িস্ দেখি; আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(গণ্ডে চপেটাঘাত)

(২য় নায়ক বেতালকে কাটিতে উদ্যত ও ১ম নায়কের বাধা প্রদান)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (১ম নায়কের গণ্ডে চপেটাঘাত ও ২য় নায়ক বেতালকে মারিতে উদ্যত) আনন্দ রহো! আনন্দ রহো! গান ধর্, তোরা গান ধর্—দূর শালা! গান ভুলে গেলি, আমি ও গান শিখবো না। দুয়ো—হেরে গেলি! দুয়ো—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (গমনোদ্যত)

২য় নায়ক। ধ'রলে কেন? আমি ওর পাগলামি বার ক'রে দিতুম।

বেতাল। ধ'রলে তো আমার বাবার কিরে শালা? আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(প্রস্থান)

১ম নায়ক। পাগল ওর হাত দুটো ধরলে হ'তো—তুমি তলোয়ার খুলে ব'সলে।

(বেতালের পুনঃ প্রবেশ)

বেতাল। গাঁজা আছে?

২য় নায়ক। দাঁড়া শালা, তোকে গাঁজা দিচ্ছি আমি—(মারিতে উদ্যত)

বেতাল। আমি খাবো না; তুই বড় মার খেয়েছিস, একটান টান। (গাঁজা ফেলিয়া দেওন) আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (মন্দিরে প্রবেশ)

২য় নায়ক। বেটা পাগ্‌লা কোথাকার!

১ম নায়ক। গাঁজা ছিলেমটা কুড়িয়ে নিলে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

বেতাল। বলতো—উঃ! কত ফুল দেখ রে! আজ যেন আমি বাসর ঘরে এসেছি! না—ফুল-শয্যা। (কালীর পদে মস্তক রাখিয়া শয়ন।)

(নেপথ্যে গীত)

রাগিণী নাগধ্বনি—তাল আড়াঠেকা

ঊর্দ্ধ জটাজুট, গভীর নিনাদিনী।
উগ্রতুণ্ডা ভীমা, অশিব বিমর্দ্দিনী॥

দনুজ ত্রাস, ত্রাস লক লক রসনা,
অসুর শির চূর, ভীষণ দশনা ;
ধিয়া তাধিয়া ধিয়া, টলটল মেদিনী,
নর-কর-বেষ্টিত, কপাল-মালিনী ;
রুধির অধরা তারা, শিশু-শশী ভালিনী।
নয়ন জ্বলন-জ্বালা, সুর-হৃদি বন্দিনী ॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

লহনা, যমুনা, কামুন, সখীগণ ও নারায়ণসিংহ।

যমুনা। ভাই, তোমার যে অত ভয় হ'য়েছিল, তা কি আমি জানতেম ?

লহনা। তোমাদের ভাই, পাহাড়ে সাহস, আমায় মাপ কর।

যমুনা। নারায়ণসিংহ তো পাহাড়ে নয়।

(সেলিমের প্রবেশ)

সেলিম। ও আবার পাহাড়ে নয়; কিহে নারায়ণ! তোমার বাড়ী না আরাবল্লী পর্ব্বতে ?

লহনা। (কামুনের প্রতি) ঐ শুক্‌নো কুঁড়িটে যেন সাত রাজার ধন; এত গোলাপ ফুল ফুটে র'য়েছে, তোর মন ওঠেনা বুঝি, ঐ শুক্‌নো কুঁড়িটা হাতে ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছিস ?

কামুন। হ্যাঁ ভাই যমুনা! বাসি তোড়াগুলো জলের উপর বসিয়ে রাখলে অনেকক্ষণ থাকে—না ?

লহনা। দেখ্‌লি ভাই, ন্যাকামো দেখ্‌লি ? তোড়াগুলো জলে বসিয়ে রাখে ব'লে—উনি শুক্‌নো কুঁড়িটা জলে বসিয়ে রাখ্‌বেন। তুমি ভাই, আমার তোড়ার সঙ্গে রেখনা, রাখ্‌তে হয় তোমার ঘরে ভাল ক'রে জল দে রাখ গে।

কামুন। আমার রাখতে হয় রাখবো, ফেলে দিতে হয় দেবো ; তোমার কি ?

(নেপথ্যে)—আনন্দরহো ! আনন্দরহো !!

লহনা। প্রহরীরা সব ঘুমুচ্চে নাকি ? তুমি বল ভাই, 'রাগিস কেন', বাগানে বসিছি, দু'দণ্ড কথা কব—না, 'আনন্দরহো ! আনন্দ রহো' !! (সেলিমের প্রতি) তুমি 'চুপ চুপ' কর, আর নারায়ণসিংহ বলুগ 'সব ঠিক', তা হ'লেই হয়েছে।

যমুনা। আমি সাধে বলি, 'তুমি রাগ, কেন'—রাস্তায় কে ক'চ্চে 'আনন্দ রহো' ! তা প্রহরীরা কি ক'র্‌বে ?

নারা। ঠিকই তো।

লহনা। তুমি কর 'চুপ চুপ'।

নারা। আচ্ছা,—না রাজকুমারী, আমি কথা কব না।

যমুনা। আচ্ছা, ভোম্‌রাগুলো কেমন ক'রে মধু খায় ?

লহনা। এই নাও—ওকে ব'লে দাও, বলি আমার সঙ্গে নাইবা কথা কইলে ? যমুনাকে বুঝিয়ে দাও না—ভোম্‌রা কেন মধু খায়—কাঠঠোক্‌রা কেন কাঠে ঘা মারে, পাপিয়া কেন ডাকে, পাথরে পাথরে কেন আগুন ওঠে ?

কামুন। না ভাই, আমি একখানা পাথরে জল বেরুতে দেখেছিলেম, মস্ত পাহাড়—ঝুর ঝুর ক'রে, জল গড়িয়ে প'ড়েছে।

(নেপথ্যে) আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো !!

লহনা। ওই নাও ভাই।

সেলিম। তুমি ব'সো, আমি প্রহরীদের ব'লছি—ওকে পাগ্‌লা-গারদে দিতে।

(প্রস্থান)

নারা। ওতো পাগল না, রাজকুমারি ! ওকে গারদে দিতে মানা করুন।

লহনা। না, পাগল না, ও সাধু পুরুষ ! সাধু পুরুষ তো গারদে গিয়ে 'আনন্দ রহো'

করুগ না ;—সেইখানে ওর 'আনন্দ রহো' বেরিয়ে যাবে।

যমুনা। আহা। ও পাগল হোক, যা হোক, ওতো কারু কিছু করে না।

কানুন। আমায় ফুলটি হাতে দিয়ে বল্লে, 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো' !!

লহনা। ভাই, অত সোহাগ যদি আমার ভাল না লাগে ; তোমাদের দয়ার শরীর, তোমরা এখান থেকে উঠে যাও।

কানুন। তুমি ভাই, যখন তখন উঠে যাও বলো, সেদিন অম্‌নি যমুনা-দিদি কাঁদ্‌ছিল।

লহনা। তোমার যমুনা দিদিটি কেমন! সেদিন নারায়ণসিংহের সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম, ওঁর আর প্রাণে সইলো না,—মাঝখান থেকে এক কথা তুল্লেন ; তাই একটা কথার মতন কথা হ'ক, না 'ফুলগুলি আর পাখীগুলি ঠিক এক'—ওঁদের পাহাড়ে দেশে বুঝি পাখী পুঁতলে ফুল ফোটে? দেশ তো নয় যেন মরুভূম!

যমুনা। ভাই, আমার পাহাড়ে দেশ, আমারই ভাল ; তোমার দিল্লী সহরে তাই, আমার কাজ নাই।

(যমুনার প্রস্থান)

কানুন। তা সত্যি তো, যার যে দেশ, তার সে ভাল। এই যে তোমার এত গোলাপ ফুল ফুটে রয়েছে, আমি কি তা নিচ্চি? আমার এই শুক্‌নো কুঁড়িটিই ভাল।

(কানুনের প্রস্থান)

লহনা। না, তোমার জন্য এই যে ফুল তুল্‌তে উঠিছি, দাঁড়িয়ে নিয়ে গেলে না?

নারা। রাজকুমারি! রাজপুতানার নিন্দা কল্লেন! আপনি দিল্লীতে এই কুসুম-কাননে ব'সে আছেন, আপনার পিতা বাদ্‌সার সেনাপতি, বাদসা কর্ত্তৃক রাজা। আরাবল্লী পর্ব্বতের দীন প্রজাও, সে সম্মানের প্রার্থনা করে না—হিন্দু-কুলভূষণ প্রতাপ ব্যতীত কাহারও আনুগত্য স্বীকার করে না, স্বয়ং বাদসাও তার সৌহার্দ্দ্য প্রার্থনার পত্র লিখেছেন।

লহনা। নারায়ণ, তোমার যে বড় বাড়!

নারা। না, বড় ন্যূনতা! আপনি স্ত্রীলোক,—

(নারায়ণসিংহের প্রস্থান)

(সেলিমের প্রবেশ)

সেলিম। লহনা! তুমি এক্‌লা আছ, ভাল হ'য়েছে। আমি শীঘ্র বাদসা হব, তার সন্দেহ নাই ; আমার আক্ষেপ কিছুই নাই—কিছুই বাকি থাকবে না ; কিন্তু কার কাছে প্রাণ জুড়াবো? এমন কেউ নেই। লহনা, তোমায় ভালবাসি, কিন্তু—

লহনা। আপনি কি ব'লছেন?

সেলিম। এই ব'লছি, আমার চিত্তের স্থিরতা নাই। তোমায় আমি প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি, তোমার সঙ্গে দেখা হবে না—তোমায় আর দেখবো না! হায়! হায়! যদি প্রস্তর হ'তে বারি নির্গত হ'লো, সে বারি মরুভূমি ব'য়ে যাবে?

লহনা। আপনি কি আমায় ভালবাসেন?

সেলিম। না, ভালবাসিনি, কে না ভালবাসে? তুমি দেবী নও, তুমি রাক্ষসী। —একবার হারটা পর, আমি দেখি, আমার যত্নের সামগ্রী নিতে বিলম্ব ক'চ্চো? বহুমূল্য হার, বড় সাধ ক'রে কিনেছিলেম, আমার যে বেগম হবে, তাকে পরাব।

(রুধিরাক্ত কলেবরে বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!

(নেপথ্যে)—'সব ঠিক' 'হর হর হর হর হর হর' !

লহনা। (মূর্চ্ছা)

বেতাল। বলি হ্যাঁ রে, তুই আমাকে গারদে দিতে বল্লি কেন? তাইতে তো রক্তারক্তি হ'য়ে গেল, তুই পালা, তোকে ধ'ত্তে আস্‌ছে, কেটে ফেলবে।

সেলিম। প্রহরি! প্রহরি! ওরে কে আছিস রে?

বেতাল। আবার বুঝি একটা খুনো-খুনি ক'রবি, আমি যাই, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!

(নেপথ্যে)—'সব ঠিক' 'হর হর হর' !

বেতাল। ওই শোন্ 'সব ঠিক' আসছে, পালা—পালা, আমি বলি, উল্লুক ভাল্লুক সং সেজেছে; তা নয়, কাটাকাটি ক'ত্তে সেজেছে, তাই কাল বনের ভিতর ছিল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!

(বেতালের প্রস্থান)

সেলিম। (স্বগত) এই তো সুযোগ এখানে কেউ কোথাও নেই—এমন সময় আর হবে না! সম্মত হোক বা না হোক্‌, মূর্চ্ছা, এখন তো আর বল ক'রতে পারবে না—এ সুযোগ ছাড়া নয়।

(দুইজন আহত সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। এইখানেই সেই বেটা আছে, এইখানেই 'আনন্দ রহো' ডেকেছে।

সেলিম। তোমরা সে পাগলকে ছেড়ে দিলে কেন?

২য় সৈন্য। সাহাজাদা! আমাদের কোন অপরাধ নাই, এমন ঈদের দিনে যে সর্ব্বনাশ হবে, কে জান্‌তো!

১ম সৈন্য। আমরা মনে ক'ল্লেম যে, ঈদের দিন, তাই সং সেজে আমোদ ক'রে বেড়াচ্চে। পাগ্‌লাটাকে নিয়ে আমরা গারদের দোর গোড়ায় গিয়েছি, আর 'সব ঠিক' ব'লেই কোপাতে আরম্ভ ক'ল্লে।

২য় সৈন্য। শুন্‌লেম—জেলের প্রহরী-দেরও মেরে ফেলেছে, দুশো সৈন্য কেটে ফেলেছে। সহরে হুলুস্থূল, আর কোথাও কিছু নাই।

১ম সৈন্য। সাহাজাদা! ব'লতে ভয় হয়, আপনার এ তলোয়ার কোথা পেলে, ভাঙ্গা রাস্তায় প'ড়েছিল।

সেলিম। এ তলোয়ার আমি নারায়ণসিংহকে দিয়েছিলেম।

লহনা। (উঠিয়া সেলিমকে ধরিয়া) নারায়ণ! আমার ভয় কচ্চে!

সেলিম। এই যে আমি, লহনা!

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!

ওকে ধর, রাণাপ্রতাপের চর।

(সৈনিকগণের প্রস্থান)

লহনা। আমায় কোলে ক'রে নাও, আমি চ'লতে পাচ্চিনি।

সেলিম। ভয় কি? (চুম্বন)

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাণা প্রতাপের শয়নকক্ষ।

রাণা প্রতাপ ও মহিষী

মহিষী। হ্যাঁগা, জটাগুলো কাট্‌বে না?

প্রতাপ। হ্যাঁগা, চিতোর পাবনা?

মহিষী। চিতোর বুঝি আমার হাতে?

প্রতাপ। জটা বুঝি আমার হাতে?

মহিষী। না, তোমার মাথায়, তাই কাটতে ব'লছি। আমি একদিন কেটে দেবো,—ঘুমিয়ে থাক্‌বে, আর একদিন কেটে দেবো!

প্রতাপ। আর তুমি ঘুমবে না?

মহিষী। হ্যাঁ, ও সাজাটা আর বাকি রাখ কেন? চুলগুলো কেটে দিয়ে বাঁদী সাজিয়ে দাও!

প্রতাপ। রাজরাণী বুঝি তোমার চুলগুলি?

মহিষী। দেখ দিকি, কি কথায় কি কথা তুল্‌ছো, চুলগুলি বুঝি রাণী?

প্রতাপ। দেখ দিকি, তুমি কি কথায় কি কথা তুলছো, জটাগুলো বুঝি খারাপ?

মহিষী। খারাপই তো!

প্রতাপ। চুল্‌গুলো রাণীই তো!

(দূতের প্রবেশ)

কি সংবাদ দানসিং?

দূত। রাজসভায় যেতে অনুমতি হয়!

প্রতাপ। আমি যাচ্ছি, চল।

(দূতের প্রস্থান)

মহিষী। যাচ্চো—যাও, কিন্তু যমুনা কোথা, খবর দিতে হবে। দেখ দেখি, তার বাপ তোমার জন্য মারা গেল!

প্রতাপ। প্রিয়ে। কেন আর আমায় লজ্জা দাও? আমি কোন্ কর্ত্তব্য সাধন ক'রতে পেরেছি—যবনকে সিংহাসন দিয়ে আপনি কুটীরবাসী, আমার রাজরাণী ভিখারিণী, আত্মীয় হত, সৈন্য-সামন্তের পরিবার অনাথা! প্রিয়ে, তবুও তুমি আমায় জটা কাট্‌তে বল? জটা কাট্‌বো, সেদিন আছে—তোমায় যবে রাজ্যেশ্বরী ক'রবো, তবেই জটা কাটবো।

মহিষী। নাথ, তোমার প্রেমে আমি রাজ-রাজেশ্বরীর অধিক।

প্রতাপ। তাইতো আমি ভুলে থাকি, আমি চিতোর-হারা।

(প্রতাপের প্রস্থান)

মহিষী। (স্বগত) হায়! চিতোর যদি পাই, তোমায় সুখী দেখি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

সভাসদ্‌গণ ও মন্ত্রী

১ম সভা। সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহই হয়।

২য় সভা। বাদ্‌সাহ তো কম লোক নন।

মন্ত্রী। এ সন্ধির প্রস্তাবে যে রাণা সম্মত হবেন, এমন তো বোধ হয় না।

৩য় সভা। আমার বিবেচনায় এ সন্ধিতে সম্মত হওয়াই উচিত, বলপ্রকাশের তো ক্রটি হয় নাই।

মন্ত্রী। আপনার বিবেচনার সময় মহারাণা এলেই হবে, এক্ষণে আসুন, অপর বিষয় পরামর্শ করা যাক্; সন্ধি তো হবেই না; বোধ হয় যবন জয়ী হ'লো।

৪র্থ সভা। কেন, রাণার সন্ধিতে অমতের কারণ? বাদসাহ তো অতি বিনীতভাবে পত্র লিখেছেন?

মন্ত্রী। মহাশয়, সে বিষয়ে তর্ক ক'রছেন কেন? আপনারা কি এখন' বুঝতে পারেননি যে, বাদসাহ অতি বিচক্ষণ।

১ম সভা। অতি বিনয়ী, অতি বিনয়-পূর্ব্বক পত্র লিখেছেন, 'মহারাণার সৌহার্দ্দ্য যাচ্ঞা করি'; বাদসাহ অপরের নিকট কখন' কোন প্রার্থনা করেন নাই।

৩য় সভা। রাণা পত্র পেয়েছেন কি?

মন্ত্রী। পেয়েছেন, কপট বিনয়ে দ্বিগুণ অগ্নিবৎ জ্ব'লে উঠেছেন।

২য় সভা। কপট বিনয় কেন?

মন্ত্রী। আপনি কি জানেন না, রাণা সকল সহ্য ক'রতে পারেন, মুসলমান আকবর হীন বিবেচনায় দয়া প্রকাশ ক'রবে, এ তাঁর অসহ্য। (রাণাকে দেখিয়া) এ কি মূর্ত্তি!

সকলে। কি ভয়ঙ্কর!

(রাণা প্রতাপের প্রবেশ)

প্রতাপ। কখন যুদ্ধে যাত্রা করবে স্থির ক'ল্লে? আমি প্রস্তুত,—চৈতক নাই, হল্‌দি-ঘাটে চৈতককে হারিয়েছি; কিন্তু যে সকল অস্ত্রাঘাতে চৈতকের প্রাণনাশ হ'য়েছে, তার প্রতিফল দিতে পেরেছি কিনা জানি না। এইবার যুদ্ধে—কখন যাত্রা—

মন্ত্রী। মহারাণা!

প্রতাপ। আমার মতে শুভ কর্ম্মে আর কালবিলম্ব কি? রাজপুত রমণীতো সকলেই জানে যে, স্বামী যুদ্ধ-মৃত্যু প্রার্থনা করে।

মন্ত্রী। আর বল-ক্ষয়ে আবশ্যক কি?

প্রতাপ। মন্ত্রি, আমি যদি স্বয়ং কর্ত্তব্য-বিমূঢ় নরাধম না হ'তেম, তোমার উচিত আমার উত্তেজনা করা, রাজপুতের অসি—বাঁশী নয়।

মন্ত্রী। সভাসদ্‌গণ সকলেরই মতে—

প্রতাপ। কি?

মন্ত্রী। একবার এ বিষয়ে বিচার করা উচিত।

প্রতাপ। মুসলমানদের সহিত সম্বন্ধ বিচার—স্বর্গীয় পিতৃপুরুষেরা বিচার ক'রে গিয়েছেন—আমাদের আর আবশ্যক নাই। চল—ওঠ—আবার রণরঙ্গে মাতি! চৈতক—কি আমার একচক্ষু তাও অন্ধ হ'লো নাকি? যথার্থই তোমরা উঠলে না? ভাল, ভাল, মৃত্যুকালে মনকে প্রবোধ দিব যে, আমা অপেক্ষা হেয় রাজপুত আছে। আকবর সাহ, তুমি ধন্য! তুমি সিংহের নিকট শৃগালের ভক্ষ্য পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত রইলে। হা! এত অপমান জন্মেও সহ্য করিনি। রণস্থলে কি শত্রু, কি মিত্র, সহস্র সহস্র বীরপুরুষ—বীরপুরুষের ন্যায় প'ড়্‌তে দেখেছি। হা! সে রণ-উল্লাসে আমার মৃত্যু হ'লো না; আমায় কেউ গুরু বল, কেউ প্রভু বল, কি মোহিনীতে আমার এই বুকের শেল তুলতে হস্ত প্রসারণ ক'চ্চো না? আকবর সাহ! ধন্য তোমার মোহিনী—দেখ দেখ, আমার সর্ব্বাঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ হ'চ্চে, আমার বীর-হস্ত হ'তে তরবারি খ'সে প'ড়ছে।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

প্রতাপ। হা! আজ আমায় ধর—এ কথা বলবার ইচ্ছা হ'লো, প্রাণ কি বজ্র হ'তে কঠিন, যেন ফুলের ন্যায় আমার হৃৎপিণ্ড খ'সে প'ড়ছে।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। হ্যাঁরে! রাগ ক'রেছিস? তুই গাঁজা ছিলেমটা ফেলে এলি কেন রে?

সভা। কে এ বেটা, মেরে তাড়াও একে। (প্রহার)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! কিন্তু গাঁজা দিতে হবে, আমিও মেরেছিলুম, গাঁজা দিয়েছিলুম।

(প্রহরীগণের দূরীকরণের চেষ্টা ও প্রহার)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! এইবার তার মতন হ'য়েছে, তবে না শালা, তার মতন ব'লতে পারব না?

প্রতাপ। উত্তম, উত্তম, রাজপুত-বাহু—দুর্ব্বল পীড়নের নিমিত্তই বটে, রমণী-বলাৎকার, স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা পর্য্যন্ত এখন দেখতে বাকি।

বেতাল। আরে কথা শোনে না!

আর কি আমায় মারতে পারবি? আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(বেতালের প্রস্থান)

মন্ত্রী। প্রহরি, এ পাগলটা কোথা থেকে এল?

প্রতাপ। মন্ত্রি, ও পাগল, ও এই নিরানন্দ-ধামে আনন্দ রব তুলতে এল, তোমরা ওকে মেরে তাড়ালে—আবার 'আনন্দ রহো' ব'লতে ব'লতে চ'লে গেল। (নেপথ্যে)—হি হি হি হি, আমি আবার আসবো, আজ নয়—গাঁজা ছিলেমটা খেলে না কেন দেখিগে।

(বেতালের পুনঃ প্রবেশ)

বেতাল। মনটা কেমন খুঁত খুঁত ক'চ্চে, কেন খেলে না জিজ্ঞেস ক'রে আসি। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

প্রতাপ। মন্ত্রি, কে ও? আমার এ অবস্থায় ব'ল্লে 'আনন্দ রহো'। ওকে ওর আনন্দ-গান ক'ত্তে বল। (মূর্চ্ছা)

মন্ত্রী। ওরে, সর্ব্বনাশ হ'লো।

(প্রতাপকে লইয়া সকলের প্রস্থান)

(বেতালের পুনঃ প্রবেশ)

বেতাল। কই, কেউ কোথাও যে নেই?

(কাঁদিতে কাঁদিতে একজন মল্ল ও একজন খঞ্জের প্রবেশ)

আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মল্ল। নিশ্চয় বেটা যাদুকর, বাঁধ বেটাকে।

খঞ্জ। না, সন্ধান নাও, ও বোধ হয় আকবরের কোন চর হবে, তারপর ধ'রলে—বুঝলে কিনা?—

মল্ল। ঐ দেখ ভাই, তোকেও যাদু ক'রে—ক'রে—ক'রেছে, তুই কি আবল-তাবল ব'কছিস?

খঞ্জ। ওরে, নারে, কই দেখ্‌না—জিজ্ঞেস কর না—খবর দেবো? টাকার আণ্ডিল।

মল্ল। ওই!

খঞ্জ। আরে, মজা হবে এখন। জিজ্ঞেস কর্‌না, মুসলমান—টাকা—চর—চর।

মল্ল। তুই 'বেল্‌কোপনা ছাড়্‌তো, আমার একে ভয় ক'চ্চে।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। আরে পাগল কে, পাগল নাকি? ওরে ধর্‌রে—ধ'রলে মজা আছে।

মল্ল। না ভাই, অমন কর তো তোমার সঙ্গে দাঙ্গা হবে। তুমি যে সেদিনে অশ্বত্থ তলায় ভয় পেয়েছিলে, আমি কি তোমায় অমনি ক'রে ভয় দেখিয়েছিলুম?

খঞ্জ। আরে সে নয়, এ ঢিল প'ড়েছিল —মুসলমান—পা খোঁড়া, ধর ভাই—জিজ্ঞাসা কর—পালাবে! ভয় পাইনি—অনেক টাকা, পা খোঁড়া—বুঝলিনি?

মল্ল। ওমা, বলে কিগো!

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মল্ল। বাবারে!

খঞ্জ। ওরে ধর রে—কি ক'রবো—পা খোঁড়া, ওরে ধর্‌রে—ওরে যায়রে—ওরে মুসলমান—ওরে যায়রে!

মল্ল। ও বাবারে!

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মল্ল। ওরে—গেলুমরে। (মূর্চ্ছা)

বেতাল। (খঞ্জের নিকট গিয়া) আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!

খঞ্জ। (বেতালের হস্ত ধরিয়া) এইবার পেয়েছি।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!

খঞ্জ। আরে, পা খোঁড়া—দাঁড়া।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(খঞ্জকে ফেলিয়া প্রস্থান)

খঞ্জ। ওরে, আমিও প'ড়ে গেছি, ওঠ্, না; গেলরে—বড় কোমরে লেগেছে।

(দুইজন সেনানায়কের প্রবেশ)

১ম সেনা-না। আহা, বীরের হাতের অসি বুঝি এতদিনে খ'সলো।

২য় সেনা-না। আকবর! তুই সুধা-পাত্রে গরল পাঠিয়েছিলি।

১ম সেনা-না। ফুলের দ্বারা যে বজ্র বিদীর্ণ হওয়া সম্ভব, তা আজ আমার ধারণা হ'লো। আহা! যে সংবাদে রাজ্যে আনন্দ উৎসব হয়েছিল, সে সংবাদে এত নিরানন্দ হবে, কে জান্‌তো।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। ঐরে—ধর রে—কোমরে ব্যথা রে—পড়ে গেছি রে!

২য় সেনা-না। আহা, রাজপুত সভায় কি একজন ব'লতে পাল্লে না যে "মহারাজ যুদ্ধে চলুন, আমি আপনার সাথী"। আহা, তা হ'লে সে ভস্ম-হৃদয়ে এক বিন্দু বারি প'ড়তো।

১ম সেনা-না। আমি এই অশ্রু-বারি দিই, যদি কিছু শীতল হয়; ভাইরে, হল্‌দি-ঘাটের যুদ্ধে রাণা-শিরোলক্ষিত তলোয়ার আমার ললাটে মুকুট পরিয়ে দিয়েছে, ভাইরে সে রাজাকে কি আর যুদ্ধক্ষেত্রে দেখ্‌তে পাব না!

খঞ্জ। আরে বলি শোন্‌না, সে যা হবার তা হবে; কোমর ভেঙ্গে গিয়েছে!

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। আরে বলি, শোন্‌না, এখনও যায় নি।

২য় সেনা-না। একি, তুমি এমন ক'রে প'ড়ে র'য়েছ কেন?

খঞ্জ। কোমর ভেঙ্গে গেছে, ধর।

১ম সেনা-না। মন্ত্রী মহাশয়কে বলা যাক— 'আসুন, যুদ্ধ ঘোষণা দিন। আমরা দিল্লীতে যুদ্ধে যাই', এ সংবাদে রাণা আরোগ্য লাভ ক'ল্লেও কত্তে পারেন। সে বজ্র-হৃদয় যখন ফুলে ভেঙ্গেছে, তখন ঘোর রণরঙ্গে সিংহনাদ, বজ্রনাদে তূর্য্যনাদ, অরির হৃদি-ভেদি আর্ত্তনাদ, রাজপুতের ব্রহ্মরন্ধ্র-ভেদী সিংহনাদ, শৃগাল-ত্রাসক রুধির স্রোত, ঘূর্ণবায়ু স্তম্ভিতকর অরির হাহাকার-ধ্বনি-মিশ্রিত দুন্দুভি নিনাদে আসন্ন জয়োল্লাস; আকবর যদি পুনর্ব্বার সিংহের নিকটে সিংহের ভেট পাঠায়—তা হ'লে বজ্র জোড়া লাগে, নচেৎ বজ্র কুসুমেই ভেদ হবে। রাণা প্রতাপকে দয়া প্রকাশ! বজ্র ভেদ হবেই তো।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। ঐ যে মশাই, ধরুন, ঢের টাকা—রাণা প্রতাপ ম'লোই বা—ঢের টাকা।

২য় সেনা-না। হা অভাগা পাগল! এ পাগ্‌লাটা ব'লছে দেখছো? বলে, রাণা প্রতাপ মরে মরুক।

১ম সেনা-না। ওকে কেটে ফেল, হ'লোই বা পাগল; রক্ষি, একে গারদে নিয়ে যাও।

(নেপথ্যে)—না না, মরেনি!

২য় সেনা-না। আর এদিকে এক কাণ্ড দেখ।

(খঞ্জের প্রস্থান)

মল্ল। ও বাবারে—একটা নয় দুটোরে!

(নেপথ্যে খঞ্জ) ভয়—গেল—ধ'রেছিলুম—প'ড়ে গেলুম। টাকা—

২য় সেনা-না। একি! এ মূর্চ্ছা গেছে নাকি!

১ম সেনা-না। আহা, যাবেই তো, রাজপুতের প্রাণ।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

খঞ্জ, মল্ল ও প্রজাগণ।

১ম প্রজা। হায় হায়! কি হ'লো।

২য় প্রজা। গরীবের মা-বাপ গেল!

৩য় প্রজা। পৃথিবী বীরশূন্য হ'লো, শিব! শিব! শিব!

বালক। ওমা, তুই কাঁদছিস্ কেন?

১ম স্ত্রী। ওরে বাবা, আমার বাবা বুঝি যায়!

বালক। তোর বাবা কে মা?

বেতালের প্রবেশ

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

খঞ্জ। ওরে ধর—টাকা—ধর, আর গারদে পুরিসনে, আর গারদে পুরিসনে, আমি পালিয়ে এসেছি, টাকা—টাকা—কামড়ে ধ'রলে হ'তো। (নিজ হস্ত দংশন)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মল্ল। ও বাবারে, একটা নয় দুটো!

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মল্ল। (মূর্চ্ছা)

দুইজন সেনানায়কের প্রবেশ

১ম সেনা-না। কি ব'ল্লে—দেখ্‌তে পাই কিনা? ওঃ বীরকুল-চূড়ামণি!!।

বেতাল। ওরে গাঁজা খাস্‌নে কেন?

১ম সেনা-না। স'রে যা!

বেতাল। না, তুই না; আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

২য় সেনা-না। বেল্লিক বেটা, আবার সাম্‌নে পড়ে। (বেত্রাঘাত ও প্রস্থান)

বেতাল। না, তুইও না; আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! উঃ বড় জ্ব'লছে! তা মার-লুম না কেন? —একবার চড় মেরে তো দেশে দেশে গাঁজা নে বেড়াচ্ছি; ওদের দুজনকে নিদেন পক্ষে কত মারতে হ'তো—অত ঘুরতে পারিনে—পা ধ'রে গেছে। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ঐ নাও, আনন্দ রহো! খারাপ হ'য়ে গেছে, ব'সতে দিলে না; চল্লুম,—জিজ্ঞাসা করিগে, কেন গাঁজা খেলেনা। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মঞ্চ

প্রতাপসিংহ, মহিষী, নারায়ণসিংহ, যমুনা ও কানুন।

প্রতাপ। (নারায়ণসিংহের প্রতি) তোমার পিতা আমার মস্তক হ'তে ছত্র নিয়ে হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, সে ঋণ পরিশোধ ক'রতে পারি নাই; আর তুমি আমার নিমিত্ত মানসিংহের দাসত্ব স্বীকার ক'রেছ, তুমি আমার সম্মুখে থেকো; তোমার মুখ দেখলে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হয়। কি বল্লে—যে দিন সন্ধিপত্র রওনা হ'লো, সেই দিন দিল্লীতে মোগল সেনা আক্রমণ ক'রলে? ক্ষত্রকুলোত্তম মহাত্মা রাণার হাত থেকে অসি খ'সে গিয়েছে, রাণা বনবাসী! —এ রাজপুত দস্যুর আর কি আছে? তুমিও একজন রাজপুত দস্যু। আমার বল নাই, তুমি এসে কোল নাও।

নারা। প্রভু, আমার আর কেউ নাই, কোল দিলেন, পদধূলি দিন; যেন এ ঋণ শোধ দিতে পারি।

প্রতাপ। তোমার পিতার ন্যায় তোমার গৌরব আরাবল্লীর প্রতি প্রস্তরে প্রতিধ্বনিত হউক।

নারা। প্রভু-প্রদত্ত এই অসি হস্তে মৃত্যু, গুরুর চরণে লহরীমোহনের এই প্রার্থনা।

প্রতাপ। তোমার বীর বাসনা পূর্ণ হউক। যমুনা, তুমি আমায় দেখতে এসেছ? তোমার মাতুল তো রাগ ক'রবেন না? হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে তোমার মাতুল আমার বক্ষে ভল্ল লক্ষ্য ক'রেছেন, তোমার পিতা বুক পেতে নিয়েছেন, সে ঋণ যতদূর পারি—পরিশোধ করি। তোমার পিতৃ-সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে পারলেম না; কিন্তু নব-অর্জ্জিত ঘোলা সহরে তুমি অধিশ্বরী হও। অন্য আশীর্ব্বাদ কি ক'রবো, তোমার পিতার ন্যায় তোমার পুত্র হউক।

যমুনা। আর আশীর্ব্বাদ করুন যে, সূর্য্য-বংশীয় রাণার কার্য্যে প্রাণদানে পরলোক গমন করে।

প্রতাপ। মা, তুমি বীরাঙ্গনা! বীর-প্রসবিনী হও। মা কামুন, তুমি তোমার দিদির কাছে থেকো, আশীর্ব্বাদ করি, উপযুক্ত স্বামী হউক, উপযুক্ত পুত্র হউক, অধিক আর কি ব'লবো!

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

প্রতাপ। ওকে কেউ ডাক; দেখ, যদি কোন রকমে আন্‌তে পার; ও আমায় 'আনন্দ রহো' শোনায় কেন? প্রিয়ে! তোমায় কিছু ব'লবো না, তোমার সঙ্গে কথা ফুরোবার নয়; তোমার মুখখানি আমার হৃদয়ে ফুরোবার নয়, ও মুখখানি আমি রণে বনে অন্তরের অন্তরে দেখেছি, ভোজনে দেখেছি, সুখশয্যায় শয়নে দেখেছি, এখন দেখচি, প্রিয়ে, কথা ফুরোবার নয়।

মহিষী। নাথ, এমনি ক'রে চুল কেটে আমায় দাসী ক'ল্লে!

প্রতাপ। প্রিয়ে, তবু জটা মুড়াতে পারলেম না। আত্মীয় স্বজন আমি যারে যারে দেখিনি—আমার সম্মুখ দিয়ে যাও, আমি দেখি; শক্তি নাই, কোল দিতে পারবো না, জান তো—হাত থেকে অসি প'ড়ে গিয়েছে।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

ওকে ডাকতে গিয়েছে?

মহিষী। আমি পাঠিয়েছি।

প্রতাপ। মহিষি, তুমি কে? আমি যুদ্ধে উঠতে বলিছি—যারা আমার জন্য অকাতরে শোণিত ব্যয় ক'রেছে, তারা উঠলো না—মন্ত্রি! তোমার মনে এই ছিল! আমি তো হল্‌দিঘাটের পর অর্থহীন দীন হয়েছিলেম, কেন তুমি তোমার সমুদয় অর্থ দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে, কেন তুমি আমায় আবার রণ-রঙ্গে মাতালে? ওঃ! রাণাবংশে তাচ্ছিল্য! যবনের—যবনের তাচ্ছিল্য! কেন, হল্‌দিঘাটে কি ভল্লের পরিচয় দিইনি?

মন্ত্রী। মহারাণা! ক্ষান্ত হউন, অপরাধীর শাস্তি দিন, আবার উঠে বলুন 'যুদ্ধে চল',—দেখুন আপনার সভাসদ যুদ্ধে যায় কিনা! সেদিন আপনার ভৈরব মূর্ত্তি দেখে ভয় পেয়েছিলেম্, তাই উঠতে পারি নাই; কিন্তু যখন এ মূর্ত্তি দেখে এখনও দাঁড়িয়ে আছি, তখন অধিকতর ভীষণ মূর্ত্তিতে ডাকলে আপনার সভাসদ্ ভস্ম

পাবে না ; মন্ত্রীর সতর্কতায় ভয় পায় কিনা জানি না। হায়! হায়! সর্তক হ'য়ে কি রাজশ্রীই দেখলেম।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। (দ্বিতীয় নায়কের প্রতি) ওরে, তুই এখানে এসেছিস? আমায় ডেকে পাঠিয়েছিস্, ভাগ্যিস্ রাস্তায় ব'সে নেই, তা হ'লে তো তোর সঙ্গে দেখা হ'তো না। আমি যার তোর জন্যে এই দেখ গাঁজা ছিলিমটা নিয়ে বেড়াচ্চি—বড় লেগেছিল, না? তা গাঁজা ছিলিমটা খেলিনে কেন?

২য় নায়ক। তা দে।

বেতাল। (গাঁজা প্রদান করিয়া) দুজনে খাস্, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! তোরে ক ঘা চড় মেরেছিলুম, মারবি, আমি 'আনন্দ রহো!' ব'লবো এখন ; রাগ করিস্ নে—ও একটা হ'য়ে গেছে—মারিস তো মার, নইলে যাই।

প্রতাপ। আনন্দ রহো, তুমি এদিকে এস, তোমার আনন্দ আমায় একটু দাও, আমি এই নিরানন্দ রাজপুতধাম আনন্দময় করি।

বেতাল। (প্রতাপের প্রতি) ওরে তুই যে রে! (রাণীর প্রতি) তোমায় আমি চিনিনে। (প্রতাপের প্রতি) তোর সে কাবুলের পোষাকটা কোথায়—তোর মনে আছে তো—পেট দমসম্ হ'য়ে শুয়ে পড়ে আছি, তুই আমায় গাঁজা খাওয়ালি, ব'ল্লি—ভুলিয়ে দিলি কেন? আঃ! আনন্দ রহো!

প্রতাপ। তুমি সামনে এস না!

বেতাল। তোর মুখ দেখ্‌লে আহ্লাদে 'আনন্দ রহো' ভুলে যাই ; দাঁড়া, আমি 'আনন্দরহো' একশোবার,—দুশোবার—হাজার বার বলি, তার পর তোর সামনে যাই।

প্রতাপ। না ভুলবে না, মনে ক'রে দেব এখন।

বেতাল। আরে না, ভুল্‌লে মুস্কিল হবে বলছি।

প্রতাপ। আমি মনে ক'রে দেবো।

বেতাল। আচ্ছা কি ব'লবি বল ; আচ্ছা বল দেখি—আনন্দ রহো!

প্রতাপ। আনন্দ রহো!

বেতাল। হাঁ হাঁ বেশ, বেশ, কিন্তু তেমনটি হ'লোনা। ওরে, তোর এমন চেহারা হ'য়ে গেছে কেনরে? তুই 'আনন্দ রহো' বল, শীগ্‌গির শীগ্‌গির বল—চেঁচিয়ে না ব'লতে পারিস—মনে মনে বল।

প্রতাপ। প্রিয়ে, তোমার মুখখানি নিচে আন, আর অত দূর থেকে দেখ্‌তে পাচ্চিনে।

বেতাল। ও তোর কে? তুই 'আনন্দ রহো' বল।

প্রতাপ। ভাই! তুমি বল, আমি শুনি।

বেতাল। আস্তে বলি—কেমন? আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

প্রতাপ। আচ্ছা, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি 'আনন্দ রহো' বল কেন?

বেতাল। তুই যে শিখিয়ে দিয়েছিলি।

প্রতাপ। যদি আমি তোমায় 'আনন্দ রহো' শিখিয়ে থাকি, তুমিও আমায় একবার 'আনন্দ রহো' শোনাও। হায়, আমি কি দয়ার পাত্র! আকবরের দয়ার পাত্র! বাহু, তুমি আর উঠ্‌বে না! সেই দিনের শেলাঘাতে তো পদ অকর্ম্মণ্য। প্রিয়ে, এ যাতনাতেও সে যাতনা মনে প'ড়ছে। কানের কাছে মুখ আন, কানের কাছে মুখ আন, জিভও বুঝি যায়! ভাই 'আনন্দ-

রহো' !—প্রিয়ে ! এইবার—

বেতাল। ওরে তুই যেই হোস্, 'আনন্দ রহো' ব'ল্‌তে বল ; নইলে আমি বলি, 'আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো' !!

প্রতাপ। প্রিয়ে, তৃণে বজ্র ভেদ হ'লো।

মহিষী। তাই কি, এই তৃণের উপর বজ্রাঘাত ক'রছো ?

প্রতাপ। প্রি-ই-ই-ই-য়ে-য়ে। (মৃত্যু)

বেতাল। 'আনন্দ রহো' বলতে বল্, বল্লিনে ?

সকলে। ওঃ ! ! ! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

বেতাল। আচ্ছা—'আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো !!'

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দরবার

আকবর, মানসিংহ, নারায়ণসিংহ, ওমরাহগণ, মন্ত্রী ইত্যাদি।

আক। মহারাজ মান ! আপনার ভুজবলে সুমেরু হ'তে কুমেরু পর্য্যন্ত আবদ্ধ, আপনার মন্ত্রণা-কৌশলে আমি সেই শৃঙ্খল অনায়াসে ধারণ ক'রে আছি, যোগ্য পুরস্কার আমি কি দিব ? আপনার শারদ-কৌমুদীর ন্যায় বিস্তৃত গৌরবে সহস্রবদনে উল্লাস-ধন্যবাদই আপনার পুরস্কার। এই তরবারি আপনি গ্রহণ করুন, আমি এ তরবারি নিত্য পূজা করি।

মান। শিরোপা শিরোধার্য্য। আমার হস্তে এ ভুবন-পূজ্য তরবারি, বাদসাহের রিপুর ভয় বর্দ্ধন ক'রবে সন্দেহ নাই ; রাণা জীবিত থাকলেও সতর্কে এ অস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রতেন।

নারা। শৃগাল ! কুলাঙ্গার ! যবনভৃত্য ! যবনশ্যালক ! গুরুদেবের নিন্দা ! (অসি নিষ্কাসন)

(চতুর্দ্দিক হইতে নারায়ণসিংহকে মারিতে অসি উত্তোলন)

আক। স্থির হও রাজপুত, নিরস্ত্রিতের প্রতি অস্ত্রাঘাত কি তোমার গুরুদেবের শিক্ষা ? মানসিংহ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নয়।

নারা। মানসিংহ কুলাঙ্গার !

আক। অস্ত্র-প্রভাবে রাজপুত পরিচয় দিতেও পরাঙ্মুখ নন।

১ম ওম। আপনার গুরু জীবিত নাই, নচেৎ হল্‌দিঘাটে—

আক। অনধিকার চর্চ্চায় প্রাণদণ্ড হবে। রাজপুত, যদি ইচ্ছা হয়, আমার বক্ষে তুমি অস্ত্রাঘাত কর, রক্ষার্থে একটি অসিও নিষ্কাসিত হবে না।

নারা। আমি যোদ্ধা, নরঘাতী নই।

(নেপথ্যে)—আনন্দরহো ! আনন্দরহো !!

আক। তবে আমার সঙ্গে এস।

[নারায়ণসিংহ ও আকবরের প্রস্থান]

২য় ওম। মহারাজ মান, আপনার ভৃত্য না ?

মান। বাদ্‌সাহের তো পরিচিত দেখ্‌লেম।

১ম ওম। অতিথির প্রতি রূঢ় বাক্যও নিষেধ।

(কতিপয় প্রহরী-বেষ্টিত বেতালের প্রবেশ)

১ম প্রহরী। মহারাজ মান, গত বৎসর যে প্রতাপের সৈন্য দিল্লীতে উৎপাত ক'রেছিল, এই ছদ্মবেশী 'আনন্দ রহো' তার মধ্যে একজন।

১ম ওম। প্রহরি, তোমরা তো খুব সতর্ক। অনধিকার চর্চ্চা করনি, বিদ্রোহী জেনেও বাঁধোনি।

২য় প্রহরী। রাণা প্রতাপের লোককে বাদসার আজ্ঞায় পীড়ন নিষেধ।

১ম ওম। অনধিকার চর্চ্চা—

মান। এরেও বা খাসমহলে নিয়ে যাবার আজ্ঞা হয়।

বেতাল। আনন্দরহো! আনন্দরহো!!

(দুইজন রক্ষকের প্রবেশ)

১ম রক্ষক। বাদসার আজ্ঞায় দরবার ভঙ্গ হয়।

মন্ত্রী। আচ্ছা, একে এখন গারদে রাখ, পীড়ন ক'রো না। কি জানি, যদি বাদসার পরিচিত হয়। আমি বাদসাকে সংবাদ পাঠাই, পরে যেরূপ আজ্ঞা হয়—সেইরূপ হবে।

বেতাল। আনন্দরহো! আনন্দরহো!!

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

আকবর ও নারায়ণসিংহ

আক। আপনি যদি অনিচ্ছুক হন, আপনার পরিচয় আমিই দেব। আপনি মৃত বীরপুরুষ ঝাল্লার সর্দ্দারের পুত্র। আপাতত মানসিংহের দাস—এ কথা ভাণ; যমুনা বা লহনার প্রেমে আবদ্ধ—আপনার চিত্ত আপনিই জানেন না, আমি জানবো কি ক'রে? এক্ষণে বাদ্‌সা আকবরসা-র সম্মুখীন,—যদি ইচ্ছা করেন বাদসার সহোদরের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে ব'স্‌তে পারেন।

নারা। সে সম্মান প্রার্থী নই; আচ্ছা, আমার পরিচয় আপনি কিরূপে অবগত হ'লেন?

আক। যদি ইচ্ছা করেন তো রাণা মৃত্যুকালে যে কথা ব'লেছেন, আমার সংবাদদাতার নিকট শুনতে পারেন।

নারা। যদি অনুগ্রহ ক'রে সংবাদদাতাকে ডাকান, সে কুলাঙ্গারের মূর্ত্তি আমি একবার দেখতে চাই।

(নেপথ্যে)—আনন্দরহো! আনন্দরহো!!

আক। ওই আমার সংবাদদাতা।

নারা। ওই পাগল আপনার চর?

আক। আপনিও আমার একজন চর।

নারা। বাদসাহের ভ্রম হ'চ্ছে।

আক। না, গত বৎসরের কথা মনে ক'রে দেখ, যে দিন তোমার সেনারা দিল্লী আক্রমণ করে, বাদসার প্রাণরক্ষা কিরূপে হ'লো, ব'ল্‌তে পার? পারবে না—আমিই বলছি। রেসবৎ সিংহকে চেন? সে দিন স্বয়ং আকবর সাহই রেসবৎ সিংহ! মানসিংহের প্রাণনাশের নিমিত্ত সেই ভাণ; মানসিংহের দাসীর ভ্রাতাকে মনে আছে? (দাঁড়ি গোঁপ পরিয়া) এই দেখ, কেবল পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন বাকি।

নারা। বুঝ্‌লেম, আপনি বহুরূপী, কিন্তু মানসিংহকে বধ করবার আপনার অভিপ্রায় কেন?

আক। আপনি যেরূপ বীরপুরুষ—চিত্তচর্চ্চায় সেরূপ দক্ষ নয়। যখন রাজা মানকে আমি তরবারি দিলেম, রাজা মান কি উত্তর ক'ল্লেন স্মরণ আছে, সেই অস্ত্রের দ্বারা তিনি ত্রিভুবন পরাজয় ক'রবেন। অন্তরের ভাব মুখে ব্যক্ত হয় নাই—বাদসাহও সম্মুখীন হ'তে সাহসী হবেন না।

(প্রহরীর সহিত বেতালের প্রবেশ)

বেতা। আনন্দরহো! আনন্দ রহো!!

আক। আজ অবধি এ ব্যক্তির কোন স্থানে যাবার বাধা নাই, এ কথা যেন দিল্লীর সকলেই অবগত থাকে। (প্রহরীদের

প্রতি) তোমরা যাও। আনন্দরহো! ব'সো।

বেতাল। ওরে দাঁড়া, তোর যে বেশ ঘর রে, আমি দেখি দাঁড়া।

নারা। ভাল, বাদসাহের প্রয়োজন কি, জানতে ইচ্ছা করি।

আক। তোমার সহিত সৌহার্দ্দ্য।

নারা। তাতে ফল?

আক। তোমার সাহস আমার বুদ্ধির দ্বারা চালিত হউক, উভয়ে সাম্রাজ্য ভোগ করি। যখন আমার তোমার ন্যায় সাহস ছিল, তখন এ প্রবীণ বুদ্ধি ছিল না; প্রবীণ বুদ্ধির সহিত সে সাহস নাই।

নারা। কি কার্য্যের অনুমতি করেন?

আক। মানসিংহ তোমার শত্রু, সম্মুখ-যুদ্ধে বধ কর।

নারা। আকবর সাহ, আমি আপনার ক্রীতদাস, হৃদয়বন্ধু! ভাল, সম্মুখ-যুদ্ধ কিরূপে ঘটনা হবে?

আক। আমি সভায় তোমার পরিচয় দিয়ে প্রচার ক'রবো যে, মানসিংহের কন্যার নিমিত্ত তুমি বাতুল, দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার ক'রেছ। লহনাও তোমায় ভালবাসে, কেবল মানসিংহ সে বিবাহে প্রতিরোধী,--এই নিমিত্ত তুমি মানসিংহকে সম্মুখ-যুদ্ধে চাও। প্রাণভয়ে ভুবন-বিজয়ী রাজা মান—তোমার সম্মুখীন হয় না।

নারা। যদি পাগলই ঘোষণা ক'রলেন, তবে যুদ্ধ হবে কেন?

আক। আমি পাগল ব'লবো, কিন্তু সংঘটন বড় পাগলামো নয়। সকলেই অবগত আছে যে, বিনা রক্ষকে তোমার সহিত লহনা কালী দর্শনে গিয়েছিল, নারায়ণসিংহ রাজপুতনায়,—লহনা ও যমুনাকে আন্‌বার নিমিত্ত রাজপুতনায়। এ পাগল ঝাল্লার বংশধরের বিরুদ্ধে মানসিংহকে অসি মোচন ক'রতেই হবে।

নারা। আপনার মিথ্যার জন্য আপনি দায়ী।

আক। মিথ্যা নয়, একটা ভুল মাত্র লহনা অর্থে যমুনা।

নারা। আপনি কি পিশাচ-সিদ্ধ?

আক। হাঁ, মানসিংহ আমার গুরু।

নারা। সে কিরূপ?

আক। মানসিংহই আমাকে উপদেশ দেন যে, প্রজার বিষয় আমি কিছু জানিনা। পরে প্রথম শিক্ষা পেলেম যে, আমি বাদ[সা]—তাঁর ভুজবলে। মূর্খ, দাম্ভিক, দ্বাদ[শ] বর্ষীয় বালকের পাঠান-বিরুদ্ধে অস্ত্র চা[লনা] যদি দেখ্‌তিস্ তো এ দম্ভ তোর হৃদ[য়ে] স্থান পেতো না।

নারা। ভাল, আমায় আপনি বিশ্ব[াস] ক'রলেন, আমি যদি এ কথা প্রকাশ করি

আক। 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'—তিনি কি একাজ ক'রতে পারেন? রা[ণা] প্রতাপের অনুচর, রাজা মানের সহি[ত] বিচ্ছেদ ঘটানোর অভিপ্রায়ে এই ঘোষণ[া] ক'রেছে। বাদসা কি দয়াশীল! এখনও তার প্রাণ বিনাশ করেন নাই। হা! হা! দয়ার প্রভাব, দাম্ভিক রাণা পর্য্যন্ত অনুভব ক'রে গিয়েছে।

নারা। কি?

আক। ক্রোধের প্রয়োজন নাই, আপনি যুদ্ধ চান না?

নারা। ভাল, যুদ্ধ সংঘটন হউক, পরের কথা পরে।

আক। দিল্লীর সুখভোগ।

নারা। (হঠাৎ নিম্নে অবতরণ) এ কি?

আক। আপাতত বন্দী।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। দেখ, তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যেও। সেই তোমায় যে 'আনন্দ রহো' ব'লেছিল, সে অমনি শুয়ে প'ড়ে রইলো—আর তুমি 'আনন্দ রহো'! ব'লতে লাগলে।

বেতাল। আমার আবার কান্না পায়, তুই ও কথা বলিস্‌নি। কান্না যদি না পেতো, আমি 'আনন্দ রহো' ব'লতুম, সে শুনতে পেতো।

আক। তুমি এই আংটীটি নাও যেখানে যাবে—এই আংটীটি দেখালে কেউ কিছু ব'লবে না।

বেতাল। দে তো। (আংটীটি লইয়া) এ রাখ্‌বো কোথা?

আক। আঙ্গুলে পর;—দেখ, রোজ তুমি সকালবেলা এসে, যেখানে যা শুন্‌বে ব'লে যাবে।

বেতাল। আর আমি 'আনন্দ রহো' ব'লবো, আর তুই ব'ল্‌বি 'আনন্দ রহো'। হাঁ, হাঁ, বেশ মজা হবে, দেখ্‌ তুই একবার ওঠ্‌তো, আমি ঐখানে বসি।

(আকবরের উত্থান)

বেতাল। (আংটী দেখাইয়া) এটা কি ভাই? এ কার ভাই? (অন্য মনে সিংহাসনে পদ উত্তোলন)।

আক। কেন? এই যে আমি তোমায় দিলুম।

বেতাল। না ভাই, আমি নেবো না, —আমার বড় ভাবনা হচ্চে। (আংটী ফেলিয়া দিয়া) আমায় কেউ কিছু ব'লো না—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(প্রস্থান)

(ঘাতকের প্রবেশ)

ঘাতক। যোধাবাঈয়ের চরকে মেরে ফেলেছি।

আক। মোহর কই?

ঘাতক। জাঁহাপনা! (নিম্নে গমন করিতে করিতে) আমার অপরাধ নাই, আমার অপরাধ নাই।

(একজন অনুচরের প্রবেশ)

অনু। যে স্থান পুড়িয়ে দিতে ব'লেছিলেন, তা দিয়ে এসেছি।

(প্রস্থান)

(কোতোয়ালের প্রবেশ)

কোত। এ ঘর-জ্বালান অপরাধে কোন্ কোন্ বন্দীর দোষ সাব্যস্ত হবে?

আক। (পরিচ্ছদ দেখাইয়া) প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, সংখ্যার সময়ে তাদের এই এই পরিচ্ছদ ছিল—যেন সাব্যস্ত হয়।

(কোতোয়ালের প্রস্থান)

(বেতালের পুনঃ প্রবেশ)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (মোহর দেখাইয়া) এটা কার ব'লতে পারিস্?

আক। ও আমার, দাও; তুমি এ পেলে কোথায়?

বেতাল। রাস্তায় একজন শুয়েছিল—গাঁজা খেতে পায়নি, আমি গাঁজাটি সেজে 'আনন্দ রহো' ব'লে, তার কাছে গেলুম, আর উঠে দৌড়! দেখি—সে এইটে চেপে শুয়েছিল।

আক। (ইঙ্গিত করণ ও কোতোয়ালের প্রবেশ)

যোধাবাঈয়ের দূত মরে নাই, প্রাতঃকালে ধৃত হ'য়ে যেন খুনী অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

বেতা। আনন্দরহো! আনন্দরহো!!

[প্রস্থান]

আক। এতেই বলে বেতাল।

(লহনার প্রবেশ)

দেখ লহনা, তোমায় আমি ভালবাসি কিনা, বল দেখি?

লহনা। জাঁহাপনার অনুগ্রহে আমার সকলই।

আক। তুমি যা ব'লেছ, আমি তাই শুনেছি, সে কথার পরিচয় দেবে ব'লে ডাকিনি; তোমায় ভালবাসি কিনা পরিচয় দাও।

(লহনার নীরবে অবস্থান)

আক। কিন্তু এক বিষয়ে তোমায় অসুখী ক'রেছি। আমি যে তোমায় প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি—এ কথা জানিয়েছি, তুমিও আমি মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাবো ব'লে, তুমি কার প্রেমে আবদ্ধ জানাওনি—তাতে আমি দুঃখিত,—আবার আহ্লাদিত এই যে, তোমার যৎকিঞ্চিৎ প্রতারণা শিক্ষা হ'লো। নারীর ছলই বল, আজ এই শিক্ষা দেবার জন্য তোমায় ডেকেছি। এই কথাটি যেন মনে থাকে। আজ স্বাধীন ভাণ্ডার হ'তে তিন লক্ষ মুদ্রা তোমার মাসিক বরাদ্দ, অট্টালিকা বাগিচা তোমার জন্য রেখেছি, আজ হ'তে তুমি তার অধিকারিণী; তোমার প্রণয়ীকেও আমি ভুলি নাই। আমি জানি যে, আমার মত বৃদ্ধকে তোমার ন্যায় রূপবতী যুবতী ভালবেসে তৃপ্তি লাভ ক'রতে পারে না। এখন তুমি, স্বাধীন—কথাটি মনে রেখো, 'নারীর ছলই বল', এমন কি—সতীত্বও কথামাত্র।

লহনা। আমি জাঁহাপনা ভিন্ন আর কাকেও জানিনা।

আক। প্রাণ অত সরল ক'রোনা, চল, তোমার প্রণয়ীকে দেখাই গে।

[প্রস্থান]

(নেপথ্যে)—আনন্দরহো! আনন্দরহো!!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কারাগার

দুইজন প্রহরী ও কারাগার মধ্যে নারায়ণসিংহ।

১ম প্রহরী। ভাই, মিছিমিছি কেন রাত জাগ্‌বি, তুইও ঘুমুগে—আমিও ঘুমুইগে; সাততলা মাটীর নিচে কয়েদখানা, তার ভিতর থেকে কি মানুষ বেরুতে পারে?

২য় প্রহরী। রাতও দুপুর বেজে গিয়েছে, শুইগে।

১ম প্রহরী। সেই ভাল।

(নেপথ্যে)—আনন্দরহো! আনন্দরহো!!

২য় প্রহরী। ভাই, ও কি শব্দ হ'লো?

১ম প্রহরী। কোন কয়েদখানায় কে না খেয়ে শুকিয়ে ম'রছে।

২য় প্রহরী। খাবার জন্য তত নয়, জলের জন্য যে করে রে—দেখতে ভারি তামাসা;—বলে, দে দে—এক ফোঁটা দেরে, আমার যে ভাই হাসি পায়।

১ম প্রহরী। ওর চেয়ে আবার ঢের ঢের মজা আছে রে; পেরেকে শোয়া, মাথায় ফোঁটা ফোঁটা ক'রে জল,—চল শুই গে।

২য় প্রহরী। তামাসাগুলো জেলের ভেতর হয় ব'লে,—তা নইলে একজন কয়েদীর চীৎকারে সহর পূরে যেতো।

১ম প্রহরী। বলিস কি, সামান্যি মজা নিচে আগুন রেখে—ওপরে তাত দেওয়া।

(উভয়ের প্রস্থান।)

নারা। অদ্ভুত চরিত্র, আমি কোন্ পথ অবলম্বী, গুরুদেব! আমি যথার্থই বালক, আর আমায় কে উপদেশ দেবে?

আমি বালক নই, পরিচয় দিবার জন্য কার নিকট অভিমান ক'রব? রাজপুতনার মৃত্তিকা ভিন্ন—অপর মৃত্তিকাই অপবিত্র। আমি কারাগারে বালকের ন্যায় কাঁদতে ব'সেছি, অপদার্থ ক্ষুদ্র প্রহরীতেও রাজপুত ভীত বলুক।

(সহসা একপার্শ্বের দ্বার উদ্‌ঘাটন ও লহনার প্রবেশ)

নারা। কি লহনা, তুমি হেথা?

লহনা। নারায়ণ, এতেও কি তুমি আমায় ভালবাস্‌বে? কথার উত্তর দিলে না?

নারা। দেখুন, আমি নারায়ণ কিনা, আমার সন্দেহ হ'চ্চে।

লহনা। সন্দেহের কারণ—তোমার কঠিন প্রাণ। আমি কি মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য তোমার সহিত কালীমন্দিরে গিয়েছিলেম জান? যাতে তোমায় পাই, সেই জন্যই কালীমন্দিরে গিয়েছিলাম। ভাল, কঠিন হও আর যাই হও, লহনা থাক্‌তে তুমি এ স্থানে কেন? আমার সঙ্গে এস, আবার রাজপুতনায় যাও, যমুনার পাণি গ্রহণ কর।

নারা। লহনা!

লহনা। কি?

নারা। লহনা, তুমি যথার্থই কি আমাকে ভালবাস?

লহনা। ক্ষমা কর, তোমার এ অবস্থায় পরিহাস ক'রে ভাল করি নাই, আমার অনুরোধ বা আদেশ—যে কথায় বোঝ—আমার সঙ্গে এস।

নারা। লহনা, যদি যথার্থই ভালবাস, একবার ব'লো।

লহনা। তুমি যথার্থই পাষাণে গঠিত, ভাল, কি ব'লবে বল।

নারা। লহনা, স্থির হও, শোন, আমি তোমার শত্রু, হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে পিতার মৃত্যু হয়। আমি রাণা প্রতাপের অসি স্পর্শ ক'রে শপথ ক'রেছি, আমি গুরুবৈরী মানসিংহকে সম্মুখ-যুদ্ধে স্বহস্তে নিধন ক'রব, এই আশায় তোমার পিতার দাসত্ব স্বীকার ক'রেছি, সেই আশায় এই কারাগারে, সেই আশায় আমি ছদ্মবেশী অনুচর নিয়ে দিল্লী আক্রমণ করি, সহস্র কামান-গর্জ্জনের সম্মুখীন হ'তে প্রস্তুত,—যদি আশা সফল হয়, জান্‌লেম জীবন সার্থক; যতদিন সে আশা পূর্ণ না হয়, যমুনা কি ছার—গুরুদেবের ন্যায় গৌরবও প্রার্থী নয়। লহনা, তোমার প্রেম অতি অসৎপাত্রে অর্পিত।

লহনা। তোমার পিতা কে?

নারা। ভুবন-বিখ্যাত ঝাল্লার অধিকারী।

লহনা। আপনি আমায় মাপ করুন, এখন জান্‌লেম যে, আপনি যমুনারও নন; কেন না, যদি আপনি প্রেমিক হ'তেন,—প্রেমিকের চিত্ত বুঝতে পাত্তেন, কিন্তু দাসী বা শত্রুকন্যা—অধিনীকে যে নামে সম্বোধন করুন, তার সহিত কারাগার পরিত্যাগ ক'রতেও কি হানি বিবেচনা করেন?

নারা। আমার কারা মোচনে তোমার এত যত্ন কেন?

লহনা। সত্য, সকল যন্ত্রণা নিবারণ করবার উপায় তো আমার হাতে আছে। নারায়ণ! তোমায় ভালবেসে কি আমি আত্মঘাতী হব? আমার প্রেমের কি এই পরিণাম?

নারা। লহনা, একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি এ অবস্থায় আছি, তুমি কিরূপে জানলে; আর তুমিই বা হেথায় কিরূপে এলে?

লহনা। প্রেমের অসাধ্য কিছুই নাই, নারায়ণ, তা তুমি জান না?

নারা। লহনা, যদি আমায় ভালবাস, কথার উত্তর দাও, আমি স্বয়ং জানিনা—কিরূপে এ কারাগারে এলেম; এ সংবাদ তুমি কিরূপে জান্‌লে? আকবর সাহ তোমায় কখনও বলেন নি।

লহনা। আকবরই আমাকে ব'লে-ছেন।

নারা। কৌতূহল বৃদ্ধি হ'লো কেন?

লহনা। আমি এত দিন মনের আগুন মনে লুকিয়ে রেখেছিলুম। তুমি ভৃত্য, তোমায় কিরূপে বিবাহ ক'রব, বিবাহে পিতা সম্মত হবেন কিনা, তোমার অবস্থা ভাল নয়, এই নিমিত্ত প্রাণ ভস্ম হ'য়েছে; তথাপি আগুন প্রকাশ করিনি। আজ তার সকলি বিপরীত—আমি স্বাধীন, আকবর সাহ আমার ইচ্ছাধীন, তুমি রাজার তুল্য ব্যক্তি; তবে কেন বৃথা ক্লেশ করি, তুমি তো আমার সকল কথাই শুন্‌তে, আজ শুন্‌চো না কেন?

নারা। লহনা, সে প্রাণ আর নাই। অথবা কেনই বা তোমার কথা শুনতেম—তাও ব'লতে পারিনি; লহনা, স্বয়ং প্রতারিত হ'য়েও আমায় যদি ভালবাস্‌তে—তাহ'লে যে দিন সেলিমের ঘরে যাও, বন থেকে তোমার জন্য যত্ন ক'রে ফুলটি তুলে এনেছিলেম, সে ফুল তুমি অযত্ন ক'রে ব'লতে না যে, 'তুই চাকর, আমার হাতে ফুল দিস্‌!'

লহনা। না জেনে অপরাধ ক'রেছি, মার্জ্জনা কর।

নারা। তখনি মার্জ্জনা ক'রেছি, কিন্তু তুমি আমায় ভালবাস না, তাও জেনেছি। লহনা, তোমার মুখ চেয়েই আমি গুরুবৈরী নিধন করি নাই, প্রতিফল—সঙ্গে তরবারি থাকতে, রাজপুতকে একজন রমণী কারা-মুক্ত ক'রতে এল? তুমি বৃথা ক্লেশ পাবে, আমি তোমার সঙ্গে যাব না।

লহনা। না গেলে কি হবে, তা জান?

নারা। বিশেষ ক্ষতি কি হবে, জানিনি।

লহনা। কারাগারে অনাহারে মৃত্যু হবে; জান—আকবর সাহ আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

নারা। তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী আকবর সাহ হন, বা সেলিম হন, বা অপর কোন মহৎ ব্যক্তি হন, আমি জান্‌তে ইচ্ছুক নই।

লহনা। কি বল্লি? নিজ কর্ম্মোচিত ফল পা! (প্রস্থান)

নারা। মনুষ্যের জীবন-আশা কি এত প্রবল—বা আমারই হীন প্রাণ যে, লহনা আমায় ভয় প্রদর্শন ক'রে গেল। যমুনা, গুরুদেবের মৃত্যুকালে তোমায় কাঁদতে দেখেছি; আমার এ কারাগারেও সাধ হয় যে, যখন শুন্‌বে আমি নিরুদ্দেশ, সেই বারি একবিন্দু দিও—আমার তাপিত প্রেতাত্মা শীতল হবে!

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(নেপথ্যে যমুনা)—এ যে বড় অন্ধকার।

(বালক-বেশে যমুনা ও বেতালের প্রবেশ)

যমুনা। প্রহরীরা কোথায়?

বেতাল। এরা সব ঘুমিয়ে। (দেওয়ালে চাবী দেখাইয়া) আমি চ'ল্লেম, এই চাবী নাও, এই চাবীতে খুলে যাবে। আর যদি পথ না চিনতে পার, ঐ ঘরের ছাদে হাত বুলিয়ে দেখো—পেরেক

আছে ; সেই পেরেকটা টেনো—খস্ ক'রে খুলে যাবে। এখানে এমন খারাপ দেখছো, তার পরে উপরে উঠেই দেখতে পাবে—কেমন বাড়ী, তারপর বাগান দিয়ে রাস্তায় প'ড়বে, আমি চ'ল্লুম ; আনন্দরহো ! আনন্দ রহো !! (প্রস্থান)

যমুনা। মোহন, চল, যদি পালাবার উপায় থাকে তো এই।

নারা। যমুনা ! তুমি হেথা ! তুমিও কি বন্দী, না এও আকবরের ছল ?

যমুনা ! আমায় অবিশ্বাস ক'রো না, অনেক দিন কোন সংবাদ না পেয়ে, রাজপুতনা হ'তে দিল্লী এলেম ; শুন্‌লেম যে, তুমি কারাগারে উন্মাদ অবস্থায় অবস্থান ক'চ্চো, মানসিংহের সহিত যুদ্ধ চাও ; কোথায় আছ, কিছুই স্থির ক'ত্তে পাল্লেম না। পাগলের সঙ্গে দেখা হ'লো, সেই আমায় এ স্থানে নিয়ে এল।

(নেপথ্যে ১ম প্রহরী)—তুই বেটাও যেমন—পাগ্‌লা বেটা আবার লোহার গারদ ভাঙ্গবে ? ঘুমুচ্ছিলুম—

(নেপথ্যে ২য় প্রহরী)—একবার দেখে এসে ঘুমনো যাবে এখন।

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ)

১ম প্রহরী। ওরে, চাবী কোথা গেল ?

২য় প্রহরী। ওরে, দোর খোলা !

১ম প্রহরী। ওরে, দু'বেটা যে !

(নারায়ণসিংহ অসি লইয়া একজনকে আঘাত ও অপর প্রহরীর চীৎকার করিতে করিতে প্রস্থান ; আর আর সকল প্রহরী জাগ্রত হইল)

যমুনা। হা পরমেশ্বর ! এতেও কি বিমুখ হ'লে !

[অপর দিক দিয়া বেতাল মুখ বাড়াইয়া]

বেতাল। আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো !! ওরে, তোরা আস্‌বি, আয়।

যমুনা। লহরীমোহন, শীঘ্র এস, স্বয়ং পরমেশ্বর দোর খুলে দিয়েছেন।

(সকলের প্রস্থান)

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

১ম প্রহরী। ওরে, কোথা গেল, ফুস্ মন্ত্রে উড়ে গেল নাকি ?

২য় প্রহরী। শালা, ঘুমুবে না ! ওরে—জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে !

৩য় প্রহরী। ওরে, এখানে গোল ক'রে কি হবে। নায়েবের কাছে চল, এ বেটাকেও নিয়ে চল।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষান্তরে যাইবার পথ

(সেলিমের প্রবেশ)

সেলিম। যদিও মন মুগ্ধ ক'ত্তে না পেরে থাকি, অন্ততঃ মন নরম হ'য়েছে—তার সন্দেহ নাই। যদি চেঁচায—ও কে ও ? হাওয়া—আমি ধ'রবো, স্ত্রীলোক অসম্মত হবে—এও কি হয় ?

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো !!

এ আবার কোথা, কোথা রাস্তাঘাটে চেঁচাচ্চে। একি—পায়ের শব্দ কোথা হয় ? না, আর একটু সরাপ খাই ! বাদ্‌সা আর টের পাবে কি ক'রে ? উদিক্‌কার দোরটা দিয়েছি—হাঁ, দিয়েছি বইকি।

(প্রস্থান)

(বেতাল, নারায়ণসিংহ ও যমুনার প্রবেশ)

বেতাল। ওরে, এই দিক্ দিয়ে দরজা—ঐ যা, যখন লোহার দরজা বন্ধ হ'য়েছে, তখন তো খুলবে না ; এই দিক্ দিয়ে চল। আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো !!

যমুনা। তুমি চেঁচাও কেন ?

বেতাল। চেঁচাব না? তবে চুপ ক'রে চল, আমি মনে মনে—'আনন্দ রহো' বলি। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

(লহনা নিদ্রিতা, সেলিমের প্রবেশ)

সেলিম। এমন গোলাপের ঘ্রাণ—আমি নেবো না তো নেবে কে? নিশ্বাস-প্রশ্বাসে যেন কুচ-যুগ আমায় আহ্বান ক'রচে। একি! অকস্মাৎ ঝড় উঠ্‌লো না কি? আল্লা! আল্লা! একি বজ্রাঘাত, আমি কি বালক! কোথায় বজ্রাঘাত—আর কোথায় আমি, এ মধুপান ক'রবো না? আর একটু সরাপ খাই।

লহনা। ওকে পোড়াও, যমুনার সাম্‌নে পোড়াও।

সেলিম। ও কে কথা কয়? আমি বালক আর কি; আর কি প্রহরী কেউ জাগ্রত আছে? সকলেই মদ খেয়ে অচেতন, টাকায় কিনা হয়!

লহনা। আগুনে পোড়ে না;—এখনও যমুনার হাত ধ'রে হাসি।

সেলিম। আজ বুঝি মদে নেশা হ'য়েছে। আলোটা নড়ছে, কে যেন বারণ ক'রচে, আমারই তো—একবার ভাল ক'রে দেখি, বুকের কাপড়গুলো কেটে দিই। (কাপড় কাটিতে উদ্যত)

(নেপথ্যে যমুনা)—এই পথে আলো—এই পথে আলো!

(নেপথ্যে বেতাল)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

লহনা। নারায়ণ, কেটোনা, আমি তোমায় পোড়াতে বলিনি।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

লহনা। বাবাগো!

সেলিম। চুপ, চুপ, আমি সেলিম।

(যমুনা, বেতাল ও নারায়ণসিংহের প্রবেশ)

নারা। উত্তম—আকবরের পুত্র!

(অসি নিষ্কাসিত করিয়া উভয়ের যুদ্ধ)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

লহনা। ওঃ! (মূর্চ্ছা)

যমুনা। (বেতালের প্রতি) আপনি দেবতা কি মনুষ্য, জানিনা, এই বিপদ হ'তে উদ্ধার করুন।

(নেপথ্যে—"কোনদিকে, কোনদিকে?" কোলাহল)

নারা। এইবার শমন দর্শন কর।

(নারায়ণের অস্ত্রাঘাত)

সেলিম। তোমরা দেখ, বাতুলকে ধর, বুঝি মৃত্যু উপস্থিত।

(সেলিমের পতন)

(মানসিংহের প্রবেশ)

মান। একি!

নারা। (সেলিমের অসি লইয়া মানসিংহের প্রতি) এই অস্ত্র লও, যুদ্ধ কর, নচেৎ পশুবৎ প্রাণত্যাগ কর।

(যমুনা ও বেতালের উভয়ের মধ্যবর্তী হওন)

বেতাল। আনন্দ রহো!

নারা। আপনি কে?

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

যমুনা। যুদ্ধ করবার আগে দেখুন, যুবরাজ সেলিম কেন হেথায়?

মান। নারায়ণসিংহ, এ ঘটনা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তুমিই কি যমুনা? তুমি জান যদি বল। নারায়ণসিংহ,

ক্ষণেক বিলম্ব কর—যদি যুদ্ধ-সাধ থাকে, পরে মিটাব। আগে বল, যুবরাজ সেলিম এখানে কেন?

নারা। বোধ হয়, তোমার কুলটা কন্যার উপপতি। যুদ্ধ কর।

সেলিম। না না, আমি ধর্ম্মনাশ ক'রতে আসিনি, আর মাথায় বজ্রাঘাত ক'রোনা।

যমুনা। শুনুন।

মান। রাণা প্রতাপ! তুমি স্বর্গে, আমি নরক-যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্ছি।

নারা। মানসিংহ, এতদিনে চৈতন্য হ'লো, আর তোমার সহিত বিবাদ নাই।

মান। এই আমার বীর-গর্ব, এই আমার বুদ্ধি-কৌশল। ভাল, উত্তম,—আপনার কন্যার উপপতি সংঘটন ক'ল্লেম,—রাজপুতানা! আর কি আমি রাজপুত নামের যোগ্য হব? ইতিহাসের পত্র অবশ্যই আমার নামে কলঙ্কিত হবে, রাণা প্রতাপের নামে বন্ধ্যা আরাবল্লী কুসুমময়-কুঞ্জ-ভূষিত হবে, আমার নামে বাড়বানল প্রজ্জ্বলিত হবে, হল্‌দিঘাটে প্রতি পরমাণু, রাণার ভুবনাদর্শ পরাজয় গান ক'রবে, আমার জয়গান প্রতি বায়ু অজাত শিশুর হৃদয়ে আমার নামে ঘৃণার উদ্রেক ক'রবে। মা জন্মভূমি! সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা ক'রবে কি? আজ মুসলমানের দাসত্ব হ'তে আমি মুক্ত। হায়! হিন্দু হ'য়ে যবনের দাসত্ব ক'ল্লেম—নারায়ণ, তুমি হেথায় কিরূপে?

লহনা। কে ও পিতা, আমায় ধরুন, আমি কিছুই জানিনি, আমি স্বপ্নে দেখ্‌ছিলুম যে, কে যেন আমায় কাট্‌তে এল, তার পর দেখি—এই সব।

মান। লহনা, এ স্থান হ'তে যাও।

যমুনা। তুমি একলা যেতে পারবে না, আমায় ধ'রে চল। (মানসিংহের প্রতি) ইনি পালাচ্চেন, ইনি পাগল নন—বন্দী, আপনি দেখ্‌বেন।

(লহনা ও যমুনার প্রস্থান)

মান। নারায়ণ, আমার সঙ্গে এস, আমি তোমারই আশ্রিত।

(নারায়ণসিংহ ও মানসিংহের প্রস্থান)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ওরে, ওঠ্‌নারে, এখনও উঠ্‌লিনি,—সব চ'লে গেল!

সেলিম। দোহাই, আল্লা! আল্লা!

(প্রস্থান)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

মানসিংহ ও নারায়ণসিংহ।

মান। তবে তোমায় এইরূপেই বন্দী ক'রেছিল। সভায় তার পরদিন ব'ল্লে যে, তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ চাও; আমি অসম্মত হ'লেম, বোধ হয় সেই নিমিত্তই তোমায় কারাগারে রেখেছিল, কি জানি, যদি তুমি কথা প্রকাশ ক'রে দাও। তোমারই কথা সত্য, লহনাকে আকবর পাঠিয়েছিল সন্দেহ নাই, বোধ হয় তুমি ভুলছো, লহনা বাদসাহ না ব'লে—ব'লে থাকবে, সেলিম আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

নারা। আমার বিশেষ স্মরণ নাই, সেলিমই ব'লে থাকবে। আপনি সেলিমের সঙ্গে লহনার বিবাহ দিন, যবনী হোক—তবু ব্যভিচারিণী হবে না।

মান। তাতে আর এক ফল, লহনা

সেলিমের বেগম হ'লে, বাদ্‌সার অনেক সংবাদ পাওয়া যাবে।

নারা। মহাশয়! ক্ষমা ক'রবেন। যদি রাজপুতনায় আত্ম-বিচ্ছেদ না হ'তো, দিল্লী হ'তে যবন দূরীকৃত করবার নিমিত্ত সেলিমকে কন্যা দিতে হ'তো না। গুরুদেব ভারতবর্ষের এই দুরবস্থা দূর করবার জন্য, আজীবন জটাভার বহন ক'রেছেন, বীরদেহে সহস্র অস্ত্র-লেখা ধারণ ক'রেছিলেন, গিরিশিরে, উপত্যকায়, অধিত্যকায়, গহন বনে বন্যের ন্যায় ভ্রমণ ক'রেছেন, অরি-শোণিতে রাজপুতনার প্রতি মৃত্তিকাখণ্ড কর্দ্দমিত ক'রেছেন।

মান। নহরীমোহন, অধিক তিরস্কার বাহুল্য, আবার কবে দেখা হবে? প্রায় রজনী প্রভাত হয়।

নারা। কল্য কালীমন্দিরে দেখা হবে তো কথা হ'লো।

মান। কালীমন্দিরেই, — তাই জিজ্ঞাসা ক'চ্চি।

নারা। মহাশয়! উতলা হবেন না, সকল কথা স্মরণ রাখবেন, আকবরের অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি, আকবরের চর এখানে থাকাও অসম্ভব নয়।

(নারায়ণসিংহের প্রস্থান)

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ওরে, সে কোথা গেল রে?

মান। তুমি হেথা কেন?

বেতাল। বারণ ক'রে দিয়েছে, তোকে বলি আর কি! বলনা, কোথা গেল?

মান। কে?

বেতাল। সেই দুটো ছোঁড়া। সে বড় মজা, বড় ছোঁড়া অন্ধকার ঘরে ছিল—জানিস্‌তো, আর ছোট ছোঁড়া পথে ব'সে কাঁদছে, আর কি ব'লছে। আমি বলি, 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!' ও বলে, আমার আনন্দ কোথা, শুন্‌লেম, বড় ছোঁড়ার জন্য কাঁদছে; অন্ধকার ঘরের ভিতর আছে জানে না। পাহারাওয়ালারা ঘুময়—স্বচ্ছন্দে গেলেই হয়, দেখা ক'রে আসে; তাকে খুঁজি কেন—তা জানিস? এই সকাল হ'য়েছে, তার কাছে যেতে হবে, কোথায় কি দেখেছি—ব'লতে হবে।

মান। কাকে ব'লবে?

বেতাল। আরে, তুই ন্যাকা আর কি! সেই যে, যার ঠেঙ্গে গাঁজা খাবার পয়সা চেয়েছিলাম, তুই দিলি; সে যেন পাগ্‌লা, তার ঠেঙ্গে পয়সা চাইলুম—একটা কি বার ক'রে দিলে; আবার একটা আঙ্গুলে কি দিয়েছে, ত্যাখ্‌।

মান। তোমায় আর কেউ জিজ্ঞাসা করে না, এ আংটী কোথায় পেলে?

বেতাল। জিজ্ঞাসা করে, আমি বলিনি; আমি বলি, "তোর কি, সে পাগল ছাগল মানুষ, কেউ চিনুগ্‌ বা না চিনুগ্‌"।

মান। তবে আমায় ব'ল্লে কেন?

বেতাল। তোর সঙ্গে খুব ভাব আছে, তাই ব'ল্লুম, আমি সব জায়গায় বেড়িয়ে বেড়াই, তোদের এইখানে আসতে আমায় আরো বলে। হ্যাঁরে, সে ছোঁড়া কোথায় গেল?

মান। কোন্‌ ছোঁড়া?

বেতাল। তুইও পাগল, দূর—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(প্রস্থান)

মান। এও আকবরের চর

(প্রস্থান)

[বেতালের পুনঃ প্রবেশ]

বেতাল। সত্যি, সে ছোঁড়া কোথায় গেল? দূর হোক, আজ গল্প ক'রতে যাবো আর ব'লে আসবো, আর রোজ রোজ গল্প ক'রতে পার্‌বো না। আমার ঘুম পাচ্ছে, এখন সকাল হয় নি, কোথায় শোব? ঐ দিকে যাবো? হঁ্যা, সেই কথাই ভাল,—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

আকবর ও মানসিংহ

আক। আমি তো পুনঃ পুনঃ ব'ল্‌ছি, যাতে আপনার মত, তাতে আমার অমত কি?

মান। তবে আমি নিশ্চিন্ত রইলেম।

(প্রস্থান)

আক। সর্প যে মন্ত্রে মুগ্ধ থাকে—তাই ভাল, কিন্তু তথাপি সন্দেহ দূর হ'চ্চে না।

(লহনার প্রবেশ)

আক। লহনা, ব'সো, তুমি যে সেলিমের প্রেমে বদ্ধ, তা আমি জানতেম না; আমি মনে ক'ত্তেম, নারায়ণসিংহ তোমার প্রিয়, সেই নিমিত্ত তারে কারাগারে আবদ্ধ ক'রেছিলেন, তারপর তার উদ্ধারের উপায় তোমার হাতেই দিই।

লহনা। যে রাত্রে বন্দী করেন, সেই রাত্রে তো আমায় সকল কথাই ব'লেছেন।

আক। আজ হ'তে তুমি আমার পুত্র-বধূ হ'লে। এইখানে ব'সো, সেলিম আস্‌ছে; আমি সভায় যাই।

(প্রস্থান)

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। ওরে, শোন্ শোন্, এ ছোট ছোঁড়াটা ছোঁড়া কি ছুঁড়ী, তা জানিনি। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(প্রস্থান)

লহনা। ওমা, যেখানেই যাই, সেইখানেই কি এই মিন্‌সে!

(সেলিমের প্রবেশ)

সেলিম। লহনা, আমার অপরাধ নাই, তোমার রূপেরই অপরাধ। লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিওনা, তোমায় ভালবেসে, আমার প্রাণ না যায়। তুমি যদি আমায় বিবাহ না কর, পিতা আমার প্রাণদণ্ড ক'রবেন।

লহনা। সেলিম! তোমার জন্য যে আমার অন্তরের অন্তর পুড়চে, তাকি তুমি জান না?

সেলিম। প্রিয়ে, তুমি আমার রাজ্যেশ্বরী। (স্বগত) স্ত্রীলোক ভোলাবার কৌশল বিধাতা আমায়ই দিয়েছিলেন, তা না হ'লে অপক্ষপাতী বাদসার নিকট দণ্ড পেতে হ'তো।

লহনা। নাথ, কি ভাবচো?

সেলিম। লহনা, তুমি কি আমায় ভালবাস? আহা, এ হুরি-নিন্দিত নারী-রত্নটি কি আমার? লহনা, বল, যতবার জিজ্ঞাসা করি, বল—তুমি আমার।

লহনা। নাথ, আমি তোমার।

সেলিম। লহনা, আবার বলো।

লহনা। আমি তোমার।

সেলিম। তবে এখন বিদায় হই, বাদসাহের নিকট সভায় যেতে হবে। (স্বগত) সকালটা কিছু আমোদ হ'লো না।

[সেলিমের প্রস্থান]

লহনা। আমার এমনি কপালটা খারাপ, বুদ্ধি ক'রে ক'রে এনে ঠিক্‌টি করি

—আর কোথায় যায়। কলিকালে কি দেবতা আছে? কালীর পায়ে জবা দাও—মনস্কামনা সিদ্ধ হবে; মাগো! কি বিভীষিকা মূর্ত্তি! পূজা ক'ত্তে ভয় করে। কোথায় বেগম হব মনে ক'চ্ছিলেম, নারায়ণকে মন্ত্রী ক'ত্তেম, সেলিম এসে এক কাল ক'ল্লে। বুড়ো বাদসাহকে ওঠ্-বোস্ করাতেম। আচ্ছা—আজ যদি বাদসা মরে, কালতো সেলিমা বাদসা হবে। দাঁড়াও—এ কথা এখানে ভাববো না; নিরিবিলি ঘরে দোর দিয়ে ভাব্‌তে হবে, বাদসার খাবার তদারক ক'রতে হবে,—নারায়ণকে নেবোই নেবো। এত ক'রে না পাই, ইঁদারার ভিতর পুরে, মুখ গেড়ে দেব।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

এ বেটাকে তো আগে শূলে দেব। যমুনা বলে, তোমার ভয় দেখে বাঁচিনে, আঃ নেকি লো!—নারায়ণকে আর এক রকম ক'রে জব্দ ক'রবো, যমুনা তো আমাদের বাড়ীতে; বাদসার সঙ্গে যে কাজ ক'রতে হবে—একবার ঘরে পরক করা ভাল। (দর্পণে মুখ দেখিয়া) সুন্দর মুখখানিতে কি হ'তো, বুদ্ধি না থাকলে—

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

মিন্সে মরে না, এখন যাই। (প্রস্থান)

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। ওমা, কেউ নেই যে গো, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজবাটী হইতে বাগানে যাইবার পথ

আকবর ও বেতাল

আক। আচ্ছা, আনন্দ রহো, এই ঝোপে তুমি লুকিয়ে থাক্‌তে পার কতক্ষণ?

বেতাল। কেনরে লুকুবো?

আক। তুই লুকুবিনি? আমি লুকুই।

বেতাল। এই দেখ—আমিও লুকুই, আমি এইখানটায় শুয়ে একটু ঘুমুই।

আক। আচ্ছা, তুই এই আংটী ফেলে দিয়ে গিয়েছিলি, আবার পেলি কোথায়?

বেতাল। তুই ফেলে রেখে গেলি, আমি কুড়িয়ে নিয়েছি।

আক। আচ্ছা, তুই শো!

(বেতালের প্রস্থান)

(স্বগত) একক সকল সংবাদ রাখা নিতান্ত সহজ নয়, আমার কি বুদ্ধির ব্যতিক্রম হ'চ্চে? তিনবার মানসিংহকে বধ করবার উপায় ক'ল্লেম, 'আনন্দ রহো'ই তা নিবারণ ক'ল্লে। কি জানি, ওর 'আনন্দ রহো'র কি গুণ, আমায় আসন হ'তে উঠিয়ে সে আসনে পা রাখ্‌লে, নারায়ণসিংহকে কারামুক্ত ক'ল্লে—কোথায় মানসিংহের অনিষ্টের নিমিত্ত ওকে নিযুক্ত ক'ল্লেম, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ঘ'টলো; আমার সন্দেহ হ'চ্চে—কোন যাদুকর; নচেৎ অস্ত্রধারীর অস্ত্র প'ড়ে যায়, যেখানে খুন, বলাৎকার, সেইখানেই উপস্থিত। এ কোন রাজপুতের চর, সন্দেহ নাই। যিনি হোন—আজ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবেন।

(দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

অতি সতর্ক হ'য়ে পাহারায় নিযুক্ত থাক, যে আসুক বা যে যাক, তার প্রাণ বিনাশ কর। যদি কেউ লুক্কায়িতভাবে এ ঝোপে ঝাপে অবস্থান করে, তাকেও বিনাশ কর; স্ত্রীলোককে কিছু ব'লোনা।

(সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান

(লহনার প্রবেশ)

লহনা, এতদিন তোমায় চিনেও চিনিনি, আমি মূঢ়, তোমার সেলিমের সহিত বিবাহ হবে মাত্র, কিন্তু তোমায় নিয়ে আমি মরকত-কুঞ্জে থাক্‌বো; কিন্তু হায়! তোমার পিতা জীবিত থাক্‌তে তো নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌বো না; দেখ, যদি আজ কোন কৌশলে তাঁকে এই দিকে নিয়ে আস্‌তে পার।

লহনা। কি ব'লবো?

আক। তুমি কৌশলময়ী প্রতিমা, তোমায় আমি কি শিখাব, আমি স্বয়ং কৌশল ক'রে, তিনবার বিফল হ'য়েছি।

লহনা। এবার সফল হবে—তার নিশ্চয় কি?

আক। এবার তুমি আমার সহায়, আর কারে ভয় করি!

লহনা। তিনবার বিফল হ'লে কেন?

আক। আমার দুর্ব্বুদ্ধি, 'আনন্দ রহো' তোমার পিতার চর—তা বুঝতে পারিনি।

লহনা। মিন্‌সেকে মেরে ফেলনা, আমার বড় ভয় করে।

আক। অবশ্যই চর—ভয় করেই বটে, আমি স্বয়ং অস্ত্র ধ'রে মানসিংহের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে, 'আনন্দ রহো' সাম্‌নে এলো, অস্ত্র প'ড়ে গেল, পাচকের হাত থেকে বিষপাত্র প'ড়ে গেল, মহম্মদের অব্যর্থ সন্ধান বিফল হ'লো, কিন্তু আজ নিস্তার নাই।

দুইজন সেনিকের পুনঃ প্রবেশ)

কি প্রহরি! কাকেও পেলে?

১ম সৈন্য। জাঁহাপনা! জনপ্রাণীও নাই।

আক। অবশ্য আছে, তোমরা আমার চক্ষে দেখবে এস, অকর্ম্মণ্য!

(আকবরের সহিত সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান)

লহনা! (স্বগত) বুড়ো বানর! তুমি মনে ক'রেছ—আমি তোমায় ভালবাসি,—ভালবাসা আগুনে ঢেলে দিই না! আজ আমাদের দু'জনের কৌশলে মানসিংহ, তারপর আমার কৌশলে তুমি, তা'পর সেলিম। নারায়ণ! নারায়ণ আমার না হয়,—শূলের আগুনে ছেঁকা দে মারবো, যেমন জ'লছি,—তার শোধ তুলবো। বাবাকে ভুলিয়ে এ পথ দিয়ে আন্‌তে পারবো না? (প্রস্থান)

(সৈনিকদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

১ম সৈন্য। ওরে, বাদসা খেপেছে নাকি? এদিকে বাদসার মহল, এদিকে মানসিংহের মহল, মাঝে বাগান; এ পথে দুশ্‌মন কোথেকে আস্‌বে?

২য় সৈন্য। আর যা বলিস ভাই, কোমরটা লাথিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে।

১ম সৈন্য। আর আমার চড়টা বুঝি যেমন তেমন!

২য় সৈন্য। আরে নে, চড় রাখ, আবার যদি এসে দেখে—দু'জনে কথা ক'চ্চি তো খুন ক'রবে, তুই ও পাশে টওলা, আমি এ পাশে টওলাই। আরে কোন শালারে, শালার জন্য লাথি খাই!—

(গাছে তলোয়ারের এক কোপ)

১ম সৈন্য! ওরে, আমারও দাঁত গিয়েছে—আমিও ঘোরাই, আমিও ঘোরাই।

(তলোয়ার ঘোরান; এমন সময়ে নেপথ্যে পদ-শব্দ)

২য় সৈন্য। ওরে চুপ, কার পা'র আওয়াজ পাচ্চি।

১ম সৈন্য। আরে দুঃশালা! নারে, পা'র আওয়াজই বটে।

(মানসিংহের প্রবেশ)

মান। বাদসা এত প্রসন্ন, কালই বে দেবেন—যবনের সঙ্গে তো কুটুম্বিতা ক'রেছি।

১ম সৈন্য। চুপ্‌!

২য় সৈন্য। হুঁসিয়ার।

মান। বাদসার অপরাধ কি, তবে কেন রাজপুত-বিগ্রহে যোগ দিই ?

(লহনার প্রবেশ)

লহনা। (স্বগত) কে কাট্‌বে দেখি, আমারও তো দরকার আছে।

(দুইজন সৈনিকের মানসিংহকে আক্রমণ, ও বৃক্ষডাল হইতে 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!' শব্দ,—সৈনিকদিগের হস্ত হইতে অসি পতন ও লহনার মূর্চ্ছা)

মান। একি!

সৈন্যদ্বয়। রাজা মান—

মান। তোমরা হেথায় কেন ?

১ম সৈন্য। বাদসা আমাদের এখানে রেখে গেছেন।

মান। তোমাদের শ্রেণীর সংখ্যা দেখে বোধ হ'চ্ছে, তোমরা আমার অধীনস্থ, আমার সঙ্গে এস।

২য় সৈন্য। বাদসা আমাদের রেখে গেছেন।

মান। যদি মৃত্যু কামনা না কর, আমার সঙ্গে এস।

বেতাল। (বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া) ওরে, একে সঙ্গে ক'রে নিলিনি ? এ যে প'ড়ে গেছে।

মান। একি! লহনা! বিষপাত্র পূর্ণ হ'য়েছে। আমি যেমন কুলাঙ্গার, আমার বন্যা—আমার উপযুক্ত। 'আনন্দ রহো'! তুমি যেই হও, একদিন তোমায় আমি ঘৃণা ক'রেছি, আজ তুমি আমার জীবনদাতা।

বেতাল। ওরে, এর মুখে জল না দিলে কথা কইবে না, আমি একে পুকুর-ধারে নিয়ে যাই, শুধু 'আনন্দ রহোঁ' ব'ল্লে হবে না ;—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

(লহনাকে কোলে লইয়া প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আকবর ও মন্ত্রী

আক। মানসিংহ আজও অন্ধকারে, নতুবা এ পত্র নারায়ণসিংহকে লিখতেন না। মানসিংহ আপনাকে অতি উচ্চ ব্যক্তি বিবেচনা করেন, কিন্তু উচ্চতর ব্যক্তি আকবর,—তাকে রজ্জু ধারণ ক'রে নাচায়। মানসিংহ, তোমার ন্যায় শতশত্রু-দমনে আমি সক্ষম। বল,—সিংহ বলবান্‌,—কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ, সাগর বলবান্‌, কিন্তু ক্রীতদাসের ন্যায় মনুষ্য বহন করে, তুমিও বলবান্‌, কিন্তু আকবরের বুদ্ধিবলে ক্রীতদাস। কি স্পর্দ্ধা! পত্রে লিখেছেন—এই আক্রমণের উত্তম সময়। মানসিংহ! সময় জ্ঞান তোমার নাই, আকবর সদা সচেতন, সময়-সুযোগ তার দাস। ধন্য সাহস! আমার মতের বিরুদ্ধে খসরু রাজা! নির্ব্বোধ! তোমার লাভ—আকবর-স্থাপিত সিংহাসনে মুসলমান রাজা, হিন্দু রাজা নয়, কিন্তু তথাপি খসরু রাজা নয়। মন্ত্রী সম্ভব, হিন্দুর বশীভূত হ'তে পারে। মন্ত্রি! যে শৃঙ্খলে সুমেরু হ'তে কুমেরু পর্য্যন্ত বন্ধন ক'রেছি, এ ভারত-সিংহাসনে যতদিন আমার মতাবলম্বী রাজা ব'সবে, তাদের হিন্দু হ'তে কোন আশঙ্কা নাই।

তারা বিবেচনা করে যে, তারা শাস্ত্রবিদ্, কিন্তু তারা জানে না—বশীভূত বলে বা ছলে—একই কথা। আঃ ধিক্! এই আমার চৈতন্য, রাজনৈতিক উপদেশে সময় অতিবাহিত ক'চ্চি। (কাগজ পাঠ)

মন্ত্রী। (স্বগত) একার বুদ্ধির সর্ব্বদা চেতন অবস্থা থাকে না, আকবর! এ উপদেশ তোমার আবশ্যক। খসরু রাজা হোক বা না হোক, বিষ প্রদানে মানসিংহের প্রাণবধ হবে না।

আক। মন্ত্রি, নারায়ণসিংহ কোন্ কারাগারে?

মন্ত্রী। ছয় সংখ্যার কারাগারে।

আক। এইবার কোন্ 'আনন্দ রহো' তোমায় কারামুক্ত করে, দেখবো। কিন্তু সে ছোকরাকে কিছুতে অনুসন্ধানে ঠাওর পেলাম না; হকিম বিশ্বাসী, তুমি জান?

মন্ত্রী। তার সন্দেহ কি? ঐ হকিম আসছে।

আক। তবে তুমি এখন যাও।

(মন্ত্রীর প্রস্থান)

যাক্, রাজপুতনার ভয় এক রকম গেল,—দুই তিনটে যুদ্ধ মাত্র, সেলিমই করুগ, বা আমি করি।

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

আক। কি ভ্রম! এখানে শুনলুম যে 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!' ব'লছে; এতদিনে সে রব ফুরিয়েছে—গারদে কতদিন চলে।

(হকিমবেশী বেতালকে লইয়া একজন প্রহরীর প্রবেশ)

আক। এত বিলম্ব হ'লো কেন?

প্রহরী। উনি গারদ তদারকে গিয়েছিলেন, খুঁজে খুঁজে সেইখানে ধ'রলেম।

বেতাল। (স্বগত) ওর সাক্ষাতে কোন কথা কব না, যদি, 'আনন্দ রহো' বেরিয়ে পড়ে; এও 'আনন্দ রহো' শুনলে ভয় পায়। (প্রহরীর প্রস্থান)

আক। (মোড়ক লইয়া হকিমকে প্রদান) এই ঔষধ লহনার, লহনা পাগল হওয়া আবশ্যক—বুঝলে? মানসিংহের পাচকের হাতে এই ঔষধ—তার খাবার জন্য নয়—এই বিষে মানসিংহের প্রাণ সংহার।

বেতাল। ওরে, আর থাকৃতে পারিনি, বাবারে, 'আনন্দ রহো' বলি।

আক। (মুখের দিকে চাহিয়া) অ্যাঁ, এ কাকে এনেছিস্?

বেতাল। আনন্দ রহো! (নৃত্য করিতে করিতে) আনন্দ রহো! এইবার 'আনন্দ রহো' স'য়ে যাবে।

আক। একি এ! ওরে, কে আছিস্ রে? ধর।

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ ও অসি উন্মোচন)

একি! মানসিংহ! (মূর্চ্ছা)

(প্রহরীদ্বয় বেতালকে মারিতে উদ্যত, বেতালের সরিয়া যাওন ও আপনাদের অস্ত্রে আপনারা পতন)

বেতাল। একি, সবাই ভয় পেলে, আমি কি করি বাপু, সবাই ভয় পাবে, কেবল সেই ছুঁড়ীটে ভয় পায় না। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! সে আমার চেয়ে 'আনন্দ রহো' বলে। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! আনন্দ রহো!!! সে যার শুক্‌নো ফুলটাকে বলে 'আনন্দ রহো'! হা হা, 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো'!! না, না, না, আমি যাই,—এরে বলে মূর্চ্ছা, সেই ছুঁড়ীটে মূর্চ্ছা গেছলো, আরে সেই যে—যেদিন লুকোতে ব'লেছিল, আমি যার সে পথ দে গেলে, নাক-মুখ টিপে পেটের ভেতর ক'রে

যাই। 'আনন্দ রহো' ব'লে চোক বুজে চলি,—কি করি, কি জানি বাপু—যদি চোক দিয়ে 'আনন্দ রহো' বেরিয়ে যায়! আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!

আক। (মাথা তুলিয়া) দেও! দেও!

(পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা)

বেতাল। আচ্ছা, আমি করি কি? পাগ্‌লা বেটারা ভয় পায় ব'লে, আমি যার এই পোষাকটা প'রেছি। আমি যাই, সে আবার নাইতে গেছে—আরে, যাবোই এখন, না হয় খানিক ন্যাংটো থাকবে—এখন না, এরা জাগলে ভয় পাবে,—'আনন্দ রহো' টিপে যাই।

(বেতালের প্রস্থান)

১ম প্রহরী। ওরে, কোথা গেল? অ্যাঁ, কোথা গেল?

২য় প্রহরী। অ্যাঁ—পালালো?

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!

আক। (উঠিয়া) নিশ্চয় যাত্নকর! ও হেথায় এল কি ক'রে?

১ম প্রহরী। জাঁহাপনা, হকিমকে আমি চিনতেম না, হকিমের ঘরেতে ও পেছন ফিরে ব'সেছিল, আমরা আপনার শিক্ষা মত ব'ল্লেম, 'আকন্দ ভয়', ও ব'ল্লে, 'আকন্দ ভয়'। আমরা ইঙ্গিত ক'ল্লেম—ও সঙ্গে চ'লে এলো। জাঁহাপনা, এই ভ্রমে এ কার্য্য হ'য়েছে, নচেৎ এ নিভৃত স্থানে, অপরকে আনতে সাহসী হ'তেম না।

২য় প্রহরী। জাঁহাপনার যেরূপ অনুমতি হয়।—

আক। তাকে ধ'রলিনি কেন?

১ম প্রহরী। আমরা উভয়ে উভয়ের অস্ত্রাঘাতে মূর্চ্ছা গিয়েছিলুম।

গুপ্ত-চর, যাত্নকর নয়।—কাকেও প্রত্যয় নাই, সকল্ বেটাই 'আনন্দ রহো'!

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!

আক। চল, শীঘ্র তাকে ধরিগে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

কগ্‌ণ-শয্যায় লহনা ও সেলিম।

লহনা। সেলিম, একটু বোস, তুমি যে ব'লতে—আমায় ভালবাস—ওকি! ওকি! ওকি! বাবা, কেটো না, বাবা, কেটো না; সেলিম যেও না; নারায়ণসিংহ—সেলিম ম'রে যাক্, সেলিম, উঠনা।

সেলিম। তোমার কাছে যে থাকা ভার, তোমার বছর বছর এই রোগ চাগাবে, আর আমায় শুধু ব'লবে, 'বাবা কেটোনা, সেলিম বোস'।

লহনা। সেলিম, যেও না, আমার ভয় করে। (হস্ত ধারণ)

সেলিম। এই তো তোমার গায়ে জোর।

লহনা। সেলিম! তোমার কি একটু দয়া হয় না? একটু ভালবাস না?

সেলিম। আরো রোগ ক'রে মুখ তুব্‌ড়ে রাখ, খুব ভাল বাসবো। আমি তোমায় বলি, জান্ ফুর্‌তিতে রাখ, তা নয় এক কথা ধ'রেছ, 'বাবা কেটোনা'।

লহনা। সেলিম! সেলিম! ঐ 'আনন্দ রহো'! ঐ 'আনন্দ রহো' !!

সেলিম। বাঃ! 'আনন্দ রহো' আমার মহলায় এলো. আর কি? বন্ধু, সে গারদে।

লহনা। (সেলিমের হস্ত জোর করিয়া ধরিয়া) সেলিম! সেলিম!

সেলিম। ওঃ, বিবি পঞ্জাদার!

লহনা। গা ডুলি মেরেছিল, ভাল হয় নি।

সেলিম। রোস বাবা, বাঁচলুম; এইবার সেতারের মতন গৎ চ'ল্‌বে।

(সেলিমের প্রস্থান)

লহনা। গা ডুলি মারা ভাল হয় নি, একলা বনের ভিতর প্রাণ খাঁ খাঁ ক'রেছিল, ওমা, আমি কাটতে চাইনি, আমি কাটতে চাইনি—সেই বুড়ো বেটা ব'লেছিল, পিড়িং পিড়িং, ধিড়িং ধিড়িং, পুড়ুং পাড়াং, চুড়ুং চাড়াং; ওমা, মন্ত্র ব'লছি; ও মাগো! কি ভয়ঙ্কর গো! ওমা, সূর্য্যের মত দুটো চোক, ওগো, গেলুম গো।

(মানসিংহ, যমুনা, কানুন ও হকিমবেশে মন্ত্রীর প্রবেশ)

মান। (যমুনার প্রতি) মা, এখানে আসা হকিমের নিষেধ, তাই বারণ করি।

যমুনা। এমন নিষেধও শুনিনি।

লহনা। যমুনা! দিদি এস, ওরে নখে ছিঁড়ে ফেল, প্রাণ জ্ব'লে গেল, না না, কেটো না, কেটো না, বাবা!

যমুনা। লহনা দিদি! কে তোমায় কাটবে, বল তো? এই দেখ, আমি এসেছি, কানুন এয়েছে।

কানুন। চা না লো! তোর বাপ এয়েছে, দেখ্‌না!

লহনা। ও বোন! উনিই আমায় কাটবেন—নিঃশ্বেসে ম'রে যা, নিঃশ্বেসে ম'রে যা!

কানুন। ম'রে যাই যাব,—তুই চোক্ খোল্ তো!

লহনা। কানুন দিদি! এস, ব'সো—মর।

যমুনা। মর মর কেন ক'চ্চো বলতো?

লহনা। যমুনা দিদি! তোমার চোক দুটো উপ্‌ড়ে নিই, ওমা—আঃ, ও বাবা—আঃ!

মান। দেখ দেখি, সাধে নিষেধ করি? তোমরা চ'লে যাও। কানুন, তোমার সে শুকনো কুঁড়িটি আননি?

কানুন। সকলে ঠাট্টা করে ব'লে নিয়ে আসিনি।

যমুনা। আশ্চর্য্য! ঝড়ে প'ড়ে গেল না গা, শুক্‌নো ফুল এতদিন থাকে, তা আমি জানিনি।

(কানুন ও যমুনার প্রস্থান)

মন্ত্রী। ভাল, আপনার কন্যার চিকিৎসা করেন না কেন?

মান। সময়ে সময়ে ওর মুখ দিয়ে এমন কথা বেরোয় যে, সে চিকিৎসকেরও শোনা উচিত নয়;—তাতে আমাদের মন্ত্রণা সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাতে পারে।

লহনা। কেও বাবা! আমি জানতুম না, কাটবে—আমায় ডেকে দিতে ব'লেছিল—আমি কি জানি? আমায় কেটো না, কেটো না, কেটো না।

মন্ত্রী। বাদসা তো এই ঔষধ দিতে ব'লেছেন, অকারণ প্রাণবধ কি আবশ্যক?

মান। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমায় দিন, এতে প্রাণনাশ হবে না, আকবরের বিষে একদিনে মৃত্যু হয় না, তিনি সতর্ক, লোকে পাছে বিষ-প্রয়োগ আশঙ্কা করে।

মন্ত্রী। দেখুন, আপনি পিতা, আপনার যেরূপ বিধি হয়, ক'রবেন। (ঔষধ প্রদান) কাল সরবতের সঙ্গে আপনাকেও বিষ প্রয়োগ হবে, এই সে বিষ, আমি পাচককে দিতে চ'ল্লেম। এখন বুঝুন—আমি থসরুর পক্ষ কিনা।

মান। মশাইকে তো কখন অবিশ্বাস করিনি।

মন্ত্রী। ভাল, করুন বা না করুন, আমি চ'ল্লেম, দেখ্‌বেন, স্ত্রী-হত্যাটা না হয়।

(প্রস্থান)

মান। এও আকবরের ছলনা হ'তে পারে। তা আমিও অসতর্ক নই ; কিন্তু সতর্কতার চেয়ে অন্তরের আগুন আর নাই! এই যে সুন্দর পবন-হিল্লোল অন্যকে শীতল করে, কিন্তু আমার বোধ হয় যেন আমার বিরুদ্ধে কে পরামর্শ ক'চ্চে ; কুঞ্জে কুঞ্জে যেন অস্ত্রধারী ঘাতক আমার প্রাণবিনাশ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান, গৃহিণীর করে দুগ্ধপাত্র—বিস-পাত্র অনুমান হয়। হোক,—সতর্কতার বলে, আমি জীবিত আছি ; নচেৎ আকবরের কৌশলে এতদিন জীবন-যাত্রা উদ্‌যাপন ক'ত্তে হ'তো, কিন্তু সেদিন 'আনন্দ রহো' আমার প্রাণদাতা। (ঔষধ গুলিয়া) যন্ত্রণা বৃদ্ধি ক'র্‌বে, সন্দেহ নাই—মা, ঔষধ খাও।

লহনা। কেও, বাবা ?

মান। কেন মা, অমন ক'চ্চো ?

লহনা। আজ অনুগ্রহ ক'রে ব'লে যাবেন, একটু জল ঘরে রেখে যায়। ওরে দাঁড়া,—দাঁড়া, ভয় পাবো এখন, একটু জল চেয়ে রাখি।

মান। কেন, দুধ র'য়েছে, জল যে নিষেধ মা, এই ঔষধটা খাও।

লহনা। না বাবা, ও ঔষধ খাব না, বাবা, তোমার হাতের ঔষধ বিষ। বাবা, বাবা, ঔষধ আর আমি খেতে পাচ্চিনি,—বাবা, দাঁড়িও না, নখ দে আমি তোমার চোখ গেলে দেব, এখনও দাঁড়িয়ে ?—এই দিলুম (উঠিতে উদ্যত) মাগো! (পতন)

মান। উত্তম।

(প্রস্থান)

(জল লইয়া কাম্নুনের প্রবেশ)

কাম্নুন। ওমা, অনাছিষ্টি কথা, রুগী জল খাবে না তো কি হাওয়া খেয়ে বাঁচবে ? দিদিও ধ'রেছে, জল খেলে বাঁচ্‌বে না! রেখে দাও তোমার হকিমের কথা!

লহনা। মুখ ছিঁড়ে দি—মুখ ছিঁড়ে দি —মুখ ছিঁড়ে দি।

কাম্নুন। ও মাগো! দিদি, এই দোর-গোড়ায় জল রইলো—খাস্‌। এ রুগীর কাছে দশজন থাকতে হয়, তা না, একজন থাকবার যো নাই, বলেন হকিমের হুকুম।

লহনা। (দণ্ডায়মান হইয়া) ভয় হবে না ? এই এম্নি ক'রে, এই এম্নি ক'রে দাঁড়িয়েছে।

(জিব মেলিয়ে দেখান)

কাম্নুন। ও মাগো, দিদি যেন কি করে!

(প্রস্থান)

লহনা। ও মাগো, আবার এসেছে! (পতন) জল—জল—জল।

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। ভয় পায়,—পাবে, ওর ঔষধ কাকে দেব, ওরে, এই ঔষধ তোকে দিয়েছে।—(ঔষধ প্রদান)

লহনা। জল! প্রাণ যায়!

বেতাল। (জল লইয়া) ওরে খা খা!

লহনা। (জল খাইয়া) বাবা হ'লেও তোমার ঔষধ ভাল।

বেতাল। চুপি চুপি বলি, আনন্দ রহো!—আনন্দ রহো!!

লহনা। অ্যাঁ—'আনন্দ রহো' ?

বেতাল। আর ভয় পাস্‌নি, এই দেখ, তোকে আমি জল দিচ্চি।

লহনা। আনন্দ রহো, আর তোমায় ভয় পাবো না।

বেতাল। তবে জোরে বলি—আনন্দ রহো!

লহনা। বল, আর আমি ভয় পাব না; যদি ভয় পাই—একটু জল দিও।

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ভয় পাচ্চিস্?—জল খা।

লহনা। (জলপান করিয়া) এইবার গায়ে জোর হ'য়েছে। বাবা, তোমায় দেখ্‌বো। ফের বল—আনন্দ রহো, আর একটু জল দাও।

বেতাল। আচ্ছা ব'লছি. তুই জল খা।

[জল প্রদান]

লহনা। বাবা, তোমার মুখ ছিঁড়ে ফেল্‌বো।

[প্রস্থান]

(নেপথ্যে)—মাগো! (পতন শব্দ)

বেতাল। ঐ যা, তুই ভয় পেলি।—আমি পালাই, জল দিয়ে যাচ্চি, খাস; আবার আর একজনকে ঔষধ দিতে হবে।

[প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অপর কক্ষ

আকবর ও মানসিংহ।

আক। এ চমৎকার সরবৎ—পান করুন। (খাইয়া) একি বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতক!

মান। রাজা মান সতর্ক, সাবধানের বিনাশ নাই,—আকবর সা, জান না, তোমার বিষপাত্র—তোমারই মুখে।

আক। মানসিংহ, সে দর্প ক'রো না, পাচক তোমার অর্থে ভোলে নাই, এ আল্লা আমার বাটীতে বিষ দিয়েছে

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! ওরে না রে, আমি তোর ঔষধ ঢেলে রেখে গেছলুম। সাদা গুড়ো যাকে দিতে দিয়েছিলি, তাকে দেখতে পেলুম না, তাই এই বাটিতে ঢেলে রেখে গেলুম। তোর তো আর কাগজখানা দরকার নেই, আমি গাঁজাটা আস্টা মুড়ে রাখ্‌বো।

আক। ওহো! হো! হো! হো! মানসিংহ, স'রে যাও, কাউকে পাঠিয়ে দাও—একটু জল দিক্; আমি সকলকে নিষেধ করেছি, ওঃ!—দিলে না—দিলে না—

মান। আমার কন্যার প্রতি ঔষধ প্রয়োগ ক'রে জল নিষেধ, আপনার প্রতিও সেইরূপ ব্যবস্থা; এখানে তো অপর হকিম নেই।

আক। জল দিলে না, জল দিলে না। ওরে কে আছিস্ রে!

মান। নিকটে কারুর থাক্‌বার তো জাঁহাপনার হুকুম নেই।

বেতাল। ওরে, আমি দিচ্চি।

(জল লইয়া দিতে যাওয়া ও পড়িয়া গিয়া জল পতন, এবং মানসিংহ কর্তৃক পাত্র গ্রহণ)

মান। (বেতালকে ধরিয়া) না না, আনন্দ রহো, জল দিলে ম'রে যাবে।

আক। আনন্দ রহো, শুনো না, জল দাও।

বেতাল। ওরে, ছেড়ে দে।

আক। ছাড়িয়ে এস; তুমি আসতে পাচ্চো না? ওঃ, এ সব কে? দাও দাও—একটু জল দাও, দাও দাও, আঃ বাঁচিনি—হাসে! (ওয়াক) আবার সরবৎ দিলে, ওরে, আবার সরবৎ দিলে, কাটা

মাথা থেকে রক্ত প'ড়ছে, ওরে, মুখে পড়, মুখে পড়, জ্ব'লে গেল—আগুন—আগুন—আনন্দ রহো, এসো, তুমি কারাগার ভেঙ্গে আসতে পার, গারদ থেকে আসতে পার, আমার সিংহাসনে পা দিতে পার, আমার বিষ আমায় খাওয়াতে পার,—একটু জল দিতে পার না? আনন্দ রহো, তুমি কতগুলো হ'য়েছ, সকলকে কি মানসিংহ ধ'রে রেখেছে? ঐ যে, তোমার হাতে জল—দাও, দাও, দাও।

বেতাল। ওরে, 'আনন্দ রহো' বল, আমায় ছাড়বে না, আমি গাঁজা খেয়ে তেষ্টা পেলে বলি। ওরে, ছাড়চে না। ওরে, ছাড় ছাড়, মরে রে ছাড়্‌বিনি? (জোর করিয়া ছাড়াইয়া লওন)

আক। দাও, দাও। (জল লইয়া পতন ও জল ফেলিয়া দেওন)

বেতাল। ওরে, তুইও ফেলে দিলি? (কাপড় ভিজাইয়া মুখে দেওন)

আক। কালো! কালো! কালো! কালো ঢেউ, কালো মেঘ, সমুদ্র—তুফান চাল্‌চে কালো, ফুট্‌চে কালো, উঠ্‌ছে কালো, কালো! কালো! কালো! কালো—উথ্‌লে উঠ্‌ছে। আনন্দ রহো, তোমার 'আনন্দ রহো' বলো—শুন্‌তে পাইনি, শুন্‌তে পাইনি। ওঃ! বজ্রাঘাত হ'চ্চে, ঐ কালো মেঘ থেকে বজ্রাঘাত। উঃ, কত বজ্রাঘাত! কালোতে কি নীল রঙের বিদ্যুৎ হয়? ও বাবা! কালো আগুন নাকের ভিতর সেঁদোলো, জ্ব'লে গেল—পুড়ে গেল।

বেতাল। এত কথা বল্‌ছিস্—'আনন্দ রহো' বল।

আক। ওরে, পেটের ভেতর কালো ঢেউ উঠ্‌ছে।

মান। এখন কি কর্ত্তব্য? এইতো প্রায় শেষ, প্রচার করিগে যে, জাঁহাপনা অকস্মাৎ কিরূপ হ'য়েছেন। সতর্কতা, সতর্কতা, সতর্কতা, সতর্কতাই মনুষ্যের জীবন।—এখন সতর্ক হই, কেউ না বলে—বাদসাকে আমি খুন ক'রেছি,—সন্দেহ ক'র্‌বেই—দেখা যাক্। সতর্কতা! সতর্কতা! (প্রস্থান)

আক। ওই—পেটের ঢেউ বুকে এলো।

বেতাল। আমি একটু জল পাই তো দেখি, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!! (প্রস্থান)

(দুইজন ভৃত্যসহ মানসিংহের প্রবেশ)

মান। যতদূর পাল্লেম ক'ল্লেম, জলটল মাথায় দে দেখ্‌লুম—কিছুতেই চেতন হ'লো না; এই দেখ, জল প'ড়ে র'য়েছে।

১ম ভৃত্য। মহারাজ কি আর মিছে কথা ব'লছেন!

২য় ভৃত্য। আর কাকে নিয়ে যাবো!

মান। না না, ধুক্ ধুক্ ক'চ্ছে, টেনে তোল, কণ্ঠা ন'ড়্‌চে, দেখ্‌তে পাচ্চো না?

(আকবরকে লইয়া দুইজন ভৃত্যের প্রস্থান)

(নেপথ্যে)—আহা, হাঁ ক'চ্চে, একটু জল দে রে।

মান। যদি একবার লোকের ধারণা হয় যে, আমি বিষ দিইনি,—আকবর, বড় চমৎকার উপায় শিখালে, যার প্রতি সন্দেহ—তার প্রতি বিষ প্রয়োগ! সতর্কতা, সতর্কতা! অর্থের অভাব নাই—খসরু দেবে; কিন্তু খসরু মুসলমান—উপকার মনে রাখ্‌বে কি? দেখা যাক—সতর্কতা! (প্রস্থান)

(নেপথ্যে)—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো!!

বাপীতট

যমুনা

গীত

রাগিণী খট্‌-ভৈরবী—তাল যৎ।

পাষাণী পাষাণের মেয়ে, বাদ সেধেছে
আমার সনে।
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পায়ে, মনের সাধ মা, রইল
মনে॥
রাঙ্গা চরণ পূজে তারা, নয়ন-তারা
হ'লেম হারা,
দেখ, মা তারা তাপহরা বঞ্চিত বাঞ্ছিত
ধনে॥

(কান্নুনের প্রবেশ)

কান্নুন। দিদি, এই অন্ধকারে একা ব'সে গান ক'চ্চো? উঃ, আকাশে একটিও তারা নেই, বিদ্যুৎগুলো যেন লড়াই ক'ত্তে ক'ত্তে আকাশটা মেপে চ'লেছে, এস ভাই,—ঘরে এস।

যমুনা। দিদি, অন্ধকার যামিনী ভিন্ন আমার এ গান শোনাব কারে? চাঁদ শুন্‌লে মলিন হবে। ভাই, মেঘ আপনার প্রাণ ধুয়ে দেবে, আমি কি আপনার প্রাণ ধুয়ে কাঁদতে পারিনি? দিদি, আমি বড় অভাগিনী, তোমার মতন প্রফুল্ল কুসুম-কলিও আমার নিঃশ্বাসে মলিন হয়। দিদি, আমার মতন ভগ্নী কি আর কারুর আছে?

কান্নুন। দিদি বিশ্বাস কর, মনস্কামনা ক'রে কালীর পায়ে জবা দিয়েছ, অবশ্য তোমার সঙ্গে নারায়ণের দেখা হবে। এই দেখ দেখি, আমি মেনেছিলুম, আমার এ কুঁড়িটি আজও রয়েছে।

যমুনা। কান্নুন, আমি বালক সেজে পথে পথে কেঁদে বেড়িয়েছি, রাস্তায় রাস্তায় গান ক'রে বেড়িয়েছি, সূর্য্যের উত্তাপে কাতর হইনি, ক্ষুধা-তৃষ্ণার সময়ে নদীর জল অমৃত ব'লে পান ক'রেছি, তাতেই সবল হয়েছি, আবার লহরীমোহনের অনুসন্ধান ক'রেছি; মনে মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস—মা কালী মনস্কামনা পূর্ণ ক'রবেন।

কান্নুন। অবশ্যই ক'রবেন, আমার ফুলটি দেখে তোমার বিশ্বাস হয় না?

যমুনা। না ভাই, যখন পেয়ে হারালেম, তখন আর বিশ্বাস হয় না।

কান্নুন। আচ্ছা ভাই, আমি কাল সকালে তোমার মতন বালক সেজে, পথে পথে ঘুরবো, দেখি পাই কি না।

যমুনা। কান্নুন, আমার প্রাণ ব'লছে—তাকে পাবো না, তুমি মিছে প্রবোধ দিও না।

কান্নুন। আচ্ছা এসো, ওদিকে ফুল ফুটেছে দেখি গে।

যমুনা। না দিদি তুমি দেখ গে।

কান্নুন। বুঝেছি, ব'সে কাঁদবে। আচ্ছা, আমি তোমার জন্য ফুল তুলে আন্‌ছি, তখন কিন্তু নিতে হবে।

(প্রস্থান)

যমুনা। তুমিই সুখী,—মা কালি! এ জন্মে মনের সাধ মনেই রইলো। যদি জন্ম হয়—যেন যমুনাই হই, লহরী-মোহনকে নিয়ে খেলা করি, আর যদি সে সাধ পূর্ণ না হয়, যেন কান্নুন হই, একটি শুকনো কলি নিয়ে চিরকাল বেড়াই।

গীত

রাগিণী মূলতান—তাল আড়াঠেকা।

বাঞ্ছা পূর্ণ কর মা শ্যামা, ইচ্ছাময়ী কল্পতরু।
পূজে তোরে বাঞ্ছা পুরে, ব'লেছে শিব
জগদ্গুরু॥
তমোময়ী ঘোর ত্রিযামা, মা ব'লে গো
কাঁদি শ্যামা,

হররমা দেখা দে মা, মা তো কঠিন নয়
গো কারু ॥

(অপর দিক দিয়া নারায়ণসিংহকে বহন করিয়া বেতালের প্রবেশ)

নারা। ভাই আনন্দ রহো! তুমি কেন বৃথা যত্ন ক'চ্চো, আমি কি আর বাঁচবো? আমি বিশ দিন অনাহারে কারাগারে বাস ক'চ্চি, যদি কোথাও জল পাও, আমার মুখে এক বিন্দু দাও। গুরুদেব, 'কৌশলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না', মৃত্যুকালে তোমার উপদেশ বুঝলেম—যেন জন্ম-জন্মান্তরে তোমার পদে ভক্তি অচলা থাকে।

বেতাল। এই সাম্‌নেই পুকুর।

(জল আনিতে গমন)

যমুনা। মা তারা! বিদ্যুৎগুলি যেন তোমার রাঙ্গা পা'র মতন খেলা ক'রে লুকুচ্চে, ত্রিযামা যেন রাক্ষসীরূপে নৃত্য ক'চ্চে, চতুর্দ্দিকে ঝিল্লীরব, মধ্যেম ধ্যে বজ্র-নিনাদ, যেন মহিষাসুরের যুদ্ধে রণরঙ্গিণী আপনি মেতেছেন।

গীত

রাগিণী মঙ্গল-বিভাষ—তাল একতালা।

প্রলয়-দামিনী চরণে নলকে।
নখর-নিকর ভাতে প্রভাকর, বরণ নিবিড়
কাদম্বিনী,
ব্রহ্ম-ডিম্ব ফুটে পলকে পলকে ॥
নরকর-নিকর কপাল-মালা, তর তর
ত্রিনয়ন উজ্জল জ্বালা,
ঘন ঘোর গরজন, সুর-নর-কম্পন,
শব-শিব পদতলে, ভালে অনল জ্বলে ;
ত্রাহি ত্রিভুবন প্রলয় ঝলকে ॥

নারা। এ কে গান করে? ওর কাছে আমায় নিয়ে চল,—যমুনা!

যমুনা। মা ইচ্ছাময়ি! দাসীর ইচ্ছা বুঝি পূর্ণ ক'ল্লেন! (নারায়ণের নিকট গমন)

নারা। যমুনা!

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল। ওরে, এই জল নে।

(পাতায় করিয়া মুখে জল দেওন)

নারা। যমুনা, মুখের কাছে এসো, একবার ভাল ক'রে দেখি। (যমুনার তথাকরণ) অগ্নি থাক, বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি।

যমুনা। মা, তোমার মনে এই ছিল, মা! এই দেখা হবে? লহরীমোহন, কথা কও, এখন' আমার প্রাণ ভরেনি, আর একটি কথা কও।

নারা। রাঙ্গা—রাঙ্গা—সূর্য্য উঠ্‌ছে। দেখ যমুনা, নীল ঘোড়া।

বেতাল। স'রে যাই, এখান 'আনন্দ রহো' ব'লে ফেল্‌বো।

যমুনা। একবার চেয়ে দেখ, মা ইচ্ছাময়ি! তোমার ইচ্ছায় আমি লহরী-মোহনকে আবার পেয়েছি। আমার গান শুন্‌তে তুমি বড় ভালবাস্‌তে, আমি গান গাইতে গাইতে তোমার সঙ্গে যাচ্চি।

গীত

রাগিণী বাহার-ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

নেচে নেচে চল্‌ মা শ্যামা, দু'জনে তোর
সঙ্গে যাবো,
দেখ্‌বো রাঙ্গা চরণ দু'টি, বাজবে নূপুর
শুন্‌তে পাবো।
ঘোর আঁধারে ভয় বা কারে, ডাক্‌বো
শ্যামা অভয়ারে,
ওমা ব'লে যাবো চ'লে, 'মা' বলে মা,
প্রাণ জুড়াবো ॥

নারা। আনন্দ রহো! 'আনন্দ রহো' বলো; আনন্দের সীমা নাই,—গুরুদেব ঘোড়া চড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন; যাচ্চি—একটু কাহিল আছি,—গুরুদেব হাসছেন, ভাল কথা 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো' !!

বেতাল। এই যে, আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!

[কানুনের প্রবেশ]

কানুন। দিদি, তুমি এইখানে ব'সে গান ক'চ্চো, আমি ছিষ্টি খুঁজ্‌চি। মট্‌কা মেরে প'ড়ে থাকলে হবে না, ফুল প'রতে হবে; উঠ্‌লে না? তবে নমো নমো ক'রে সর্ব্বশরীরে দিই—[ফুল ছড়াইয়া দেওন ও বিদ্যুৎ দীপ্তি] একি, লহরী-মোহন!

নারা। হ্যাঁ কানুন।

যমুনা। কানুন! বিদায়—

বেতাল। আনন্দ রহো! আনন্দ রহো !!

কানুন। একি, আনন্দ রহো?

বেতাল। দূর কর, আমার গাঁজার কল্‌কে ফেলে দিই, তুমি ওদিকে দেখ না।

কানুন। [অন্য মনে ফুল ফেলিয়া দিল]

বেতাল। তুমিও ফুল ফেলেছ, ওদিকে কি দেখছো? দেখ্‌তে গেলে অনেক দেখ্‌তে হবে। বল, 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো' !!

উভয়ে। 'আনন্দ রহো! আনন্দ রহো' !!

যবনিকা পতন

দ্রষ্টব্য:—১১৪ পৃষ্ঠায় সঙ্কলিত 'প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণে'র সঙ্গে সংযুক্ত হবে:
নারায়ণসিংহ—মহেন্দ্রলাল বসু।

গিরিশচন্দ্র মাইকেলের "মেঘনাদ বধ" কাব্য নাটকাকারে গ্রথিত করে, মহলা দেবার সময় বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হন। মাইকেল 'মেঘনাদ বধ কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখলেও, পয়ারের ন্যায় চোদ্দটি অক্ষর বজায় রেখেছিলেন। এই ছন্দোবদ্ধ কাব্যকে যথাযথ বজায় রেখে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংলাপ রপ্ত করানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরে "রাবণ বধ" নাটক লেখার সময়ে, গিরিশচন্দ্র ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলন করার কথা চিন্তা করেন। কিন্তু তা সর্ব্বজন-গ্রাহ্য হবে কিনা, এ বিষয়ে তাঁর মনে সংশয় দেখা দেয়। এই সময়ে সহসা একদিন তিনি স্বর্গত কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" পুস্তকের টাইটেল্ পেজ অর্থাৎ প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত কবিতাটি পড়ে, উৎসাহিত হন—

"হে সজ্জন !
স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য-রসের অঙ্গে
চিত্রিনু চরিত্র দেবী সরস্বতী বরে;
কৃপা চক্ষে হের একবার ;
শেষ বিবেচনা মতে,
তিরস্কার কিংবা পুরস্কার যাহা হয়,
দিও তাহা মোরে,
বহুমানে লব শির পাতি।"

এতদিন কাব্যে নাটক রচনার যে সূত্র তিনি খুঁজছিলেন, উপর্য্যুক্ত কবিতাটি পাঠে তা যেন পেয়ে গেলেন। এরপর ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে "রাবণ বধ" রচনা সুরু করেন। "রাবণ বধ" নাটক অভিনীত হওয়ার পর, "ভারতী" মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ, স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাং ১২৮৮ সালের মাঘ সংখ্যা "ভারতী"তে গিরিশচন্দ্রের ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে লেখেন,—"আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।"

"সাধারণী" সম্পাদক স্বর্গত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় গৈরিশী ছন্দকে স্বাগত জানিয়ে "সাধারণী" পত্রিকাতে লেখেন,—"এতদিনে নাটকের ভাষা সৃজিত হইয়াছে।"

জ্ঞানীগুণীরা গৈরিশী-ছন্দকে স্বাগত জানালেও, অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করে, "মেঘনাদ বধ কাব্য" রচনা করার জন্য, মাইকেল মধুসূদনকে যেমন বিপক্ষ সমালোচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং "মেঘনাদ বধ কাব্য"কে উপলক্ষ্য করে, "ছুছুন্দরী বধ কাব্য" প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি গিরিশচন্দ্রকেও বহু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য

করতে হয়েছিল। সেই সময়ে লোকের মুখে মুখে প্রায়ই একটা কথা শোনা যেত,—"শ্লেটে পদ্য লিখে, দু-দিক মুছে দাও, দেখবে—'গৈরিশী ছন্দ' হয়েছে।"

এই বিদ্রূপাত্মক কথার উত্তরে, ইং ১৯০৬ সালের ২৩শে এপ্রিল, গিরিশচন্দ্র কবিবর নবীনচন্দ্র সেনকে গৈরিশী ছন্দ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিয়ে এক পত্রে লেখেন,—"× × × তুমি যুদ্ধ না করিলে কি হয়? আমি যুদ্ধ করবো। যুদ্ধ আর কিছু নয়, গৈরিশী ছন্দের একটা কৈফিয়ৎ। 'গৈরিশী ছন্দ' বলিয়া যে একটা উপহাসের কথা আছে, তার প্রতিবাদ। প্রতিবাদ এই, আমি বিস্তর চেষ্টা করে দেখেছি, গদ্য লিখি সে এক স্বতন্ত্র, কিন্তু ছন্দোবদ্ধ ব্যতীত আমরা ভাষা-কথা কহিতে পারি না। চেষ্টা করলেও ভাষা-কথা কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেইজন্য ছন্দে কথা—নাটকের উপযোগী।"

রাবণ বধ

[পৌরাণিক নাটক]

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

॥ প্রথম অভিনয় ॥

শনিবার, ইং ৩০শে জুলাই ১৮৮১, ১৬ই শ্রাবণ, ১২৮৮

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ ॥

রাম—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, লক্ষ্মণ—মহেন্দ্রলাল বসু, ব্রহ্মা—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, ইন্দ্র—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), হনুমান—অঘোরনাথ পাঠক, সুগ্রীব—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, রাবণ—অমৃতলাল মিত্র, বিভীষণ—অমৃতলাল বসু, নিকষা, কালী, দুর্গা ও ত্রিজটা—ক্ষেত্রমণি, সীতা—বিনোদিনী, মন্দোদরী—কাদম্বিনী।

পুরুষ-চরিত্র

ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, অগ্নি, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, রাবণ, বিভীষণ, শুক, সারণ, মন্ত্রী, তাল, বেতাল, বানর-সৈন্যগণ, রাক্ষসসেনানায়ক, রাক্ষসদূত, রাক্ষস-সৈন্যগণ, প্রমথগণ গন্ধর্ব্বগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

দুর্গা, কালী, সীতা, নিকষা, মন্দোদরী, সরমা, ত্রিজটা, যোগিনীগণ, অপ্সরাগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা

[রাবণ, নিকষা ও সেনানায়কগণ]

নিকষা। ধর বৎস,
ধর উপদেশ, রাখ বাক্য জননীর।
প্রাণ কাঁদে, তাই বলি তোরে,
কেন প্রাণ হারাও আহবে?
কর আপন কল্যাণ, রাখ জননীর মান।
ঠেকেছ, জেনেছ পুত্র-শোক,
জেনে শুনে কেন—মহাজ্ঞানী তুমি—
হান সেই শেল মায়ের হৃদয়ে!
ফিরাইয়ে দেহ ভিখারীর ধন ভিখারীরে,
রাজ-ধর্ম করহ পালন।
দমিয়াছ ইন্দ্র চন্দ্র যমে কুবের বরুণে,
নহে দর্পী রঘুপতি—
ত্রিভুবনপতি! কি কারণে তবে
বিবাদ তাহার সনে?
উচ্চ আশা তব, নাশিবে নরককুণ্ড,
স্বর্গের সোপান গঠিবে বাসনা মনে;
ভুলিয়াছ হেন উচ্চ আশা
মাতিয়া কি ছার রণে?
অধর্ম্মের জয় কভু নয়,
তাই ছার নরের সংগ্রামে
হতশ্রী এ স্বর্ণলঙ্কা!
দম দুষ্টজনে, প্রজার পালনে হও রত;
দেহ ফিরে ভিখারীরে ভিখারীর ধন।

রাবণ। মাতঃ! ক্ষমা কর মোরে
নাশিয়াছি নিজ বুদ্ধিদোষে ইন্দ্রজিতে,
মহারথী কুম্ভকর্ণ মহাশূরে,
মহাপাশ দেবত্রাস অতিকায়,—
সে মহীরাবণ—কাঁপিত ভুবন যার ডরে।
হ'ল সনর্ব্বাশ, এবে রাজ্য আশ
করিব কি সুখে, কহ তা জননি মোরে!
পুত্রের কল্যাণ করিতে বিধান
এসেছ জননী তুমি;
তিনলোকে, কহ মাতঃ,
লক্ষ পুত্র-শোকে কার প্রাণ ধৈর্য্য ধরে?
শাসন করিব দেবরাজে পুনঃ কার তেজে,
নাহি মোর ইন্দ্রজিত,
বধিয়াছে তারে দুর্জ্জয় বানর নরে!
শূন্য নিদ্রাগার, নাহি কুম্ভকর্ণ আর,
আর কি শমন ডরিবে আমায় মাতঃ!
বীরবাহু ছিন্নবাহু সাগরের তীরে।
ত্যজি মান, এ ছার জীবন
রাখিব কি সুখে, মাতঃ!
তিনলোক-ত্রাস দুর্জ্জয় রথীন্দ্রবৃন্দ,
ছার নর-বানরের রণে
ত্যজিয়াছে কলেবর—
প্রতিশোধ নাহি দিয়ে তার,
বুজা'ব নরককুণ্ড!
স্বর্গে সুখ কি আমার চক্ষে!
পুত্রশোকে তাপিত মা আমি,
ইন্দ্রজিত পুত্র হত! তবে কি কারণে
স্বর্গের সোপান গঠিব জননি!
গ্রহ তারা নভঃস্থল—
কম্পিত শমন পুরন্দর আদি—
হেন দর্প দিব বিসর্জ্জন ভিখারীর পায়!
যবে ধরি ধনু করে,
ঘোর সিংহনাদে প্রবেশ করেছি রণে—
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি চরাচর
কে কবে হয়েছে স্থির?
যদি যায় প্রাণ, মাতঃ! কর গো কল্যাণ,
সেই দর্পে, সেই শরাসন করে,
সেই রণক্ষেত্রে—আনন্দ যথায় মম—
হইব ধরণীশায়ী অনন্ত শয্যায়!
আর বুঝায়ো না—বুঝাইলে মাতঃ!
অবুঝ-সন্তান একবার হ'ব গো জননি!

যাও ফিরি নিজগৃহে—
(সৈন্যগণের প্রতি)
বাজাও দুন্দুভি,
লঙ্কাপুরে নর-বানর-সমরে,
জীবিত যে আছে যথা সাজুক সত্বরে ;
দেখুক জগৎ—
কি হেতু রাক্ষসগণ ভুবন-বিজয়ী।
ঘুষুক ভুবন—
কি হেতু রাবণ আছিল দুর্জ্জয় হেন !
সাজ সাজ, আন রে পুষ্পক রথ।

[নিকষা ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

নিকষা। লক্ষ তারা নহে এক চন্দ্র সম—
লক্ষ পুত্র হত তোর
সেই শোকে যাও যুঝিবারে,
ধরিতে না পার প্রাণ ;
লক্ষ পুত্র মাঝে তোর,
কে তোর শতাংশ ছিল গুণে !
হে বিধাতঃ ! প্রাণ কি কঠিন এত !
অভাগিনী আমি রোদন করিতে নারি,
হেরি তমোময় চারিদিক !
এতদিনে জানিনু রে হায়,
কি কারণে নিকষা রাক্ষসী আমি !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সজ্জা-ভূমি

[মন্ত্রী ও সৈনিকগণ]

মন্ত্রী। সুসজ্জিত লঙ্কাপতি আসিবে এখনি—
মাত রে উল্লাসে সবে ;
বাজাও দুন্দুভি, ঘোর শৃঙ্গ ভীমরবে !

সৈন্যগণ। জয় জয় লঙ্কাপতি !

[রাবণের প্রবেশ]

রাবণ। জিনিয়াছি এ তিন ভুবন
তোমাদের বাহুবলে ;
পুনঃ আজি রণস্থলে
দেখাও সে বীরদাপ।
শমনে দমিতে নারে কেহ ;
বীর কিন্তু নাহি তারে ডরে।
তোমাদের অস্ত্রের প্রভাবে
কে কবে হ'য়েছে স্থির ?
যদি নর বানর দুর্জ্জ'য়,
তথাপিও হে বীরেন্দ্রদল, আছে স্থল
প্রকাশিতে নিজ নিজ বাহুবল।।
যদি সে দুর্জ্জয় রাম নাহি মানে পরাভব,
তোমাদের দুর্জ্জ'য় প্রতাপে,
তোমাদের নারিবে জিনিতে।
মরণ-সঙ্কল্প বীরগণে
কে কবে জিনেছে রণে ?
চল ত্বরা,
বীরের বাঞ্ছিত শয্যা আছে পাতা,
হউক রাক্ষসকুল নির্ম্মূল সমরে ;
নহে পুনঃ,
ভুবনবিজয়ী দুন্দুভি নিনাদি
জয় জয় নাদে প্রবেশিব পুরে,
করি অরির শোণিতে
আত্মীয়ের প্রেতাত্মা-তর্পণ।

সৈন্যগণ। জয় জয় লঙ্কাপতি !

রাবণ। বজ্রদন্ত !
সহ গজসেনা, পূর্ব্বদ্বারে দেহ হানা।
বিশালাক্ষ, রুদ্রমূর্ত্তি,
ভুবনবিজয়ী বীরদ্বয়,
যাও রে পশ্চাতে তার।
উত্তরে সত্বরে—সহ অশ্বারোহী—
অশ্বমালি, দেহ রণ, যথা ভাঙ্গি গুল্মবন
করিয়ে গর্জ্জ'ন কেশরী আক্রমে গজে।
লম্বোদর, খরকর ! দোঁহে
হও গিয়া সহায় সমরে।
ক্ষণ প্রভামালা ! রথীন্দ্র-বেষ্টিত
ঘোর সিংহনাদে আক্রম দক্ষিণ দ্বার।
বিদ্যুজ্জিহ্বা, বিদ্যুন্মালি !
বিদ্যুতের গতি দোঁহে ধাও পাছে।

পদাতিক দলে
পশ্চিম দ্বারেতে প্রবেশিব আমি ;
সে ভিখারী,
যোগ্য অরি কিনা, দেখিব পরীক্ষা করি,
বিজয়-রাক্ষসগণে বাজাও দুন্দুভি।

সৈন্যগণ। জয় লঙ্কাপতি! বিনাশিব রাঘবে সংগ্রামে।

[মন্দোদরীর প্রবেশ]

মন্দো। কটাক্ষে ঈক্ষণ কর, প্রাণনাথ, দাসী প্রতি।
কোথা যাও ত্যজি পদাশ্রিতে?

রাবণ। রাণি মন্দোদরি, নহে বীরাঙ্গনা-রীতি এই—

মন্দো। নাথ, নহি রাণী, নহি বীরাঙ্গনা ;—
ছার রাজ্য, ছার সিংহাসন ;
সার মাত্র তোমার চরণ সেবা।
সতী নারী আমি, অধিক না জানি,
অধিক না চাহি আর ;
চল বিজন বিপিনে ভিখারীর বেশে—
ত্যজিও দাসীরে সেই দিন—
যদি কভু যাচি রাজ্যসুখ।

রাবণ। সতী তুমি, পতিসেবা তব ব্রত,
তবে কি কারণে আজি নিবার আমারে?
বহু দিন অলস এ ভুজ,
রণোল্লাস বহুদিন আছি ভুলে,
সৃজিয়াছ তুমি রণ-ক্রীড়া
তুষিতে আমার মন ;
দিবা নিশি, শয়নে স্বপনে,
রণসাধ বিনা নাহি অন্য সাধ রাণি,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন
ভ্রমিয়াছি আমি রণসাধে ;
তুল্য অরি মিলেছে ঘরের দ্বারে।

মন্দো। নাথ!
কি কারণে বিক্রমের পরিচয় আজি?
যবে দিগ্বিজয়ে করেছ গমন,
পড়িয়া মঙ্গল সাজায়েছি স্বহস্তে তোমায়,
অশ্রুবিন্দু হের নি নয়নে!
নহে সাধারণ অরি জটাধারী রাম—
শুনেছি রাক্ষসবংশ ধ্বংসের কারণ
অবনীতে অবতীর্ণ আপনি গোলোকপতি,
নহে কার প্রাণে বানর সহায়ে
আসিত জিনিতে ইন্দ্রজিতে?
হেরি কুম্ভকর্ণ বীরে থাকিত সমরে স্থির?
পেয়ে সমর-আরতি দম্ভে পশিল সংগ্রামে
ভুবনবিজয়ী বীরবৃন্দ সিংহনাদে,
সুরবৃন্দ টলিল গগনে,
পদভরে নড়িল বাসুকি-শির—
কিন্তু হায় দারুণ রামের বাণ—
প্রাণ ল'য়ে কেহ না আইল ফিরে!
রণে যেই যায় আর নাহি দেখি তায়,
তাই নাথ, কাঁদে পোড়া প্রাণ!
নহি বীরাঙ্গনা আমি,
"অবোধ অধীনী নারী রাবণের দাসী"
এ হ'তে অধিক পরিচয় নাহি আর মম।
পড়িয়াছে অক্ষয়কুমার, ইন্দ্রজিত,
ভুলিয়াছি সে দারুণ জ্বালা—
তোমার চরণ সেবি।
ভুবনবিজয়ী তুমি নাথ,
তব স্বেচ্ছাধিনী আমি ;
তবু কোন যাচ্ঞা ও পদে
করে নাই কভু রাণী মন্দোদরী!
ভাসি নয়নের জলে পড়ি পদতলে,
যাচি সাপিনী-রূপিণী সীতা।
রাজধর্ম্মে সুপণ্ডিত তুমি,
নাহি লাজ রমণীর যাচিতে প্রণয়,
সতীর সর্ব্বস্ব ধন পতির নিকটে।
তোমার কৃপায় লঙ্কার ঈশ্বরী আমি,
সুন্দরী রমণী
আমার সম্মুখে কি হেতু অশোক বনে?

রাবণ। সকলি জেনেছি, সকলি বুঝেছি,
অধিক বুঝাবে কিবা রাণি মন্দোদরি !
জানিয়াছি রক্ষঃবংশ ধ্বংস এত দিনে।
কিন্তু ছার প্রাণ হেতু
মান বিসর্জ্জন কদাচন করিব না।—
দর্পে লঙ্কা ত্রিভুবন-পূজ্য, দর্পে হবে ক্ষয়,
এ কথা নিশ্চয় জানি চিরদিন আমি।
নিজ শির ছেদি নিজ করে
যাচিনু অমর বর ব্রহ্মার চরণে,
বিরিঞ্চি বঞ্চনা করিল অধীনে,
না দিল অমর বর ;
ক্ষোভ নাহি তাহে—
মরিয়ে অমর আমি হ'ব, মন্দোদরি !
প্রকারে হইব মৃত্যুঞ্জয়। দেখিবেন
মৃত্যুঞ্জয় পদ্মযোনি কেশব বাসব
ভূচর খেচর জলচর আদি—
পুনঃ কহি, মরিয়ে হইব মৃত্যুঞ্জয়।
সতী তুমি,
যবে অনন্ত শয়নে এ দেহ হইবে শায়ী
জুড়ায়ো প্রাণের জ্বালা শুয়ে মম পাশে ;
সমদর্পে জীবনে মরণে,
করিব বিহার দুই জনে !

মন্দো। হায়, অভাগিনী আমি !—

রাবণ। অভাগিনী তুমি !—
পতিভাগ্যে ভাগ্যবতী নারী।
খুঁজে দেখ এ তিন ভুবন,
কেবা আছে ভাগ্যবান্ মম সম !
যোগে যোগী যে চরণ ধ্যান করে,
দিবানিশি যার গুণগান
করে পঞ্চানন পঞ্চাননে,
ব্রহ্মা যারে নাহি পায় ধ্যানে,
সে অখিলপতি,
ব্রহ্মসনাতন রাজীবলোচন,
ধ্যানে জ্ঞানে হেরিছেন মোরে !
জীবমাত্র বহে দেহভার,
এ সংসারে মৃত্যুর অধীন সবে ;
কিন্তু, হেন মৃত্যু কে কবে লভেছে ভূমণ্ডলে !
এসেছেন গোলোকের পতি
সহি জঠর-যন্ত্রণা, বহি দেহ ভার,
ছার রাবণ-সংহার হেতু !
আত্মীয় স্বজন !—
পড়িয়াছ যে যে কাল রণে,
অশরীরী বাক্যে সবে কর উত্তেজনা।
কভু ক'র না ধারণা,
ভয়ে রণে ক্ষমা দিবে লঙ্কাপতি !
শুনিয়াছি—
ভৃগুরাম পরাভব রাম ভুজ-তেজে,
সে ভুবন-পূজ্য রঘুবীর
হবেন যশস্বী যুঝিয়া আমার সনে।

(নেপথ্যে)—জয় জয় লঙ্কাপতি।

রাবণ। শুন সিংহনাদ ! বিলম্ব সহে না

বিদাও এখন—
যদি সাধ থাকে মনে,
গোলোকে পুলকে আবার মিলিব দোঁহে—
আন রথ সত্বর, সারথি !
দেখাইব বাহুবল—
প্রচার করিব ভূমণ্ডলে
কোন দর্পে দর্পী লঙ্কেশ্বর—
কিবা দর্পে যম করে ডর
কিবা দর্পে অরুণ দুয়ারে দ্বারী,
কেন সহস্রলোচন,
সহ দেবগণ কাঁপে ডরে
শুনি রথের ঘর্ঘর ঘোর, ধনুর টঙ্কার।
হে বাহু ! তুলিয়াছ কৈলাস পর্ব্বত,
আত্মাশক্তিসহ পঞ্চানন মহাদেব
বিরাজিত যথা,—
বীর-দর্পে ধর ধনু,
যদি ছিন্ন হও রামের সমরে,
তথাপি ত্যজ না মুষ্টি। [প্রস্থান]

মন্দো। দেব দিগম্বর! দেখ চেয়ে দাসী প্রতি,
দিয়েছিলে সকলি দাসীরে,
লয়েছ সকলি ফিরে,
আছে মাত্র কপালে সিন্দুর,
রেখ মনে বিশ্বনাথ। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক
প্রথম দৃশ্য

শিবির

রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ।

(ইন্দ্র ও ব্রহ্মার প্রবেশ)

রাম। সফল জীবন মম,
সহস্রলোচন অতিথি কুটীরে!
পদ্মযোনি, প্রণমি চরণে,
প্রণাম ব্যতীত ভিখারীর
কি আছে জগতে তব যোগ্য, সৃষ্টির ঈশ্বর!

ব্রহ্মা। আপন-বিস্মৃত তুমি ব্রহ্ম সনাতন,
সে কারণ, ইন্দ্রের আদেশে
আসিয়াছি লঙ্কাপুরে।
সাজিছে রাবণ রণে;
যেন না হও বিস্মৃত—
জনক-নন্দিনী সীতা রাবণের ঘরে,
শক্তিশেল লক্ষ্মণের বুকে,
অলঙ্ঘ্য সাগর পরেছে বন্ধন,
প্রাণ দেছে অসংখ্য বানর 'জয় রাম' নাদে
উদ্ধারিতে সীতাদেবী;
কাঁদে গৃহে তাদের প্রেয়সী;
ভুল না ভুল না, ত্যজ না হে ধনুর্ব্বাণ,
রাক্ষস-মায়ায়, মায়াময়!
যদি তব শরে সকরুণ স্বরে
রাবণ করে হে স্তুতি,
রেখ মনে হে অখিলপতি,
সকাতরে ব্রহ্মা যাচে রাবণ-নিধন।
রাজীবলোচন! দেখ হে ইন্দ্রের সাজ,
নহে দেবরাজ, আজ মালাকর!
নন্দন কাননে, ফুল চয়ি
নিজ হাতে গাঁথে মালা রাবণে পরাতে।

রাম। অপরাধী, হে বিরিঞ্চি!
ক'র না আমায় আর,—
কি সাধ্য আমার, ক্ষুদ্র নর আমি,
তুষিব তোমারে, দেবরাজে!
দুর্জ্জয় রাক্ষসকুল,
তবে যে সদলে আজ(ও) রয়েছি জীবিত,
সে কেবল তব আশীর্ব্বাদে;
দেবের চরণ ধ্যান বিনা
নাহি অন্য বল মম,
দুর্ব্বলের বল
কি আছে এমন আর এ সংসারে।
তব আশীর্ব্বাদে,
অবশ্য নাশিব রণে লঙ্কার অধীপে।
ওহে পদ্মযোনি কমণ্ডলু-পাণি,
নিজ কার্য্য সাধিবে আপনি,
নিমিত্ত মাত্র আমি র'ব ধনুর্ব্বাণ হাতে।
ভূমণ্ডলে হেন সাধ্য কার,
হরে দেব-ভার দৈব-বল বিনা;
দেব-কার্য্য কে পারে সাধিতে
নহে যেই দেবের আশ্রিত।
সুপ্রসন্ন হও হে নলিন,
তব বরে রাবণ দুর্জ্জয়;
দেহ বর দাসে,
উদ্ধারি দুঃখিনী জনক-নন্দিনী সীতা।

ইন্দ্র। গর্জ্জিছে রাক্ষস-ঠাট শুন দয়াময়,
প্রলয় উথলে যেন;
ধর ধনুর্ব্বাণ, হও আগুয়ান রণে,
বিকম্পিত বসুন্ধরা, কর তারে স্থির।

ব্রহ্মা। এবে বিদায় হইনু প্রভু!

রাম। করুন কল্যাণ, হ'ক রণজয়ী দাস।

ব্রহ্মা। স্বস্তি!

(প্রস্থান)

ইন্দ্র। ঘুচাও বাসব-ত্রাস আজিকার রণে,
ওহে পীতবাস বৈকুণ্ঠবিহারি!

(প্রস্থান)

(সুগ্রীবের প্রবেশ)

সুগ্রীব। রাজীব-লোচন,
আজিকার রণে ঠেকেছি বিষম দায়!
যথা বহ্নি দহে তূলারাশি,
বাণানলে দহিছে রাক্ষস বানর দলে,
নল নীল অঙ্গদ প্রভৃতি,
বিশাল-বিক্রম বীর হনুমান
অচেতন সবে দারুণ রাবণ-শরে!
হের মম বক্ষে লক্ষ বাণ,
নয়ন মেলিতে নারি,
বধির শ্রবণ শুনি ভৈরব গর্জ্জন;
পড়িয়াছে অসংখ্য বানর
রথের ঘর্ঘর-নাদে;
চারিদিক অন্ধকার বাণে,
বিজলী সমান চমকিছে রথখান,
কভু বা দক্ষিণে, কভু বামে,
না পারি লক্ষিতে যুঝে বেটা কোথা হ'তে,
সহস্র রাবণ জ্ঞান হয় রঘুপতি!
হে রঘুবীর,
প্রলয়ের তম ঘেরিয়াছে রণস্থল;
রুদ্ধ চন্দ্র সূর্য্য পবন গমন,
কভু দীপ্ত
সে ঘোর তিমির বাণের অনলে,
কোটি বজ্রনাদে টঙ্কারে ধনুক রক্ষঃ,
কে জানিত রাবণ দুর্জ্জয় হেন!

রাম। স্থির হও মিত্রবর,
কুম্ভকর্ণে তুমি জিনিয়াছ রণে,
কি কারণে আপন-বিস্মৃত আজি!

লক্ষ্মণ। দেহ পদধূলি, প্রভু, নাশি রক্ষঃশূরে।

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ, কি কাজ অসাধ্য তব!
বধিয়াছ ইন্দ্রজিতে নিজ ভুজ-তেজে,
এবে বিষহীন ফণি দশানন;
ছিল ইন্দ্রজিত দুর্দ্দম জগতে,
দেবে ভীত মানিত সতত,
শুনি যার ধনুকটঙ্কার;
হইয়াছি সে সাগর পার তোমার সহায়ে,
এবে এ গোখুর-জলে নাহি ডরি।
পড়ে মনে ভাই রে লক্ষ্মণ,
যবে মায়ামৃগ বধি ফিরি পঞ্চবটী বনে,
হেরি শূন্য নিকেতন,
'হা সীতা' বলিয়া হয়েছিনু অচেতন!
মনে পড়ে সীতার উদ্দেশে, কিরাতের বেশে,
নয়নসলিলে ভাসি ভ্রমণ বিপিনে!
পড়ে মনে অচেতন প্রায়,
পর্ব্বত পাষাণে, স্থাবর জঙ্গমে,
তরুগুল্মলতা আদি শুধায়েছি একে একে,
'কোথা মম প্রাণের পুতলী সীতা!'
পড়ে মনে পিতৃসখা জটায়ু নিধন!
পড়ে মনে ভাই রে লক্ষ্মণ,
বালির নিধন চোরাবাণে!
পড়ে মনে তারার রোদন, সাগর বন্ধন,
নাগপাশ পড়ে মনে!
পড়ে মনে ইন্দ্রজিত-শরে,
চারিধারে অচেতন বানর কটক!
জ্বলে হৃদি অনল সমান—
তোর বুকে শক্তিশেল!
পাইয়াছি তারে, যার তরে সহিয়াছি এত,
সেই অরি সম্মুখ সমরে;

ভাই রে লক্ষ্মণ,
প্রাণের দোসর ভাই, দেহ ভিক্ষা,
নিভাইব তুষানল রাবণ-শোণিতে !
মিত্রবর, ফিরাও কটকে,
পর্ব্বত উপরে বসি সবে দেখ সুখে,
পতঙ্গের প্রায়,
পুড়াইব শরানলে দুষ্ট দশাননে।
করিয়াছ বহু রণ-শ্রম সবে
আমার কারণে,—
মরিয়াছে অসংখ্য বানর মোর লাগি,
তোমার আশ্রয়ে জানি নাই দুঃখ লেশ,
ক্ষত্রবংশোদ্ভব আমি,
পরীক্ষিতে বাহুবল উচিত আমার।

[প্রস্থান]

বিভী। সংহার মূরতি আজি ধ'রেছেন প্রভু,
রাক্ষসকুলের অরি ;
কার সাধ্য রক্ষে দশাননে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল

হনুমানের প্রবেশ

হনু। রণভঙ্গ না দেহ বানর !
ফের ফের যুবরাজ,
এ কি লাজ, ধাইছে রাক্ষসদল
পাছু পাছু 'ধর ধর' রবে,
আমরা সকলে শ্রীরামের দাস,
কলঙ্ক রটিবে রাম নামে,
যদি মো-সবারে বিমুখে সমরে
ছার লঙ্কার রাক্ষস !
দেখ চাহি
বক্ষঃস্থলে মম রুধিরপ্রবাহ,
কাতর নহিক আমি,
বীরের ভূষণ অস্ত্রলেখা,
'জয় রাম' নাদে বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে
বিনাশিব রাঘবারি,
পড়িবে রাক্ষসকুল আমার প্রতাপে
কদলী যেমতি বাতে,
চল পুনঃ 'জয় রাম' নাদে
শমন প্রতাপে পশি রণে—

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। শাখামৃগ, এখন' সমর-সাধ—
হনু। রে মূঢ়, হের মম বজ্রের নির্ম্মিত তনু
সীতার প্রসাদে, কে কবে আহবে
পরাভবে রঘুদাসে !

(রামের প্রবেশ

রাম। ক্ষান্ত হও হনুমান,
করেছ অনেক শ্রম মোর হেতু বাছাধন,
দেখাবে রাবণে মোরে
আছিল প্রতিজ্ঞা তব,
সে প্রতিজ্ঞা তুমি ক'রেছ পালন, বীরবর ;
এবে ঘুচাই মনের জ্বালা
স্বহস্তে কাটিয়া অরি-শির ;
পুরাও বাসনা, বৎস,
ক্ষমা দেহ রণে।
রাবণ। রে মূঢ় তপস্বী ভণ্ড,
এই তোর বীরপণা !
ধারণা কি মনে তোর,
বনের বানর পরাজিবে রাবণেরে ?
ভীরু তুই আছিলি পশ্চাতে !
রাম। কি কাজ হে বৃথা বাক্যব্যয়ে, লঙ্কেশ্বর !
ভুবনবিজয়ী তুমি এই দম্ভ মনে,
দেখ এবে মানবের ভুজবল ;
ছিলি লুকাইয়ে প্রাণভয়ে এত দিন,
ক্ষুদ্র জীবে পাঠায়ে সমরে ;
দেখ রে দেখ রে চেয়ে দেখ রে পামর,
দেখ চেয়ে রণস্থল,

চারি দিকে আত্মীয়-স্বজন তোর
শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য,
আপন লাঞ্ছনা করিয়াছি কত শত
হানি অস্ত্র হীনবীর্য্য জনে।

রাবণ। হীনবীর্য্য আমার আত্মীয়!
বিধাতা বিমুখ মোর প্রতি,
তাই তুই ভণ্ড জটাধারী
রয়েছ জীবিত আজি;
হয় কি স্মরণ নাগপাশের বন্ধন?
হীনবীর্য্য আত্মীয় আমার
দিয়েছিল রণে হানা!—
পড়ে কি রে মনে শক্তিশেল?
ভৃত্যের প্রসাদে
পাইয়াছ প্রাণদান বার বার;
ধিক্ তোরে! নহে এতদিনে
গৃধিনী-জঠরে থাকিত তোমার চক্ষুদ্বয়।
হীনবীর্য্য কহিস্ কাহাকে মূঢ়?
কোন রক্ষঃ-রথী
তুমি বধিয়াছ নিজ ভুজ-তেজে?
মূঢ় ভাই মোর রাজ্যলোভী বিভীষণ
মিলিয়াছে তোর সনে,
তাই তোর এত অহঙ্কার!
কিন্তু আজ, নাহিক নিস্তার মোর হাতে।

রাম। রে পতঙ্গ, পুড়ে মর শরানলে।

(উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

ইন্দ্র ও অপ্সরাগণ

অপ্সরাগণের গীত

রাগিণী দেশ—তাল কাহ্নফা।

সুধা পিও পিও সখি প্রাণ ভরে,
হের ঝর ঝর মধু ঝরে।
ভাবে ঢল ঢল, চল নেচে চল,
ধর ফুলহার, পর থরে থরে।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। নাহি জানি কি সাহসে রয়েছ বাসব,
গীতনাট্য কর সবে,
সৃষ্টি নাশ হবে আজি রণে!
কোটি অক্ষৌহিণী ঠাট পড়িলে সমরে
নাচে রণস্থলে কবন্ধ,
কোটি অক্ষৌহিণী কবন্ধ নিধনে—
জয় ঘণ্টা বাজে রামের ধনুকে;
সেই ঘণ্টারব—
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ সপ্তদিন আজি;
জলস্থল ব্যোমদেশ বাণে আবরিত,
নাহি চলে চন্দ্র সূর্য্য,
না পারে সহিতে ভার ধরা,
রাবণে নাশিতে বিভীষণ-উপদেশে
বিশ্ব-বিনাশক শর ধ'রেছেন রঘুবর,
মরিবে না রাবণ সে শরে,
বিফল হবে না বাণ,
বিশ্বনাশ হইবে সত্বর!
রজোগুণে তমোগুণে,
বড়ই বিষম রঘুনাথ,
মাতি রক্ষঃ-রণে
ভুলেছেন আজি সৃষ্টির পালন ভার;
হের দেখ দীপ্ত রণস্থল
প্রলয় অনলে যেন!
ধূর্জ্জটির বরে
পেয়েছে দুর্জ্জয় জাঠা দশানন,
অস্ত্র-শ্রেষ্ঠ পাশুপত হীন যার তেজে;
বধির হইল কর্ণ অস্ত্রের আরাবে,
ত্যজেছে রাবণ জাঠা,
নাহিক সংশয় হইল প্রলয়,
ত্যজেছেন রঘুনাথ শর,
নাহি জানি কি হয় কি হয়
অস্ত্র-দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে এবে;

পালাও সত্বর দেবরাজ,
নহে সহিত অমর
হবে ভস্মরাশি অস্ত্রানলে!
চেয়ে দেখ কোটি কোটি ভানু-তেজে
দীপিতেছে অস্ত্রদ্বয়!
নাহি পাবে নিস্তার শমন,
তমোগুণ প্রদীপ্ত অনলে!

সকলে। প্রলয়, প্রলয়—
মহাকাল সন্নিকট আজি!

[ব্রহ্মা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ব্রহ্মা। রাখ মা তারিণী, প্রলয়-বারিণী,
ব্রহ্মসনাতনী জগত-জননী।
দিয়ে সৃষ্টিভার, কর' না সংহার,
এলোকেশী উমা উমেশ-ঘরণী॥
শ্যামা নিস্তারিণী, মহিষ-মর্দ্দিনী,
বরাভয়-করা অভয়দায়িনী।
ত্রৈলোক্য-শুভদে, তার' মা বরদে,
মাতঙ্গী মোক্ষদে জগতপালিনী॥
কোটি ব্রহ্ম পায়, বিষ্ণু ব্যাপ্তি কায়,
দেব মৃত্যুঞ্জয় জঠরধারিণী।
কারণ সলিলে, নিত্য সৃষ্টি লীলে,
মৃত্যুঞ্জয়-হৃদি চির বিহারিণী॥

দৈববাণী। হর নিজ তেজ পদ্মযোনি,
নহে রাবণ-নিধন
দেবের অসাধ্য জেনো স্থির,
এই মাত্র উপায় রক্ষিতে বিশ্ব।

(মহাদেবের সহিত প্রমথগণের
গান করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত

রাগিণী সারঙ্গ—তাল তেওরা।

দেও দেও ডিমি ডম্বুর তাল।
দেও তাল কংতাল বেতাল তাল মিলি
মিলি।
শক্তির সাধন, গুণ-কীর্ত্তন গান, তোল
তান,
গভীর সাগর, ভূধর কম্পিত থর থর,
ভব ভোম্ শিঙ্গা ঘোর বোলে,
বববোম্ ববোম্, বোমববোম্ বোঁলো
গালে বোলো।

ব্রহ্মা। রক্ষ বিশ্ব, বিশ্বনাথ! পালন-
কারণ
জনার্দ্দন সংহার-মগন আজি।

মহা। বিরিঞ্চি, বেসো না ভয়,
এস দোঁহে করি আদ্যাশক্তি উপাসনা,
সেই শক্তি-বলে এ বাণ-অনলে,
রবে রবে সৃষ্টি,
নাহি নাহি নাহিক সংশয়।

[দেও দেও ডিমি ইত্যাদি গান
করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রণস্থলের এক পার্শ্ব

হনুমান, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, ইত্যাদি।

হনু। হও স্থির কপিগণ,
নাহি ভয়, প্রভুর রক্ষিত মোরা সবে।

লক্ষ্মণ। নিশ্চয় রাবণ—নিধন হইবে
রণে।

সুগ্রীব। কিন্তু বিশ্ব যাবে রসাতলে।

বিভী। রক্ষ রক্ষ ঠাকুর লক্ষ্মণ,
ছুটিতেছে শরানল চারিদিকে!

লক্ষ্মণ। কি ভয় হে রক্ষোবর!
স্থির হও কপি সবে, অসংখ্য সমরে
সিংহনাদে হইয়াছ রক্ষোজয়ী,
যুঝিছেন আপনি শ্রীরাম,
হেথায় নাহিক রণ,
তবে কি কারণে চঞ্চল কটক হেরি?

হনু। রক্ষা কর নিজ নিজ থানা
কপিগণ,
ঠাকুর লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ করে
রক্ষিবেন মো সবারে।

বিভী। হে প্রভু, বিশ্ব-বিনাশন শেল
তুলিয়াছে হাতে দশানন,
বিশ্ব-বিনাশিনী নিস্তারিণী পূজে
পাইয়াছে অস্ত্র রক্ষঃ।

লক্ষ্মণ। চেয়ে দেখ রক্ষঃশ্রেষ্ঠ,
আপনি চামুণ্ডা দিয়াছেন খড়্গ রঘুনাথে,
খড়্গের প্রভাবে শেল ভস্মরাশি,
'জয় রাম' নাদে গর্জ্জে কপিগণ,
হের দেখ রক্ষঃ-শির পতিত ভূতলে ;
জয় রাম !
এ কি ! কাটা মাথা লাগে জোড়া !
কাল-চক্র শরে
অবশ্য বিনাশ হইবে দশানন ;
গর্জ্জে অস্ত্র মহাকাল তেজে,
জয় রঘুপতি, ভূপতিত দশানন !
বড়ই দুর্ব্বার বেটা যোঝে আর বার।

হনু। দেখুন ঠাকুর লক্ষ্মণ চেয়ে,
জ্বলে নীলানল অস্ত্রমুখে,
উভচির হয়েছে রাবণ,
জয় রঘুপতি !
এ কি, অর্দ্ধ অঙ্গ লাগে জোড়া !

সুগ্রীব। দেখ শালবৃক্ষ সম
তান হস্ত কাটি পেড়েছেন রঘুনাথ।

বিভী। হইবে না রাবণ নিধন,
দেখ হস্ত লাগিয়াছে জোড়া,
ব্রহ্মাবরে প্রকারে অমর লঙ্কেশ্বর ;
পঞ্চানন আপনি আসিয়া
কুড়াইয়া হস্ত পদ শির,
মৃত্যুসঞ্জীবনী-শক্তি-তেজে দেন প্রাণ দান,
দ্বিগুণ প্রভাবে যোঝে পুনঃ দশানন।

হনু। যা থাকে অদৃষ্টে আজি
পরীক্ষিব বাহুবল, স্মরি রাম নাম,
বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে করিব রাবণ-শির চূর।

[হনুমানের প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। স্থির হও স্থির হও, বীরবর,
বীর্য্য তব ব্যাপ্ত চরাচরে,
অকারণ কেন রণশ্রম !
হও কপিসেনা, আগুয়ান হও রণে,
হনুর সহায়ে,
চল পুনঃ মাতিব সমরে।

সকলে। পশিব সমরে পুনঃ, যায়
যাবে প্রাণ।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

রণস্থল—অপর পার্শ্ব

রক্ষঃ-সৈন্যগণ

১ রক্ষঃ। গর্জ্জি কপিসেনা পুনঃ
পশিয়াছে রণে,
শার্দ্দূল-বিক্রমে কর আক্রমণ সবে,
যেন প্রাণ ল'য়ে—
ফিরে নাহি যায় এক কপি।

২ রক্ষঃ। হা ইন্দ্রজিত !

৩ রক্ষঃ। হা কুম্ভকর্ণ শূর !

সকলে। জয় লঙ্কাপতি দশানন !

(রাম-সৈন্যগণের প্রবেশ)

রাম-সৈন্য। জয় রাম !

(উভয়দলের যুদ্ধ)

অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণস্থল

(রাম ও রাবণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ)

রাম। কর রে শমন দরশন—

(রাবণের মূর্চ্ছা)

এই মুখে হরিলি জানকী !
দিতেছি জীবন দান, ফিরে দেহ সীতা।

ভুবন-ঈশ্বর লঙ্কেশ্বর তুমি,
কিসের বিবাদ তব ভিখারীর সনে ?
নহি কোন দোষে দোষী আমি,
মম প্রাণের পুত্তলী সীতা
কেন রাখ বাঁধি অশোক কাননে ?
আজ্ঞা কর অনুচরে আনিতে সীতারে,
সুখে থাক লঙ্কাপুরে আশীর্ব্বাদ করি।

রাবণ। সাগর ভূধর তরুবর,
স্থাবর জঙ্গম ভুজঙ্গম বিহঙ্গম আদি
বিরাজিত প্রতি লোমকূপে,
ভৃগুপদ-চিহ্ন বক্ষঃস্থলে !
নিরুপম শ্যাম-কান্তি,
শ্রীচরণে পতিতপাবনী গঙ্গা !
ওহে প্রভু দয়াময়,
কর কর অস্ত্রাঘাত,
ত্যজিয়া রাক্ষস-বপু,
পুলকে গোলোকে চ'লে যাই !
অনাদি তুমি হে আদি সৃষ্টির কারণ,
জনার্দ্দন পালন তোমাতে
ভগবন্ করুণানিধান,
কর ত্রাণ অভাগা রাক্ষসে !
অন্তিমে হে অন্তক-অরি,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারি !
দেহ শ্রীচরণ ব্রহ্মরন্ধ্রে,
এ তাপিত প্রাণ
ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি লয় হ'ক রাঙ্গাপদে !
পতিতপাবন তার' হে পতিতে,
ভক্তি-স্তুতি-বিহীন এ মূঢ় জনে,
অগতির গতি বিশ্বপতি বিশ্বনাথ,
হে মুরারি রক্ষঃ-অরি,
দাও দাসে শ্রীচরণে স্থান !

(লক্ষ্মণ, হনুমান ও সুগ্রীবের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। এইবার নিস্তেজ পামর,
বধুন বধুন প্রভু।

রাম। অবোধ লক্ষ্মণ,
পরম ভকত মম লঙ্কা-অধিপতি,
হায়, হেরি এ দুর্গতি তার,
বিদরে তাপস-হিয়া !

লক্ষ্মণ। কেবা ভক্ত তব দয়াময় ?
এখনি পুনঃ উঠিবে রাক্ষস,
ব্রহ্ম-অস্ত্রে করুন সংহার।

রাম। জান না বিশেষ তত্ত্ব বালক লক্ষ্মণ ;
বধিলে রাবণে,
বল 'রাম' নাম কেবা লবে এ জগতে আর।
ভক্ত পিতা মাতা, ভক্ত মম প্রাণ,
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া
ভক্তের কোমল কায়ে করিয়াছি অস্ত্রাঘাত,
অস্ত্র স্পর্শ না করিব কভু ;
দারুণ প্রহারে
সহিয়াছে কত লঙ্কা-অধিকারী।
ছার রাজ্য ধন, ধিক্ ধিক্ সীতা !
হেন ভক্তে প্রহারিনু সীতা লাগি,
রটিল কলঙ্ক নামে,
এত দিনে রাম নাম উঠিল ধরাতে !
ফুটিলে কণ্টক মম ভক্তের চরণে,
শেল সম বাজে হৃদে !
ওঠ লঙ্কেশ্বর,
অক্ষয় শরীরে ভোগ কর লঙ্কাসুখ,
কাজ নাই সীতা, ফিরে যাই বনবাসে।

রাবণ। (স্বগত) শুনিয়া মিনতি
রঘুপতি ক'রেছেন দয়া ;
এ রাক্ষস-দেহ-ভার কত দিন ব'ব আর,
করি কটুবাক্যে উত্তেজিত রোষ।
(প্রকাশ্যে) রে ভণ্ড তপস্বী জটাধারী রাম !
পূজিলাম ইষ্টদেবে,
ভয়ে অস্ত্র তেয়াগিয়া জানাও মাহাত্ম্য নিজ ?
যদি তুই ব্রহ্মসনাতন,

বাকল বসন কেন তোর ?
যদি তুই রমেশ, পামর,
কিরাতের বেশে,
দেশে দেশে কি হেতু ভ্রমিস তুই ?
কপট তপস্বি,
আজি রক্ষা তোর নাহি মোর হাতে।

রাম। একান্ত কি ইচ্ছিলি মরণ ?

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। ধন্য মায়াধর নিশাচর !
পরম দয়াল রাম,
ভাগ্যে দুষ্ট সরস্বতী
বসিল আসিয়া রাবণের কণ্ঠদেশে,
নহে আজি ঘটিত বিষম ;
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ রঘুমণি
পশিতেন পুনঃ বনে,
নাহি হ'ত রাবণ সংহার,
সীতার উদ্ধার না হইত কভু।
জয় রাম—

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবির

[মন্ত্রী ও সৈন্যগণ-বেষ্টিত অচেতন রাবণ]

মন্ত্রী। উঠ উঠ লঙ্কেশ্বর,
কেন সম্মুখ সমরে অচেতন আজি !
ধর পুনঃ ধনুর্ব্বাণ,
বধিয়ে বানর নরে রাখ লঙ্কাপুরী,
মুছাও হে বিধবা-রোদন !

রাবণ। (চেতনা প্রাপ্ত হইয়া স্তব)
জয় দুর্গতি-নাশিনী, দামিনী-হাসিনী,
দুর্জ্জন-ত্রাসিনী, মুক্তকেশী।
জয় গিরীশ-নন্দিনী, গিরীশ-বন্দিনী,
গিরিশ-মোহিনী ঘোরবেশী ॥
জয় ভৈরবী ভীষণা, দেবী শবাসনা,
লক্ লক্ রসনা দিগঙ্গনা।
জয় নৃমুণ্ড-মালিনী, শিশু-শশি-ভালিনী,
ত্রিশূল-চালিনী রণাঙ্গনা ॥
জয় যোগিনী-সঙ্গিনী, জয় রণ-রঙ্গিণী,
ভব-ভয়-ভঙ্গিনী ভয়ঙ্করী।
জয় ভবেশ-ভামিনী, তমোময়ী কামিনী,
যামিনী-রূপিণী শুভঙ্করী ॥
জয় মৃত্যুঞ্জয়-জায়া, দেহি পদছায়া,
রক্ষ মহামায়া দীন জনে।
জয় মৃগেন্দ্র-আসনা, পুর হৃদি-বাসনা,
পদ্মাসনা, দেহি কৃপাকণা ॥

(কালীর সহিত যোগিনীগণের
গান করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত

রাগিণী পাহাড়ী-পিলু—তাল খেম্‌টা।

রাঙ্গা জবা কে দিলে তোর পায় মুঠো মুঠো।
দে না মা সাধ হয়েছে,
পরিয়ে দে না মাথায় দুটো ॥
মা বলে ডাক্‌বো তোরে,
হাততালি দে নাচ্‌বো ঘুরে,
দেখে মা নাচ্‌বি কত,
আবার বেঁধে দিবি ঝুঁটো ॥

কালী। মাভৈঃ মাভৈঃ !
হও রণজয়ী, কি ভয় তোমার আর,
এ তিন ভুবনে আর কার প্রাণে
হবে আগুয়ান রণে তোর,
রক্ষিব সমরে আমি তোরে,
হবে মৃত্যুঞ্জয় রণে ক্ষয় আজি—
যদি শূলী পশেন সংগ্রামে ;
ত্রৈলোক্য উপর হবি রাজ্যেশ্বর
পুনঃ রে ভকত মম ;
সুখে সীতা ল'য়ে কর কেলি চিরদিন।
আছি বহুদিন রণরঙ্গ ভুলে,
আজি করিব প্রলয়, হবে বিশ্বক্ষয়,
দিনু বরাভয় তোরে।
পুনঃ রণমাঝে দৈত্য-বিনাশিনী-সাজে
নাচিব রে তোমারে লইয়ে কোলে।

যোগিনী। মাভৈঃ মাভৈঃ!

(রাবণকে ক্রোড়ে লইয়া কালীর উপবেশন)

সকলের গীত

রাগিণী বেহাগ—তাল খেম্‌টা।

কেঁদেছি আপন দোষে,
বেজেছে মায়ের প্রাণে।
মা ব'লে আয় রে কোলে,
মুখ মুছায়ে কোলে টানে॥
পেয়েছি অভয়ারে,
আর কি রে ভয় করি কারে,
মা ব'লে বারে বারে,
চেয়ে রব চরণ পানে॥

রাবণ। মাভৈঃ মাভৈঃ!
চল পুনঃ রণে রক্ষঃসেনা,
রক্ষিবেন আপনি শঙ্করী।

সকলে। জয় জয় ব্রহ্মময়ী শ্যামা!

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থল

রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব,
বিভীষণ ইত্যাদি দণ্ডায়মান

রাম। হের মিত্র, ঘোর সিংহনাদে পুনঃ,
পশিছে সমরে লঙ্কানাথ;
বাম অঙ্গ মম, কম্পে ঘন ঘন,
ধনু-মুষ্টি নহে দৃঢ়।
তিষ্ঠ সবে সাবধানে;
যা থাকে কপালে, হই অগ্রসর,
মরি কিংবা মারিব রাবণে।

[প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। এ কি! ঘোর বিজলির ছটা
উজলিছে রক্ষঃসেনা,
নৃত্যকালী হাসি সম
নিবারি আঁধার ঘোর!
টলমল ক্ষিতি, রক্ষঃদল-পদ-ভরে;
কাঁপে হিয়া দুর্ দুর্,
বুঝিবা বিপদ কোন ঘটে অকস্মাৎ।
উল্কাপাত, রক্তবৃষ্টি বিনা মেঘে
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ;
স্তম্ভিত প্রকৃতি, স্তম্ভিত জলধি,
ঘোর তমোরাশি ঘেরিতেছে চারিদিকে;
ঘোর নাদে নিনাদিছে কেবা
কর্ণ মম বধির যে রবে;
শঙ্খের নিনাদ—রথের ঘর্ঘর—
ঘোর তূর্য্যধ্বনি দুন্দুভি আরাব—
ঘোর সিংহনাদ—অনন্ত নাগিনী-ত্রাস—
কোটি বজ্রনাদে, কোটি কোটি ধনুকটঙ্কার—
অরিষ্ট বাণের গর্জ্জন;
শুনেছি এ সব, লক্ষ লক্ষ
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-রণে;
কিন্তু কভু হৃদিকম্প হয় নি আমার;
না জানি, কি মহাশক্তি-তেজে
তেজস্বী রাক্ষস-চমূ!
স্থির নহে প্রাণ মম ডরে।

(রামের প্রবেশ (

রাম। যাও ফিরে, যাও রে লক্ষ্মণ অযোধ্যায়,
সঙ্গে লও মিত্র বিভীষণে;
কিষ্কিন্ধ্যায় পালাও সুগ্রীব মিতা;
পর্ব্বত পাষাণ ত্যজি হনুমান দেহ রড়,
নাহিক নিস্তার কারো;
আপনি মা নিস্তারিণী, সংহাররূপিণী বেশে,
নাচিছেন রণমাঝে—
ডাকিনী হাকিনী সাথে!
কে পাবে উদ্ধার আজ তারার সমরে,
মৃত্যুঞ্জয় যার পদ-ভরে অচেতন!
হের দেখ,
তিমির-রূপিণী নাচিতেছে,

দুলায়ে ভীষণা, বিস্তার রসনা ;
ধক্ ধক্ জলিতেছে, মহা বহ্নি ভালে !
পলাও সত্বর, আমি একেশ্বর রহি রণে,
করালবদনী-পদে, অর্পিব এ পোড়া প্রাণ।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। রণ ত্যজি রঘুমণি, পালাও সত্বর,
কেন পুড়ে মর, পতঙ্গের প্রায়,
চামুণ্ডার খড়্গ-অগ্নি-তেজে।

[সকলের প্রস্থান]

(কতিপয় রাক্ষস ও যোগিনীর প্রবেশ)

গীত

রাগিণী বাহার—তাল যৎ।

মা আমার ভক্ত বই আর জানে না,
হৃদয় খুলে ডাক্ মা ব'লে
পূরবে মনের বাসনা।
মা ব'লে ডাক্‌লে পরে,
তাপিত প্রাণে বারি ঝরে,
প্রেমময়ী প্রেমের ভরে,
ডাক্‌ছে রে ভাই শোন না॥

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

সমুদ্রতীর

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান, সুগ্রীব,
অঙ্গদ ও অন্যান্য নায়কগণ
দণ্ডায়মান

রাম। শত জন্মে শুধিতে নারিব
তব ভ্রাতৃ-প্রেম-ঋণ,
অঙ্গের মতন করি আলিঙ্গন তোরে ;
আমা বিনা হনু, কিছু নাহি জানে
এ সংসারে আর, লহ সঙ্গে তারে ;
মো-সবারে প্রাণদান দেছে বার বার
রেখো মনে।
হনুমান, নাহি অন্য সাধ তব মনে ;
আমার কারণ,
করিয়াছ বহু শ্রম বাছাধন,
প্রাণ কাঁদে হনু, তোর তরে,
কি দিয়ে শুধিব তোর ধার !
আছিল বাসনা, মিত্র বিভীষণ !
স্বর্ণ-লঙ্কা-সিংহাসনে হেরিব তোমায় ;
কিন্তু হায় ! বিধাতা বিমুখ,
সাধে বাদ সাধিলেন তারা ;
নাহি জানি, জননীর পায়
কোন্ অপরাধে অপরাধী দাস।
যাও ফিরি
কিষ্কিন্ধ্যানগরে, কিষ্কিন্ধ্যা-ঈশ্বর,
বিশৃঙ্খল নব রাজ্য তব ;
কভু মিতা ব'লে, ক'র মনে অভাগায়,
পুত্র সম পালিহ অঙ্গদে।
নির্লজ্জ আমি
তেঁই হে অঙ্গদ যুবরাজ, সম্ভাষি তোমায় ;
যে গুণ তোমার, কি সাধ্য আমার
বাখানিতে !
পিতৃ-অরির সাহায্যে
প্রাণপণে করেছ সমর।
কহিও সুগ্রীব মিতা নেতৃপতিগণে,
রহিলাম ঋণী আমি সবার নিকটে ;
সবে সহাস্য বদনে, দেহ বিদায় আমায়,
সাগর-সলিলে ত্যজিব তাপিত প্রাণ !

বিভী। হে প্রভু, নাহি মম ত্রিজগতে স্থান,
এ তিন ভুবনে—
নাহি স্থান রাবণের অগোচর ;
শরণ ল'য়েছি পদে, কেন তবে ত্যজ
দয়াময় !

লক্ষ্মণ। আজ্ঞা অপেক্ষায়, আছি
দাঁড়াইয়া রঘুমণি !
নমি বিশ্বামিত্র গুরুর চরণে,
পশিব সমরে প্রভু ;

ব্রহ্ম-অস্ত্র দিয়াছেন গুরু দান,
স্থাবর-জঙ্গম, দেব-নর, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর,
সৃষ্ট বস্তু যা আছে সংসারে,
এখনি দহিব আমি অস্ত্র-অগ্নিতেজে।
এত দিনে জানিলাম স্থির—
নাহি ধর্ম্ম, নাহি কর্ম্ম, নাহি বেদ-বিধি,
নহে কেন—
দুরন্ত রাবণে—পরম অধর্ম্মাচারী—
কাত্যায়নী দিলেন আশ্রয় ?
তব শ্রীচরণ ধ্যান-জ্ঞান,
অন্য কিছু নাহি জানি,
তবে কি কারণে, এ নিষ্ঠুর ব্যথা
দিতেছেন প্রভু হৃদে ?
পাইলে তোমার পদধূলি,
নাহি ডরি কাত্যায়নী,
নাহি ডরি শূলী পঞ্চাননে !

হনু। ঠাকুর লক্ষ্মণ !
আমিও যাইব রণে তোমার পশ্চাতে।

নেপথ্যে।—"জয় লঙ্কাপতি" !

লক্ষ্মণ। রাক্ষসের সিংহনাদ,
নাহি সহে প্রাণে রঘুবীর !
(ধনুকে শর যোজনা করিয়া)
জয় রঘুবীর,
জয় জয় বিশ্বামিত্র, মুনির প্রধান !

রাম। কি কর লক্ষ্মণ ভাই !
ক্ষুদ্র নরে কভু
নাহি পারে বুঝিতে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি।
কি কাজ সাধিবা ভাই, নাশিয়া সংসার ?
নাশিবে আমারে—যার তরে
বনবাসী তুমি রাজ্য পরিহরি ;
নাশিবা জানকী—
শক্তিশেল হৃদে ধ'রেছিলে যার তরে ;
বিনাশিবে পবননন্দন হনু—
বার বার, প্রাণ দান মোরা
পাইয়াছি যাহার প্রসাদে ;
ভস্ম হবে অযোধ্যানগরী,—
সর্ব্বনাশ কর কি কারণ ?
হের রে তূণীরে মম, কালসর্পাকৃতি শর,
শূলচক্র পাশ দণ্ড আদি
মহা অস্ত্র, কি আছে জগতে,
বিমুখিতে নাহি পারি কোদণ্ড-প্রভাবে ;
কিন্তু তথাপিও নারি বিনাশিতে দশাননে !
তারার চরণে, ভক্তি-অস্ত্র বিনে,
কি পারে বিন্ধিতে আর !
হের দূরে, জ্বলে পদতলে
মৃত্যুঞ্জয়-নাশিনী অনল !

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। কি হেতু এ ভাব সবাকার,
এখনও নাহি দেখি পূজা-আয়োজন ?

রাম। কহ বিধি, কোন বিধিমতে,
অম্বিকা-অর্চ্চনা করিব হে এ অকালে ?
করিয়াছি স্থির, এ শরীর,
সাগর-সলিলে দিব বিসর্জ্জন।
চিন্তি নানা মতে, দেখিলাম,
মম ভাগ্যে দেবী-আরাধনা,
ঘটিল না এ জনমে।
করি উদ্বোধন, সুরথ রাজন,
যেই দিন পূজেছিলে অম্বিকা-চরণ,
সে দিন নাহিক আর,
অত্র যোগ যত, হইয়াছে গত,
ক্রমে ক্রমে শুক্ল ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে।
তবে হায় অম্বিকা-অর্চ্চনা—
কি রূপে সম্ভবে বিধি ?
তেঁই চাই ত্যজিতে পরাণ।

ব্রহ্মা। শুন প্রভু রাম গুণধাম,
ব্যাঘাত না হবে,—
আমি বিধি, দিতেছি এ বিধি,
কল্য কর উদ্বোধন, জাগাইতে মহাশক্তি।
তব প্রতি তুষ্টা দয়াময়ী,
সে হেতু ছলনা,
লইতে রাজীব-পদে, রাজীবলোচন,
রাজীব-অঞ্জলি তব করে।

বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন,
আয়োজন শীঘ্র,
বিল্বাধিবাসনে স্থাপনা করহ ঘট।
মহামায়া ক'রেছেন মায়া,
যাহার প্রভাবে, অন্ধ দশানন
সমরে না দিবে হানা।
অর্চ্চনায় হবে না ব্যাঘাত।

রাম। শুনিলে বিধান মিত্রবর,
শুনিলে লক্ষ্মণ,
শুনেছ হে পবনকুমার, দেই ভার,
ভুবনের সার, যেখানে আছে যে ফুল,
আন তুলি;
সফল জনম, কর বাছাধন,
তুলি নিজ করে, দেবীর পূজার ফুল।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

রণস্থল

রক্ষঃ-সৈন্যগণ

১ সৈন্য। নাহি জানি কি হেতু
অলস দশানন,
আজও অরিদল, বেড়িয়া রয়েছে লঙ্কা।
যদি কালী দিয়েছেন কূল,
কি হেতু নির্ম্মূল, নাহি করি শত্রুপুঞ্জ!
নিরুৎসাহ অরাতি এখন,
উচিত এখন আক্রমণ।
উগ্রচণ্ডা বসিলে পুষ্পক রথে,
কি আছে জগতে, নাহি হবে পরমাণু,
যবে তারা গর্জ্জিবেন রুষি।

২ সৈন্য। পুনঃ কি ভূপতি পশিলেন
পুরে আজি?

১ সৈন্য। শুনিনু সংবাদ দূতমুখে,
গিয়েছেন অশোক কাননে
জনক-নন্দিনী সম্ভাষণে।

২ সৈন্য। হায় মজিল সকলি,—
সাপিনী জানকী হেতু!

১ সৈন্য। হায় কিবা দৈব-বিড়ম্বনা!
যেই লঙ্কেশ্বর, শুনিলে সমরবার্ত্তা
সাপটি ধরিত ধনু,—
গৃহদ্বারে অরি,
তাহে আপনি সহায় ভীমা,
জ্বলিছে সতত হৃদে
ইন্দ্রজিত-হত-পুত্র-শেল!

২ সৈন্য। জানিনু নিশ্চয়, মজিল
কনক লঙ্কা।

১ সৈন্য। জানিলাম স্থির,
ধার্ম্মিক ব্যতীত, ধর্ম্ম-বল নহে কারু;
আসি হর-বরাঙ্গনা, করিয়ে ছলনা,
নিভাইলা মাতা রাক্ষসের রোষ-অগ্নি;
শত্রু নাহি 'নিশ্চিন্ত' সমান।

২ সৈন্য। চল যাই, সাবধানে রক্ষা
করি থানা।

[সকলের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

শিবির—দুর্গোৎসব

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, অঙ্গদ, হনুমান,
গন্ধর্ব্বগণ ইত্যাদি

সকলের গীত

মালকোষ—আড়াঠেকা।

রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে, রাঙ্গা কমল
রা ঙ্গা পায়
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি, রাঙ্গামালা
রাঙ্গা গায়॥
রাঙ্গা ভূষণ রাঙ্গা বসন, রাঙ্গা
মায়ের ত্রিনয়ন,
কত রাঙ্গা রবি-শশী, রাঙ্গা নখে
প'ড়ে হায়॥

পদ্ম ভ্রমে পদতলে, পড়ে অলি দলে দলে,
এলোকেশী কে রূপসী, ডাকলে তাপিত
প্রাণ জুড়ায় ॥

রাম। না মানে প্রত্যয় পোড়া মন,
মিত্র বিভীষণ, বিনা দরশন।
করালবদনী, সাক্ষাৎ আপনি,
বিরাজিতা রাবণের রথে ;
আমি মূঢ়মতি,
না দেখিনু জগদম্বা ঘটে অধিষ্ঠান ;
তবে মানিব কেমনে,
মম পুষ্পাঞ্জলি পড়িয়াছে রাঙ্গা পায় !
মাভৈঃ মাভৈঃ রব,
শুনেছি স্বকর্ণে আমি, রাবণের রথে ;
মম দুর্গোৎসবে, কি হেতু হে তবে,
নাহি শুনি সে অভয় রব !
কেন নাহি হেরি
দশভুজা দনুজদলনী
মহিষমর্দ্দিনী অট্টহাস !

বিভী। করুন অর্পণ নীল নলিনী,
নলিনী-লাঞ্ছিত রাঙ্গা পদে।
ফুটে পদ্ম দেবীদহে,
দেবের অগম্য স্থান রঘুবীর !

রাম। দেবের অগম্য স্থানে,
কেমনে হে মিতা, সম্ভবে নরের গতি ?
বিধান সকলি—দুষ্কর আমার ভাগ্যে।

হনু। কি চিন্তা হে রঘুবীর,
যদি পাই শ্রীচরণ-ধূলি,
স্বর্গ মর্ত্ত্য এ তিন ভুবনে,
অগম্য নাহিক স্থান।
দেহ পদধূলি বনমালি,
দেবীদহে চলি যাইব এখনি,
আনিব হে তুলি নীলোৎপল।

রাম। যাও বৎস,
জিও চিরদিন অক্ষয় শরীরে।
ঘুষিবে তোমার নাম, জগতের প্রাণী,
যতদিন ভবে, অর্চ্চিবে মানবে,
দৈত্যবিনাশিনী মায়।
সঙ্কল্প করিয়ে—রহিনু বসিয়ে—
আন তুলি শতাষ্ট নলিনী।

[হনুমানের প্রস্থান]

(স্তব)

আশ্রিতে অভয়া, দে মা পদছায়া,
আশুতোষ-জায়া, ছায়া কায়া মহামায়া।
তাপিত তনয়, চাহে গো আশ্রয়,
দেহ রণ-জয়, জয়ন্তি বিজয়া জয়া ॥
রক্ষ দক্ষবালা, কল্যাণি কমলা,
জানাই মা জ্বালা, রণজয়ী রাঙ্গা পদে।
বরদে বর দে, নিবিড় নীরদে,
জয়দে শুভদে, তার' মা বিপদ-হ্রদে ॥
রক্ষঃ রণে রক্ষ, বিরূপাক্ষ-বক্ষ-বিহারিণী বামা,
বগলা বিমলা তারা।
জয় ভদ্রকালী, নিশানাথ-ভালী,
জয় মুণ্ডমালী, মানব-মালিন্য হরা ॥

গন্ধর্ব্বগণের গীত

টোরী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

রাখ মা রাখ মা, রমা রণরঙ্গিণী,
উমেশ হৃদয়-বাস, দিগবাস-অঙ্গিনী।
বরদে বর দে শ্যামা,
বিপদবারিণী বামা,
শুভদে শিবসঙ্গিনী, অশিব-ভয়-ভঙ্গিনী ॥

[নীলপদ্ম লইয়া হনুমানের প্রবেশ]

রাম। এস বৎস, পবন-তনয়,—
এস হে রাঘব-সখা !

[নীলপদ্ম লইয়া স্তব]

রুদ্রকেশী, ব্যোমকেশী, অট্টহাসি ভীষণা।
দৈত্যহন্তা, রক্তদন্তা, লিহি লোহ রসনা ॥
উগ্র তুণ্ডা, উগ্রচণ্ডা, চণ্ডঘাতী চণ্ডিকে।
ফেরুরোল, গণ্ডগোল, ঘন্ন ফণি মণ্ডিকে ॥

লিহি লিহি, হিহি হিহি,
ভীম ভাষ ভাষিণী।
বিশ্ব কাণ্ড, লণ্ড ভণ্ড, দণ্ডপাণি ত্রাসিনী॥
লম্ফ ঝম্ফ, শূরকম্প, দৈত্য দম্ভ বারিণী।
চন্দ্রভালী নৃত্যকালী, খড়্গ শূলধারিণী॥
ঝক্ ঝক্‌–ধক্ ধক্, অগ্নি ভালে ভৈরবী।
কোটি রবি, বহ্নি ছবি, বিরূপাক্ষ কৈরবী॥
ধেই ধেই, থেই থেই, ভূত প্রেত ডাকিনী।
মত্ত রঙ্গে, নৃত্য সঙ্গে, ঘোর ডাকে
হাঁকিনী॥
মুণ্ড হস্তে, ছিন্নমস্তে, মুণ্ডমালা দলনা।
শবারূঢ়া, ব্যোম চূড়া, ধূম্র নেত্র ললনা॥
মগ্না, রক্তলগ্না, দেবী রক্তদন্তিকে।
রক্তপান, রক্তদান, রক্তবীজ হস্তিকে॥
সর্ব্বনাশী, সর্ব্বগ্রাসী, শক্তি শিবা শঙ্করী।
জয়ং দেহি, জয়ং দেহি, দেহি মে ভয়ঙ্করী॥
এ কি, কোথা এক নীলোৎপল আর!

হনু। প্রভু, শতাষ্ট গণেছে দাস।

রাম। তবে কোথা হারাল নলিনী?
যাও পুনঃ দেবীদহে,
আন এক পদ্ম আর।

হনু। প্রভু, পরাৎপর, ভুবনের সার,
দেবীদহে নাহি পদ্ম আর।
বুঝি বনমালি, ছলিতে তোমারে কালী
হ'য়েছেন নীলোৎপল।

রাম। ভাল, বুঝিব ছলনা,—
মোরে নীলোৎপল আঁখি,
সংসারে সকলে বলে;
আন রে লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ,
এক আঁখি দেবী-পদতলে,
অর্পিব এখনি ভাই,
সঙ্কল্প না হবে ভঙ্গ,
দেখি রঙ্গ রণ-রঙ্গিণীর,
কত দুঃখ দেন আর।

(স্তব)

নমস্তে বরদে, রাখ রাঙ্গা পদে,
তাপিতে, তারিণী তারা।
শিবে শুভঙ্করী, শুভ দে শঙ্করী,
পরাৎপরা সারাৎসারা॥
শ্রীপদ নলিনী, বিপদ দলনী,
রাখ মা রাজীব পদে।
প'ড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়
তার' মা দুস্তর হ্রদে॥
ইচ্ছাময়ী শ্যামা, কল্পতরু বামা,
কমলা কমল-আঁখি।
কাতর কিঙ্কর বরাভয় কর
লুকালি—কাতরে ডাকি॥
দুর্গে দুর্গ-অরি, দেবী দিগম্বরী,
হর-রমা এলোকেশী।
দুস্তর সমর, পাইয়াছি ডর,
সুহাসিনী ঘোর বেশী॥
দিও না যন্ত্রণা, হর বরাঙ্গনা,
কেন মা ছলনা দাসে।
নলিন-নয়না, কর মা করুণা,
নলিন-নয়ন ভাষে॥
পাষাণ-নন্দিনী, জননী পাষাণী,'
পাষাণী পাষাণ-প্রাণ।
নীলোৎপল আঁখি, নে, মা, পদে রাখি,
কর মা করুণা দান॥

দুর্গা। কি কর, কি কর দয়াময়!
ওহে গোলোকবিহারী,
দেখ স্মরি পূর্ব্বের বারতা,—
আছিল রাবণ তব দ্বারী;
উদ্ধারিতে নিজ দাসে,
অবতীর্ণ হ'য়েছ ভূতলে;
কার পূজা কর তুমি,
কি প্রভেদ তোমায় আমায়!
তবে যে পূজেছ মোরে,
সে কেবল করিতে প্রচার,

আপন মহিমা ভবে।
পরমা প্রকৃতি, তোমার জানকী ;
হেন সাধ্য কিবা ধরে দশানন,
হরিতে তাহারে, রঘুবীর ?
অন্নপূর্ণা রূপে, নিত্য নিশিযোগে,
ঘুমাইলে চেড়ীদল,
পশিয়া অশোক বনে,
পরমান্নে ভুঞ্জাই সীতায়।
ছাড়িনু লঙ্কা, ছাড়িনু রাবণে ;
মম বরে নাশ' তারে, হে রাবণ-অরি !
দুষ্ট চেড়ীগণে যত মেরেছে সীতায়,
হের সে সকল চিহ্ন মম কায়,
আর আমি না পারি সহিতে সে তাড়না।

(অপ্সরাগণের প্রবেশ)

সকলের গীত

টোড়ী—ঢিমে তেতালা

জয় হর-হৃদি নিবাসিনী, মা শমন-ত্রাসিনী।
নিবিড় নিরুপমা, তমোরূপা ভীষণা,
ঈশানী ঈশ্বরী, ঈশান-আসনা,
নলকে চপলা পদে, ভীম-ভাষ ভাষিণী।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

রাবণ, মন্দোদরী, শুক, সারণ ইত্যাদি

মন্দো। বীরকার্য্য ভুলি কি হেতু হে লঙ্কেশ্বর,
ত্যজি রণস্থল, এ অলস ভাব,
চারি দিন আজি ?
আপনি শঙ্করী সহায় তোমার রণে,
তবে রঘুনাথে, কি হেতু না দেহ রণ ?
নিঃসহায় নিরুপায় যবে,
পশিলে সংগ্রামে তুমি,
না শুনি নিষেধ বাণী কারো ;
বীরাঙ্গনা করে উত্তেজনা তোমা,
দেহ চারি দ্বারে হানা,
ঝঞ্ঝনা সম অস্ত্রবলে,
বিনাশ' সম্মুখ-অরি।

সারণ। হে লঙ্কাপতি,
এ মিনতি মো-সবার তব পদে,
কেন নব ভাব, হে ভূপাল তব ?
শুনি রণের সংবাদ,
কভু অবসাদ জন্মে নাই তব মনে।
গর্জ্জে নর-বানরীয় চমূ লঙ্কাদ্বারে,
মহেশ্বরী সহায় তোমার,
দম' এ দুরন্ত রিপু, দানব-দলনী-বলে ;
নহে দেহ আজ্ঞা মো-সবারে,
স্মরি জগৎ-ঈশ্বরী,
জয় কালী রবে পশি রণে।

রাবণ। নির্ব্বোধ তোমরা সবে,
বোধহীনা নারী মন্দোদরী।
ফুরায় বিবাদ, নাশিলে শ্রীরামে আজি ;
কিন্তু পেয়েছি যে দুঃখ,
সমুচিত প্রতিশোধ তার দিব আমি ;
সীতা ল'য়ে কোলে,
সম্মুখে তাহার, করিব বিহার,
তবে শোক নিভিবে আমার।

মন্দো। বোধহীনা আমি !
ভেবেছ কি মনে, সুবোধ লঙ্কার ভূপ,
দুর্ব্বল তাড়নে হইবেন প্রীত
দীন-জন-গতি জগদম্বে ?
জানিনু—নিশ্চয় লঙ্কার ক্ষয় !
অকারণে কেন এখানে রহিব আমি ;
যাও তুমি অশোক কাননে,
পশি দেবাগারে আমি,
পূজি দিগম্বরে তোমার মঙ্গল হেতু ;
সতী নারী অধিক কি পারে আর।
ধন্য তব বিলাস-বাসনা !

ইন্দ্রজিত অনন্ত-শয়নে,
সীতার লালসা আজো জাগে তব মনে !
কে রক্ষিতে পারে তারে হায়,
বিধি বাদী যার প্রতি !
(নেপথ্যে—"জয় রাম" !)
শুন পুনঃ বানরের সিংহনাদ !
ভক্ত বিনা কে রাখিতে পারে,
ভক্তাধীনা ভগবতী !—
বুঝি কৃপাময়ী, করেছেন কৃপা,
কাতর রাঘবে আজি ;
নহে চারি দ্বারে অকস্মাৎ,
কি হেতু, ভূপতি, গর্জ্জিছে বিকট ঠাট ?
অহঙ্কারে গেলে ছারে-খারে !

(প্রস্থান)

রাবণ। হে শুক সারণ, কর অন্বেষণ,
নিরানন্দ বৈরিবৃন্দ,
কি হেতু গর্জ্জিল অকস্মাৎ ?
আদ্যাশক্তি তুষ্টা মম স্তবে,
তবে কি শক্তি-প্রভাবে,
আসিছে রাঘব, পুনঃ পশিতে আহবে ?
হও সুসজ্জিত নেতৃবৃন্দ,
আক্রমণ করিব এখনি।

(প্রস্থান)

সারণ। পরম মায়াবী রঘুপতি,
ব্রহ্মা আদি দেবতা সহায় তার ;
নিশ্চয় কি মায়ার প্রভাবে,
ভুলায়েছে আজি মহামায়া ;
যা হোক তা হোক ভালে,
প্রাণপণে যুঝিব রাজার পক্ষে।

প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

অশোক কানন

সীতা ও সরমা

সীতা। শুন লো, সরমে, প্রাণ-সই,
ঘোর নিশাকালে, ঘুমাইলে চেড়ীদল,
কে রমণী নলিনী-নিন্দিত-পাণি,
বীণা-ধ্বনি-বিনিন্দিত বাণী,
বসিয়ে শিয়রে, কন বিধুমুখী,
"আমি রে জননী তোর।"
পরমান্ন দেন মুখে,
তেঁই লো সজনি, নিরাহারে বাঁচে প্রাণ।
কয়দিন রণের বারতা নাহি শুনি ;
কেহ কহে দূর্ব্বাদল-শ্যাম,
পরাভূত রাবণের রণে ;
কেহ বলে দনুজদলনী
দিয়াছেন আশ্রয় রাবণে,
মানুষ-পরাণে কি পারে করিতে রাম।
প্রত্যয় না মানি তাহে কভু ;
কভু কি সম্ভবে,
জগদম্বা ত্যজিবেন তনয়ারে,
দীনদয়াময়ী নামে রটিবে কলঙ্ক তাঁর ?
কাঁদি দিবানিশি আমি অরিপুরে,
স্মরি দুর্গ-অরি পদযুগ !
ইন্দ্রজিত হত যেই দিনে,
এসেছিল মোরে কাটিতে রাবণ ;
সে অবধি দিন কত আসে নাই মূঢ়।
ক্রমে দিন চারি, নিত্য আসে মম পাশে ;
শুধায় শোণিত মম,
হেরিলে তাহার ছায়া,
মহামায়া-পদ করি ধ্যান ;
পুনঃ আসে পুনঃ যায় ফিরে।

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। চন্দ্রাননি, এখন' ভজহ মোরে।
সতী নারী সাধে সদা পতির কল্যাণ ;

না ভজিলে মোরে, পতিতপাবনী-বরে,
পতি তব পড়িবে সমরে আজি।
কর আলিঙ্গন দান,
চাহ যদি পতির কল্যাণ ;
নাহি তব পতির শকতি আর,
বিনাশিতে লঙ্কাপতি ;
হৈমবতী সহায় আমার,
বলে নি কি চেড়ীগণে ?
তোষ সংগোপনে মোর মন,
চাহ যদি পতি-দরশন।

সীতা। ওরে মূঢ়মতি,
নাহি কিরে সতী তোর ঘরে,
ছলে কভু ভুলে সতী নারী ?
বোধহীন তুমি, তাই ভাব মনে,
ত্যজিয়ে সীতায়—দুঃখিনী—
জননী তার অসিতবরণী,
সাপক্ষ হবেন তোর ?
সতীর আদর্শ দক্ষসুতা !

(নেপথ্যে।—"জয় রাম !")

রাবণ। পুনঃ কি ভিখারী রাম পশিল সমরে ?
যে হয় সে হোক আজি,
যাব পুনঃ রণস্থলে,
বিলম্বে নাহিক কাজ।

(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। মজিল সকলি লঙ্কাপতি,
অশুদ্ধ হয়েছে চণ্ডী।

রাবণ। কি কহিলি, মূঢ় দূত,
শতধা বিদীর্ণ এখন' হ'ল না মুণ্ড তোর !
বৃহস্পতি করে চণ্ডী পাঠ।

দূত। হায় লঙ্কাপতি !
শমন সমান অরি বীর হনুমান,
পশি পূজাগৃহে কাড়িয়া ল'য়েছে পুঁথি,
প্রথম্ মাহাত্ম্য তিন শ্লোক
পুঁছিয়াছে মূঢ়মতি।
স্বচক্ষে দেখেছি রক্ষোনাথ,
ঘট হ'তে উঠে তেজোরাশি
ধাইল উত্তর মুখে,
ব্যোম্ বোম্ রবে বেষ্টিত পিশাচদলে
ভূতনাথ শূন্যে কৈল দেবী-আরাধনা,
তাথেই তাথেই নাচিল ডাকিনীগণে ;
দেখিনু প্রাচীর হ'তে,
রাঘব-শিবির সমুজ্জ্বল চরণ-প্রভায়।

রাবণ। ভাল, না চাহি সাহায কারো
(স্বগত) ব্রহ্মা-বরে মম মৃত্যুশর মম ঘরে,
দেবের অবধ্য জনে
কি করিতে পারে নরে ?
(প্রকাশ্যে) বাজাও দুন্দুভি,
সাজি চতুরঙ্গে রণরঙ্গে মাতিব সত্বর।

(দূত ও রাবণের প্রস্থান

সরমা। চল আজি মম পুরে দেবি,
চেড়ীদল বিকল সকলে
অশুভ বারতা শুনি ;
বুঝি এত দিনে বিপদবারিণী
বারিল বিপদ তব।
দৈববলে আছিল অজেয় লঙ্কাপতি,
এবে দেব বাম তার প্রতি,
অবশ্য হইবে ক্ষয় রামের সংগ্রামে।
ঘুচিল কুদিন তব,
সুদিন আগত বিধুমুখি !

সীতা। চল গো, সজনি, চল যাই তব পুরে ;
নাহি জীব আর,
পুনঃ যদি আইসে দশানন
ভেটিতে আমায়।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির-সম্মুখ

ত্রিজটা ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে হনুমান

হনু। খেয়ে পুজোর কলা গণ্ডা গণ্ডা,
তুই বেটী হ'য়েছিস ষণ্ডা,
উগ্রচণ্ডা বাক্যি বেটী ছাড়্ তো।
দোরে ছিল চাঁপদেড়ে,
বামুন দেখে দেছে ছেড়ে,
বেটী এলি খোব্‌না নেড়ে,

ত্রিজটা। বুড়োর ভেলা বাড়্ তো।
দাঁড়া লাগাই তোরে তিন সোঁটা,
কপালে কেটেছিস ফোঁটা,
মাথায় তোর তরমুজের বোঁটা
উপড়ে নেব টেনে।
ভাল চাস তো সর্ বেহায়া,
নইলে এখনি দেব হায়া,

হনু। তুই বেটী তো আচ্ছা
ভ্যান্‌ভেনে!
গাইতে এলুম রাজার জয়,
ফিরতে বলিস ফিরি না হয়,
আক্কেল দেবো রাজার কাছে ব'লে।

ত্রিজটা। ভাল চাস্ তো সর্ বুড়ো,
নইলে এখনি খাবি হুড়ো,
যেমন এয়েছিস তেমনি যা তো চ'লে।

হনু। উঃ! বেটীর কিবা বাঁকা ঠাম,
রঙ্ যেন পাকা জাম,
বুকের উপর দুলছে দুটো কদু।

ত্রিজটা। তো বেটার কি রূপের
ছটা,
ঘোড়া সরু পেটটি মোটা,
বাকির মধ্যে লেজ নাইকো শুদু।

হনু। বেটীর নাকের কিবা খাঁজ,
চলে যায় তিনখানা জাহাজ,
অমন মুখে পড়ে না বাজ,
আমায় বলিস বুড়ো।

ত্রিজটা। আ-মরি কি ভঙ্গিমা,
তোমার রূপের নাইকো সীমা,
চাকা মুখে জ্বেলে দেব নুড়ো।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দো। কি হেতু, ত্রিজটে,
দুয়ারে এ গণ্ডগোল?

হনু। আসিয়াছি, রাণি মন্দোদরি,
রাজার কল্যাণ হেতু;
গণনা-শাস্ত্রেতে বড়ই পণ্ডিত আমি;
দুলায়ে দু'বাহু, মেলিয়ে বদন রাহু,
ঘাগী মাগী করিছে বিবাদ।

মন্দো। কে তুমি হে দ্বিজবর?

হনু। যোগী আমি, ছিনু এতদিন
যোগে,
লঙ্কার দুর্যোগ জানি নাই সে কারণে,
অকস্মাৎ টলিল আসন,—
চাহিনু নয়ন মেলি,
দেখিলাম গণনায় লঙ্কার দুর্গতি যত,
দুষ্ট গ্রহ-কোপে অনিষ্ট ঘটেছে পুরে;
কর আয়োজন রাণি,
গ্রহশান্তি করি গাহিব রাজার জয়।

মন্দো। এস তবে মন্দির ভিতরে,
দ্বিজবর!

(মন্দোদরী ও হনুমানের মন্দির-মধ্যে গমন)

ত্রিজটা। কোথা থেকে এলো কাপ্,
আমার বুকে লাগছে হাঁপ্,
ধ্যানে ছিলেন সর্ব্বনাশীর বেটা।
এটা সেটা কথা ক'য়ে,
রাণীর দিলে মন ভুলিয়ে,
আমি হলে লাগাতাম বিশ ঝাঁটা।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির-অভ্যন্তর

মন্দোদরী ও হনুমান

হনু। গ্রহশান্তি কিবা প্রয়োজন
আর;

দেখিনু গণিয়ে,
শত রামে কি করিতে পারে ?
জয় লঙ্কেশ্বর ! বিদায় হইনু আমি।

মন্দো। এ কি দ্বিজবর !
করিলাম আয়োজন গ্রহশান্তি হেতু,
তবে ফিরে যাও কি কারণ ?

হনু। গ্রহশান্তি নাহি প্রয়োজন,
স্মরণ হইল এবে,
আছে মৃত্যুশর তব ঘরে,
অন্য অস্ত্রে নাহিক রাজার ক্ষয়,
তবে আর কি ভয় রাঘবে ?

মন্দো। বুঝিলাম সুপণ্ডিত তুমি
দ্বিজ ;
ডরি বিভীষণে,
কি জানি সে যদি দেয় এ সন্ধান ক'য়ে।

হনু। ক'র না ছলনা, মন্দোদরি,
রাখিয়াছ অস্ত্র ল'য়ে তুমি
ব্রহ্মার অজ্ঞাত স্থানে ;
সে তত্ত্ব কেমনে জানিবে গো বিভীষণ ;
তবে যদি শঙ্কা হয় চিতে,
কহ মোরে কোথা আছে বাণ,
করিব চেতনা মন্ত্র-বলে ;
আপনি শমন
মরিবে পরশে তার মন্ত্রের প্রভাবে।

মন্দো। রাখিয়াছি অস্ত্র সংগোপনে ;
কিন্তু ডরি দেখাইতে স্থান—

হনু। ভাল ভাল,
হউক রাজার জয়, চলিলাম তবে।

মন্দো। ত্যজ রোষ, দ্বিজবর,
অবোধ রমণী আমি ;
কর অস্ত্র-পূজা,
আছে অস্ত্র স্তম্ভের ভিতর।

হনু। নাহি প্রয়োজন তায়,
তবু পূজি তব অনুরোধে,
যাও রাণি,
স্বহস্তে আন গে তুলি অতসী কুসুম।

[মন্দোদরীর প্রস্থান ।

হনু। (স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া বাণ গ্রহণ)
কে বোঝে নারীর রীতি !
ছিল অস্ত্র ব্রহ্মার অজ্ঞাত স্থানে,
দিল তুলি অরাতির করে ;
জয় রাম !

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবির

লক্ষ্মণ ও বিভীষণ

বিভী। করিনু কঠোর তপ ভাই
তিন জনে,
সদয় হ'লেন পদ্মযোনি,
চাহিল নিদ্রার বর কুম্ভকর্ণ বলী,
'তথাস্তু' বলিল ব্রহ্মা,
বর শুনি শাপ অনুমানি
করিলাম মিনতি চরণে ;
তেঁই পুনঃ করিল বিধান বিধি,
ছয় মাসান্তর জাগরণ একদিন,
অকালে ভাঙ্গিলে নিদ্রা মরণ সে দিনে ;
ভয়ে নিরুপায়ে
অকালে জাগালে দশানন,
তেঁই শূর পড়িল রামের শরে,
নহে তার রণে ছিল না নিস্তার কারো।
চতুর্ম্মুখ সদয় হইয়া দাসে,
দিলেন অমর বর।
চাহিল অমর বর ভাই লঙ্কেশ্বর,
কমণ্ডলু-পাণি না দিল সে বর তারে,

কিন্তু বীর প্রকারে অমর ;
দেখেছ স্বচক্ষে বীরমণি,
লাগিয়াছে যোড়া
ছিন্ন হস্ত-পদ-শির রণে ;
বিধিদত্ত মৃত্যুবাণ বিনা
না মরিবে অন্য শরে।

লক্ষ্মণ। তুমিও হে রক্ষোত্তম !
নাহি জান কোথা সেই বাণ,
কেমনে সন্ধান তার পাবে হনুমান ?
দেখি বিঘ্ন সীতার উদ্ধারে পদে পদে।

বিভী। হের দূরে বীরমণি,
গর্জ্জিছে রাক্ষস-ঠাট,
'ধর ধর' ডাকে সবে,—
ভঙ্গোয়ান কপিসেনা।

লক্ষ্মণ। সত্য রক্ষোবর,
প্রবল হ'ল কি অরি রামের সমরে !
চল দোঁহে যাই, শীঘ্র পশি রণস্থলে।

বিভী। লঙ্ঘিতে রামের আজ্ঞা
না হয় উচিত, বীরবর !
তিষ্ঠ শূর,
যতক্ষণ নাহি আইসে হনু।

লক্ষ্মণ। শুন শুন হাহাকার রবে
নাদিছে বানর-সেনা,
ছোট নহে কাজ,
হের সুগ্রীব আপনি পলায় সমর ত্যজি,
না পারি রহিতে আর,
রহ অস্ত্র-প্রতীক্ষায় তুমি—

(হনূমানের প্রবেশ)

হনু। আনিয়াছি অস্ত্র, বীরবর !

সকলে। জয় রাম !

লক্ষ্মণ। চল শীঘ্র রণস্থলে রাঘব-বান্ধব ;
নহি পঞ্চানন আমি,
কি সাধ্য আমার
বর্ণিতে তোমার গুণ, ভীমবাহু !
চল শীঘ্র বিলম্ব না সহে—

(দূতের প্রবেশ)

দূত। চল শীঘ্র বীরমণি,
অচেতন রাম রঘুমণি—
দারুণ রাক্ষস-শরে ;
পলায় বানর-সেনা,
পাছে পাছে ধাইছে রাক্ষস,
নাহি জানি এতক্ষণ কি হয় সংগ্রামে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল

রাম, রাবণ ও উভয় পক্ষের সৈন্যগণ

রাবণ। এই শক্তি ধর ভুজে !
চাহ ক্ষমা,
নহে রক্ষা নাহি তোর রণে।

(উভয়ের যুদ্ধ)

(লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও হনূমানের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। কেন অন্য মন রণে, রঘুবীর !
লহ রাবণের মৃত্যুতীর,
আনিয়াছে হনুমান,
প্রতিজ্ঞা পালন কর, নারায়ণ,
বধিয়ে দুর্ম্মদ রিপু।
(রাবণের প্রতি)
ত্যজ অহঙ্কার, ত্যজ সিংহনাদ,
তোর মৃত্যুশর—
হের রে পামর মোর হাতে।

রাবণ। কি ? মিথ্যা কথা !

লক্ষ্মণ। নহে মিথ্যা বাণী,
হের মৃত্যু নিকট তোমার।

(রামচন্দ্রকে বাণপ্রদান)

রাবণ। রাণি মন্দোদরি, তুমিও হ'য়েছ অরি !
রণে ক্ষমা দেহ রে রাক্ষস !

(রামচন্দ্রের বাণে রাবণের পতন)

সকলে। জয় রাম!

(স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি)

রাম। সাবধান কপিসেনা,
কেহ নাহি স্পর্শ লঙ্কেশ্বরে ;
না পলাও রক্ষঃসেনা,
ত্যজ অস্ত্র দানিনু অভয়।

বিভী। ভাই নহি, আমি রে চণ্ডাল—
তেঁই তব মরণ-সন্ধান—
কহিনু অরির কানে!
ওঠ ভাই, ধর পুনঃ ধনু,
বিনাশ' সম্মুখ-অরি।
চন্দ্র সূর্য্য যতদিন উদিবে জগতে,
রহিবে অখ্যাতি মম ;
জ্বলিবে স্মৃতি চিতানল সম হৃদে ;
ধর্ম্ম-অনুরোধে করিনু অধর্ম্ম, মূঢ় আমি,
কর্ব্বুর-সংসার সংহার কারণ,
ধ'রেছিল গর্ভে মোরে নিকষা জননী।
হা ভ্রাতঃ! হা ভুবন-বিজয়ি!
দমি পুরন্দরে প্রাণ দিলে নরের সমরে?

রাবণ। ভাই বিভীষণ!
দারুণ প্রহারে বিকল শরীর মম,
না কাঁদ আমার লাগি,
জীবনে-মরণে সম দর্পে কাটাইনু আমি ;
ডাকি আন হেথা মিতা তব,
এ অন্তিমে,
হেরিব পরম রিপু পরম ঈশ্বরে,
তোমার প্রসাদে ভাই ;
পবিত্র রাক্ষসকুল তোমার জনমে!

রাম। চল রে লক্ষ্মণ ভাই রাবণ-সমীপে,
আছে যুদ্ধ-রীতি হেন,
যবে নিপীড়িত অরি,
বীর ভুলে বৈরি-ভাব ;
বিশেষতঃ বীর লঙ্কেশ্বর,
ত্রিভুবনে ছিল রাজা,
রাজনীতি উচিত শিখিতে তার ঠাঁই।
হ'য়েছিল জনকনন্দিনী
বুঝে দেখ মনে, কভু নহে সামান্য রাবণ,
প্রাণ দিল পণ-রক্ষা হেতু।

লক্ষ্মণ। হে প্রভু! হে রঘুকুল-গর্ব্ব
হে অনাথ-বান্ধব! যথা যাবে তুমি,
যাব আমি তোমার পশ্চাতে ছায়া সম।

বিভী। হের লঙ্কানাথ,
এসেছেন রঘুনাথ ভেটিতে তোমায়।

রাবণ। দেহ দয়াময় শ্রীচরণ শিরে,
যতক্ষণ পাপদেহে রহে প্রাণ,
রহ, প্রভু, আমার নিকটে ;
ভক্তি-স্তুতি নাহি জানি, মূঢ়মতি আমি,
নিজগুণে কর হে করুণা,
অরিরূপী করুণানিধান!

রাম। ধন্য বীর তুমি ত্রিভুবন-মাঝে,
জয়-পরাজয় নহে আয়ত্ত অধীন,
কিন্তু বীরধর্ম্ম নাহি ভুলে বীর ;
নিঃসহায় তুমি বীরবর,
যুঝিয়াছ একেশ্বর ;
দেব-অবতার বীরবৃন্দ সাপক্ষ আমার,
কম্পিত তোমার দাপে ;
ত্যজে দেহ দেহগত প্রাণী,
কিন্তু কে কবে এ ভবে,
ত্যজিয়াছে দেহ সম্মুখ-সমরে,
তোমা হেন বীরদাপে!
লহ পদধূলি, বাঞ্ছা যদি তব চিতে,
দিতেছি হে তব ইচ্ছামতে!
এক ভিক্ষা দেহ লঙ্কেশ্বর,
রাজ-কার্য্যে সুপণ্ডিত তুমি,
রাজপুত্র আমি,
কিন্তু কিশোরে হে বনচারী,
কহ উপদেশ কথা,
ঘুচুক মালিন্য মোর তোমার প্রসাদে

রাবণ। হে অখিল-পতি! অপার মহিমা তব,
তেঁই, চাহ উপদেশ রাক্ষসের ঠাঁই;
সত্য রঘুনাথ,
ভাগ্যবান আমি কে করিবে অস্বীকার?
আপনি অখিলপতি
আসিয়াছ রাজনীতি শিক্ষাহেতু
আমার সদনে;—
এ চরম কালে,
পাইনু পরম ছাত্র পরম ঈশ্বর!
কহি শুন যথাজ্ঞান তোমার সদনে,—
"সুকর্ম্মে ক'র না হেলা, কুকর্ম্মে বিলম্ব শ্রেয়ঃ",
এ নীতি নীতির সার।
শুন পূর্ব্বের কাহিনী,
দণ্ডিবারে দণ্ডপাণি দিনু হানা;—
হেরিনু নরককুণ্ড, শঙ্কার আবাস-স্থান,
ছায়া-কায়া প্রাণী ভ্রমিছে অসংখ্য তথা,
গণ্ডগোল, বিলাপের রোল চারিদিকে,
আভাহীন বহ্নিতাপ, না বহে পবন,
নিরুপম তমাচ্ছন্ন দিক;
ঘোর ঘনঘটা,
নীল বিজলীর ছটা রহি রহি,
বজ্রনাদে বধির শ্রবণ,
ঘোর আরাব ভেদি
হাহাকার-ধ্বনি পশিল শ্রবণে;
ভেবেছিনু বুজাইব কুণ্ড,
ঘুচাইব পাপীর যন্ত্রণা;
গড়িব স্বর্গের সিঁড়ি;
সিঞ্চি লবণ-সমুদ্র-নীর,
ক্ষীরপূর্ণ করিব সাগর;
কিন্তু আজ-কাল করি
রহিল মনের সাধ মনে,—
বাধিল সমর অতঃপর;
শূর্পণখা-উপদেশ আনিনু সীতায়,
বিলম্ব না কৈনু তায়,
নেহার দুর্গতি তার বিষময় ফল!
জড়িত রসনা, না সরে বচন আর—
সম্মুখে দাঁড়াও প্রভু!—
ধনেশ্বর, লহ ফিরি রথ তব—
দেখরে দেখরে রথ,
সারথি মুরলীধারী শ্যাম,
বংশীরবে করে আবাহন;
কার এ সুন্দর পুরী,
শত লঙ্কাপুরী লাঞ্ছিত সৌন্দর্য্যে যার!
আনন্দ! আনন্দ অপার! এ পুর আমার,
আনন্দের ধাম নাচিছে আনন্দময়!

বিভী। সে আনন্দধাম কভু না হেরিব আমি!

রাম। না কর আক্ষেপ, মিত্রবর;
তোমায় আমায় নাহি ভেদ,
সর্ব্বস্থানে জীবনে মরণে,
চিরানন্দে রক্ষে সাধুজন;
নাহি প্রয়োজন, মিত্রবর,
রহিয়ে এ স্থানে,
উদ্দীপন হবে শোক
দেখিয়ে জ্যেষ্ঠের দশা।

বিভী। দেহ আজ্ঞা, ক্ষণকাল রহি এই স্থানে,
বহু যত্নে পুত্র সম পালিয়াছিলেন ভাই,
সাধু আমি,
শোধ দিনু তার, বধিয়া রাজায়!
ক্ষম রঘুমণি,
কঠোর নয়নে এক বিন্দু অশ্রুবারি!
দেহ আজ্ঞা প্রভু,
করি রাজার সৎকার বিধিমতে।

রাম। তব যোগ্য বাক্য, মিত্রবর!
দেহ আজ্ঞা রক্ষোগণে আনিতে চন্দনকাষ্ঠ;
ভাণ্ডারের ধন,
অকাতরে দীনজনে কর বিতরণ।

(বিভীষণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দো। হায় নাথ, কোথা গেলে
ত্যজিয়ে আমায় !
ছিনু ভুবনের রাণী,
সাজাইলে পতি-পুত্রহীনা অনাথিনী ;
কোন্ অপরাধে ঠেলিলে হে পায় !
কি দোষে ক'রেছ রোষ, গুণমণি,
ধূলায় শুয়েছ আজি !
শূন্য স্বর্ণপুরী, শূন্য পারিজাত-শয্যা তব !
উঠ নাথ,
চাহ ফিরে বারেক অধিনী-পানে ;
চেয়ে দেখ চারিদিকে অরি ;
করে হাহাকার তবাশ্রিত প্রজাগণ ;
সুসজ্জিত রথ তব,
পুনঃ ধর ধনু, বিনাশ' বানর-নরে।
করিলে কঠোর তপ স্বহস্তে ছেদিয়া শির,
এই কি হে তার পরিণাম !
শঙ্কর-শঙ্করী ত্যজিল তোমারে
এ বিপত্তি কালে !
কেন বা আনিলে এ কালসাপিনী সীতা !
বীরভূমি লঙ্কা বীরহীনা,
হে বিধি,
কি দোষে সাধিলে হেন বাদ !
উঠ নাথ, তোষ পুনঃ মধুর বচনে,
কাঁদিছে চরণে রাণী মন্দোদরী।

বিভী। বুদ্ধিমতী সতী নারী তুমি,
কি বুঝাব আমি হে তোমায় !
নয়ন-সলিলে কভু নাহি ফিরে
গত জীবজন ;
ভাগ্যবান পতি তব,
পড়ি সম্মুখ-সমরে—
গেছে চলি বৈকুণ্ঠ ভুবনে !

মন্দো। বল বিভীষণ,
এ সংসারে কার প্রাণ ধৈর্য্য ধরে,
নেহারি,
রাবণ সমান স্বামী ধূলায় শায়িত !
হাহারবে কাঁদ লঙ্কাপুরি,
খসিল তোমার চূড়া !
গগন বিদারি বিলাপ' হে রক্ষোবৃন্দ,
কর্ব্বুর-গৌরব ঘুচিল রে এত দিনে !
ছিল লঙ্কা সংসারের সার,
এবে ছারখার, রাবণ বিহনে !
নিতান্ত পাষাণী আমি,
নহে ভুবনবিজয়ী স্বামী ভূপতিত,
এখন' র'য়েছে দেহে প্রাণ !
কার কাছে জানাব মনের জ্বালা,
নাহি স্বামী, কোথায় করিব অভিমান,
ফুরাল সকলি এত দিনে !
কহ বিভীষণ, কোথা সে রাঘব,
বারেক হেরিব আমি পতিঘাতী-অরি !
শুনেছি হে তিনি দয়াময় ;
ছিল পতি মম বৈরী তাঁর ;
কিন্তু কোন্ অপরাধে,
অপরাধী শ্রীচরণে রাণী মন্দোদরী ?
কোন্ দোষে দোষী লঙ্কার সুন্দরী যত ?
ওই শুন ঘরে ঘরে বিলাপের রোল,
কাঁদে পতি-পুত্রহীনা নারী ;
বারেক শুধাব রামে,
কেন হেন বজ্রাঘাত অবলার হৃদে !

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

শিবির

রাম ও লক্ষ্মণ

রাম। ভাগ্যহীন মম সম কেবা এ
ভুবনে !
অযোধ্যার পতি
পিতা ত্যজিলেন মোর শোকে প্রাণ ;
স্বর্ণকান্তি তুমি রে লক্ষ্মণ,
ইন্দ্রাসন-যোগ্য ভাই,

বনচারী আমার কারণে ;
সতী নারী জানকী সুন্দরী,
স্বহস্তে সঁপিনু ভাই রাক্ষসের করে ;
মরিল জটায়ু পক্ষী-রাজ পিতৃসখা
আমা হেতু ;
করিলাম বালির নিধন,
কিষ্কিন্ধ্যা পুরিনু হাহারবে ;
উদ্ভব সগর-বংশে,
সে সাগরে পরানু শৃঙ্খল ;
স্বর্ণলঙ্কাপুরী শ্মশান সমান মম শরে,
দেখ চারিদিকে ভূপতিত
ভুবন-বিজয়ী রথী ;
পর্ব্বত-আকার কপি,
হাতে ল'য়ে পর্ব্বত-পাষাণ,
লম্বমান ধরণী শয়নে ;
শৃগাল-কুক্কুর-রোল,
কঠোর চঞ্চুর ধ্বনি গৃধিনীর,
শুন কান দিয়া, বিনাইয়া কাঁদে বামাকুল,
পতি-পুত্র-শোকে তাপিত অবলা প্রাণ !
যাও ফিরি অযোধ্যানগরে ভাই,
বনচারী রব চিরদিন,
ব্রহ্মচর্য্য উচিত আমার,
খণ্ডাইতে মহাপাপ !

লক্ষ্মণ। রঘুমণি, কর দয়া পদাশ্রিত জনে,
শুনি তব বিলাপ-বচন,
জীবন ধরিতে নারি !

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

রাম। দেখ দেখ জানকী আমার,
আপনি এসেছে হেথা ;
'জন্ম-এয়ো' হও গুণবতী—
কহ কে তুমি সুন্দরী,
অবিরল নয়নের বারি, মুকুতার সারি,
ঝরে কুরঙ্গ-নয়নে কি কারণে ?

মন্দো। শুন মম পরিচয় রঘুমণি !
দানবসম্ভবা আমি ;
কভু কি শুনেছ, রাম,
ভুবনবিজয়ী ময়দানব নাম ?—
তাহার নন্দিনী দাসী ;
যার মহা শেলে টলিল ভুবন,
অচেতন ঠাকুর লক্ষ্মণ ;
দশানন স্বামী মম ;
ছিল মম ইন্দ্রজিত সুত,
দেখেছ স্বচক্ষে বীরমণি,
মম পতি-পুত্র-ভুজ তেজ ;
এবে অনাথিনী,
পতিঘাতী-অরির সম্মুখে।
ভাল, শোক নাহি তায় ;
কিন্তু এই খেদ রহিল হে মনে,
পাতিয়ে ছলনা, ভুলায়ে ললনা,
হরিলে পতির মৃত্যু-বাণ ;
ভগবান করুণা-নিধান তুমি,
স্বর্ণ-চূড়া সম পতি মম
ভূপতিত তব শরে,
পুনঃ ছল পাতি রঘুমণি,
দিলে 'জন্ম-এয়ো' বর ;
থরে থরে বিঁধে আছে বুকে,
দিয়েছ যতেক জ্বালা ;
সহেছি সকল, সহিব সকল,
সহিয়াছি ইন্দ্রজিত-হত-শোক !
কিন্তু নারী আমি, অধিক কি পারি আর,
রটাইব ভবে মিথ্যাবাদী রঘুমণি !

রাম। কেন লজ্জা দেহ, বিধুমুখি !
সতী তুমি,
'এয়ো' রবে চিরদিন নিজ পুণ্য-ফলে,
সতীর প্রসাদে,
মিথ্যা না হইবে মম বাণী ;
রাবণের চিতা,
কভু না নিভিবে, সুলোচনে !
স্মরিলে তোমার নাম প্রাতে,

পাপহীন হবে নর।
যাও রে লক্ষ্মণ ভাই,
কহ কপিগণে আনিবারে চতুর্দ্দোল ;
গৃহে যাও রাণি মন্দোদরি,—
ভাগ্যহীন আমি,
আমারে না বল মন্দ বোল ;
বুঝে দেখ মনে, বিধির নির্ব্বন্ধ সব,
নিমিত্তের ভাগী মাত্র আমি,
ক'র না আমায় অপরাধী।

[মন্দোদরীর প্রস্থান

চল সবে সাগরের কূলে,
দেখি গিয়ে রাজার সৎকার,
বীর-শ্রেষ্ঠ দশানন !

লক্ষ্মণ। যদি আজ্ঞা হয় দাসে,
প্রেরি দূত আনিতে সীতায়।

রাম। যথা ইচ্ছা কর ভাই, অনর্থের মূল সীতা !

(সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ

বিভীষণ, হনুমান, সৈন্যগণ ও চতুর্দ্দোলে সীতা

বিভী। দুই ধারে রহ সবে, মধ্যে দেহ পথ,
আসিছেন সীতাদেবী,
জনম সফল হবে হেরি মা জানকী !

হনু। দেখ রে দেখ রে কপিগণ,
যার তরে ক'রেছ দুষ্কর রণ,
মা জানকী দেখ আঁখি মেলি।
কর সবে সার্থক জীবন,
রবে না শমন-ডর !

সৈন্যগণের গীত

যোগিয়া—একতালা।

আর কারে কর শঙ্কা, বাজাও বাজাও ডঙ্কা,
বাজাও দুন্দুভি ভেরী ভেদিয়া গগন।
ফুলের সৌরভ ধায়, ফুল বরষিয়ে যায়,
ফুল-যান, ফুল্ল প্রাণ, ফুলে বিমোহন।
জয় মা জানকী সতী, জয় জয় রঘুপতি,
জয় অগতির গতি ভুবন পাবন !
ঘুচিল ঘুচিল ভয়, গাও সবে জয় জয়,
শ্রীরাম জয়রাম নাম ডাক ত্রিভুবন।

পঞ্চম দৃশ্য

শিবির

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান ইত্যাদি

লক্ষ্মণ। রঘুবীর, বুঝি, আসিছেন সীতাদেবী—

রাম। আসুক জানকী, নাহি মম প্রয়োজন।

(সীতার প্রবেশ)

শুন শুন জনক-নন্দিনি !
রঘু-বধূ তুমি,
করিলাম দুষ্কর সমর,
রাখিতে বংশের মান ;
অযোধ্যা নগরে,
না পারিব লইতে তোমারে,
না পারিব কুলে দিতে কালি।
যথা ইচ্ছা করহ গমন ;—
যাও তব জনক-সদনে, ইচ্ছা যদি,
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে সুগ্রীবের ঘরে,
থাক গিয়ে যদি সাধ মনে,
কিংবা রহ লঙ্কাপুরে, যথা ইচ্ছা তব।

সীতা। এই কি লিখেছ ভালে, রে দারুণ বিধি !

হে নাথ! এ পদাশ্রিত জনে,
কি কারণে ঠেল পায়?
জাগরণে শয়নে স্বপনে,
রাম নাম বিনা, কভু নাহি জানে দাসী;
গুণমণি!

নাহি সাধ মনে হইতে তোমার রাণী,
যাচি নাহি সিংহাসন,
মাত্র আকিঞ্চন, সেবিব রাজীব-পদ,
তাহে নাথ ক'র না বঞ্চনা।
কোন্ দোষে অপরাধী শ্রীচরণে?
সতী নারী আমি, কহি চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী
করি,

সাক্ষী মম দিবস-শর্ব্বরী,
সাক্ষী রুক্ষ কেশ, মলিন বসন,
সাক্ষী শীর্ণ কায়,
সাক্ষী আপাদ-মস্তক বেত্রাঘাত,
সাক্ষী বয়ানে রোদন-চিহ্ন,
সাক্ষী দেখ নয়নের নীর,
ঝরিতেছে অবিরল,—
সাক্ষী পবন-নন্দন হনু,
সাক্ষী বিভীষণ,
সাক্ষী নাথ তোমার অন্তর!
তবে যদি,
নিতান্ত ঠেলিলে পদে, রাজীবলোচন,
নাহি খেদ আর,
পাইয়াছি পতি-দরশন!
আজ্ঞা দেহ অনুচরে সাজাইতে চিতা,
হ'য়ে হর্ষযুতা,
ত্যজি দেহ স্বামীর সম্মুখে।
বাছা হনুমান, আমি রে জননী তোর;
ত্যজিলেন স্বামী,
চাব কার মুখপানে আর?
তুমি রে সন্তান মোর,
সাজাইয়া দেহ চিতা,
দেব নর দেখুক সাক্ষাতে,
সতী নারী না ডরে অনলে।

হনু। সম্বর রোদন মাতা,
আছে পুত্র তব,
কিবা ভয় জননি, তোমার!
বনবাসী পুত্র তোর সীতা,
কুটীরে আদরে তোরে রাখিবে জননী,
ত্যজ শোক জনক-দুহিতা!

রাম। সতী নারী যদি তুমি,
সতীত্ব-প্রভাব তব দেখাও ভুবনে।
কর রে লক্ষ্মণ, চিতা আয়োজন।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

হনু। ঝাঁপ দিব সাগর সলিলে
ত্যজিব এ পাপ-তনু!

সীতা। স্থির হও বাছাধন;
সতী আমি,
কি সাধ্য অনল পারে পরশিতে মোরে!
বিদ্যমান দেখাব সবারে,
অনল শীতল সতী-তেজে।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। করিয়াছি চিতা আয়োজন,
সাগরের কূলে প্রভু!

সীতা। কেন রে লক্ষ্মণ, তুমি না
সম্ভাষ মোরে?

লক্ষ্মণ। জ্যেষ্ঠ-অনুগামী মাতঃ!
(স্বগত) কেন মা গো সুমিত্রা জননি,
দিয়েছিলে গর্ভে স্থান!
কেন রে দারুণ বিধি, সাধিলি এ বাদ!
ধিক্ ধিক্ জন্ম মম, ধিক্ ধনুর্ব্বাণে—
ধিক্ রে লক্ষ্মণ নামে!
বড় সাধ ছিল মনে,
বসিবেন রাম সিংহাসনে,
বামে দেবী জনক-নন্দিনী,
সফল করিব জন্ম ছত্র ধরি শিরে!
সেই আশে বঞ্চিলাম বনে,
অকাতরে অনাহারে অনিদ্রায়,

করিনু দুষ্কর রণ,
ধরিলাম শক্তি-শেল-বুকে ;
হায় সকলি বিফল !
স্বহস্তে রচিনু আমি জানকীর চিতা !
নাহি জানি,
কোন্ দোষে দোষী দাস প্রভুর চরণে,
কি কারণে হেন বজ্রাঘাত, হায় হায় !

সীতা। চল হনুমান,
চল কপিগণ সাগরের তীরে ;
পুত্র হেন মানি তোমা সবে,
দেখাইব সতীত্ব-প্রভাব।

[হনুমান ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

হনু। যদি অগ্নি-কুণ্ডে আজি পুড়ে
সীতা দেবী,
অগ্নি নাম রাখিব না আর ;
উপাড়িব চন্দ্র সূর্য্য নভঃস্থল,
সৃষ্টি আজ দিব রসাতল !
না রাখিব দেবতার নাম,
যদি পতিপ্রাণা জনক-নন্দিনী
প্রাণ ত্যজে দারুণ অনলে।

(প্রস্থান)

সমুদ্র-তীর

সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ইত্যাদি

(চিতা প্রজ্বলিত)

সীতা। সাক্ষী হও জগত-জননী
তারা,
সাক্ষী হও দেব পঞ্চানন,
সাক্ষী হও পদ্মযোনি,
সাক্ষী হও,
পুরন্দর সনে দেবতা তেত্রিশ কোটি,
সাক্ষী হও,
ভূচর খেচর দেব যক্ষ নর,
বিদ্যাধর অষ্টবসু দিক্‌পাল আদি ;
রামের চরণ বিনা,
অন্য কভু যদি মনে পেয়ে থাকে স্থান,
ভস্ম হ'ক এ পাপ শরীর ;
নহে যেন,
না স্পর্শে অনল মোরে, কর আশীর্ব্বাদ।
রক্ষ নিস্তারিণি !
নমি মহা-গুরু-শ্রীরাম-চরণে।

(সীতার অগ্নি-প্রবেশ)

রাম। হা সীতা ! হা ননীর
পুতলি !
(মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ। ওঠ ওঠ রাজীবলোচন,
না পারি বুঝিতে তব মায়া, মায়াময় !
সীতার বর্জ্জন, আপনি করিলে প্রভু—

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ ! আনি দেহ
সীতা মোরে,
ধিক্ ধিক্ ! জন্ম রাজকুলে,
কলঙ্কে সতত ডর ;
কলঙ্কের ভয়ে,
ত্যজিলাম প্রাণের বণিতা সীতা !
চলে গেলে জানকী আমার,
কুশাঙ্কুর বিঁধিত চরণে,
দেখিতাম ফিরে ফিরে তিলে শতবার !
দেখ চেয়ে,
পর্ব্বত প্রমাণ বহ্নি গর্জ্জে নভঃস্থলে
আর কি পাব রে,
কুসুম-নির্ম্মিতা জানকী আমার, ভাই !
হা সীতা ! হা জানকী আমার !
আরে আরে দারুণ অনল,
এত বল তোর বুকে—
হারানিধি হরিলি আমার ?
ফিরে দেহ সীতা মোর,
দেহ মম হৃদয়-রতন,

রামের সর্ব্বস্ব ধন ফিরে দে অনল!
দেখ নাই লঙ্কার দুর্গতি,—
এত দর্প তোর, উত্তর না দেহ মোরে?
আন রে লক্ষ্মণ, আন ধনুর্ব্বাণ,
অনন্ত সলিলে সৃষ্টি ডুবাব এখনি।

(সীতাকে লইয়া ব্রহ্মা ও অগ্নির চিতা হইতে উত্থান)

ব্রহ্মা। কি হেতু হে রোষ চিন্তামণি!
নাহি জানি কিসের রোদন ;
আমি ব্রহ্মা নারি বুঝিবারে তব লীলা,
ধন্য মায়া, মায়াময়,
মায়ায় বিস্মৃত আছ সব!
পরমা প্রকৃতি ভস্ম হইবে অনলে,
তাই চাহ নাশিতে অনল!

রাম। দেব!
পাইলাম সীতা পুনঃ তোমার কৃপায়
ধন্য নারীকুলে তুমি সতী,
কীর্ত্তি তব গাহিবে জগত,
দেখিলেন বংশের নিদান সূর্য্যদেব,
সতীত্ব মহিমা তব!
রাম নাম হইল উজ্জ্বল,
সীতারাম-সম্মিলনে।

সকলে। জয় সীতারাম !!

যবনিকা পতন

"রাবণবধের" পর গিরিশচন্দ্র 'সীতার বনবাস' নাটক রচনা করেন। এই নাটকে রামের চরিত্র তিনি অত্যন্ত সাধারণ রক্ত-মাংসের মানুষের ন্যায় চিত্রিত করেছেন। সত্যাশ্রয়ই যে তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত, গিরিশচন্দ্র তাকে নানাভাবে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। রাজসম্মান এবং বংশমর্য্যাদা রক্ষার জন্য রামচন্দ্রের একদিকে যেমন চরিত্রে দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে, অপরদিকে তেমনি মমতা-বিগলিত হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ সমভাবে ফুটে উঠেছে। এই নাটক সম্পর্কে ১২৮৮ সালের "ভারতী" পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন। এই সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় গিরিশচন্দ্রের রচনা সম্পর্কে লেখেন—"তিনি তাঁহার বিষয়গুলির সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব কবির ন্যায় বুঝিয়াছেন ও তাহা অনেক স্থানে কবির ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।"

সীতার বনবাস

[পৌরাণিক নাটক]

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

॥ প্রথম অভিনয় ॥

শনিবার, ইং ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১, ২রা আশ্বিন, ১২৮৮

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ ॥

রাম—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, লক্ষ্মণ—মহেন্দ্রলাল বসু, ভরত—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), বশিষ্ঠ—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, বাল্মীকি—অমৃতলাল মিত্র, দুর্ম্মুখ—অমৃতলাল বসু, সুমন্ত্র—অতুলকৃষ্ণ মিত্র (বেডোল), অশ্বরক্ষক—অঘোরনাথ পাঠক, লব—বিনোদিনী, কুশ—কুসুমকুমারী (খোঁড়া), সীতা—কাদম্বিনী, অলিক্ষরা—বনবিহারিণী, নিকষা—ক্ষেত্রমণি।

পুরুষ-চরিত্র

ব্রহ্মা, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুমন্ত্র, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, দুর্ম্মুখ, লব, কুশ, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, দুত (অশ্বরক্ষক), সভাসদ্‌গণ, সেনাগণ, সমাগত রাজগণ।

স্ত্রী-চরিত্র

সীতা, উর্ম্মিলা, অলিক্ষরা, নিকষা, সখীগণ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাম ও লক্ষ্মণ

রাম। নাহি জানি, ভাই রে লক্ষ্মণ,
এই কি রে রাজ্যসুখ ?
ক্ষণে ক্ষণে হয় মনে, ভাই,
দণ্ডক-অরণ্য মাঝে কুরঙ্গের সনে
ছিনু তিন জনে সুখে,
সংসারের রোল কভু না উঠিত কানে।
ভাবি মনে মনে,
সেই কি রে জীবনের সুখ-দিন,
সুখের বদন কভু কি দেখেছি আর ?

লক্ষ্মণ। রঘুনাথ, কি হেতু এ ভাব
আজি ?
সত্যযুগে হেন রাজ্য করে নাই কেহ ;
রামরাজ্য জগত-বিখ্যাত ;
ত্রিভুবনে পূজ্য বীর তুমি—
দুর্জ্জয় দশাস্য-অরি,
লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, ফুল্ল কমলিনী
জনক-নন্দিনী বদ্ধ প্রেমপাশে তব।

রাম। সীতা, সীতা—
কত যে স'য়েছে সীতা আমা লাগি,
রে লক্ষ্মণ !—
আমিও স'য়েছি কত সীতার কারণে,
দুখ দিছি তোমা হেন গুণধরে ;
কভু চাহে প্রাণ, রাজ্য দিতে বিসর্জ্জন,
কত কথা উঠে মনে,—
প্রজা সবে গায় কি সুযশ ?

লক্ষ্মণ। হেন পুত্রসম প্রজার পালন
কভু হয় নাই রঘুমণি, সত্যযুগে।

রাম। "ছিল সীতা রাবণের ঘরে"
কহে কি হে প্রজাগণে ?

লক্ষ্মণ। অগ্নির পরীক্ষা কথা
গায় জনে জনে, রঘুমণি।

রাম। না বুঝিতে পারি সন্তপ্ত
প্রাণের খেলা !
আছি পালঙ্ক-উপরে সীতা সনে—
বুঝিতে না পারি,
জাগ্রত কি নিদ্রিত তখন ;
দেখিলাম—মন্দোদরী ধরিয়ে তারার কর,
পাছে পাছে নিকষা রাক্ষসী—
বারিধারা ঝর ঝর ঝরে অবলা-নয়নে—
কহে তিন জনে একস্বরে,
"পূরিল সুনামে তব দেশ,
সূর্য্যবংশ-খ্যাতি পশিয়াছে দেশে দেশে ;
সাগরের পারে, কিষ্কিন্ধ্যা-নগরে,
মিথিলায়, অযোধ্যায়,
কহে জনে জনে, 'সতী নারী তব
সীতা !'—
সেই ব্যঙ্গস্বর
এখন' জাগিছে অন্তরে আমার।

লক্ষ্মণ। ব্যঙ্গ নহে রঘুমণি !
সত্য যাহা দেখেছ স্বপনে,
সূর্য্যবংশ-যশোরাশি ব্যাপিত ভুবনে,
সীতা নাম আদর্শ সংসারে।

(দুর্ম্মুখের প্রবেশ)

রাম। কহ দূত, প্রজাগণে সুখী ত
সকলে ?

দুর্ম্মুখ। রামরাজ্য অসুখের নয়।

রাম। এ সংবাদ হেতু নিয়োগ করি
নি তোমা,
চাটুকারে পারে দিতে এ হেন বারতা,
তব কার্য্য অন্যমত ;—
কহ, দীনতা আছে কি রাজ্যে,
শস্যের অভাব, জলকষ্ট,
অকাল-মরণ, কোন' ঠাঁই ?
দুর্জ্জন-পীড়ন, শিষ্টের পালন

হতেছে কি রাজ্যময় ?
কহে কি সকলে
"সূর্য্যবংশে যোগ্য রাজা রাম" ?

দুর্ম্মুখ। "সূর্য্যবংশে যোগ্য রাজা রাম" ?
অবশ্য এ কথা কহে জনে জনে।

রাম। কহ, কেহ কি রে কহে বিপরীত,
কোন' অংশে দোষে কি আমায় ?

লক্ষ্মণ। খণ্ডে দোষ নিলে তব নাম।

রাম। যাও ভাই, ভরত-সমীপে,
কর যুক্তি তিন জনে মিলে,
রাজসূয় যজ্ঞ-কথা।

(লক্ষ্মণের প্রস্থান)

দেহ দূত, প্রশ্নের উত্তর ;
কহ মোরে ত্বরা,—কেন ছন্নমতি তব,
কি হেতু রে জড়িত রসনা ?
কহ সত্য বাণী—
কেহ কি করেছে দোষারোপ ?

দুর্ম্মুখ। হে প্রভু, হে অনাথ-বান্ধব !
শারদ-কৌমুদীসম যশোরশ্মি তব,
করিছে আনন্দ দান প্রতি ঘরে ঘরে,
সবে করে গুণ গান ;
কুভাষে হে রঘুনাথ! কুমতি যে জন।

রাম। কি ভয় তোমার, কহ সত্য কথা ;
অশুভ বারতা নারিবে পীড়িতে মোরে ;
কহে কি হে, কেহ বালিবধ-কথা ?

দুর্ম্মুখ। হায়! রঘুমণি, না সরে বচন মম,
মন্দ লোকে কহে মন্দ,—
পতিপ্রাণা জনকনন্দিনী
পবিত্রা অনল সম,
তাহে করে দোষারোপ,
ক্ষীরোদ-সাগর-নীরে গোময় অর্পণ !
কহে পাপ-মুখে,—
"আছিল জানকী বাঁধা রাক্ষসের ঘরে।"

রাম। নাহি কহে অগ্নির পরীক্ষা কথা ?

দুর্ম্মুখ। ক্ষম দাসে দেব !
অগ্নির পরীক্ষা মানে ছায়াবাজি প্রায় ;
কেহ কহে "প্রত্যক্ষ ত নয় ;
লঙ্কার ঘটনা,
সত্য মিথ্যা জানিব কেমনে ?"

রাম। ভুবন-পাবন দিন-দেব !
তব বংশে রটিল অখ্যাতি !—
করি ব্রহ্মবধ আনিনু কলঙ্ক ঘরে,
স্বয়ংবরকালে দর্পে বাহুবলে
চালিনু হরের ধনু,
ভাঙ্গিনু সে ধনুক প্রবীণ,
মড় মড় স্বরে ডাকিল শঙ্করে
মহাশরাসন,—
উল্কাপাত হইল ধরায়,
কাঁপিল বসুধা-শির ;
হায় হায় বিবাহে প্রলয় হেন !
রাজ্যে রাজ্যভ্রংশ ; খসিল বংশের চূড়া,
দশরথ রঘুবংশোজ্জ্বল ;
যুদ্ধ রক্ষঃ সনে ; গহন কাননে
ব্রহ্মবধ সীতা লাগি ;
অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক সীতার তরে !

(প্রস্থান)

দুর্ম্মুখ। ভাল খ্যাতি রহিল আমার,
রাম-কার্য্য সাধিল জটায়ু পাখী ;
রাম-কার্য্যে প্রাণ দিল বনের বানর,
ক্ষুদ্র প্রাণী কাষ্ঠবিড়ালী,
রামকার্য্য কৈল প্রাণপণে ;
রাম-কার্য্য করিল অমর ;
লঙ্কাপুরে রাম-কার্য্য সাধিল ভুবন,
রাম-কার্য্যে আমিও নিরত—
হলাহল আমার কপালে !

আরে জিহ্বা, না হইলি ভস্মরাশি,—
গাইলি সীতার অপযশ,—
চিরদিন দুর্মুখ রহিলি ভবে!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা—অশোক-কানন

সীতা, ঊর্ম্মিলা, সখীগণ

সখীগণের গীত

সোহিনী-বাহার—জলদ তেতালা।

পিক কুহু বোলে, মঞ্জু কুঞ্জ দোলে,
মধুর সমীর বহে ধীরে।
ফুল্ল দিনকর, ফুল্ল সরোবর,
ফুল্ল রতনরাজি নীরে।
শ্যাম ধরণী-তল, শ্যাম তরুদল,
কুসুম-ভূষণ শিরে।
ফুলকুল আকুল, আকুল অলিকুল,
ভ্রমিছে চুমিছে ফিরে ফিরে।
ফুল আকুল দুলিছে সমীরে॥

ঊর্ম্মি। সারি সারি সারি, দু'ধারি দু'ধারি,
থরে থরে থরে ফুটেছে ফুল;
তবকে তবকে, ঝক ঝক ঝকে
মাতুয়ারা হের ভ্রমরকুল

১ সখী। রবি সনে যেন খেলিয়ে ছায়া
শ্রমে রসবতী শুয়েছে ভূমে।

২ সখী। আধ আধ ছায়া, আধ রবি-কায়া,
শাখায় শাখায় পাখীগুলি গায়।

৩ সখী। দেখ লো, সই, দেখ দেখ ওই,
কনক-লতিকা মুদিত ভূমে।

সীতা। দেখ নাথ! কার এ সন্তান,
করিতেছে স্তন পান,—একি!

১ সখী। কেন সখি! ধরণী-শয়নে?
কঠিন পাষাণে শোভে কি শয়ন তব?

সীতা। সখি! দেখিলাম অদ্ভুত স্বপন,—
যেন তপোবনমাঝে—
নাথের চরণ-তলে ধরণী-শয়নে—
সুন্দর সন্তান করিতেছে স্তন পান;
মরি মরি মরি কি মাধুরী!
নীল নলিনী তুলিয়ে—
নির্জ্জনে গড়েছে বিধি হায়!
শিহরিয়া কহিলাম,—
"দেখ, নাথ, কার এ সন্তান!"
না দেখিনু প্রাণনাথে,
ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর—
তোমা সবে দেখিনু সম্মুখে।

ঊর্ম্মি। কুসুম-নির্ম্মিত সন্তানরতনে
দিয়ে, সতি, পতি-কোলে
শুধিবে প্রেমের ধার,
ছায়া তার দেখেছ, সজনি!

সীতা। সখি! কেন না হেরিনু প্রাণনাথে?
চির-অভাগিনী আমি।

ঊর্ম্মি। জাগরণে শয়নে স্বপনে,
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি সহে তব প্রাণে।

সীতা। গীত

ভীমপলশ্রী—জলদ-একতালা।

সদা মনে হারাই হারাই,
কি আছে কপালে ভাবি তাই।
কত কথা পড়ে মনে, কিশোরে সঙ্গিনী সনে,
গিয়াছে সে দিন আর সে দিন ত নাই।
পড়ে মনে রামসনে, ভ্রমণ বিজন বনে,
মায়ামৃগ ছায়া হেরি হৃদয়ে ডরাই,—
তাই প্রাণ শিহরে সদাই।

ঊর্ম্মি। কেন মিছে ভাব, সুলোচনে!
সত্য কভু নহে ত স্বপন;

সুন্দর এ অশোককানন ;
ছিলে রাবণের অশোক-কাননে,
কহ বিধুমুখি !
সে বন কি সুন্দর এমন ?

সীতা। দেখি নাই বন কভু,
জগতে সুন্দর কিছু ছিল না, ললনে,
রাম-নাম-ধ্যান বিনা।
সেই ধ্যানে বঞ্চিতাম দিবস-শর্ব্বরী।
চমকি কখন শুনিতাম পিকরব,
নাথের বচন অনুমানি।

ঊর্ম্মি। সুলোচনে! চিরদিন বঞ্চিলে কাননে
বনদেবীরূপে, সই ;
দণ্ডক-অরণ্য-কথা পড়ে কি গো মনে ?

সীতা। সখি! ভুলিব না পুড়িলে অনলে,
ডুবিলে সাগর জলে,—

গীত

বাহার-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কত নেচেছি লো, ময়ূরীসনে ;
ফুল্ল প্রাণে, মরি মধুর তানে,
কত গাইত শাখী-শিরে পাখীগণে।
ফুলকুলে, সখী ছলে,
হাসি, হাসি, সম্ভাষি প্রাণ খুলে,
হাসি, হাসি, আঁখিনীরে ভাসি,
কিশোর-কথা কত জাগিত মনে,
নাথ সনে, সখি, গহন বনে।

ঊর্ম্মি। শুনিয়াছি দশস্কন্ধ আছিল রাবণ,
কিরূপে গো সাজিল সন্ন্যাসী—
রক্ষঃ-চিহ্ন বিধুমুখি, ছিল না কি তার ?

সীতা। জেনে শুনে কেন কুরঙ্গিণী
পড়িবে বিষম ফাঁদে ?
হেরিনু তেজস্বী যোগী,
জ্ঞান-হারা রাম-অদর্শনে ;
শুনি সকাতর ধ্বনি,—
"কোথা ভাই রে লক্ষ্মণ !"
আছিনু বিহ্বলা সম,
তাই না ডরিনু ব্যাধে,
আইনু গণ্ডীর পার।

ঊর্ম্মি। দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু হেরিলে কখন ?

সীতা। যবে পুষ্পক আরোহি,
বিমুখি জটায়ু পক্ষিরাজে
ধাইল লঙ্কার পানে,—
বহিতেছে রাজহংসে রথ,
সমীরণভরে—সমীরণ জিনি গতি,—
ছুটিল ভাঙ্গিয়া মেঘদলে ;
চমকি শুনিনু ভৈরব কল্লোল ; সখি,
আছিনু মুদিয়া আঁখি, শিহরি চাহিনু ;
হেরিলাম,—
অনন্ত নীলিমা-ব্যাপিত সাগর-কায়া,
ঘোর নাদে তরঙ্গের খেলা,—
জটাজূট শিরে,
নাচিছে ভৈরব যেন ঘোর রণ-স্থলে,
সে বিশাল জলে পড়িছে বিশাল ছায়া,
যেন একার্ণবমাঝে, বিশাল সুমেরু গিরি ;
শৃঙ্গরূপে শোভে দশ শির,
তরু, গুল্ম, লতা, কুড়ি বাহু,
অমানিশারূপে নিবিড় স্যন্দন-ছায়া
আচ্ছাদিছে তমোহর দিনদেবে।

ঊর্ম্মি। বারেক দেখাও, সখি, চিত্রিয় আকার

সীতা। সখি! সে ছায়া স্মরিলে—
সূর্য্য যেন ঢাকে ছায়া,
পড়ে ছায়া হৃদয়ে আমার,—
তবু চিত্রি তব অনুরোধে।

১ সখী। উঃ ! একাকিনী রক্ষঃসনে—
মরিতাম, সখি, আমি হেরিলে সে ছায়া,
শিহরে হৃদয় শুনি, বর্ণনা তাহার !

সীতা। হের সখি, চিত্রিয়াছি দুরন্ত রাক্ষসে।
সকলে। এ কি, এ কি!
এ কি চিত্র ভয়ঙ্কর!
সীতা। ছিল লঙ্কাপুরী এ হ'তে ভীষণ,
শমন কাঁপিত তথা,
ভীষণ সে অশোক-কানন,—
ভীষণ দুরন্ত চেড়ীদলে।
ঊর্ম্মি। ছিল চেড়ী তব লঙ্কাপুরে,
অশোক-কাননে।
আজি অযোধ্যায় অশোক-কাননে,
সাজি চেড়ী তব,—
বেত্র ছলে গাত্রে ঢালি ফুল,
সাজাই কবরী ফুল-দলে,
ফুল্ল করতলে প্রফুল্ল কমলে,
সাজাব সজনি,
পূজি দুটি রাজীব চরণ
ফুল্ল শতদল-দলে।
সীতা। সখি! পূজনীয়া নহে অভাগিনী!
ঊর্ম্মি। কি কহিলে, চন্দ্রাননি,
পূজনীয়া নহ তুমি!
পূজনীয় কি আছে জগতে?
পূজে লোকে প্রস্তর-প্রতিমা,
এ প্রতিমা ছানিত চন্দ্রমা-করে,
প্রতিমা চেতনময়ী চৈতন্যরূপিণী,
অন্নপূর্ণারূপে মহীতলে,
রাজীব-লোচন শিরোমণি।

সখীগণ। গীত

বিহঙ্গড়া—জলদ-একতালা।

তুলি জাতি যূথি মালা গাঁথিব সই।
মল্লিকা, মালতী, তারকা জিনি ভাতি,
তুলি বেলা, গাঁথি মালা,
দিব প্রেমভরে, প্রেমময়ি!

পারুলে, বকুলে, অঞ্চল ভরি ফুলে,
যতনে বাঁধিয়া দিব বেণী,—
চম্পক টগর, পরিমল তর তর,
সারি সারি ফুল্ল নলিনী—
হাসে ফুল্ল ফুলকুল বাস অপচই।

(ঊর্ম্মিলা ও সখীগণের প্রস্থান)

সীতা। অলসে অবশ কলেবর,
না পারি চলিতে—বিষম নিদ্রার ভার।

(রাবণের চিত্রের উপর শয়ন)

(রামের প্রবেশ)

রাম। উদ্বেলিত হৃদয় আমার, হও স্থির,—
এ কি ভীষণ তরঙ্গ-খেলা!
দুর্গম সমরে
বিচলিত চিত্ত হয় নি কখন,
নাগ-পাশে ছিনু স্থির;
হায় বিধি! কে বোঝে তোমার লীলা?
এ কি বিপরীত ভাব মনে!—
মমতায় বিগলিত প্রাণ,
কভু প্রাণ শ্মশান সমান,
হেরি তমাচ্ছন্ন দিক্‌চয়,
পুনঃ উঠে মনে বিপিনে বিজনে,
কেলি সীতা সনে;
কি হ'ল, কি হ'ল, কলঙ্কে পূরিল দেশ!
মরি মরি কনক-লতিকা,
হৃদয়ের হার মম,—
অভাগা রামের নিধি,—
মরি মরি শুয়েছ ধূলায়!
উঠ উঠ ফুল্ল-কমলিনি,
রাঘব-হৃদয়-মণি,
উঠ উঠ আনন্দ আমার!
গাইছে সঙ্গিনী তব বিহঙ্গিনীগণে;
বহিব কলঙ্ক-ভার,
চন্দ্রানন হেরি ভুলিব হৃদয়-জ্বালা,
আমোদিনি! মেল ফুল্ল আঁখি।

সীতা। (উঠিয়া) প্রাণনাথ! বিলম্ব
কি হেতু আজি?
না হেরি তোমারে পরাণ শিহরে মম—
রাজ-কার্য্যে ক্ষমা দেহ, গুণমণি,
অধীনীর অনুরোধে।
যবে নব শিশু দিব তব কোলে,
পবিত্র প্রণয়-ফল—
সাধিব না থাকিতে নিকটে,
যাচিব না চরণ-দর্শন,
নিশ্চিন্তে পালিহ প্রজাগণে, গুণনিধি!

রাম। এ কি!
রাবণের চিত্র হেরি!
ফলিল তারার অভিশাপ!
দুঃখানল মন্দোদরি নিভিল তোমার!
কলঙ্কিনী জনক-নন্দিনী!

সীতা। কেন নাথ, বিরস বদন
হেরি?

রাম। শুন প্রাণেশ্বরি! অপূর্ব্ব
রহস্য-কথা,
লঙ্কার ঘটনাবলী,
জাগিতেছে মনে অকস্মাৎ,
যেন জ্বলিতেছে রাবণের চিতা
সম্মুখে আমার,
বিবশা কাঁদিছে মন্দোদরী।
এবে হইল স্মরণ;
প্রতীক্ষায় রয়েছে লক্ষ্মণ,
প্রাণেশ্বরি! ত্বরা করি আসিব ফিরিয়ে।
ভাল প্রিয়ে! সুধাই তোমায়,
তপোবনে মুনিকন্যাগণে
কবে যাবে করিতে প্রণাম?

সীতা। যদি নাথ হয়েছ সদয়,
চল আজি, গুণমণি!

রাম। যেবা হয় দেখিব পশ্চাতে,
যাও প্রিয়ে অন্তঃপুরে;
ত্বরায় ভেটিব তথা।

(প্রস্থান)

সীতা। রাজকার্য্যে ভুল না
দাসীরে।

(প্রস্থান)

(উর্ম্মিলা ও সখীগণের পুনঃ প্রবেশ)

সখীগণ। (গীত)

পাহাড়ী-পিলু—দাদরা।

অলি ব্যাকুল কাঁদিছে গুঞ্জরি লো।
নাহি হেরি কুসুম-মঞ্জরী লো॥
চিত চঞ্চল ধাইছে সরোবরে,
গুণ গুণ স্বরে মনোব্যথা কহে সকাতরে,
শূন্য সরোনীর নেহারি লো॥

উর্ম্মি। সখি!
যতনে আনিনু তুলি ফুল,
সীতাদেবী লুকা'ল কোথায় ছলে,
সবে মিলি করি অন্বেষণ,—
দরশন পাইব এখনি,
সাজাইব কনক-প্রতিমা!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

রাম ও লক্ষ্মণ

রাম। কলঙ্কিনী, হৃদয় অনল মম-
স্বেচ্ছায় জ্বালিনু আমি চিতানল হৃদে,
জন্মাবধি সয়েছি বিস্তর,
রাজপুত্র, ভ্রমিলাম বিপিনে কিশোরে,
অগ্নিরাশি জ্বালিনু হৃদয়ে,
বধি শূরশ্রেষ্ঠ বলিরাজে কপট সমরে;
বাঁধি অলঙ্ঘ্য সাগর
ব্রহ্মবধ করিনু লঙ্কায়,
কলঙ্কিনী জনকনন্দিনী হেতু।
দিনকর! স্বর্ণকর তব
আর না দানিবে আনন্দ অন্তরে মম।
হে চন্দ্রমা!

ফুরাল তোমার হাসি,
সুন্দর সরসী
ঢল ঢল বিমল সলিলে,
শুকাইল অভাগা-নয়নে ;—
ফুল্ল সরোজিনী সহ
ফুরাইল ভ্রমর-গুঞ্জন,
ফুরাইল মধুরতা রমণীর স্বরে,
ধরা কারা সম—
সিংহাসন কনক-পিঞ্জর—
রে লক্ষ্মণ ! জানকীরে রেখে এস বনে,
কলঙ্কিনী জনক-দুহিতা।

লক্ষ্মণ। চিন্তামণি, অচিন্ত্য মহিমা তব,
কিঙ্করে হে, কি হেতু ছলনা ?
মূঢ় আমি জ্ঞানহীন,
তব তত্ত্ব কেমনে জানিব জ্ঞানময়,
যোগীন্দ্র-মানস-মণি !

রাম। শুন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ,
দুষ্টা নারী সীতা,
চিত্রি রাবণের অবয়ব
হানি বাজ লাজে, অশোক-কানন-মাঝে,
চক্ষে দেখেছি সীতা ঢালিয়াছে কায়,
রাক্ষস-ছবির পরে।
কাপুরুষ মম সম
কে কবে জন্মেছে রঘুকুলে ?
পাপের সঞ্চার
নাহি জানি কি হেতু রমণী-বধে,
কলঙ্কিনী বধিলে কি দোষ ?
ছি ছি ছি ছি !
অরণ্য-মাঝারে কাঁদিয়াছি সীতা লাগি—
না করিনু ব্রহ্মবধে ভয়,
বিষবৃক্ষ রোপিনু হৃদয়ে,
ফলিয়াছে বিষময় ফল,
া ধিক্,—হা ধিক্, রাম নামে !

লক্ষ্মণ। চির-অনুগত দাস চরণে তোমার,—
দয়াময় রঘুকুলমণি !
নিদারুণ বাণী কেন শুনি তব মুখে,
জনক-নন্দিনী জননীস্বরূপা মম।

রাম। জান না, জান না, বুঝ না কুলটা-রীতি,
দশে যাহা ঘোষে, মিথ্যা কভু নহে তাহা,
দশ-মুখে ধর্ম্ম মানি।

লক্ষ্মণ। প্রভু !
আজন্ম সেবিনু শ্রীচরণ ;
শ্রীচরণ ধ্যান জ্ঞান, শ্রীচরণ হেরি,
বনবাসে পাশরিনু রাজ্যসুখ ;
শ্রীচরণ-আশে কুটীর-নিবাসে,
লইনু নশ্বর শর করে,
বিনাশিতে বিরামদায়িনী নিদ্রা ;
শুনি কপিসৈন্য-টিট্‌কারি,
তুলে নিল শেল কোপে দুর্জ্জয় রাবণ,
কাঁপিল ভুবন,
ভাবিলাম অন্তিম আমার,
পড়েছিল মনে শ্রীচরণ,
ভেবেছিনু নয়ন মুদিয়া,—
মা জানকী কোথা এ সময়।
হে অনাথনাথ ! হেন বজ্রাঘাত,
কেন কর পদাশ্রিত জনে ?
প্রভু, দেহ শিক্ষা মোরে,
কি ব'লে ভুলাব জানকীরে,
যবে,
সুধাবেন সতী সাদরে দেবর বলি,
"কোথা যাব দেবর লক্ষ্মণ, একাকিনী
শ্বাপদ-সঙ্কুল বনমাঝে ?"
যবে, ঝিল্লীরবে মেলিয়া বদন
তিমিররূপিণী নিশি গ্রাসিবে ভুবন,
ভয় বাসি,
জনকনন্দিনী কাঁদিবেন সকাতরে,
"কোথা ওরে দেবর লক্ষ্মণ !"
কি ব'লে ফিরিব প্রভু,

শিখাও দাসেরে !
নিষ্ঠুর হে দূর্ব্বাদল শ্যাম,
কি ভাষে হে বনবাসে লইব বিদায় ?
প্রভু, বধুন দাসেরে,
নহে মোরে ত্যজ দয়াময় ।
অন্যে কহ, অন্যে দেহ ভার,
সোনার প্রতিমা জলে দিতে বিসর্জ্জন,
রাজলক্ষ্মী পাঠাইতে বিপিন-নিবাসে ।

রাম । সরল তোমার প্রাণ,
জান না নারীর রীতি ভাই রে লক্ষ্মণ !
ছিল অহল্যা পাষাণী,
মহামুনি-গৌতম-গৃহিণী,
কুলটা-দোষের হেতু ।
পড়ে কি রে মনে—
যবে পাড়িলাম বালিরাজে
দুর্জ্জয় ঐষিক বাণে,
কাঁদিল বিবশা—
পতির চরণতলে তারাকারা তারা,
পুনঃ হের আচরণ, মিলিল সুগ্রীব সনে !
অম্বিকার বরে ভীম রক্ষোবরে
নাশিলাম রণস্থলে,
মন্দোদরী, এলায়িত বেণী,
দুনয়নে প্রবল নির্ঝর-স্রোত,
কাঁদিল রূপসী,
বসি একাকিনী সে ভীষণ স্থলে ;
প্রস্তরে বহিল নীর,
নীরবিল শৃগালের রোল,
অশনি ভেদিল মন্দোদরীর রোদনে,
হের এবে,
সেই মন্দোদরী বিভীষণপাশে,
লঙ্কা-রাজ্য সিংহাসনে !
মোহিনী মায়ার ছলে
আছিনু আচ্ছন্ন ভাই,
তেঁই সাপিনীরে হৃদে দিনু স্থান,
নিজ শিব ভাঙ্গিনু চরণ ঘায় ।
হায় ! হায় !
কলঙ্ক এ কুলে !
রঘুকুলে কলঙ্ক-রটনা !
সূর্য্য রাহু-গ্রাসে,
ভস্মরাশি যজ্ঞের অনলে,
রম্য-বন প্লাবন-কবলে !
হা সীতা ! হা মমতার ধন,
বিষময় তুমি হেন !
সীতার উদ্ধার লাগি অম্বিকার পদে
অর্পিতে নয়ন, তুলিলাম করে বাণ,
সে সীতারে করিব বর্জ্জন
হৃদিপিণ্ড ছেদি মহাশরে !
যাও সীতা লয়ে বনে,
কলঙ্ক-আগুনে বাঁচাও হে গুণনিধি,
ও-হো—কাঁদে প্রাণ, ভাই রে লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ । রঘুমণি ! ক্ষম দাসে ।

রাম । বুঝিনু বুঝিনু ভাই, তুমিও লক্ষ্মণ,
আজি ত্যজিলে পামরে ঘৃণায়,
সেই হেতু না শুন বচন ।

লক্ষ্মণ । দ্বিধা হও জননী মেদিনী,
বজ্রাঘাত হ'ক্ শিরে !
রে নয়ন, ক'র না রে বারি বরিষণ,
উপাড়ি পাড়িব বাণে ;
যবে রক্ষঃছলে ভুলে,
বনমাঝে জনক-দুহিতা
করিলেন দাসে তিরস্কার,
ঝ'রেছিলি এইরূপ,—
হ'ল পরে বজ্রাঘাত ;
আজি সেই বারিধারা নয়নে আমার,
পুনঃ সেই বজ্রাঘাত—হায় হায় !
দয়াময় ! পালিব হে আজ্ঞা তব,
বজ্র পাতি লব বুকে তোমার বচনে,
জ্যেষ্ঠ তুমি—পিতৃসম মম,
কিন্তু এই খেদ মনে,
সেবিনু তোমায় প্রাণপণে,

ভাল কীর্ত্তি রাখিলে আমার।
সূর্পণখা-নাক-কাণ কাটিলাম রোষে,
অপমান করিনু নারীর,
সে হেতু কি শাস্তি দিলে দাসে,
তুলে দিলে কলঙ্ক-পশরা শিরে ?

রাম। শুন ভাই, আছে হে মন্ত্রণা,
তপোবনে যাইতে বাসনা
জানায়েছে সীতা মোরে,
কহ তারে, কার্য্য হেতু রহিলাম গৃহে,—
ছলনায় ভুলায় ললনা,
ছলনায় ভুলাও সীতারে ;
রেখে এস তাপস-কাননে,
ভাগ্য-গুণে মিলি মুনি-পত্নী সনে
খণ্ডে যদি মহাপাপ ;
ঘুচে যদি—
অঙ্গার-মালিন্য মিলি অনল-সংহতি।

লক্ষ্মণ। করেছি প্রতিজ্ঞা, দেব,
পালিব বচন।

রাম। ভাল, যাও ভাই—

[লক্ষ্মণের প্রস্থান]

প্রাণ কাঁদে, ভাই রে লক্ষ্মণ !
মমতায় ভেসে যায় কাঠিন্য আমার,
জানকীরে পাঠাইব বনে,
বারিধারা হেরিয়ে নয়নে—
রাখি একাকিনী বনে,
কেমনে বা ফিরিবে লক্ষ্মণ।
হা সীতা ! হা রামের জীবন !
ওহো, রঘুকুলে কালি !
দয়া কর দানবদলনি,
রণে বনে দুর্গমে সঙ্কটে—
তারিয়াছ দাসে তাপ-হরা,
তার' মা গো হৃদয়-সঙ্কটে।
মহিষাসুরে সমরিলে মহিষমর্দ্দিনি,
হুঙ্কারি আঁধারি দিশা !
হের—
সে ঘোর তিমির আজি অন্তরে আমার,
অন্তর-আনন্দময়ি !
শক্তি দে মা শক্তি-স্বরূপিণি,
বিনাশিতে তমোরাশি !
শক্তি দে মা শশাঙ্কধারিণি,
রাখিতে বংশের মান।
নয়ন-সলিলে ধুইব কুলের কালি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সরযূ-তীর
সীতা ও লক্ষ্মণ

সীতা। গীত

গৌরী—পটতাল।

একতানে সমীরণ সনে,
গাইছে তটিনী গুণ গুণ স্বরে,
ফুল্ল নীরে ফুল ফুল্ল ঝরে !
হেলা দোলা—তরঙ্গ-লীলা
বাইছে ধাইছে তর তরে ;
চিতরঞ্জন গুঞ্জন, ফুলকুল-চুম্বন,
পরিমল বিভোর, টল টল মধুকর
স্বর মধুর ঢালিছে প্রাণ ভরে।
নাথ সনে কত দিন,
ভ্রমেছি সরযূ তীরে ;
আজ কিবা রম্য বনস্থলী !
ধূসর নীরদ খেলিছে তপন সনে,
আবরিছে সোহাগে মিহির ;
তরুরাজি সহ লতা বিলাসিনী
দুলিছে সোহাগে আমোদিনী !
রে লক্ষ্মণ !

কি হেন মহৎ কাজে বদ্ধ রঘুমণি ?

লক্ষ্মণ। হের দেবি, অস্তাচলে দিনদেব।
চল দ্রুতপদে তপোবনে,
ফিরিব গো না আসিতে যামি।

সীতা। কি মোহিনী না জানি পুলিনে,
যেন গুণ গুণ স্বরে সম্ভাষি আমারে,
কহিছে সরযূ সতী ;
যেন, সকরুণ স্বরে সম্ভাষিছে সমীরণ ;
দূর-স্মৃতি জাগিছে মধুর
দূর বংশীরব সম ;
মায়া-মৃগ এবে তব পড়ে কি রে মনে ?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) মায়াধর সম্মুখে তোমার !
(প্রকাশ্যে) চল দেবি, ত্বরিত-গমনে,—
গোধূলি আগতপ্রায়।

(সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুম। আছে রথ বটবৃক্ষমূলে,
অশ্বগণে লভিছে বিরাম।

লক্ষ্মণ। রহ অপেক্ষায় সুধীবর !
চল মাতঃ, বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।

[লক্ষ্মণ ও সীতার প্রস্থান]

সুম। লক্ষ্মীহীনা হ'ল পুরী !
দেব-লীলা কে পারে বুঝিতে,
সীতা নামে কলঙ্ক ঘোষণা,
শতদলে পশিল ফণিনী !
কে জানিত,
এ প্রাচীন কালে পাইব এ মনস্তাপ।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কানন

সীতা ও লক্ষ্মণ

সীতা। দেখ দেখ দেবর লক্ষ্মণ,
অলক্ষণ পদে পদে,—
ভয়াকুল পলায় দক্ষিণে শিবা,
নাচিতেছে দক্ষিণনয়ন !
শুন শুন,
ভয়ঙ্কর নাদে বহিছে প্রবল ঝড়,
শুন শুন ভৈরব হুঙ্কার,
জ্ঞান হয় কাঁপিছে বসুধা !
হের,
সন্ সন্ উদিছে আকাশে
ঘোর ঘনঘটা
মুহুর্মুহুঃ উগারি অনল-শিখা ;
হের, অন্ধকারে ডুবিল ভুবন,
নিবিড় জলদ-জাল ঢাকিল অম্বরে,—
ভয়াকুল জীবকুল
ঘোর রবে করে আর্ত্তনাদ !
কোথা যাব,
মড়্ মড়্ পড়িছে চৌদিকে তরু,—
উন্মাদিনী প্রকৃতি বিহ্বলা ;
শুন শুন কঠোর বজ্রের নাদ,
করি-করাকার ধারা
বরষিছে মেঘমালা রুষি,
গর্জ্জে উনপঞ্চাশ পবন !—
চল ফিরে অযোধ্যা-নগরে।

লক্ষ্মণ। শুন শুন মাতৃস্বরূপিণী সীতা,
জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় এনেছি গো বনবাসে।
কহি মা গো, উন্মাদ প্রকৃতি সাক্ষ্য করি,
নহে মিথ্যাবাণী,
কেমনে বুঝিব রাম-লীলা।
ক্ষমা কর অধমেরে,
রাম-আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি,
হা মাতঃ ! হা রাজলক্ষ্মি !
বালক লক্ষ্মণ তোর সীতা,
শিরে তার
এ কলঙ্ক ডালি কেন দিলে গো জননি !
কুক্ষণে লক্ষ্মণ জন্ম হইল আমার,—
ধিক্ বীর্য্য—ধিক্ বাহুবলে—

অবলায় দিনু বনবাস,
কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিনু ধরায় !

[প্রস্থান]

সীতা। ঝর ঝর বারিধারা,
বজ্র-অগ্নি নাচ চারিদিকে,
প্রলয় পবন বহ বৈশ্বানর-শ্বাস,
চূর্ণ কর সুমেরুশিখর,
উথল সাগর, ধরা যাও রসাতলে ;
রাম হেন স্বামী মম বাম,—
রে লক্ষ্মণ ! রে লক্ষ্মণ ! রে লক্ষ্মণ !
ও হো শূন্য বন ! একাকিনী বনমাঝে !
এই কি গো জগতজননি,
ছিল মা তোমার মনে !
ফের' ফের' নিদয় লক্ষ্মণ !
পঞ্চমাস গর্ভবতী আমি,
গর্ভে মম রামের সন্তান,
নহে কি রে এখন' রেখেছি প্রাণ ?
চিরদিন সদয় হে তুমি
দুখিনী সীতার প্রতি,
আদর্শ দেবর বৎস !
ফের' ফের' বারেক লক্ষ্মণ,
নিবেদন মম জানাইও রঘুনাথে ;
"যেন জন্ম-জন্মান্তরে
হয় মম রাম সম স্বামী ;
সীতা নারী না হয় তাঁহার।"
আরে রে নিদয় বিধি, যাচি নাই নিধি,
দিয়েছিলে রাম গুণধাম,
কেন পুনঃ বাম হ'লে অবলারে ;
কোথা যাব—কেমনে রাখিব প্রাণ,
বাঁচাইব রামের সন্তান,—
বড় সাধ ছিল মনে,
জগতজননি !
নাহিক জননী মম, তাই ডাকি তোরে,
মা বিনা গো দয়াময়ি,
আর কারে ডাকিবে মা অনাথিনী !
বড় সাধ ছিল মনে,
নব-দূর্ব্বাদলশ্যাম-কোলে
দিব তুলে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম সুত,
প্রেমসূত্রে গাঁথিব নূতন ফুল ;
সাধে মা গো ঘটেছে বিষাদ !

গীত

আশোয়ারী—আড়াঠেকা।

লজ্জা রাখ শিববাণি, ওমা লজ্জানিবারিণি !
গর্ভবতী পতিহারা, বনমাঝে পাগলিনী।
ঘোরা যামিনী, দুখিনী একাকিনী,
চিত চিমকে, মা তমোনাশিনি,
বন শ্বাপদ-সঙ্কুল, ও মা পরাণ আকুল,
রাখ অকূলে তনয়ারে তারিণি !
অবলায় রাখ গো রাঙ্গা পায়,
তারা তাপহরা দীন-জননি !

(অদূরে বাল্মীকির প্রবেশ)

বাল্মী। গীত

বেহাগ—আলাপ।

চিন্তামণি-চরণাম্বুজ-রজ
চিত্ত ভুখা ভুখা রহো,
পিও রাম-নাম সুধা,
গাওত রাম নাম,
জপত রাম নাম,
বোলত রাম নাম
বদন ভরি ভরি ;
ধনুধারী, তাপ-দাপহারী
নারায়ণ মদন-মান-মথন রে।

সীতা। গীত

মেঘ—একতালা।

চমকে চপলা চমকে প্রাণ,
চাহ মা চপলাহাসিনি,
হাঁকিছে পবন, কাঁপিছে গহন,
রাখ মা মহিষ-নাশিনি !
কড় কড় কড়ে কুলিশ নাদিছে,
ভীম-নিনাদিনী কলুষ-হরা ;

গরজে গরজে ঘন ঘন ঘন ;
দেখা দে বিন্ধ্যবাসিনি !
কি করিব, কোথা যাব হায়,
কে আমারে রাখিবে সঙ্কটে,—
শঙ্করি, মা সঙ্কটবারিণি;
অশোক কাননে পরমান্ন দানে
বাঁচাইলে অন্নপূর্ণা মহামায়ি !
ডাকে পুনঃ জনক-নন্দিনী
মহেশ-মোহিনি, লজ্জা ভয়ে,
অভয়া, দে আশ্রয় চরণে।

বাল্মী। কে তুমি জননি,
এ কান্তারে বসি একাকিনী ?
নলিনী-মাঝারে
হেরেছি মা তোরে বীণাপাণি,
কেন বিমলিনী, কেন ধরাতলে
শতদল-নিবাসিনি !
অরবিন্দ-আঁখি
কেন ভাসে অরবিন্দনিভাননি ?
দে মা, দে গো পরিচয়,
তাপস-তনয় সম্মুখে তোমার সতি !

সীতা। ওগো,
অনাথিনী রামের রমণী আমি। (মূর্চ্ছা)

বাল্মী। আহা, ধিক্ ধিক্ লেখনী রে,
বিদরে তাপস-হিয়া।
উঠ উঠ চৈতন্যদায়িনি,
মোহ দূর কর মা, মোহিনী মায়াময়ি !

সীতা। ওগো, আমি জনম-দুখিনী,
নাহি জানি জননী কেমন,
রাজ-ঋষি জনক আমার,
সূর্য্যবংশ-কুলবধূ—
দশরথ শ্বশুর ঠাকুর,
রাম স্বামী, দেবর লক্ষ্মণ।
আমা হেতু তারা অনাথিনী ;
মন্দোদরী পতিপুত্রহীনা অভাগিনী ;
আমিও গো আজি কাঙ্গালিনী,
পতি মোরে ঠেলেছেন পায়।
আছে রামের সন্তান গর্ভে মম,
কেমনে বাঁচাব,
কেমনে রাখিব পাপ প্রাণ !

বাল্মী। ত্যজ মা গো, ত্যজ গো রোদন।
বাল্মীকি দাসের নাম, অদূরে আশ্রম,
সফল জনম মাতা তব আগমনে।

সীতা। দেব ! দয়া কর দুখিনীরে,
পিতঃ, লহ তনয়ার ভার।
গর্ভবতী সদা সশঙ্কিত-মতি নারী।

বাল্মী। চল গো জনকসুতা, চল গো আশ্রমে !
হউক উদয় শান্তি তপোবন মাঝে।

সীতা। শান্তি দে মা, শান্তি-বিধায়িনি,
শান্তি নামে তপোবনে তুমি সনাতনী !
শান্ত করি ভ্রান্ত প্রাণ মম—
অশান্ত মা মাতঙ্গিনী সম—
জগৎমাতা,
শিখাও গো দুহিতারে জননীর প্রেম ;
ছিন্ন অন্য ডুরি,
প্রেমে বাঁধা রেখ মা সংসারে,
ওরে কে অভাগা এসেছে জঠরে !

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সরযূ-তীর
লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র

লক্ষ্মণ। শুন সুমন্ত্র সুধীর,
ত্যজ মোরে, ডুব দিই সরযূর নীরে !
শুন,
সমীরণে নাচিতেছে উন্মাদিনী ধ্বনি ;
বনমাঝে উন্মাদিনী,
ভূতদ্বন্দ্ব-মাঝে একাকিনী—উন্মাদিনী !

উন্মাদ চীৎকার,—
স্বচক্ষে দেখেছি,
নিশ্বাসে ভেঙ্গেছে বন ;
কাঁপিয়াছে অনন্ত নাগিনী,
বজ্র-মাঝে বজ্রাহত বামা
ব্যাকুলা বিবশা উন্মাদিনী !
কাঁদে শোকাকুলা,
স্তম্ভিত মেঘের ধারা ;
উন্মাদিনী—
উন্মাদ আরাব ধাইছে পশ্চাতে মম,
লুকাই সরযূ-নীরে।

স্থমন্ত্র। বিজ্ঞ তুমি বীরবর,
ঘটিয়াছে যা ছিল বিধির মনে,
কি দোষ তোমার,—
পালিয়াছ জ্যেষ্ঠের বচন ;
বিশেষতঃ ভ্রাতৃ-অনুরোধে
করেছ দুষ্কর কার্য্য,
মতিমান্ !
উদ্‌যাপন করেছ কঠিন ব্রত।
নাহি জানি এতক্ষণ সীতার বিহনে
কি করেন চিন্তামণি !

লক্ষ্মণ। কাঁপি নাই মেঘনাদ-সিংহনাদে ;
শক্তিশেল হেরি—
পলক পড়েনি নেত্রে।
পলাইনু—পলাইনু ভয়ে,
নহে পরমাণু হইত শরীর !
এল এল এল সে আরাব,
নাহি জানি কি সাহসে আছ স্থির,
এল এল এল সে আরাব,
হৃদি-বিদারক-ধ্বনি—
ওহো স্থমন্ত্র সুধীর,
বনে দিছি শ্রীরামের সীতা !

স্থমন্ত্র। চল বীরমণি,
বিলাপে কি ফল আর !
রাখ রাজ্য, রক্ষা কর অযোধ্যানগরী,
ত্যজ শোক, চাহ যদি রামের কল্যাণ,
নহে রাম-রাজ্য হবে বন।

লক্ষ্মণ। শুন শুন—উন্মাদ প্রকৃতি
গাহিছে সে উন্মাদ-সঙ্গীত !—
চল রাম-পদে লইব আশ্রয়,
নহে জীবন-সংশয় মম,
নাদে ধ্বনি বজ্রনাদ জিনি।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। দেব ! প্রমাদ পড়েছে বড়,
রঘুবীর অধীর হৃদয়,
শূন্য মন—শূন্য দৃষ্টি,
শূন্য করি অযোধ্যানগরী—
সমাগত সরযূ-পুলিনে ;
ক্ষণ অচেতন, চেতন বা ক্ষণে,
আঁখি-বারিধারা,
মিশায় সরযূ-নীরে,
উষ্ণ শ্বাস মিশায় সমীরে ;
মহর্ষি বশিষ্ঠ সাথে,
প্রবোধিতে নারেন রাঘবে।

স্থমন্ত্র। চল শীঘ্র, ঘটেছে প্রমাদ।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সরযূর অপর পার্শ্ব

রাম, বশিষ্ঠ ইত্যাদি

রাম। কি হ'ল, কি হ'ল, হারাইনু জানকীরে !
মন্থরার মন্ত্রণার বলে
চলিলাম যবে বনাশ্রমে,
কেন হে জানকি, তুমি এসেছিলে সাথে !
নহে কোথা দেখিতে রাক্ষসে ;
জীবনের সার জানকী আমার, মুনিবর !
ওহো কলঙ্কিনী, কলঙ্ক-সাগর মাঝে !

হরিল জানকী যবে দুষ্ট নিশাচরে,
কাঁদিলাম তিতিয়া মেদিনী,
তৃণ-জ্ঞানে ভেদিলাম সপ্ততাল রোষে,
হিতাহিত নাহি জানি,
হানিনু দুর্জ্জয় শর বালির হৃদয়ে,
অবিরাম করিনু সংগ্রাম,
জীবন উপেক্ষা করি ;—
সে সীতায় পাঠাইনু বনে—
বাণিজ্যের পূর্ণ তরী ডুবাইনু কূলে !

(লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্রের প্রবেশ)

রে লক্ষ্মণ !
রণে বনে হয়েছ সহায়,
বাঁচাও বাঁচাও ভাই যায় বুঝি প্রাণ !

লক্ষ্মণ। রক্ষ রক্ষ রঘুমণি,
এল এল ভীষণ আরাব,
বনমাঝে বিষাদিনী,
একাকিনী, বনমাঝে সীতা !—
রক্ষ দাসে রাজীবলোচন ! (মূর্চ্ছা)

রাম। সীতা-হারা পড়েছে লক্ষ্মণ শক্তিশেলে ;
রাম নামে কাজ কি রে আর ;
যাই যাই, সহ ভার ধরা ! (রামের মূর্চ্ছা)

বশিষ্ঠ। ধন্য মহামায়া,
মায়া-পাশে বদ্ধ রাম জগত-গোঁসাই !
ঘটিবে প্র ,
তপোবলে নাহি চেতনিলে দুই জনে ;
শক্তিহীন কে রহে চেতন,—
শক্তিহীনা অযোধ্যানগরী,
শক্তিরূপা বিপিননিবাসী
রাজ্য পরিহরি আজি ;
উঠ জগত-গোঁসাই—
উঠ হে লক্ষ্মণ শূর !

(রাম ও লক্ষ্মণের চেতন)

রাজকার্য্য মহাব্রত,
জানকী আহুতি যার,
বাঁধ মন, ধর বীর-পণ,
রাখহ বংশের মান ;
উদ্‌যাপন করহ কঠিন ব্রত।

রাম। মুনিবর, ছন্নমতি মম সীতা বিনা,
কুল-পুরোহিত তুমি,
রাখিব বচন তব,
অনেক সহেছি, দেখি কত সহে আর,
চল ভাই, রোদনে নাহিক ফল,—
বিসর্জ্জিনু রাজরাণী বংশমান হেতু,
রাখিব বংশের মান পালিয়ে প্রজায়।
পুত্র সম তুমি ভাই সহায় আমার,
ত্যজ অনুতাপ,
বাঁধ বুক চাহি মোর মুখ।

লক্ষ্মণ। রঘুমণি !
কঠিন আরাব পশিয়াছে হৃদাগারে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বাল্মীকির আশ্রম-সংলগ্ন কুটীর

লব, কুশ ও সীতা

লব। রাম রাজা করেছি মা গান।
সীতা। গাও তবে সীতার বর্জ্জন।
কুশ। আয় ভাই, গাই।
লব। কেন তুমি কাঁদ মা গো ?
কুশ। রাম কে মা ?
লব। তুমি সীতা,
আর কে গো সীতা মা জননি ?
সে সীতা কি তোর মত মা ?
কোন্ বনে আছে মা সে সীতা ?
কোথা বা সে রাম ?

চল, বলি তারে—
ঘরে ফিরে নিয়ে যাক্ সীতা,
জনম-দুখিনী ;
কাঁদ কেন,—
সীতা বনে যাবে না মা, কেঁদ না জননি !
কুশ। হ্যাঁ মা,
মুনি বলে রাম গুণধাম,
কেন রাম পাষাণ এমন ?
সীতা। ওরে দুঃখিনী-সন্তান,
রাম কভু নহে ত পাষাণ,
দয়াময় ভুবন-পাবন তিনি,
অভাগিনী জনক-নন্দিনী সীতা।
লব। হ্যাঁ মা, যদি দয়াময়,
অবলায় কেন দিলে বনে ?
হ্যাঁ মা, মা ব'লে মা কেবা ডাকে তারে ?
সীতা। গাও দুটি ভাই মিলে রাম-গুণগান।
লব। কাঁদিবে না—বল গো জননি ?
কুশ। দে মা করতালি,
দাদা, তুলে নে না বীণা।

লব ও কুশের গীত
রামকেলি—দাদরা।

রামনাম গাও রে বনের পাখী,
প্রাণ ভ'রে আয় রাম ব'লে ডাকি।
রামনাম গাও রে বীণে,
নামের গুণে ভাসে শিলে,
রামনাম গেয়েছিল বনের যত বানর মিলে,
গুহক প্রেমের ভরে নাম গেয়েছে,
পেয়েছে নীলকমল-আঁখি।
কুশ। আয় দাদা, খেলি গিয়ে বনে।
সীতা। যেও না রে গহন কাননে।

(লব ও কুশের গীত)
মিয়ামল্লার—দাদরা।

ডাকে পাখীগুলি, চল' ফুল তুলি,
ধরি ধনু করে, শরে শরে,
চল বাঁধিগে সরযূ-ধারাগুলি।
চল গগনে পবনে রোধ করি,
শত শত কত বাঁধি করী,
চল গিরি তুলি, মাখি রণধূলি।

[লব ও কুশের প্রস্থান]

(অলিক্করার প্রবেশ)

সীতা। কি হেতু বিলম্ব সখি আজি,
কেন,
রোদনের চিহ্ন হেরি বদনে তোমার ?
মূর্ত্তিমতী শান্তি তপোবনে,
না জানি সজনি,
কত ঋণে ঋণী তোর কাছে, অভাগিনী।
অলি। আহা, অভাগিনী ভগিনী আমার,
এই কি লো ছিল তোর ভালে !
সীতা। মম দুখে তুমি গো দুখিনী,
তাই আমি কাঁদি সুলোচনে
ধরিয়া তোমার গলা,
তুমি কত কাঁদ প্রাণ-সই,
আজি কেন কাঁদ গো নীরবে ?
রোদনের ভাগ দেহ দুখিনী সীতায়।
অলি। শুনেছি যে সমাচার সখি,
পাষাণ বিদরে শুনে,
অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী রাম ;
নাহি এল অনুচর লইতে তোমায়।
সীতা। একা যজ্ঞ করিবেন রাম !
কিবা কোন ভাগ্যবতী সতী
পাইয়াছে নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম পতি !
অলি। যজ্ঞ কথা শুনে ভেবেছিনু মনে সই,
স্ত্রী বিনা কভু না হয় যজ্ঞ সমাধান,
লইতে তোমারে রাজা প্রেরিবেন দূত ;
ভেবেছিনু সাজাব তোমায়
পাঠাইতে পতিপাশে।
বিফল সে আশা !

মরি,
আঁধার সাগরমাঝে রহিল কমলা,
আঁধারি গোলোকপুরী—
ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, সীতা !

সীতা। ব্যাকুলা নহি গো আমি,
কত তাপ পশ্চিম তপনে !—
কহ বিধুমুখি,
কোন্ ভাগ্যবতী বসেছে রামের পাশে ?

অলি। শুনিলাম ব্রহ্মার আদেশে,
গড়িয়াছে স্বর্ণসীতা
দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা কৃতী।

সীতা। সখি,
জন্মজন্মান্তরে শ্রীরাম-চরণে,
যেন চিত রহে অচলিত !
কহ যজ্ঞ-কথা সবিশেষ,—
কে দিল তোমারে সমাচার ?

অলি। দিতে আমন্ত্রণ মুনির আশ্রমে
এসেছিল দ্বিজবর অযোধ্যা হইতে,
না কি,
যজ্ঞ-তুরঙ্গম ভ্রমিতেছে দেশে দেশে
স্বেচ্ছাধীন ;
বীর শত্রুঘ্ন চতুরঙ্গ দলে
রক্ষক-সংহতি।
যাব আমি কুসুম-চয়নে,
চন্দ্রাননি, একাকিনী রবে তুমি,
আহা,
অভাগিনী কাঁদিতে কি সৃজন তোমার,
বাঁধ হিয়া চাহি দুটি সন্তানের মুখ !

সীতা। সখি, কাঁদি নাই আমা
হেতু—
দয়াময় রাম,
না জানি কাঁদেন কত দাসীর বিহনে।
আজি পড়ে মনে সই,
যবে,
পুষ্পকে রামের বামে বসিনু সোহাগে—
জুড়াল তাপিত প্রাণ ;
ধাইল তুরঙ্গগণে অযোধ্যাভিমুখে,
সম্ভাষি মধুর ভাষে রাম গুণমণি ;
আর কি সজনি,
শুনিব সে বীণা-বাণী এ জনমে ?
একে একে অঙ্গুলি নির্দ্দেশি,
দেখাইয়া স্থান কহিলেন প্রভু ধীরে,
কোন্ স্থানে কেমনে দুখিনী বিনা
বঞ্চিলেন গুণমণি।
শুনি সই, ঝরিল নয়ন।
যবে,
কলঙ্কের ডরে ত্যজিলা দাসীরে প্রভু,
ছিল না গো সন্তান জঠরে ;
প্রবেশিনু অগ্নি-কুণ্ড-মাঝে।
দেখেছি সজনি,
বিদরে হৃদয় মম সে কথা স্মরিলে,—
স্মরি অভাগীরে
পড়িলেন রাম ভূমিতলে,
ভূকম্পনে শালবৃক্ষ যেন !
ভয়ে লাজ ভুলি কাঁদি সকাতরে,
অনলে করিনু স্তুতি—
বাঁচাইতে পোড়া প্রাণ,
অচেতন পতি—হইনু উতলা সই,
চেতন পাইলা নাথ আমা দরশনে।
বিচলিত চিত সুলোচনে,
না জানি গো দুর্ব্বাদলশ্যাম মম,
কত বসি কাঁদেন বিরলে ;
কেহ নাহি পাশে মুছাতে নয়ন-ধারা।
যবে গভীরা যামিনী বসি দ্বারে,
শিশু দুটি ঘুমায় কুটীরে,
চাঁদপানে চাহি কাঁদি সই,
চাঁদমুখ পড়ে মনে ;
সুধি সুধাংশুরে, জেগে কি আছেন নাথ ?
না জানি কে বুঝায় রাঘবে—
স্বর্ণসীতা না দিলে উত্তর ;—
কোথা রাম, কোথায় গো আমি !

।। আরে রে নিন্দুক,
উগারি গরল জ্বালাইলি রাম-সীতা,
শিব-শক্তি করিলি রে ভেদ।

সীতা। যজ্ঞে যদি যান তপোধন,
কহিবেন যজ্ঞকথা তোমার নিকটে,
যজ্ঞব্রতী রাম রঘুমণি,
আমি গো কাননবাসী,
ক্ষীর সর নবনী বিহনে,
তুলে দিই বন-ফল রামের বালকে,
যথা যাই সর্ব্বনাশ তথা,
সে হেতু শমন মোরে নাহি লয় ডরে ;
ভাবি দিন দিন ত্যজিব পরাণ সখি,
হেরি বাছাদের মুখ
পাশরি মনের দুঃখ মনে।
যদি কভু, ঘটে পোড়া ভালে,
শ্রীরামের কোলে,
দিতে পারি এ দুটি সন্তান,
তখনি গো ত্যজিব জীবন,
অনেক সয়েছি, সখি, জনমদুখিনী!

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সরযূ-তীর

শত্রুঘ্ন ও দূতদ্বয়

১ দূত। হায় রে হায় কপাল পোড়া,
ঘোড়া ধল্লে দুটো ছোঁড়া,
বল্‌তে গেলুম মাত্তে এল তেড়ে।
বল্লুম,— ঘোড়া রাখে শত্রুঘন,
তলব কারে দেছে যম,
ভাল চাস তো ঘোড়া দে তো ছেড়ে।
কেলে কেলে দুটো ছেলে,
তীর ধনুকে সদাই খেলে.
বলে,—
"মুখ নাড়িস্ নি, যা তো ভেড়ের ভেড়ে!"

শত্রু। কেবা সেই শিশু দুই জন,
কাহার সন্তান,
ভুলায়ে বালকে নারিলে আনিতে হয়?
যাও পুনঃ,—
কহ অশ্ব ফিরে দিতে মধুর বচনে,
শিশু সনে যুঝিবে লবণ-অরি,
অপযশ ঘুষিবে সংসারে!

২ দূত। শিশু নয় সাক্ষাৎ শমন!
শুন শুন বীরবর,
হেরিলাম শিশু দুই রাম,—
বনমাঝে ধনুর্ধারী ;
কিবা অলকা তিলকা আহা মরি,
কহে পুনঃ পুনঃ—'বীরের তনয় মোরা,
করি রণজয় কাড়ি লও হয়'।
চল যাই যেথা দুটি শিশু।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

লব ও কুশ

লব। শুন ভাই সৈন্য-কোলাহল—
বুঝি আসিতেছে শত্রুঘ্ন রণে।
সীতার তনয়, কারে ভয় করি ভাই,
দিব বাহুবলে রসাতলে,
যে হইবে বাদী।

কুশ। দাদা, দেহ পদধূলি
আমি যুঝি শত্রুঘ্ন সনে,
রাখ তুমি তুরঙ্গম।

লব। অদূরে সৈন্যের কোলাহল-
এস দুই ভাই করি রণ।

কুশ। দেখ নাই কালি,
বাণে বাণে ঢাকিনু রবির তেজ,
পুনঃ বাণ কৈনু সংবরণ
জননীর ডরে ;

দিনমণি ভাতিল আবার।
আজি রণস্থলে সেইরূপ বরষিব শর,
দেখাইব প্রতাপ ভুবনে ;
ভাল হ'ল হইল বিবাদ—
বড় মম আনন্দ সমরে !

লব। ভাল দেখি তোর রণ ;
রহিলাম ধনুকে জুড়িয়া বাণ,
হও যদি কোন অংশে ঊন,
এই বাণে নাশিব সবারে।

(শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

শত্রু। কে রে তোরা মুনির তনয়,
হেরিয়ে জুড়ায় আঁখি।
যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন রাম,
ফিরে দেহ বাজী,
শত অশ্ব দিব বিনিময়ে।

লব। রক্ষা করি তপোবন ছুটি ভাই,
মান' পরাজয়, লয়ে যাও হয়,
বীরের তনয় বাঁধিয়াছে বাজী ;
ভিক্ষুকেরে ভুলাইও দানে।

শত্রু। বুঝি বা এ রামের তনয়,
অবয়ব রামের সমান।
কহ কে তোরা রে ছুটি ভাই,
পরিচয় দেহ মোরে
কার রে বাছনি তোরা ?

লব। যদি ভয় হয় মনে
যাও ফিরে অযোধ্যায় ;
লিখেছ অশ্বের ভালে—
"ধরিবে যজ্ঞের ঘোড়া বীরপুত্র যেই।"
আছি রণপ্রতীক্ষায় দোঁহে,
ভুবনবিখ্যাত বীর তুমি,
ধর বীরপণ দেহ রণ,
পরিচয় রণস্থলে কিবা কাজ।
কুশি, সীতাপুত্র মোরা দোঁহে,
না জানি পিতার নাম,
পরিচয় কহিব কেমনে ?

কুশ। এড়ি বাণ বধি শত্রুঘ্ন।

লব। এ নহে যুদ্ধের রীতি,
অগ্রে যুদ্ধ দি'ক শত্রুঘ্ন,—
বাঁধিয়া রেখেছি বাজী,
যদি শত্রুঘ্ন ভয়ে ভঙ্গ দেয় রণে,
সংগ্রামে কি প্রয়োজন ?

শত্রু। ফিরে দেহ হয়,
মিছে কেন প্রাণ দেবে রণে।

লব। ফিরে যাও অযোধ্যায় ;
মিছে কেন হারাবে জীবন।

কুশ। হান অস্ত্র, রাখ বাক্য-ঘটা !

শত্রু। আইল তোদের কাল রাতি।

(যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান)

লব। ভাল দেখি রণ ;
ধন্য বীর শত্রুঘ্ন,—
যুঝে এতক্ষণ কুশী-সনে !
ধন্য অস্ত্রশিক্ষা লবণারি !
যাই রণে কুশীর সহায়ে,
জয় মা জানকী পড়িয়াছে শত্রুঘ্ন।

(নেপথ্যে) পলাও পলাও—
শিশু নয় সাক্ষাৎ শমন।

(নেপথ্যে কুশ)। যাও ক্ষুদ্রমতি সবে,—
রণের বারতা কহ রামের নিকটে।

লব। ধন্য কুশী, ধন্য তোর বাণ !

(কুশের পুনঃ প্রবেশ)

কুশ। দাদা, পড়িয়াছে শত্রুঘ্ন।

লব। চল ভাই, মার কাছে যাই,
অদর্শনে কাঁদেন জননী ;
চল রণসজ্জা রাখি বনস্থলে,—
যুদ্ধ-কথা রাখিস্ গোপন।

কুশ। চল যাই ফিরে, কিন্তু আসিব এখনি,
অবশ্য আসিবে রাম এ সংবাদ শুনি ;
কোথা রেখে যাব ঘোড়া ?
থাক্ অশ্ব লতিকা-বন্ধনে।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

তপোবন

সীতা ও অলিক্ষরা

অলি। ওগো জনকনন্দিনি!
না জানি বা কি বিপদ্ ঘটে,
শুন শুন সৈন্য-কোলাহল তপোবনে,
গিয়েছিনু বারি হেতু সরযুর তীরে,
জলস্থল কাঁপিল সঘনে,
দেখিলাম চারিদিকে বাণ অগ্নিময়,
না জানি কে যোঝে কার সনে,
ক্ষণ পরে ভাঙ্গিল কটক,
মহা ঝড়ে বালিরাশি যথা
সাগরের কূলে।

সীতা। কোথা মম কুশী লব অভাগীর নিধি?

(কুশ ও লবের প্রবেশ)

বাছা, কোথা ছিলি মায়েরে ত্যজিয়ে,
জান না কি আঁধার সংসার মম
তোমা দোঁহা অদর্শনে;
চল রে কুটীরে যাদুমণি!

[প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

লক্ষ্মণ ও ভরত

লক্ষ্মণ। বিলাপে কি ফল আর?
কৃতান্তের করাল আবাসে
বিলাপ না পশে কভু,
নারীর রোদন,
প্রতিহিংসা বীরের ভূষণ।

ভরত। হা ভাই! হা বীরবর!
প্রাণ দিলে শিশুর সমরে!
শত্রুঘ্ন জীবনের ধন মম,
ছায়াসম দোসর আমার।

লক্ষ্মণ। রণ-রঙ্গে ভুল' শোক, বীর,
হও স্থির—আসন্ন সমর।

(লব ও কুশের প্রবেশ)

আহা! কে তোরা রে দুটি ভাই?
যেন দুই রাম তপোবনে—
তাড়কা-নিধন হেতু।

ভরত। মরি মরি, কার দুই শিশু,
কে তোমরা দুই জনে?

লব। বীর-পুত্র দোঁহে বাঁধিয়া রেখেছি বাজী,
কে তোমরা দেহ পরিচয়।

ভরত। ভরত লক্ষ্মণ, দোঁহে রাম-অনুচর,
দেহ বাজী, নহে মন্দ ঘটিবে বিষম।

লব। কহ, কে যুঝিবে কার সনে?
কে লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ-জিত কোন্ জন?
দেহ রণ, আহ্বানি সমরে।

লক্ষ্মণ। হাসিবে জগৎ, যদি যুঝি তোর সনে।

লব। কিন্তু,
তুমি রবে নীরব নিথর রণস্থলে!

কুশ। হে ভরত, তুমি মম ভাগে,
বিলম্বে কি কাজ,—
দিনে দিনে নাশিব রাঘবে।

ভরত। ত্যজ দম্ভ মুনির তনয়,
রামে কহ মন্দ ভাষা,—
চাহ ক্ষমা, নহে লব প্রাণ।

কুশ। ক্ষমা কভু চাহে বীর্য্যবান্?

[ভরত ও কুশের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

লব। হের, যুদ্ধ করিছে ভরত,
দেহ রণ,—
নহে ফিরে যাও অযোধ্যায়—
পাঠাও শ্রীরামে।

লক্ষ্মণ। কোথা পাবি রাম-দরশন ?
নিকটে শমন তোর !

লব। ভাল,
বিধাতা সদয় মোর প্রতি,
হইব লক্ষ্মণজিত আজিকার রণে।

[লক্ষ্মণ ও লবের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

(দুই জন সৈনিকের প্রবেশ)

প্র-সৈ। কাজ নাই প্রাণ বড় ধন !

(প্রস্থান)

দ্বি-সৈ। কি হ'ল কি হ'ল—
পড়েছে সকল ঠাট,
পড়িয়াছে ভরত লক্ষ্মণ,
কার মুখ চা'ব আর ?

[প্রস্থান]

(লব ও কুশের পুনঃ প্রবেশ)

কুশ। ভাই, ভাল কীর্ত্তি রহিল তোমার ;
হয়েছ লক্ষ্মণজয়ী।

লব। ধন্য তোর বীরপণা,
ভরতে জিনিলে রণে,
আসুক শ্রীরাম—চল যাই মার কাছে।

[উভয়ের প্রস্থান]

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কুটীর

সীতা

সীতা। পুনঃ শুনি সৈন্য-কোলাহল,
ভগ্ন-সৈন্য হয় অনুমান।
লঙ্কাপুরে দিবা-অবসানে
রণজয়ী হইতেন রঘুপতি,
"জয় রাম" নাদিত বানর,—
শুনিতাম নিত্য বসি অশোক-কাননে,
ভগ্নীয়ান রক্ষঃসেনা প্রবেশিত গড়ে।
কার সহ বেধেছে সমর ?
কুণী লব অশান্ত বালক
তিলেক না রহে স্থির।

(লব ও কুশের প্রবেশ)

কত খেলা খেলিস্ রে বাপধন,
জননীরে দিয়ে ফাঁকি ?
একি, একি ! অস্ত্র-চিহ্ন কেন গায়,
মরি মরি ননীর পুতলি তোরা !

লব। মা গো, নিত্য আসে সৈন্য তপোবনে,
ভাঙ্গে বন, বধে কুরঙ্গিণী,
মানা নাহি মানে মাতা,
তাই বনে বাধিল বিবাদ।

সীতা। কে রে নিদয় এমন—
কুসুমে হেনেছে তীর !

লব। মা গো,
জিনিছি সংগ্রাম তব পদ করি ধ্যান।

সীতা। ক'র না রে বাদ-বিসংবাদ,
দিও না কলঙ্ক-ডালি দুখিনীর শিরে।
নির্ধনের ধন তোরা,
কত কাঁদি যাদুমণি,
যবে ফল তুলি দিই চাঁদমুখে
সুধার বিহনে ;
নিবারিতে নারি আঁখি-বারি,
যবে সাজাই দুজনে ফুল-অলঙ্কারে,
মণিময় ভূষা বিনিময়ে।

লব। ফুল তুলি আনিব এখনি,
দে মা সাজায়ে দুজনে।

কুশ। এস গো জননি,
উঁচু ডালে ফুটে ফুল।

[সকলের প্রস্থান]

(অলিকরার প্রবেশ)

অলি। এ কি,
গগন-মাঝারে ধূমাকারে ধূলারাশি !
ঘন ঘন-মালা-মাঝে

দামিনী-ঝলক-সম ঝলসিছে কিবা !
কোলাহল ভৈরব গর্জ্জন,
যেন,
গোমুখী হইতে পড়ে ধারা ঘোর নাদে !
বুঝি সৈন্যের গর্জ্জন,
কার সেনা ভাঙ্গে তপোবন ?
নির্জ্জন কুটীর,
দেখি কোথা দুখিনী জানকী,
কোথা শিশু দুটি শ্যামচাঁদ।

[প্রস্থান]

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

তপোবন

সীতা, লব ও কুশ

কুশ। ভাল মালা গাঁথ তুমি দাদা,
আমি ভাল পারি নি রে ভাই !
লব। দাও তবে গেঁথে দিই আমি !
সীতা। কুশি, হ'ও না চঞ্চল,
লব, মালা কি রে বাঁধিবি ধনুকে ?
লব। না মা, পরাব তোমায়,—
না রে কুশি ?
তোর ত মা নাইক ভূষণ !
সীতা। না বাবা,
করিয়াছি ব্রত, পরিব না অলঙ্কার।
লব। কত দিনে সাঙ্গ হবে ব্রত ?
দুই ভেয়ে সাজাব তোমায়।
সীতা। (স্বগত) ব্রত সাঙ্গ হবে
দেহ সনে।
কুশ। কবে সাঙ্গ হবে ব্রত ?
সীতা। নাহি বহুদিন আর !
এ কি !
সৈন্য-কোলাহল-শব্দ কেন শুনি বনে ?
লব। মা গো !
আইসে রাজাগণে মৃগয়া কারণে বনে ?
ব'সে দেখি দুটি ভাই।
হয়েছে মা পাঠের সময়,
আয় কুশি,
যাও মা কুটীরে।
সীতা। নাহি ক'র কারো সনে বাদ-
বিসংবাদ।
লব। বিবাদে কি কাজ, মাতা ?
কিন্তু যদি কেহ হয় বাদী,
তব পদ-আশীর্ব্বাদে জিনিব অবাধে।
মা গো, যবে খেলি বনস্থলে,
ক্ষুধায় আকুল হইলে মা দুইজনে,
ভাবি নয়ন মুদিয়ে পা দুখানি তোর—
যায় ক্ষুধা দূরে,
প্রাণভরে ডাকি মা, 'মা' ব'লে,
খেলি পুনঃ হইয়ে সবল।
সীতা। সৈন্যশব্দ সাগর-গর্জ্জন,
কে আসে এ তপোবনে ?
রহ সাবধানে দুটি ভাই,
যাব আমি বারি হেতু।
মাথায় দে রাঙ্গা পা,
মা মহেশমোহিনি,
কেশ রাখ, দেব দিগম্বর ;
পদ্মযোনি, রক্ষা কর কমল-নয়ন ;
জিহ্বা রাখ, দেবী বীণাপাণি,
রক্ষ বাহু, নারায়ণ,
রক্ষ বক্ষ, ত্রিলোচন,
কটি রাখ, কেশরীবাহিনি !
দেবতা তেত্রিশ কোটি,
অঙ্গ রাখ গুটি গুটি,
সঙ্গ রাখ, অনঙ্গমোহন !
রেখ মনে নিস্তারিণি, অভাগীর ধন,
অন্ধের নয়ন মা গো, সীতার জীবন !
না কর বিবাদ কার' সনে,
কিন্তু যদি কেহ হয় বাদী,
প্রহারে দুখিনী-সুতে,—

ফিরিবে না দেশে আর ;
পরাজয় হবেন শ্রীরাম,
যদি তিনি বাদী হন রণে।
সতী আমি,
যদি পূজে থাকি ভগবতী কায়-মনে,
পতি-পদে থাকে মতি,
মিথ্যা কভু না হবে বচন।

[প্রস্থান]

কুশ। ভাল ফাঁকি দেছ মাকে।
লব। শুন সৈন্যের গর্জ্জন,
অবশ্য জিনিব রণ ;
আশীর্ব্বাদ করেছেন মাতা।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

রাম, হনুমান, সুগ্রীব, বিভীষণ ও সৈন্যগণ

রাম। কোথা গেল ভরত লক্ষ্মণ,
কোথা শত্রুঘ্ন ভাই মোর ?
বধেছিলে দুর্জ্জয় লবণে,
ত্রিভুবন-ত্রাস রণে ;—
হে ভরত !
পরাজিলে বীর হনুমানে
বাঁটুল প্রহারে ;—
হে লক্ষ্মণ ! জিনিয়াছ ইন্দ্রজিতে রণে,
দশানন সনে করেছ তুমুল রণ,
কি খেদে শুয়েছ ভাই ধরণী-শয়নে !
আগে নাশি শত্রু যমরূপী শিশুদ্বয় ;
হয়েছিলে বনে সাথী,
হ'ব সাথী মহাপথে ভাই !

(লব ও কুশের প্রবেশ)

কুশ। ভাই ! বহু সৈন্য এসেছে
রামের সনে।
লব। পাঠাইব যমঘরে মায়ের
প্রসাদে ;
হের বিকট কটক,
ভল্লুক বানর কত পর্ব্বত আকার,
হাসি পায় হেরে মুখ ;
দেখ বিকট বদন ধনুর্ব্বাণ করে,
নরাকার—কিন্তু নহে নর।
হনু। হের রাম রঘুমণি,
কার এ বাছনি দুটি ধনুর্ব্বাণ হাতে !
তোমারি তনয় দেব !
নহে,
হনুর নয়নে কেন ভ্রমে তিন রাম !
জাগে তব রূপ অন্তরে অন্তরে,
চিনেছি হে চিন্তামণি ! তোমারি তনয়।
রাম। আহা, কার এ সন্তান,
শোক যায় হেরিলে বয়ান !
কে তোরা রে দুটি ভাই ?
নির্জ্জনে গহনে ব'সে গঠেছে বিধাতা
নবদূর্ব্বাদলে তনু, বদন পঙ্কজে !
লব। হের যমরূপী রঘুকুল-অরি মোরা ;
শুনেছিনু সংগ্রামে পণ্ডিত তুমি,
একি যুদ্ধ-রীতি,
আনিয়াছ কটকসাগর
শিশু সহ রণ হেতু !
আছি স্থির নাহি ডরি তায়,
না হতে নিমেষ পূর্ণ
উড়াইব বাণে তুলা সম ;
কর ভারিভুরি শিশু হেরি,
ভারিভুরি করেছিল তিন জনে,
দেখ চেয়ে মুদিত-নয়নে ধরাসনে !
শুন পরিচয়,
লব নাম লক্ষ্মণ-বিজয়ী,
শত্রুঘ্ন-ভরত-বিজয়ী, কুশী।
রাম। বাঞ্ছহ সমর মোর সনে
শিশুমতি দুটি ভাই,

শুন নাই লঙ্কার সমর-কথা ?

লব। শুনেছি সকল কথা,—
নাগপাশে বেঁধেছিল ইন্দ্রজিত,
যজ্ঞ ভঙ্গ করি
অষ্ট মহাবীরে বধেছিলে মহাশূরে।
ছল পাতি ভুলায়ে কামিনী
হরেছিলে মৃত্যুবাণ,
তাই দশানন-জয়ী তুমি ;
ঘরভেদী বিভীষণ অতি শঠমতি,
নহে কি হে জিনিতে রাবণে ?
নহি বালিরাজ মোরা,
বিনাশিবে বৃক্ষ-আড়ে থাকি,
বীরপুত্র—বাঁধিয়াছি বাজী,
আসিয়াছ রণসাজে সাজি সসৈন্যে,
ব্যাজ কেন ?—প্রকাশ' বিক্রম !

রাম। হয় মনে মায়ার সঞ্চার,
সেই হেতু অস্ত্র নাহি হানি ;
দেহ পরিচয়, কাহার তনয় তোরা ?

লব। নাহি কার্য্য করুণা প্রকাশি,
করুণানিদান তুমি,
হে বালি-বধ-কারি,
আছে তব করুণা প্রচার,—
গর্ভবতী সীতার বর্জ্জনে গাঁথা।

হনু। দয়াময় ! নিশ্চয় এ সীতার তনয়।

রাম। স'ন্দ হয় মনে ;—
নহে,
এতক্ষণ জীয়ে কি রে ভ্রাতৃঘাতী অরি।

হনু। যুদ্ধে কার্য্য নাহি আর,
দয়াময় রাম ক্ষমিবেন অপরাধ,
তোমরা রামের শিশু।

কুশ। দাদা, ব'ধো না ইহারে,
ল'য়ে যাব মার কাছে দেখাতে কৌতুক।

রাম। আমার সন্তান তোরা,
কোলে আয় জীবন জুড়াই !

লব। এ কি পাপ বাড়ায় রে বুড়া !
সন্তানের সাধ রাম যদি ছিল মনে,
গর্ভবতী সীতা কেন পাঠাইলে বনে ?
আমাদের রীতি নয় তব রীতি সম,
যারে তারে নাহি বলি বাপ।—
হাসি পায় শুনি দশরথ-কথা,
দিয়ে ক্ষত্র-কুলে কালি,
ভৃগুরাম-ডরে বহিত তাহার ধনু,
না কি চিহ্ন ছিল কেশহীন শির ;
হেন হীন বংশে জন্ম কভু নয়,
বীরের তনয় দুটি ভাই,
হের সাক্ষ্য তার রণস্থল।

রাম। ফণী যার দংশে শিরে
কি করে ঔষধে ?
ভো ভো রঘুসেনা !
সাবধানে কর রণ,
অবহেলা নাহি কর কেহ,
আশু বাড় সুগ্রীব রাজন,
পর্ব্বত-চাপনে বধ শিশু,
রণে মন দেহ বিভীষণ।

লব। বিলম্ব নাহিক আর,
ঘুচাই সৈন্যের অহঙ্কার,—
কুশি, যুঝি দুই ভাই দুইধারে,
ঢাকিয়া তপন কর অস্ত্র বরিষণ—
বারিধারা ঝরে যথা শৃঙ্গধর-শিরে।

[লব ও কুশের সৈন্যগণসহ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

রাম। একি অপূর্ব্ব অস্ত্রের খেলা !
অস্ত্রময় হইল জগত,
হরি হরি, রেণুসম হইল পর্ব্বত !
এ কি, নাগপাশে বদ্ধ হনুমান !
কাঁপে প্রাণ বাণের তরঙ্গ হেরি,
বহু রণে আছিনু নায়ক,
হেরি নাই সংগ্রাম দুর্জ্জয় হেন।

(লবের প্রবেশ)

লব। আসিতেছি বিলম্ব নাহিক আর,

দেখি কোথা কেমনে যুঝিছে কুশী।

(কুশের প্রবেশ)

কুশ। কর রাম, শমন দর্শন।

লব। কর অস্ত্র সংবরণ।
শুন শুন অযোধ্যার পতি,
সৈন্য সেনাপতি তব
পড়েছে সকল রণে,
বহিছে শোণিতে নদী,
এস যদি থাকে যুদ্ধ-সাধ,
নহে ফিরে যাও অযোধ্যা নগরে,
রহ কৌশল্যা-অঞ্চল ধরি ;
ভীরুজনে নাহি হানি তীর,
মুনির নিষেধ তাহে।
ধর ধনু, রক্ষা কর প্রাণ ;
দুই ভাই বিন্ধি দুই ধারে,
দেখি কতক্ষণ যুঝে রাম।

(রামের সহিত লব ও কুশের যুদ্ধ)

রাম। না সহে কুশের বাণ,
অস্ত্রময় অনলের শিখা।

(যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

(নিকষার প্রবেশ)

নিক। হবে না কি, হবে না কি
পূর্ণ মনস্কাম ?

পড়িয়াছে ভরত লক্ষ্মণ,
পড়িয়াছে শত্রুঘ্ন,
পড়িয়াছে রঘুসৈন্য,
পড়িয়াছে ভল্লুক বানর,
নির্মূল রাক্ষসকুল !
খেদ নাহি আর—
শ্মশান পৃথিবী,—শ্মশান পৃথিবী।

(প্রস্থান)

নবম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর-পার্শ্ব

শ্রীরাম

রাম। অদ্ভুত সমর !
শরভঙ্গ-দত্ত তূণ শূন্য প্রায় রণে,
পাশুপত অস্ত্র ব্যর্থ বালক-সংগ্রামে,—
যুদ্ধে ভঙ্গ নাহি দিব কভু,
ব্রহ্মজাল করি অবতার—
যায় সৃষ্টি যাক শরানলে,
পৃষ্ঠ কভু না দিব সমরে,
না পারিব কুলে দিতে কালি।

(লব ও কুশের প্রবেশ)

লব। ভাল যুদ্ধ করেছ শ্রীরাম,
এবে দেখ শিশুর বিক্রম।

রাম। থাক থাক দেখাই বিক্রম,
হের বাণ হংসের আকার,
শূলহস্তে শূলপাণি বৈসে মুখে।

লব। হান কত শক্তি তব,
অক্ষয় কবচ বুকে যার নাম ধ্যান।

[রাম ও লবকুশের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

(নিকষার প্রবেশ)

নিক। হায় ! হায় !
নিভিয়ে না নিভিল অনল !
ও হো কুম্ভকর্ণ ! ও হো দশানন !
ভুলি তোমাদের শোক আজি,
ভূমিতলে লোটাবে রামের মাথা।
জানি, জানি ভাল আমি,
অশ্বমেধে ঘটিবে প্রলয়,
তাই আজি রণস্থলমাঝে,—
রাবণের মাতা রণস্থল মাঝে,—
রঘুবংশ ধ্বংস হেরি প্রাণ ভরে !—
মায়াধর মহী বৎস,
মরিয়ে করেছ উপকার,

মোহিনী সিন্দুর বলে
অচেতন হইবে রাঘব,
কত আর পারে শিশু প্রাণে ;
দুর্জ্জয়, দুর্জ্জয় রাম,—
ও হো অগ্নিরাশি চারিদিকে !

(প্রস্থান)

(লব ও কুশের প্রবেশ)

লব। পালা, পালা কুশি, পালা মার কাছে,
বুঝি বাণ হবে না বারণ !
ব'লো জননীরে, পৃষ্ঠ নাহি দিছি রণে—
পড়িয়াছি সম্মুখ সমরে।

কুশ। কেন দাদা, হতেছ চঞ্চল,
আমাদের মার নাম বল,
যুড়ি বাণ মার নাম স্মরি !

লব। ভাল মন্ত্র দেছ কুশি,
ব্রহ্মজাল করিব বারণ।

(নিকষার প্রবেশ)

নিক। দাঁড়াও দাঁড়াও বাছাধন,
রে সিন্দুর হৃদয়-রতন,
যতনের ধন নিকষার !
শুন শুন রে বাছনি,
পিপাসীরে দেছ বারিদান,
প্রায় মিটিয়াছে শোণিত-পিপাসা,—
পর' পর' রে সিন্দুর ভালে,
মোহিনী সিন্দুর,
ছিল মহীরাবণের ঘরে,
যোগাত্তার বরে—রুধির-প্রয়াসী ভীমা !

লব। কে তুমি গো রণস্থলে ভৈরবী-রূপিণী !

নিক। পরে দিব পরিচয়,
আগে কর রণজয়,
কেটে পাড় রাঘবের শির ;
ঘুমাইলে ছেড় না রাঘবে—
কথাটি ভুল না,
কথাটি ভুল না, কথাটি ভুল না।

[কুশ ও লবের প্রস্থান]

এই পড়ে পড়ে ধনুর্ব্বাণ খ'সে,
শ্মশান অযোধ্যাপুরী,—
প্রাণ ভ'রে নাচি রণস্থলে,
দেখি গে দেখি গে—রামের নাশ।

[প্রস্থান]

(শ্রীরামের প্রবেশ)

রাম। ব্রহ্মজাল নারিনু এড়িতে,
নারিনু নাশিতে শিশু,
পড়িল পড়িল মনে,
সীতার নয়ন দুটি !
অস্ত্রমুখে অনল উথলে,
আহা, শিশু দুটি ননীর পুতলি !
কোন্ প্রাণে এ আগুনে দিব ডালি ?
সুকুমার কে দুটি কুমার,
কোন্ মহাশয় পিতা ?
বীর্য্যবান্ অমিতবিক্রম দোঁহে,
পরাভব রঘুবংশ রণে,
পরাভব বীর হনুমান্ !
হায় ! কোথা গেল সহায় সকল,
কোথা গেল ভাই-বন্ধুগণে,
রণ-সিন্ধু গ্রাসিল সকলি !
যেই বংশে ভগীরথ রাজা,
সেই বংশে এই অশ্বমেধ,
রঘুবংশ মেদ-অস্থি ঢাকিল ধরণী !
বিধি ! আত্মহত্যা লিখেছিলে ভালে !
হা জানকি !—কোথা তুমি এ সময় !

(লব ও কুশের প্রবেশ)

লব। মরণ নিকট রাম, ভাবিছ কি আর ?

রাম। একি !
ঘোর তমোরাশি ঘেরিতেছে চারিদিক,
অবশ খসিছে হাতের ধনু !

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান]

(নিকষার প্রবেশ)

নিক। অগ্নি—অগ্নি চারিদিকে,
না পারিনু যাইতে নিকটে,
না জানিনু মরেছে কি আছে বেঁচে!
ম'রে বেটা বাঁচে পুনঃ পুনঃ,
ঘরপোড়া আছে বেঁচে!

[প্রস্থান]

দশম গর্ভাঙ্ক

কুটীর

সীতা

গীত

পূরবী—আড়াঠেকা।

সীতা। মন-দুখ শুন যামিনি!
শুন শুন তরুলতা, সীতার দুখের গাথা,
সমীরণ, শুন শুন দুখিনী-কাহিনী!
শুন শুন তারা-মালা, তাপিত প্রাণের জ্বালা,
নিদয় বিধাতা শুন, কাঁদে অনাথিনী॥
কোথা গেল কুশীলব মোর,
বাড়ে রাতি—কোথা অভাগীর নিধি!
শুনিলাম দূর রণনাদ,
না জানি কি হয় পোড়া ভালে!

(লব ও কুশের এবং বন্ধনাবস্থায় হনুমানের প্রবেশ)

লব। জিনিছি মা, জিনিছি সংগ্রাম,
অলঙ্কার নাহি মা তোমার,
আনিয়াছি রামের ভূষণ রণ জিনি,
বীরমাতা, ধর গো জননি!

কুশ। এনেছি বানর বেঁধে,
হাসি পায় হেরে মুখ, দেখসে জননি!

সীতা। কি বলিস্ কি বলিস্ তোরা!
কোথা সে বানর?
দুখিনী কপাল বুঝি ভাঙ্গিল রে আজি।

কুশ। এই সেই বানর দুর্জ্জয়,
সাতবার করেছে সংগ্রাম,—
মারিব না, পোষহ বানর।

সীতা। হনুমান, কেন রে বন্ধন তোর,
কোথা তোর রাম রঘুমণি! [মূর্চ্ছা]

হনু। রাম নাম কহ দোঁহে জানকীর কাণে,
নহে প্রাণ ত্যজিবে জানকী।
জয় রাম! জয় রাম!

লব ও কুশ। জয় রাম! জয় রাম!

সীতা। (চেতনা পাইয়া)
কহ হনুমান, কোথা তোর রাম গুণধাম?

হনু। মাতা, প্রমাদ ঘটেছে বাজী হেতু।
শিশুর সমরে পরাভব চারি ভাই,
নাগপাশে বদ্ধ পুত্র তোর।

সীতা। খুলে দে—খুলে দে বন্ধন ত্বরা,—
জ্যেষ্ঠ পুত্র হনুমান মম।

(লব ও কুশের হনুমানকে মুক্তকরণ)

হনুমান, নিয়ে চল রণস্থলে,
অগ্নিকুণ্ড কর আয়োজন,
অন্তর-অনল নিবারিব চিতানলে।
চল শীঘ্র, কোথা রণস্থল,
সাগরবাহিনী যাবে সাগর সঙ্গমে,
দেখাইয়া চল পথ।

কুশ। দাদা, কি হল, কি হল!

লব। হায়, কেন করিনু সমর!

[সকলের প্রস্থান

একাদশ গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

(মোহাচ্ছন্নাবস্থায় সসম্প্রদায় রামচন্দ্র)

সুমন্ত্র

সুমন্ত্র। অস্তে গেল দিনমণি বংশ নাশ করি,
তিমির-যামিনী আসি ঘেরিল মেদিনী !
দিনদেব !
আর না হাসিবে অযোধ্যায়,
কিষ্কিন্ধ্যায়, লঙ্কাপুরে !
কে জানিত এত দুঃখ ছিল বৃদ্ধকালে,
কোথা যাব ডুবিব সরযূ-জলে।

(সীতা, লব, কুশ ও হনুমানের প্রবেশ)

সীতা। চাও নাথ, করুণা-নয়নে
বারেক দাসীর প্রতি,
দিলে দুঃখ সহিল সকলি,
রাজরাণী আমি,
তাই কি হে মুছায়ে সিন্দুর
পরাইলে বৈধব্য-মুকুট ভালে ;
হে নাথ !
যদি অভিমানে শুয়ে থাক ধরাসনে,
যদি রোষবশে না কহ বচন,
যাই দূর বনে ;
উঠ রঘুমণি,
ফিরে যাও অযোধ্যার সিংহাসনে,
জুড়াও তাপিত প্রাণ, উঠ প্রাণেশ্বর !
দিনু স্থান দুরন্ত অনলে গর্ভে মম,
জ্বালাইনু তাহে,
জগৎপালন পতি পতিতপাবন !

(অদূরে বাল্মীকির গান করিতে করিতে প্রবেশ)

শ্রীরাগ

জয় জানকীরঞ্জন, জয় রঘুনন্দন,
জগজন-তারণ, জয় রাবণারি !
জয় বনচারি, জয় ধনুধারি ;
হরধনু-ভঞ্জন, শমন দমন,
মধুসূদন দর্পহারী।

বাল্মী। (স্বগত) পূর্ণ হ'ল রামায়ণ ;
পিতাপুত্রে হয়েছে সমর।

সীতা। ওগো তপোবন,
হারাইনু এত দিনে রাম হেন ধনে ;—
রামের নিগ্রহ হেতু জনম সীতার !
মুনিবর !
ধনুর্ভঙ্গ আমার কারণে—
বনে রণ আমা হেতু,
আমা হেতু লঙ্কার সমর !
যমশিশু ধরেছি জঠরে,
বধিয়াছে রঘুবীরে নন্দন আমার।

বাল্মী। শোক ত্যজ জনকনন্দিনি,
মোহাচ্ছন্ন বীরগণে
মন্ত্রবলে করিব চেতন,
তিষ্ঠ অন্তরালে,—
ত্যজেছেন শ্রীরাম তোমায়,
দেখা দিয়ে নাহি প্রয়োজন,
রহ অন্তরালে দুটি ভাই।

সীতা। পিতৃসম তুমি তপোধন।

[সীতা ও লব-কুশের প্রস্থান]

বাল্মী। যে যেথায় তপোবনে পড়েছে সংগ্রামে,
উঠ শীঘ্র রাম-নাম শুনে।

(সকলের উত্থান)

সকলে। জয় রাম ! বধ' শিশু।

রাম। কহ তপোধন, কোথা আমি,
পুনঃ কি মহীর ঘরে ?
কোথা দুই শিশু ?

বাল্মী। যান প্রভু, অযোধ্যায় বাজী ল'য়ে,
কহিব বিশেষ কথা কালি।

রাম। কোথা শিশু দুই জন ?

বাল্মী। দেখা পাবে কালি যজ্ঞস্থলে।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাম, ভরত, শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, সুমন্ত্র,
রাজগণ, সভাসদগণ ইত্যাদি।

রাম। কহ মহামুনি!
কোথা সেই শিশু দুটি?
সত্য কহ তপোধন,
আমারি কি সে দুটি কুমার?

বাল্মী। হের রঘুবীর,
আসিছে বালক দুটি লক্ষ্মণের সনে।

(লক্ষ্মণ ও লব-কুশের অদূরে প্রবেশ)

সকলে। আহা, আহা!
জুড়াল নয়ন হেরি তিন রাম ভূমে।

কুশ। দাদা,
দেখেছ কি সূর্য্য যেন সরযূর জলে!

লব। থাম কুশি,
মা করেছে মানা অশান্ত হইতে হেথা।

রাম। আয় আয় আয় যাদুমণি,
আয় কোলে, জুড়াই মনের জ্বালা,
মরি মরি,
ভ্রম হয় জানকী-নয়ন ব'লে।

বাল্মী। দেব! দিয়েছিলে গুরুতর ভার
পালিতে এ শিশুদ্বয়;
মূর্ত্তিমতী ভ্রান্তি যার হৃদে,
দেখ রে নয়ন মেলি—
হয় কিবা নয় রামের তনয় দুটি;
চিত্ত প্রসারিয়ে
হের রাম-পদাশ্রিত জনে!
হের, ধরায় উদয় তিন রাম
পূরাইতে ভক্তের বাসনা,
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু রাজীবলোচন!
সফল জনম মম,
সফল জনম কর রে অযোধ্যাবাসি!
বৎস কুশীলব!
কর রামায়ণ-গান যজ্ঞস্থলে,
সুধাপান করুক জগত,
দেহ রাম-রাজ-যোগ্য উপহার,
রামরাজসভাতলে।
দেব! নাহি অধিকার মম
অর্পিতে এ শিশু দুটি তব কোলে;
ক্ষমুন এ পদাশ্রিতে,
শিক্ষাগুরু আমি,
দুখিনীর ধন দুটি ফিরে দিব দুখিনীরে,
যার ধন সে করিবে দান।
প্রেরুন পুষ্পক-রথ আনিবারে সীতা।
সভাতলে দিই পরিচয়—
কেমন শিখেছে দুটি শিশু-শিষ্য মম।

রাম। শিরোধার্য্য তব বাক্য,
মুনিবর!
মুনির আদেশ পাল' ভাই রে লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। কলঙ্কভঞ্জন!
করিলে হে দাসের কলঙ্ক দূর!

[প্রস্থান।

বাল্মী। গাও কুশীলব, নয়ন মুদিয়ে,
হৃৎপদ্মে করি প্রভু-পাদপদ্ম ধ্যান।

কুশ। মুনি! বল না—মায়েরে যদি
ভুলিতে মা ক'রে দেছে মানা।

লব। গাও ভাই, মার পদ করি
ধ্যান,
মার নামে জয়ী মোরা সর্ব্বস্থানে,
কেন রে হারিব সভাতলে।

হনু। প্রভু, দেহ দুই দেহ দাসে;
এক দেহ যাক মা জানকী আনিবারে,
অন্য দেহে শুনি রামায়ণ;
জনম সফল কর রে বনের পশু!

লব ও কুশের গীত

হরশৃঙ্গার—পটতাল।

গাও বীণা গাও রে !—
গাও ইন্দ্র সনে, ক্ষীরোদ তীরে,
অনন্ত শয়ন, অনন্ত নীরে,
গাও বীণা গাও রে ;
ভক্তি-প্রবাহে পরাণ ভাসাও,
গাও বীণা গাও রে !—
রাবণ-শাসন, দেবগণ-পীড়ন,
কাতর দেবগণ, রোদন ঘন ঘন,
নিত্য নিরঞ্জন ডাকি ;
নির্গুণ সগুণ, অচেতন চেতন,
ফুটিল অনন্ত দু' আঁখি ;
চিত্ত মাতাও,
গাও বীণা গাও রে !—
চারি অংশে হরি, অবনীতে অবতরি,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘন,
ধন্য ধন্য গাও দশরথ রাজা,
রবিকুল—রবি সম তেজা,
নারায়ণ-নন্দন পাইল পাইল,
বাল্মীকি গাইল,
প্রেম-সলিলে নয়ন ভাসাও ;
গাও বীণা গাও রে !—
তাড়কা-নিধন, হরধনু-ভঞ্জন,
সীতা-গুণ-গান গাও রে ;
জগত মাতাও, জগত ভাসাও,
উধাও উধাও গাও রে ;
জানকী-পদ-স্মরি গাও রে,
গাও বীণা গাও রে !
সীতা-রাম মিলন, মোহিনী মাধুরী,
নেহার নেহার চিত্ত প্রাণ ভরি ;
সুধা পিও সুধা পিও,
ভৃগুরাম-শাসন, ত্রিদিব বন্দন,
অযোধ্যা ভাসিল, অযোধ্যা নাচিল,
রাম রাজা হবে কালি ;
উল্লাসে গাও বীণা, গগন পুরাও,
গাও বীণা গাও রে !—
অযোধ্যা নগরী, হাহা রবে ভরি,
শ্রীহরি কাননচারী ;
গহনে রক্ষ-রণ, মায়া-মৃগ দরশন,
জানকী-হরণ, মিলন সুগ্রীব সনে ;
সাগর বন্ধন, রাক্ষস নিধন,
চণ্ডালে কোল দিয়া, মহিমা বিকাশিয়া,
শ্রীরাম রাজা, জানকী বামে ;
রসতরঙ্গে প্রাণ ভাসাও,
গাও বীণা গাও রে !—
কাঁদ বীণা কাঁদ রে,
গর্ভবতী সতী সীতা নারী বর্জ্জন—

রাম। মুনিবর ! ক্ষমুন অধীনে,
নিবার' এ হৃদিভেদী গান।

(লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। দেব !
মা জানকী প্রণমেন তব পদে।

রাম। (স্বগত) কেমনে লইব ঘরে
পরীক্ষা বিহনে,
কোন্ প্রাণে পরীক্ষার কথা
কহিব সীতায় পুনঃ।

সীতা। নাথ !
কেন নাহি শুনি শ্রীমুখের বাণী প্রভু ?

রাম। প্রিয়ে ! চাহে প্রাণ বাহু
প্রসারিয়া
লই হৃদে হৃদয়ের নিধি,
হৃদি-বেগ করি সংবরণ !
ভরি প্রাণেশ্বরি, মন্দভাষী জনে,
লঙ্কাপুরে দেখিল অমর নরে
অগ্নির পরীক্ষা তব ;
মন্দ লোকে সন্দ করে তায়,
কহে 'ছায়াবাজি, পরীক্ষা সে নয়'।
আজি পুনঃ অযোধ্যা-নগরে
দেহ সে প্রমাণ সতি,

কর প্রাণেশ্বরি, রবিকুল-মুখোজ্জ্বল।

সীতা। দেখাব প্রমাণ নাথ,
তোমার আজ্ঞায় ;
কিন্তু এক ভিক্ষা গুণনিধি,
নাহি দিব পরীক্ষা অনলে,
ন্যায়বান্ রাজা তুমি,
ধর দুটি দুখিনীর ধন।

কুশীলব! দুখিনী রে জননী তোদের,
স'পে যাই—
দয়ার নিধান রবি-কুল-রবি-করে।
হে প্রভু! জন্মজন্মান্তরে
যেন পাই (হে) তোমা সম স্বামী!
যেন, সীতা নাম কেহ নাহি ধরে ভবে।
করেছিলে কাননে বর্জ্জন,
রেখেছি জীবন প্রাণেশ্বর!
তোমার তনয়ে দিতে হে তোমার কোলে।
শুনেছি মেদিনি, জন্ম মম তব গর্ভে,
দে মা অভাগীরে স্থান,—
নাহি স্থান সীতার সংসারে।
জনমদুখিনী দুহিতা তোমার মাগো!
এস
বসুমতী সতি, নিয়ে যাও তনয়ারে।

(বসুমতীর উত্থান)

বসু। আয় মা গো, আয় মা দুখিনী,
কাজ নাই পতিবাসে আর!

সীতা। করিয়াছি বহু অপরাধ পদে,
ক্ষম নিজ গুণে গুণমণি,
বিদায় মাগি হে শ্রীচরণে।

[পাতালে প্রবেশ

রাম। কোথা যাও—কোথা যাও
সীতা!
(মূর্চ্ছা)

লব। কুশি, কি হল কি হল!

কুশ। দাদা, মা কোথা লুকাল?

লব। কুশি! মা বলে রে যাব কার
কোলে,
ক্ষুধা পেলে,
বন-ফল তুলে কে দেবে বদনে ভাই?
ঘুমাব রে কার কোলে আর?

কুশ। কি হল কি হল, দাদা, মা
কোথা গেল!

লব। কেন মা লুকালে, কোথা গেলে,
মা ব'লে গো ডাকে কুশীলব,
এস মা আনন্দময়ি, লও তুলে কোলে!
মা গো, রণে বনে, তোর পদ বিনা
জানি না জগতে আর,—
কাঁদে তোর কুশীলব,—দেখা দে জননি!

রাম। সম্বর রোদন শিশু,
কেন হৃদি বিদর আমার,
কেন রে অনলে ঢাল ঘৃত!
এ কি এ কি, কি হল কি হল—
সকলি ফুরাল, জানকী লুকাল কোথা!
বজ্র! বধ ব্রহ্মঘাতী মূঢ়ে,
তক্ষক! দংশাও শিরে,
সতী নারী করেছি পীড়ন,
প্রাণের প্রতিমাখানি ফেলেছি পাথারে!
বসুমতি! দেহ সীতা ফিরে,
চিরদুঃখী রাম, কর দয়া দয়াময়ি!
হয়ো না নিঠুর, দেহ গো উত্তর;
বাঁচাও রাঘবে ধরা,
দেহ ত্বরা জানকী আমার।
এত দর্প! না দেহ উত্তর,
সকাতরে ডাকি আমি?
তুলেছিনু বাণ আমি বিন্ধিতে সাগরে,
সীতা হরণের দোষে মরেছে রাবণ,
আন রে লক্ষ্মণ, ধনুর্ব্বাণ,
কাটিয়া মেদিনী করিব রে খানখান।

[লক্ষ্মণের ধনুর্ব্বাণ প্রদান]

শুন বাণ, যদি গুরু-পদে থাকে মতি,

পুঞ্জে থাকি আদ্যাশক্তি ভগবতী,
বিদ্ধ আজ মেদিনীরে—
সপ্ততল কর ভেদ, যাও যথা জনক-নন্দিনী,
বধ' যেবা হয় বাদী,
আন সিংহাসন-সহ শিরে ল'য়ে।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। রাখ সৃষ্টি—সৃষ্টির পালন,
হের নিজ মায়া, মায়াময় !

(শূন্যে কমলাসনে লক্ষ্মীরূপে সীতার আবির্ভাব)

গীত

সাহানা—ধামার

নেহার নেহার হৃদি-অরবিন্দ-মাঝে,
আনন্দ সাধু !
পুর প্রেমে পুলকধাম গোলোক সম।
রস-তরঙ্গ-খেলা, সীতা-রাম-লীলা,
চির বিহার ভকত, চিত ফুল্ল-সরোজে ॥

যবনিকা পতন

"সীতার বনবাস" ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হওয়ার সুদীর্ঘকাল পরে, ১৩১৭ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে নাটকটির পুনরভিনয় হয়। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র রামের ভূমিকায় অবতরণ করেন। কিন্তু সে সময়ে তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে এবং প্রায় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। পাছে নাটকের রসভঙ্গ হয়, সেই ভয়ে তিনি অভিনয়ের পূর্ব্বে স্বরচিত এই কবিতাটি আবৃত্তি করে দর্শকদের কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করেন :—

পিতার স্থানীয় যাঁরা, রঙ্গালয়ে আসি তাঁরা—
কতবার এ দাসেরে দেছেন উৎসাহ,
সমান বয়স্ক জন, বান্ধব স্বজন গণ
ক'রেছেন অভিনয় দর্শনে আগ্রহ।
পুত্রসম বয়ঃক্রমে, তাঁরাও দর্শক-ক্রমে,
ঈশ্বর-ইচ্ছায় তাঁরা জনক এখন,
করে-কর পুত্রসনে, এবে হেরি রঙ্গাঙ্গণে,
অবিরাম বহে মম কর্ম্মের জীবন।
হৃদে সাধ বলবান, সম উৎসাহিত প্রাণ,
করিতে দর্শকবৃন্দ-মানস রঞ্জন,—
কিন্তু এ বার্দ্ধক্যে হায়, দিন দিন ক্ষীণকায়,
বিফল প্রয়াস জন-মন-বিমোহন।
অঙ্গ নহে ইচ্ছাধীন, কণ্ঠস্বর রসহীন,
পুরাইতে মনোসাধ ঘটে বিড়ম্বনা ;
ত্রুটি হবে অভিনয়ে, তাই রসভঙ্গ-ভয়ে
ক্ষণেকের তরে হয় যৌবন-কামনা ;
ভরসা কেবল মম শ্রোতার মার্জ্জনা।

"সীতার বনবাস" নাটকের অসামান্য সাফল্যের পর, গিরিশচন্দ্র "অভিমন্যু বধ" নাটক রচনা করেন। নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবে, মহাভারতের এই কাহিনী নাট্যমোদি-গণের নিকট বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে। এটি তাঁর চতুর্থ মৌলিক নাটক। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং এই নাটকে দু'টি বিপরীত ধর্ম্মী চরিত্রে রূপদান করেন। যুধিষ্ঠির যেমন স্থিতধী, অপরদিকে দুর্য্যোধন তেমনি অহঙ্কারী, মদগর্ব্বে গর্ব্বী। অপূর্ব্ব সাফল্যের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র এই দুটি ভূমিকায় রূপদান করে যশস্বী হন। ১২৮৮ সালের মাঘ মাসে "ভারতী" পত্রিকায় এই নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়—" × × × এই বঙ্গীয় নাটকখানিতে যেখানেই আমরা অভিমন্যুকে পাইয়াছি—কি উত্তরার সঙ্গে প্রেমালাপে, কি সুভদ্রার সঙ্গে স্নেহ বিনিময়ে, কি সপ্তরথীর দুর্ভেদ্য ব্যূহমধ্যে বীর কার্য্য সাধনে,—সকল স্থানেই এই নাটকের অভিমন্যু প্রকৃত অভিমন্যুই হইয়াছে।"

অভিমন্যু বধ

[পৌরাণিক নাটক]

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

॥ প্রথম অভিনয় ॥

শনিবার, ইং ২৬শে নভেম্বর ১৮৮১, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৮৮

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ ॥

যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, (পরে যুধিষ্ঠির—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী), শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রোণাচার্য্য—কেদারনাথ চৌধুরী, ভীম ও গর্গ—অমৃতলাল মিত্র, অর্জ্জুন ও জয়দ্রথ—মহেন্দ্রলাল বসু, নকুল—জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সহদেব—অপূর্ব্বকৃষ্ণ মিত্র, সাত্যকী ও অশ্বত্থামা—কিশোরীমোহন কর, অভিমন্যু—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), দুঃশাসন—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, কৃপাচার্য্য ও শকুনি—অতুলচন্দ্র মিত্র (বেচৌল), কর্ণ ও গণক—অঘোরনাথ পাঠক, ভগদত্ত—গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র, দুষণ—নারায়ণচন্দ্র দাস, সুভদ্রা—গঙ্গামণি, উত্তরা—বিনোদিনী (পরে ছোটরাণী), রোহিণী—কাদম্বিনী।

পুরুষ-চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির। ভীম। অর্জ্জুন। নকুল। সহদেব। সাত্যকি। ধৃষ্টদ্যুম্ন।
অভিমন্যু। জয়দ্রথ। সুশর্ম্মা। দুর্য্যোধন। দুঃশাসন। দ্রোণাচার্য্য। কৃপাচার্য্য।
অশ্বত্থামা। কর্ণ। কৃতবর্ম্মা। ভগদত্ত। শকুনি। দুষণ।
গর্গমুনি, সেনানায়ক, দূত, গণক, সৈন্যগণ, পিশাচদল ইত্যাদি

স্ত্রী-চরিত্র

সুভদ্রা (অর্জ্জুন-পত্নী)। উত্তরা (অভিমন্যু-পত্নী)। রোহিণী (চন্দ্র-পত্নী)
বনদেবী। বয়সঙ্গিনীগণ, উত্তরার সখীগণ, পিশাচীদল ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শ্মশান

পিশাচদল

বৃদ্ধ। বাজ্‌বে মাদল, ঘোর
কোলাহল,
রক্ত স্রোতে ভাস্‌বে ধরা।
বালক। হাঁ বাবা, সত্যি বাবা?
বৃদ্ধ। হাঁ রে হাঁ।
যুবক। রক্ত খাব সরা সরা,
রক্ত খাব সরা সরা!

গীত

টক্ টক্ টক্, চক্ চক্ চক্,
চুমুকি রুধির পিয়ে;
হাম হাহা হুহু হিয়ে।
আতি, মাথি,
কাম্‌ড়ে কাম্‌ড়ে, হাড়ে হাড়ে ছাড়ে;
হিহি হিহি হিহি খুসি, চুচু চুচু চুচু চুষি,
তাজা তাজা তাজা, মরজা মরজা,
হাম্ হুম্ হাম্, হারা রারা রারা,
তাথিয়া তাথিয়া থিয়ে!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুরু-শিবির

(দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কৃপ, সুশর্ম্মা,
জয়দ্রথ ও অশ্বত্থামা ইত্যাদি)

দুর্য্যো। হে সখে, হে মাতুল সুধীর!
বুঝিয়া করহ বিধি,
নহে রণে মজিবে সকল।
নিশ্চয় বিধাতা বাম;
নহে জামদগ্ন্য রাম
পরাভূত যার ভুজ-বলে,
মহীতলে অব্যর্থ সন্ধান যার,
কুরু-শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর পড়িল সমরে,
পামর পাণ্ডব-ছলে!
হে আচার্য্য প্রধান—
সুখে তোমা মূঢ় দুর্য্যোধন,
কোথা ছিল ধর্ম্মজ্ঞান ফাল্গুনীর তব,—
বৃদ্ধ পিতামহে,
বিন্ধিল দুরন্ত যবে শিখণ্ডীর আড়ে?
চিরদিন তুমি হে পাণ্ডব-প্রিয়,
তেঁই উপেক্ষিয়া কর রণ।
যবে বনস্থলে, মাতুল-কৌশলে,
চলিল পাণ্ডবগণে,
দুই হাতে ধূলি ছড়াইল ধনঞ্জয়;
হাসিলাম হেরি, জ্ঞানহীন আমি,—
এতদিনে বুঝিলাম অর্থ তার;—
ঘোর বাতে শুষ্ক পত্র যথা,
উড়ায় মদীয় সেনা ধনঞ্জয় রণে;
অধীর করীন্দ্রশ্রেণী,
বিকট রথের নাদে;
রথ রথী চূর্ণ রথ-বেগে;
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-কর সম,
চারিদিকে আগুন উথলে শর-জালে;—
আচার্য্য উদাস রণে।
নিদাঘ-মিহিরে মীনকুল ক্ষয় যথা,
দিনে দিনে কুলক্ষয় মম,
প্রবল পাণ্ডব-তেজে;
রণস্থল ব্রাহ্মণের নয়,
বুঝিলাম এতদিনে।

দ্রোণ। ভাল বৎস,
পিতা-পুত্রে ত্যজি সভাস্থল।
বার বার বলেছি তোমারে,
অজেয় পাণ্ডবগণে,—
মম শিষ্য বলি,
নাহি জান ধনঞ্জয়ে;

দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ,
রাক্ষসীয় দীক্ষাপূর্ণ বীর,
পাশুপত অস্ত্র করতল,
নিবাতকবচ-ঘাতী।
এ প্রাচীন কালে,
যুদ্ধ নাহি শোভে আর,
তবু যথাসাধ্য করি রণ,
সপক্ষে তোমার।
লোকলাজ করি পরিহার,
মমতা করিয়া ছেদ,
মহা অস্ত্র কত হানি ধনঞ্জয়ে,
নিবারে সকলি রণে পার্থ মহারথ।
অতুলনা মহীতলে বীর,
গভীর সাগর সম,
দেবগণ-সনে
পুরন্দর পরাভব সমরে যাহার!
এ হেন অর্জ্জুনে জিনিবে সমরে সাধ!
বার বার বলেছি তোমারে,
এ সমরে দিতে ক্ষমা,
মিলিতে পাণ্ডব-সনে;
দুষ্ট মন্ত্রী-উপদেশে, না শুনি বচন,
জ্বালাইলে কালানল,
পোড়াইতে পতঙ্গের সম,
পৃথিবীর রাজগণে।
আজি হ'তে, নহি সেনাপতি তোর।
চল পুত্র! যাই অন্য স্থান,
দুর্জ্জনের সহবাস নহে শ্রেয়ঃ কভু।

কৃপ। কি কর আচার্য্য বীর!
কৌরব আশ্রিত তব,
তব বাহুবলে দর্পী দুর্য্যোধন,
তোমার সহায়ে চাহে জিনিতে পাণ্ডবে।
ত্যজি তারে অর্ণব-মাঝারে,
কোথা যাও দ্বিজোত্তম?
শুন দুর্য্যোধন,
গুরুর চরণে কর মিনতি বিশেষ,
বড় স্নেহ তোমা প্রতি, ত্যজিবেন রোষ।

দুর্য্যো। গুরুদেব!
না ব'লে তোমারে,
বল, বলিব কাহারে!
বলক্ষয় দিন দিন,
খসে একে একে বীরচূড়ামণি,
যামিনী প্রভাতে তারা সম;
তেঁই দেব!
তাপিত প্রাণের জ্বালা নিবেদি চরণে,
পুত্র-জ্ঞানে ত্যজ রোষ প্রভু!

দ্রোণ। প্রাণপণে করি তোর হিত,
তবু অনুচিত কহ বার বার।
কহি পুনঃ পুনঃ,
নাহি বীর এ তিন ভুবনে,
কৃষ্ণার্জ্জুনে জিনে রণে!
যেবা হয় করহ মন্ত্রণা,
পাণ্ডবের নাহি পরাজয়।

দুর্য্যো। প্রভু,
নিতান্ত কি ঠেলিলেন পায়,
চির-অনুগত দীনজনে?
এ অকূলে তুমি কর্ণধার,
পার কর বিপদে কাণ্ডারী।

দ্রোণ। একমাত্র উপায় ইহার;—
কহ নারায়ণী-সেনাগণে,
যমের দোসর জনে জনে,
সুশর্ম্মা নায়ক যার—
কালি যুদ্ধে আহ্বানি অর্জ্জুনে,
ল'য়ে যাক স্থানান্তরে;
হেথা সবে মিলি প্রকাশি বিক্রম,
আক্রমিব বৃকোদর-ঠাট;
রচিব বিচিত্র ব্যূহ অদ্ভুত জগতে,
কৃষ্ণার্জ্জুন বিনা,
ভেদিতে অক্ষম তিনলোক!
দেখি এ কৌশলে ফলে যদি ফল।

দুর্য্যো। এই সে মন্ত্রণা সার।

কহ সখা, তোমার কি মত ?

কর্ণ। ভাবি তাই কৌরব-ঈশ্বর,
ব্যাঘাত ঘটিল মম প্রতিজ্ঞা-পালনে ;
শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে,
বিনাশিবে নারায়ণী-সেনা ;
না পাবে এড়ান ভীম কালি তব হাতে ;
কুরুরাজ !
প্রতিজ্ঞা পালিও তব ক্ষত্রিয়-সম্মুখে।

দ্রোণ। কৃষ্ণার্জ্জুন বিনা, তথাপিও
তুল্যরণ
ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি-সংহতি,
বৃকোদর দুষ্কর সমর কৃতী,
অতুলনা বাহুবল যার—
নহে অবহেলা-যোগ্য অতি।
শুন সুশর্ম্মা ভূপাল,
দিক্‌পাল সম বীর্য্যবান্ তুমি,
কালি রণে শার্দ্দূল বিক্রমে,
আক্রমহ ধনঞ্জয়ে,—
যশঃস্তম্ভ রোপ মহীতলে !

সুশর্ম্মা। হে কৌরব-সেনাপতি,
প্রণাম চরণে দ্বিজোত্তম !
যথাশক্তি করিব সমর,
প্রবোধিব কিরীটারে ;
জয় পরাজয়, ইচ্ছাসাধ্য নহে মম ;
অবসর না দিব অর্জ্জুনে,
যতক্ষণ দেহে রবে প্রাণ।

দুর্য্যো। তব যোগ্য বাক্য
মতিমান্ !
এত দিনে জানিনু জিনিব রণ ;
কত শক্তি ধরে ভীমসেন,
না ধরিবে টান মম রণে ;—
কালি হবে পাণ্ডব-সংহার।

জয়। হে আচার্য্য ! জানাই
প্রণাম পদে।
কুরুরাজ ! করি নিবেদন,
প্রাণপণে করি রণ সপক্ষে তোমার ;
কালি রণে দেহ ভার মোরে,
রক্ষিবারে ব্যূহদ্বার ;—
অর্জ্জুন বিহনে,
পাণ্ডব-বাহিনী নাহি ডরি ;
নিবারিব পাঞ্চাল-পাণ্ডবে মহাহবে,
সিন্ধুবারি বেলা যথা।

দ্রোণ। মহাযশা তুমি বীর,
ব্যূহদ্বারে স্থাপিব তোমায়।

দুর্য্যো। বীরবর ! সহোদর সম
তুমি মম,
এ সমরে তুমি অধিকারী,
আমি মাত্র সহায় তোমার ;
পূর্ব্ব-অরি ভীমসেন তব,
দেহ সমুচিত দণ্ড দুরাচারে।
শুন সমাগত বীরগণ,
নিষ্পাণ্ডবা সমর-সঙ্কল্প প্রাতে,
লভহ বিরাম ক্ষণে, যে যার শিবিরে।

[অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কৃপ। নিষ্পাণ্ডবা পৃথিবী কি
প্রতিজ্ঞা তোমার ?

দ্রোণ। এ হেন প্রতিজ্ঞা কভু
সম্ভবে কাহার !
পাণ্ডবে আহবে কেবা পারে জিনিবারে,
প্রেমে বাঁধা শ্রীমধুসূদন !
"যথা ধর্ম্ম তথা জয়,"
অখণ্ড শাস্ত্রের বাণী।
দিব্য চক্ষে দেখিতেছি স্থির,
ধাইছে ঘটনা-স্রোত অবিরাম-গতি,
হরিতে পৃথ্বীর ভার ;
বীরমদে মত্ত ক্ষত্রগণে,
নিধন কারণে
উদয় এ কাল রণ—
সকলি হইবে ক্ষয়,

একমাত্র রহিবে পাণ্ডব।

অশ্ব। তবে কি কাজ সমরে পিতঃ?

দ্রোণ। নিবারিতে কে পারে
ঘটনা-স্রোত!
ও কথায় নাহি প্রয়োজন,—
সেনাপতি মাত্র আমি,
রাজ-আজ্ঞা করিব পালন।
শুন সাবধানে,
বাধিবে তুমুল রণ কালি;
পশিব পাণ্ডব-বাহিনী-মাঝে,
ধর্ম্মরাজে করিতে গ্রহণ।
প্রাণ উপেক্ষিয়া,
অবশ্য বারিবে মোরে,
পাণ্ডব-সাপক্ষ রথী;
হেরি চির-অরি,
ধৃষ্টদ্যুম্ন অবশ্য হইবে রোধী;—
প্রাণের মমতা ত্যজি,
সমরে পশিবে বীর—
প্রাণপণে করিব যতন,
প্রতিজ্ঞাপালন হেতু।
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে যদি হয় তনু ক্ষয়,
ক'রো দুর্য্যোধনে যতনে সান্ত্বনা;
ব'লো তারে,
মৃত্যুকালে, বলিয়াছে গুরু তার,
ক্ষমা দিতে কাল রণে;
কিন্তু যদি নাহি মানে মানা,
যাচে যুদ্ধ কুরুরাজ,—
পিতৃ-আজ্ঞা ক'রো রে পালন—
দুর্য্যোধনে রক্ষিও যতনে;
কুরুবীর আশে, ফেরে ভীমসেন রণে,
লেলিহান কেশরী সমান,
ভীমে প্রবোধিতে তব ভার।
সাত্যকি সহিত,
আর আর পাণ্ডব-বাহিনী যত,
রহিল তোমার ভাগে কৃপাচার্য্য বীর।
যাও,
লভহ বিরাম, নিদ্রা-দেবী-অঙ্কে সুখে।

[কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার প্রস্থান।

জন্মিয়া ব্রাহ্মণকুলে,
কুক্ষণে হইনু অস্ত্রধারী!
যাগ-যজ্ঞ-মঙ্গল-কামনা-রত দ্বিজ,
জীব-ক্ষয় বাসনা আমার!
যেই কর তুলিয়ে উল্লাসে,
আশীর্ব্বাদ করিছে ব্রাহ্মণ,
সেই করে করি নরনাশ,
দ্বিজকুলগ্লানি আমি!

[প্রস্থান

রাজ-শিবির

দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথ

দুর্য্যো। প্রাণাধিক তুমি মহাবীর
তেঁই ডরি স্থাপিতে তোমারে ব্যূহদ্বারে,
কেমনে রহিব স্থির,
সঙ্কটে রাখিয়া তোমা;—
মহারথিগণে পুনঃ পুনঃ দিবে হানা,
একেশ্বর প্রবোধিবে কত জনে?
সেই হেতু যুক্তি এই সার,
বীর বৈকর্ত্তন রহুক প্রহরী মুখে,
পার্শ্বরক্ষা কর তুমি তার।

জয়। না মান বিস্ময় কুরুরাজ,
পূর্ব্ব-কথা বলি হে তোমায়।
বনে যবে বঞ্চিল পাণ্ডব,
শূন্য ঘরে দ্রৌপদী করিনু চুরি;
চালাইনু রাজ্যমুখে রথ,
পথে বাদী ভীমার্জ্জুন কৃষ্ণার রোদনে,
বিধিমতে পাইনু অপমান,
কঠিন ভীমের হাতে;

প্রাণ রহে যুধিষ্ঠির-উপরোধে
না যাইনু দেশে,
পশি বনমাঝে,
আরাধিনু দেব পঞ্চাননে,
পাণ্ডব-নিধন সঙ্কল্প করিয়ে হৃদে ,—
সদয় হৃদয় আশুতোষ,
দিয়াছেন দাসে বর,—
জিনিব পাণ্ডবগণে অর্জ্জুন বিহনে।
সেই আশে, সুযোগ-প্রয়াসে সদা ফিরি ;
আজি সমরান্তে দিবা-অবসানে,
স্নান হেতু নামিলাম সরোবরে—
বিস্তার সরসী,
দলে দলে রাজহংসকুলে করে কেলি,
মধ্যে শতদলদল,
ফুটিয়াছে অগণন,—
যেন সুন্দরী রমণী-ছবি,
হেরিলাম তার মাঝে ;
মধুস্বরে শুনিনু ভৎ‍্সনা,—
"কোথা, সিন্ধুরাজ-সুত,
প্রতিদান তব অপমানে,
কেন শঙ্করের বর কর অবহেলা !"
অকস্মাৎ নীরবিল বাণী,
মিশাইল ধ্বনি,
পরিমল পূর্ণ সমীরণ ;—
নীরব গগনে হাসিল চন্দ্রমা ;
নীরব স্বভাব, নীরব বিস্তার বাপী ;
নীরব সে কমল কানন !
হে কৌরব মহারথ !
মনোরথ অবশ্য লভিব,
কহিতেছে অন্তরাত্মা মম ;—
পুনঃ রথে তুলিব দ্রৌপদী,
কাঁদিবে বিবশা, রথমাঝে এলোকেশী,
হেরিব নয়ন ভ'রে,
প্রাণের সন্তাপ নিভাইব সে সলিলে।

দুর্য্যো। শুভক্ষণে পেয়েছি
তোমারে,
ওহে সিন্ধুকুলোত্তম !
পদাঘাত করিব ভীমের শিরে ;—
কহিব পামরে কালি,
দেখাইয়া উরুস্থল,
উরুদেশে বসাব কৃষ্ণায়।

জয়। সমরান্তে তোমায় আমায়
বাদ,
সুন্দ উপসুন্দ যথা তিলোত্তমা হেতু।

দুর্য্যো। সে আশঙ্কা নাহি বীর !—
দুই জন পঞ্চজন স্থলে।

[প্রস্থান

রোহিণী ও গর্গমুনি

রোহিণী। হায় তপোধন !
কাঁদে প্রাণ পূর্ব্ব কথা স্মরি,—
কুক্ষণে সাজিনু রতি,
পীড়িতে মদনে প্রাণনাথে ;
হেরি সে বয়ান, শতদল জলে,
পোড়া মুখে এল হাসি,
হানিনু কটাক্ষ শর মোহিতে নাথেরে,
তেঁই প্রাণেশ্বর অনঙ্গে মাতিয়া,
অবহেলা করিল তোমারে ;
দিলে হে কঠিন শাপ ;
বিরহ-বিধুরা বালা,
কাঁদি একাকিনী চন্দ্রলোকে ;
ঝর ঝর ঝরে বারিধারা,
হেরি শশধর স্বামী,
ভূমিতলে নরমাঝে ;
শত শর বিন্ধে বুকে তপোধন !
উত্তরারে যবে,
সম্ভাষেন প্রাণনাথ 'প্রিয়া' বলি।
অবলারে কর ক্ষমা মুনিবর !

তব শিক্ষামত দেখা দি'ছি জয়দ্রথে ;
কিন্তু দেব ! প্রত্যয় না মানে পোড়া
মন।

মহারথী অভিমন্যু বীর,
কি করিবে সপ্তরথী তার ?
দ্বাদশ দিবস আজি দেখেছি সমর,

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ বীরে
বিমুখিল পুনঃ পুনঃ ;
নাহি গণে যোগ্য অরি কারে,
দম্ভভরে ফিরে মদমত্ত করী সম।

গর্গ। শুন সুলোচনে !
ব্রাহ্মণের মনে কভু স্থায়ী নহে রোষ।
শাপ দিয়া অনুতাপ হইল তখনি ;
চলিনু কৈলাসে,
আরাধিনু দিগম্বরে,
উদ্ধারিতে পতি তব ;
কহিলা শঙ্কর হাসি,—
চন্দ্রলোকে যাবে শশী কুরুক্ষেত্র-রণে।
আজি পুনঃ ভেটিলাম ভবে,
আজ্ঞায় তাঁহার,
গেছে স্বপ্নদেবী, সঙ্গিনী-সংহতি,
কাঁদাইতে উত্তরারে ;
কেঁদে সতী হরিবে পতির বল ;
তুই পাপে পড়িবে কুমার ;—
বাল্যকালে,
চালিলা শ্রীকৃষ্ণে শূরবংশ-গরিমায় ;
বীরদম্ভে আজি ঠেলিবে মায়ের মানা ;
হীন-বল মাতার নিঃশ্বাসে,
হবে ভঙ্গ মহাবল সপ্তরথী-রণে।
আদেশ দিলেন শম্ভু, বীর হনুমানে
করিবারে সিংহনাদ ভীমের সম্মুখে ;
অরি-হিয়া,
না কাঁপিবে থর থরি, গর্জনে তাহার।
বিকল হইবে শূর,
রাখিবারে যুধিষ্ঠিরে ;
মমতায় আকুল বালক হেতু,
বৃকোদর হইবে অধীর রণে,
মেরু যথা ঘোর ভূকম্পনে।
চল, সঙ্গোপনে দিব উপদেশ,
যেমত করিবে রণস্থলে।

(উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বাপীতট

অভিমন্যু

অভি। প্রাণ মম কি জানি কি
চায় !

দিনমান যায় রণশ্রমে ;—
নিশা আগমনে,
কি যেন কি যেন পড়ে মনে ;—
যেন নিদাঘে নিকুঞ্জ-মাঝে
গাহিছে কোকিল ;
দূর-সমীরণে, মিলি একতানে,
ভাসে যেন সঙ্গীত-লহরী,—
আধ-শ্রুত, কভু যেন শুনেছি সে গীত !
সদা জ্ঞান হয়,
রমণীর পদ-সঞ্চালন, পাছে ;—
মুদিলে নয়ন, কি যেন ঝলকে,
কে যেন দাঁড়ায় কাছে বিরস-বদনে !

(দূরে ভেরী-রব)

নিশাকালে,
কি হেতু নাদিল ভেরী কৌরব-শিবিরে
কি বিকার অন্তরে আমার,
চমকিনু ভেরী-নাদে !
যেন,
সাধ হয় চন্দ্রসহ তাজিতে গগনে !
সুধিব জননে আজি কোথা চন্দ্রলোক !

রাজসূয়-কালে,
কোন্ পথে চলিল বিমান ;
যেন,
দেখেছি দেখেছি সে মোহন স্থান,
রমণীয় অবশ্য সে পুর,
শশধর বিরাজে যথায় !

(দূরে ভেরী-রব)

পুনঃ শুনি ভেরী-রব কৌরব শিবিরে !
নিশীথে কি বাধিবে সমর ?
রণোল্লাসে স্থির নহে প্রাণ।

(প্রস্থান)

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। দেখা দিব কালি রণস্থলে,
হৃদে আশ হতেছে বিকাশ,
পাব পুনঃ প্রাণনাথে ;
তমোগুণে ধাইছে ঘটনা,
কৈলাস-শিখর হ'তে।

(স্বপ্নদেবীর প্রবেশ)

স্বপ্ন। চল মম সনে সুলোচনে,
হেরিতে সতিনী তব ;
মহেশ আদেশে, যাই রঙ্গচ্ছলে,
কাঁদাইতে উত্তরারে।

রোহিণী। হে রঙ্গিণি! সুভাষিণী তুমি।
ভাসি খেলিল নীরদ মাঝে,
সাজি সতী বিচিত্র বসনে,
পুলকিত-মতি,
ক্রীড়া কর শিশু সনে ;
হ'য়ে দূতী গুণবতী,
যুবতী মিলাও যুবজনে,
স্বর্ণরাশি বিলাও প্রাচীনে ;
দেহ প্রাণপতি, ভুবনমোহিনি !

স্বপ্ন। পাবে সতি, প্রাণেশ্বরে তব,
শঙ্কর-প্রসাদে ত্বরা।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব শিবির

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন

শ্রীকৃষ্ণ। দিন দিন হীনবল অরি,
তব অমোঘ প্রতাপে, সখে !
মল্লযুদ্ধে তুষিয়ে শঙ্করে,
রাখিলে ঘোষণা ধরামাঝে, মহাযশা !
স্থাপ কীর্ত্তি,
মথি বাহুবলে কালি নারায়ণী-সেনা,
ইন্দ্রতুল্য জনে জনে রণে,
মহারাজ মগধ-ঈশ্বর,
পরাভব যার তেজে।
শুনিলাম সুরলোকে করিলা সমর,
দেখি নাই বিক্রম-বিকাশ সেই কালে ;
সেইরূপ রণে কালি প্রকাশ' প্রভাব,
পরাভবি সংশপ্তকগণে,
উত্তেজনা কর শক্তি তব,
যতক্ষণ রহে যামি ;
প্রভাতে লইব রথ শিবির সম্মুখে।

অর্জ্জুন। হে মধুসূদন !
তব পদ হৃদি-পদ্মে রাখি,
শিখি নাই ডরিতে অরিরে।
আইসে যদি তিনলোক কৌরব-সহায়ে,
মুহূর্ত্তে শ্রীহরি পারি বিমুখিতে সবে ;
বাড়ে বল শ্রীমধুসূদন !
তোমারে হেরিলে রথে।
কিন্তু ভাবি, যদুবীর,
কে রক্ষিবে ধর্ম্মরাজে,
ধাইবে কৌরব যবে ধরিতে রাজায় ?
একা ভীম,
কত মহারথে নিবারিবে রণস্থলে ?
হে পাণ্ডব-সখা, আশঙ্কা হতেছে মনে,
কি হয় সমরে প্রাতে !

সাহস সম্পদ্ বল, ও রাজীব পদ,
সঙ্কটে কাণ্ডারী শ্রীনিবাস,
কর যুক্তি যে হয় বিধান।

শ্রীকৃষ্ণ। না হও অধীর সখা!
একা বৃকোদর,
সোসর সমরে সমূহ কৌরব সনে;
তাহে মহা মহারথী সহায় তাহার;—
অপার-বিক্রম যুযুধান,
ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নি হেন রণে,
মহারথ বিরাট দ্রুপদ,
আর আর দেব-অবতার রথী,
ঘটোৎকচ মহাবীর, রাক্ষসীয় ঠাটে,
জিনিতে তাহারে
কে আছে কৌরব মাঝে?
বৃথা চিন্তা ত্যজ ধনঞ্জয়!

অর্জ্জুন। কি ভয় তাহার দেব,
যারে তুমি দাও হে অভয়!

শ্রীকৃষ্ণ। কি হেতু বিনয় সখা,
কোন্ কার্য্যে অক্ষম,
অর্জ্জুন গাণ্ডীবধারী!

অর্জ্জুন। সকলি হে,
কৃপায় তোমার চক্রধারি!

[অর্জ্জুনের প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। লীলা-স্রোত নাচিছে চৌদিকে
হরিছে ধরার ভার;
পলে পলে হোরা, হোরাদলে মিলি,
গড়ি দিবা-নিশি,
ছয়বার বহিবে সময়,
হবে লয় দুরন্ত ক্ষত্রিয়কুল,
ঘুচিবে ধরার ভার।
কি মমতা ভাগিনা ছেদিতে!
বহি দেহভার, ধরার রোদনে,
তমোগুণে রাখিব মেদিনী।

প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দেবালয়

সুভদ্রা, উত্তরা ও সখীগণ

উত্তরা। রাখ শঙ্কর, সংগ্রামে
প্রাণপতি, দীনগতি,
চরণে শরণ মাগে হীনমতি;
আশুতোষ শিব শশাঙ্ক-ধারী,
জাহ্নবীবারি,
কুল্ কুল্ মৃদুল, জটাঘটা মাঝে,
বিভূতি সাজে;
বব ব্যোম বব ব্যোম দিগম্বর,
হর দেহ বর,
অবলা মাগিছে হৃদিরঞ্জনে হে;
অঞ্জনা বঞ্চনা ক'রো না ভোলা,
হাড়মালা দোলা,
তমাল বিনিন্দিত নীল গলা
ধটী বাঘছালা;
প্রাণপতি যাচে দীনা বালা।

গীত

শ্রী—পটতাল।

ব্যোম ব্যোম নাচে, নাচে খেপা ভোলা,
নাচে খেপী সাথে,
ধরি হাতে হাতে।
(মরি) কমলে কমল, ভ্রমর বিকল,
রঙ্গিনী যোগিনী মাতে।
(কিবা) চরণে গুন্ গুন্, ভ্রমর বোলে;—
(হাসে) শতদল দলে, ঢালে পরিমলে,
দিনমণি শ্রেণী নখরে ভাতে।

(স্তব)

জয় পিনাক-ধারী, জয় ত্রিপুরারি,
জাহ্নবী বারি
ঢালি শিরে ;
হের হর তাপ হর, গৌরী-মনোহর,
ভাসি শিব শঙ্কর,
আঁখি-নীরে ;
ধর ধর পূজা ধর, আশুতোষ দেহ বর,
বিহ্বলা বালিকা,
ভোলা ভূতপতি ;
করুণা কুরু ভব, দুরন্ত আহব,
রক্ষ শ্যামাধব,
প্রাণপতি।

(অর্ঘ্য প্রদান)

হা জননি !
পড়িল প্রমাদ হেথা,
দিগম্বর অর্ঘ্য নাহি নিল ;
ভাঙ্গিল কি কপাল আমার '
আশুতোষ, কি হেতু করিলা রোষ,
না জানি গো সতি !

সুভদ্রা। একচিত্তে পুনঃ বৎসে,
আরাধ শঙ্করে।

(করযোড়ে স্তব)

পতি পুত্র ভ্রমে রণভূমে,
রেখ মনে গণেশজননি !
সঙ্কটে শঙ্করি,
স্মরি শুভঙ্করী-পদযুগ,
রেখ পায় তনয়ায় হৈমবতি—
রণজয় দে রণরঙ্গিণি !

উত্তরা। হায় মাতঃ,
পুনঃ হর অর্ঘ্য নাহি ধরে !
প্রের ত্বরা আনিবারে প্রাণেশ্বরে ;
না জীব, জননি, তিল আর,
না হেরিলে গুণমণি মম।
যবে বাধিল মা, এ কাল-সমর,
নিত্য ঘুমাইলে, দেখি গো স্বপনে,
ঈর্ষ্যাপূর্ণ রমণী-মূরতি—
পলক-বিহীন আঁখি—
চাহে একদৃষ্টে মোর পানে ;
সে বদনে হেরি কত ভাব,
ভয় বাসি হেরি সে সুন্দরী !

সুভদ্রা। পুনঃ ভক্তিভাবে দেহ
অর্ঘ্য হরে।

উত্তরা। মাগো, ভূতনাথে করিতে
অর্চ্চনা,
প্রাণনাথে পড়ে মনে ;
ঢালি জল ভাসি আঁখি-জলে !
দারুণ ক্ষত্রিয়-পণ,
যুদ্ধ নামে উন্মত্ত প্রাণেশ !
মাগো,
নাথ বিনা এ সংসারে নাহি জানি আর !

সুভদ্রা। কর পুনঃ শিব-আরাধনা ;
বিশ্বপতি বিশ্বনাথ বিনা,
কামনা পূরায় কেবা !
কেমনে,
চাহ আনিবারে অভিমন্যে হেথা ?
প্রাতে রণ,
ব্যস্ত রথী রণকাজে ;
নহে বীরাঙ্গনা-রীতি,
বীর-কার্য্যে দিতে বাধা ,
কুল-কার্য্যে রহ কুলবতি !

উত্তরা। বৃথা গঞ্জ গুণবতি মোরে ;
কিশোরে গো কে যায় সমরে,—
ক্রীড়াস্থল ত্যজি ?
কুরঙ্গ-সঙ্গিনী,
হেরি প্রাণাধিক কুরঙ্গেরে,
লেলিহান শার্দ্দূল-আকারে,—
কেমনে বাঁধিবে প্রাণ, কুরঙ্গিণী ?
কেলি নিধি জলধি-জঠরে,

কার প্রাণ রহে স্থির ?
আমি মা, দুঃখিনী অতি,
অভাগীরে ক'রো না ভৎ'সনা,
পাগলিনী পতির বিরহে !
অঙ্কুরিত প্রেমের মুকুল হৃদে,
যত সাধ রয়েছে কুঁড়া'য়ে,
পূরে নি গো একটি বাসনা !
কহি সত্য বাণী জনান গো, করযোড়ে,
ধৈরজ ধরিতে নারি নাথ-অদর্শনে ;
তাহে বামদেব—বাম অবলায়,
অর্ঘ্য নাহি নিল পশুপতি !

সুভদ্রা। ভক্তি বিনা অর্ঘ্য নাহি পায় স্থান,
আরাধনা কর ভক্তিভাবে।
জান না বালিকা তুমি ক্ষত্রিয়-নিয়ম ;—
সঙ্কট মরণ রণ— অঙ্গ-আভরণ ;
তপ করি যাচে যোগ্য অরি,
পতি-পুত্র যায় রণে,
বীরাঙ্গনা সাজায় সমর-সাজে ;
ঘোর রণভূমে ভ্রমে বীরকুলনারী,
সারথি হইয়ে রথে,
কাটে বেণী বিনাইতে গুণ,
কাঁদায়ে সন্তানে,
খুলে দেয় আভরণ রণব্যয় হেতু।
বাল্যাবধি জানি রণরীতি,
যাদব-ঝিয়ারী, পাণ্ডুবংশ-কুলবধূ ;
অকস্মাৎ গেলে দূত সংগ্রাম-শিবিরে,
কি কবে রথীন্দ্র যত,—
আসিবে সত্বরে সবে
বিপদ্ আশঙ্কা করি,
ভঙ্গ হবে সমর-মন্ত্রণা,
এ কামনা ক'রো না কল্যাণি !
যবে যুদ্ধকার্য্যে রত বীরভাগ,
বীরপত্নী ব্যস্ত রহে দেব-আরাধনে ;
ত্যজ মোহ বীরবালা,
বীরকুল-রীতি স্মরি ;
মমতা ছেদিতে,
শিখে মা ক্ষত্রিয়-সুতা ভূমিষ্ঠ হইয়ে।

উত্তরা। ওগো যাদব সুন্দরি !
জেনে শুনে বুঝাইতে নারি মন।

সুভদ্রা। দেবগৃহে ক'রো না রোদন,
অকল্যাণ ঘটে তায় ;
চল যাই স্নান হেতু সরোবরে.
শীতল সলিলে স্নিগ্ধ করি প্রাণ মন
পুনঃ পঞ্চাননে কর পূজা ;
চন্দ্রচূড়া চণ্ডীর অর্চ্চনা,
আরম্ভিব পুনঃ আমি।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

স্বপ্ন ও সঙ্গিনীগণ

স্বপ্ন। শুন লো সঙ্গিনি,
ভুবন মোহিনী তোরা
আসিছে উত্তরা,
তোল তান গ্রন্থি-হীন গান ;
ফুল্ল ফুলযানে, ভ্রম লো বিমানে !
চারিদিকে খেল, ঢাল রাঙ্গা কাল,
হাস বনমাঝে ফণী ধরি ;
ময়ূর ময়ূরী ল'য়ে গড়'করী,
কেশরী গড়াও বায় ;
কাঞ্চনে চন্দনে, অঙ্গারের সনে,
মিলায়ে মাখ লো কায় ;
স্থান পরিমাণ. হর ধীরে ধীরে,
বাড়াও সময়, পলের ভিতরে,
নেচে নেচে ধাও, নেচে নেচে গাও,
কাঁদাও কাঁদাও, অভিমন্যু-ভামিনীরে।

সঙ্গিনী। গীত

বেহাগ—জলদ-একতালা।

চুপি চুপি, কর কাণাকাণি,
নাচে নিশীথিনী ;—
ঝিমিকি ঝিমিকি, ঝিকি মিকি ঝিকি,
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ লো।
চলে অনিলে আগু করি, কিরণ সারি,
নামে তিমির গহ্বরে,
ড্রিম্ ড্রিম্ ড্রিম্ লো।
চাঁদে কাঁদে, তারা বাঁধে,
দেখ দেখ কত আনাগোনা ;
কেবা আসে, কেবা হাসে,
কে ভাসে গগনে মানা নাহি মানে ;
রবি নিভিল,
জোনাকি টিম্ টিম্ টিম্ লো !

(উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা। কে যেন ঢালিছে কায়
অলসের ভার,
মরি কি সুন্দর তরু হাসে ফল-ফুলে ;
সৌরভে জুড়ায় প্রাণ !

(শয়ন ও নিদ্রা)

সঙ্গিনী। গীত

চল দলে দলে, চড়ি শশিকরে,
যাই যাই যাই লো ;
ঘুরে ফিরে দেখি, পাই কি না
পাই লো।
পুলকে আলোকে, পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে,
স্বর্ণপাখা, মেঘে ঢাকা,
পীত লোহিত সিত সলিলে,
ভাসিল ফণিনী, গ্রাসিল নলিনী,
যাই যাই তাই, ফিরে চাই লো।

১ সখি। কে কোথায় জাগে লো
সজনি ?
২ সখি। কষ্ট তারা ভ্রমিছে রোহিণী।
৩ সখি। ধরামাঝে কেন লো রঙ্গিণি ?
৪ সখি। দেখ আসিয়াছে ধনি,—
নিয়ে যেতে গুণমণি।
উত্তরা। ওমা ! নিয়ে যায়
প্রাণনাথে !

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। প্রাণেশ্বরি,
ভাল খেলা খেল উপবনে !
কি হেতু প্রেরিলে দূতী,
কহ সুলোচনে ?—
যাব ত্বরা প্রভাত নিকট।
উত্তরা। নাথ !
দিব না যাইতে রণে,
কাজ নাই রাজ্য ধনে মম,
বনে রব বাকল-বসনে তোমা ল'য়ে।
হৃদিতন্ত্রী কম্পিত সদাই,
বড় ভয় গণি মনে,
না জানি কি ঘটে অকল্যাণ,
অর্ঘ্য না পাইল স্থান ভবেশের মাথে !
শুদ্ধচিত্তে পুনঃ আরাধিতে ভূতনাথে,
আইলাম স্নান হেতু সরোবরে ;
অলসে অবশ কায়া,
তরুতলে অঞ্চল পাতিয়ে,
অঙ্গ ঢালি হ'নু অচেতন ;
স্বপনে হেরিনু,
স্বপ্নদৃষ্টা রমণী মূরতি,
ধরি হাতে তুলিল তোমায় রথে ;
উভরোলে কাঁদিয়া জাগিনু !
অভি। সম্মুখে দেখিলে স্বপ্ন
বিপরীত ফল।
চল সতি,
ভেটি জননীরে, বিদায় লইব ত্বরা ;
হের ফুল কুলে সাজিছে মেদিনী,
উষা প্রতীক্ষায় শ্যামা ;
কলরবে জাগিতেছে পাখী,—

গাইবে গায়কবৃন্দ,
উদিবে যবে,
স্বর্ণ-কিরীটী, সতি !
উত্তরা। ধরি চরণে হে গুণনিধি,
দাসীরে ঠেল না পায়, যেও না সমরে,
যদবধি অর্ঘ্য নাহি লন ভোলানাথ।
অভি। প্রিয়ে,
এ কথা কি সাজে হে তোমায় ?
পিতা, ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত আদি,
আত্মীয়-বান্ধবগণে, যুঝিবে সঙ্কট-রণে,
রব বদ্ধ মহিলা-শিবিরে,
নারীর অঞ্চল ধরি !—
এই কি বাসনা তব ?
বৃথা শঙ্কা ত্যজ আমোদিনি ,
না জান বিক্রম মম,
তিনপুর আসে যদি কৌরব-সহায়ে,
পরাজিব পলকে, প্রমদা ,
চল প্রিয়ে, জননী-সমীপে।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

সুভদ্রা ও গণক

গণক। শুভে !
রোহিণী নক্ষত্রে জন্মে তোমার তনয়,
রুষ্ট তারা সঙ্গ নেছে তার,
দেখিনু গণনে,
মহারুষ্ট তারা,
কালি যদি যায় সুমঙ্গলে,
পুত্র তব অমর নিশ্চয় !
সুভদ্রা। বুঝিনু, বুঝিনু এতক্ষণে,
কেন হর অর্ঘ্য না ধরিল,
শঙ্করী-পূজায় কেন ঘটিল ব্যাঘাত !
যাও ত্বরা,
কে আছ রে ডাকি আন অভিমন্যে
হেথা।

(অভিমন্যু ও উত্তরার প্রবেশ)

অভি। উতলা কি হেতু মাতঃ ?
প্রণমে চরণে দাস আশীষ জননি !
কিহে দ্বিজবর !
গণনায় দেখিলে কি স্থির,
কৌরব-বিনাশ কালরণে ?
সুভদ্রা। যাইতে দিব না তোরে,
কাল-রণে কালি।
অভি। মাতঃ !—
সুভদ্রা। কোন মতে দিব না
যাইতে রণে আমি।
অভি। আজি নিশিযোগে,
ক্ষিপ্তরেণু মিশেছে কি বায়ু সনে !
কহ,
কি জঞ্জাল ঘটায়েছ আচার্য্য ব্রাহ্মণ ?
সুভদ্রা। বাছা, কাল মাত্র যেও না
সমরে,
বীরাঙ্গনা বীরমাতা আমি,
সামান্য কারণে,
নাহি মানা করি তোরে ;
সাধ কিরে মম—অর্জ্জুন-তনয়
রহিবে মহিলা-শিবির মাঝে,
যাদব-নন্দিনী আমি !
অভি। মাতঃ !
জান তুমি যাদব-বিক্রম,
পাণ্ডবের রীতি নাহি জান !
প্রমথ-মণ্ডলে শূলী পশিলে সমরে,
পাণ্ডব দিবে না পৃষ্ঠ কভু।
সুভদ্রা। বৎস, শুন মন দিয়া,
হও না উতলা,
সাধে আমি করি না রে মানা !
দেখ এই দ্বিজ,
বিশারদ জ্যোতিষবিদ্যায়,
কহিয়াছে দিন দিন গ'ণে মোরে,

যে দিন যা ঘটিবে তোমার ;
তারা রুষ্ট এক দিন আছে আর তোর ;
দেখিল গণিয়া বিপ্রবর,
অমঙ্গল ঘটে, বৎস, তায়।

অভি। ফিরি রণভূমে, যুদ্ধে ব্রতী অস্ত্রধারী,
মঙ্গলামঙ্গল মাতঃ, আছে চিরদিন।
কহ দ্বিজ, কোন্ গ্রহ রুষ্ট মোর প্রতি ?
হানি শর বিঁধি নভঃস্থলে।

সুভদ্রা। অলক্ষ্য সে গ্রহের প্রভাব, বৎস !

অভি। বিপক্ষ প্রত্যক্ষ মাতঃ !
পিতা ভ্রাতা বান্ধব সকল রণভূমে,
রব সবে রাখিয়া সঙ্কটে—
অলক্ষ্য প্রভাবে বাঁধা মহিলা-শিবিরে,

সুভদ্রা। বাছা, ঋণী তুই যার কাছে,
মাতৃঋণ যাবে শোধ তোর,
এক দিন ক্ষমা দেহ রণে,
চণ্ডী আরাধিতে দেখিনু রে ধ্যানে
তোর মস্তক-বিহীন ছায়া !
হর-শিরে অর্ঘ্য না ধরিল !

অভি। শুনেছি মা,
উন্মাদ-সংবাদ যত উত্তরার মুখে।
মাগো, সহস্র ঋণে ঋণী আমি তব,
যত দিন বহিবে কালের স্রোত,
সে ঋণ না হবে পরিশোধ ;
চাহ সে ঋণে উদ্ধারিতে মোরে,
কৃপা তব অতুল, ঈশ্বরি !
কিন্তু মাতঃ,
অস্থি হেতু পিতৃঋণে ঋণী আমি,—
মান হেতু পুত্রের কামনা,
প্রাণ হেতু পিতৃমান দিব বিসর্জ্জন !
নারিব জননি,
ক্ষম বুঝি অবুঝ সন্তানে।
দেহ পদধূলি,
রণমৃত্যু চাহে ক্ষত্রবীর ;
জন্মে কত নর দেহধারী অগণন,
দিনে দিনে পলে পলে,
রয় যায় কালের কবলে,
কিন্তু বীর্য্যবানে না ভুলে ধরণী,
কীর্ত্তি তার চলে অগ্রসর,
দেখাইয়ে পথ অন্য বীরে ;
লক্ষ হৃদি হয় উত্তেজিত,
শুনি গুণগ্রাম-গান তার ;
হেন পুত্র কর কি কামনা,
যাদবনন্দিনী পাণ্ডবগৃহিণী মাতঃ ?
চাহ যদি সে পুত্র তোমার,
দেহ পদধূলি যাই চলে রণস্থলে ;
একান্ত চঞ্চল হইতেছি মাতা,
হের উষা উদিল গগনে,
বিলম্বিতে নারি আর।

উত্তরা। যাও নাথ, বধিয়া আমায় !

অভি। প্রিয়ে, সকলই ভাল সহ্য-মত।

উত্তরা। একদিন মাত্র রহ গৃহে।

অভি। হেন উপদেশ,
কহিও ভ্রাতার কাণে মৎস্যরাজ-সুতা !
প্রেমকথা বিলাস ভবনে,
কর্ত্তব্যের সনে, সম্বন্ধ নাহিক তার !
পতি আমি, শুন বীরাঙ্গনা,
ধর উপদেশ-বাণী,
কুলের কামিনী রহ কুলাচারে রত,
যদি হয় অলস তাহায়,
অন্তব্রতে ব্রতীজনে নাহি দেহ বাধা।

উত্তরা। নাথ—

অভি। না উত্তরা।

[উত্তরার মূর্চ্ছা]

প্রণাম চরণে মাতঃ, নিশা অবসান।

[প্রস্থান]

উত্তরা। মাগো! কি হলো, কি হলো!

সুভদ্রা। বল মা, কি উপায় করি আর!

উপায়ের সার,
চণ্ডিকার পদ করি ধ্যান।

উত্তরা। নাহি কহ মোরে,
শঙ্করে পূজিতে আর;
পূজি নারায়ণে—রক্ষাকর্ত্তা জনার্দ্দন।

সুভদ্রা। হর-হরি ক'রো না মা ভেদ;
গৃহভেদে না জানি কি হয়!
চল যাই দেবালয়ে।

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবিরসম্মুখস্থ পথ

অভিমন্যু

অভি। এখনও স্বভাব ঢাকা নিশা-আবরণে,
মেঘে ঢাকা শশী,
তাই প্রভাত জানিয়া,
কূজনিছে বিহঙ্গিনী সুমধুর!
একি বিঘ্ন, কুৎসিত বায়স-রব!
উত্তরা চেতনাবধি,—
না না, থাকিলে বাড়িত মায়া;
ডরি মাত্র প্রেমের বন্ধনে!
মাতৃ-মানা শুনিল কি ধনঞ্জয়?
যবে রথী,
চলিল একেলা বনে ব্রহ্মচারী-বেশে,
ভ্রমিবারে দ্বাদশ বৎসর,
কর্ত্তব্য-রক্ষণ হেতু!

(গণকের প্রবেশ)

গণক। বীর, গ্রহাচার্য্য আমি,
শুন মানা একদিন তরে।

অভি। দ্বিজ,
ক্ষত্রিয়ের বশ নয় রোষ;
কিংবা, কি হেতু বা রুষি আমি!
শুনি উপন্যাস,
এখন' তো আছে যামি;
কিহে দ্বিজ!

গণক। কুমার, দেখিনু গণনে,
কালি গ্রহ রুষ্ট তব প্রতি।

অভি। ওহে দ্বিজ!
ও সংবাদ শুনেছি তো জননীর মুখে;
কিবা অমঙ্গল, সমরে পড়িব কালি?
শুভ এ বারতা
পাণ্ডবের পক্ষে, হে ব্রাহ্মণ;
জেনো স্থির, অর্দ্ধ সৈন্য না বিনাশি রণে,
ধনু মম হবে না অচল।
এক কথা কহি দ্বিজ,
বৃদ্ধ তুমি পিতামহ সম,
লহ স্বর্ণমুদ্রা, হে আচার্য্যবর,
ক'য়ো উত্তরারে,—
"নাহি ভয় পুনঃ আসি করিব চুম্বন।"

গণক। কিন্তু বৎস,
ছিল ভাল না যাইলে রণে।

অভি। দ্বিজ, লহ মুদ্রা,
দেখ গ'ণে, আরো ভাল যাইলে সমরে!

গণক। নাহি অকল্যাণ-ভয়,
গ্রহশান্তি করিব করিয়া স্নান।

অভি। এক কথা শুন হে ব্রাহ্মণ,
যদি শায়ী হই রণভূমে,
কহিও মাতারে,
অবাধ্য বালক বলি ক্ষমেন জননী।
ব'লো উত্তরারে,
বড় ভালবাসিতাম তারে,

কুলমান-দায়ে ছেদিনু প্রেমের ডুরি !
কিংবা কিছু নাহি ব'লো তারে,
ব'লো মাত্র, প্রত্যক্ষ দেখেছ,
দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছে স্মরি তার নাম !
গ্রহাচার্য্য, আর নাহি রহ এই স্থানে।

[গণকের প্রস্থান]

(নেপথ্যে গীত)

পঞ্চম—রূপক।

ধীরে ধীরে শুন বাড়িছে কোলাহল,
ফুল হেরি উষা হাসে,
দুকূল বাসে।
ধীরে ধীরে, ফুল হাসে ফিরে,
হেরি মাধুরী, কলিকা বিকাশে ;
লতিকা পাশে, পরিমল আশে,
অনিল প্রেম-কথা মৃদুল ভাষে।
মধুর পিয়াসে,
অলি আসে ;
কোকিল কুহরে, পাখীকুল শিহরে,
খুলে প্রাণ, তোলে তান,
মোহিনী রতনরাজি সুনীল আকাশে ;
বীর ধীর চলে সমর-প্রয়াসে।

অভি। কে ঢালে এ সঙ্গীত লহরী,
হেন স্বর ধরায় কে ধরে ?
নীরবিল বীণা !
মরি, পুনঃ ওঠে তান,
শুনি প্রাণভ'রে ব'সে !
সঙ্গীত চলিল দূরে,
যায় যেন দেখাইয়া পথ ,—
ওহো ! ধাইতেছে অগণন শিবা,
মাংস-লোভে রণস্থলে !
কি কঠোর নিনাদে বায়স,
ক্ষুদ্র প্রাণী না হইলে মারিতাম প্রাণে।
আহা !
ঝরিল বারি মায়ের নয়নে,—

(দূরে ভেরী-রব)

ডাকে ভেরী সাজিতে সমরে,
বুঝি,
একা আমি, ত্যজিয়ে শিবির ভ্রমি দূরে,—
অস্ত্র ল'য়ে ব্যস্ত অন্য জন ;
কেবা আর দূতীর বারতা শুনি,
যাবে নারী-মাঝে সম্ভাষিতে প্রেয়সীরে,
ঘোর রণ উপস্থিত প্রাতে !
যাই দ্রুত,
পারি যদি কুলাইতে সময়ের ব্যয়।

[প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যুধিষ্ঠির ও অভিমন্যু

যুধি। দেখ বৎস, মজিল সকলি !
সংশপ্তকে কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়,
কৌরব-কৌশলে আজি,—
নাহি জানি কি হয় সমরে !
যমোপম নারায়ণী সেনা,
তাহে সপ্তরথী দুর্ম্মদ সুশর্ম্মা সনে ;
নাহি একগোটা পদাতিক মম,
প্রেরি যারে আনিতে সংবাদ ;
অবসাদ নাহি কাল-রণে।
মৈনাক-সমান,
একা রথে আচার্য্য প্রবীণ,
পশিয়াছে সৈন্যসিন্ধু মাঝে,
মথিবারে ক্ষীণ দলবল,
সহায়বিহীন।
দারুণ দ্রোণের শরে,

আকুল পাঞ্চাল-সেনা,
নিবারিতে নারে ভীমসেন,
বিপক্ষ-প্রবাহ ঘোর,—
যুঝে অরি চক্রব্যূহ করি,
দেবের দুর্ভেদ্য সমাবেশ।
সমর্থ কেবল ধনঞ্জয়,
ভেদিতে দুর্গম ব্যূহ।
কহ পুত্র, কি উপায় হবে,
মুহূর্ত্তে মজিবে সব,
রুদ্ধ বায়ু গর্জ্জে যথা পর্ব্বত-কন্দরে,
গর্জ্জে শুন বৈরিঠাট জয় আশে;
হের মহাত্রাসে
বিকল-বাহিনী মম —পলাইছে বেগে।
এক মাত্র তুমি ধনুর্দ্ধর, পাণ্ডব শিবিরে,
পিতৃসম কৃতী রণে;
বুঝি কর যা হয় বিধান;
শুনিলাম তব সখা মুখে,
ভেদিতে দুর্গম ব্যূহ সক্ষম হে তুমি,
সংগ্রাম-কৌশল-বলে।

অভি। সখা মম!
জানি আমি প্রবেশ-সন্ধান,
নির্গম না জানি তাত;
কিন্তু এ সংবাদ লোক-অগোচর।
হে পাণ্ডবনাথ!
এ বারতা কে দিল তোমারে?

যুধি। বয়সে সাহসে রূপে সোসর তোমার,
দেবের কুমার হয় জ্ঞান;
রুধিরাক্ত-কলেবরে,
বার্ত্তা দিল দ্রুত বীর,
পুনঃ রণে পশিল ধীমান্।

অভি। কহি তাত পূর্ব্ব বিবরণ,—
ছিনু যবে জননী-জঠরে,
গল্পচ্ছলে চক্রব্যূহ-কথা,
কহিতে লাগিল পিতা,
তেঁই জানি প্রবেশ-নিয়ম।
শুনিতে শুনিতে নিদ্রিতা হলেন মাতা,
না শুনিনু নির্গম কেমন।

যুধি। ব্যূহ ভেদি কর যুদ্ধ বীর,
ভীম আদি যোদ্ধা মিলি,
যাব সবে পশ্চাতে তোমার,
মহামার করিব কৌরব-দলে
রণজয় হবে অবহেলে—
তব বাহুবলে, পাণ্ডুবংশ-গুণধর!

অভি। আজি কুরু পড়িল প্রমাদে।
দেহ পদধূলি ধর্ম্মরাজ,
অবাধে লভিব জয়;
আনি দিব ডালি রাজপদে
কর্ণ-শকুনির শির;
পিতৃগুরু উপরোধে না বধিব দ্রোণে,
করি নিরস্ত্র সমরে,
সম্মানে তুলিব নিজ রথে।
গর্জ্জে অরি —
কুরুবংশ ধ্বংস হবে রণে!

[প্রস্থান]

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহি। এক নিবেদন ধর্ম্মরাজ!
মহারথী অভিমন্যু বীর,
সমযোগ্য সারথি তাঁহার নাহি দেব;
তেঁই যাচি রাজপদে সারথির পদ।

যুধি। মহাদম্ভে প্রবেশিছে রণে শূর।
জানিলাম তুমি হে পাণ্ডবসখা,
দেবপুত্র নাহিক সংশয়।
চল যাই, যথা বৎস সাজিছে সমরে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্র

ধৃষ্টদ্যুম্ন

ধৃষ্ট। হে পাঞ্চাল!—
শরজালে এখনি নাশিব দ্রোণে;
হও স্থির, রহ সবে দর্শকের প্রায়,
সপুত্র পাড়িব ব্রাহ্মণকুলের গ্লানি!

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণ। ভাল ভাল,
নিতান্ত মরণ-সাধ দ্রুপদ-কুমার?
ধৃষ্ট। আরে আরে হিংস্রক ব্রাহ্মণ,
বীরপণা জানাও পাইক বধি?
আজি রাজা হবে যুধিষ্ঠির,
তীক্ষ্ণ খড়্গে কাটি তোর শির,
দিব মাংসলোভী জীবে,
সপুত্র পামর,
কবন্ধ সমান প'ড়ে রবে রণস্থলে।

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্ব। পিতঃ!
এখনি হইবে ক্ষয় পাণ্ডববাহিনী;
ধৃষ্টদ্যুম্নে দেহ মম করে,
পশুবৎ নাশি যুঝে।

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্য। জান না কি নিকট শমন?

(যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সজ্জাভূমি

অভিমন্যু ও রোহিণী

রোহিণী। যবে রণ অবসানে
হাসিতে হাসিতে—
দুই জনে ফিরিব ভবন-মুখে,
দিব পরিচয় বীরমণি!

অভি। জানিলাম একান্ত আমাতে
তব প্রীতি;
হেরিয়ে তোমারে,
সহোদর জ্ঞান হয় মনে;
যেন কোথা দেখেছি, দেখেছি—
স্বপ্ন সম সে ভাব লুকায়।
আসন্ন সমর,
ফিরি যদি রণ জিনি দোঁহে,
বিরলে বসিয়ে কব কথা পরস্পরে।
তেজঃপুঞ্জ মহারথী তুমি,
কৃপা করি সেজেছ সারথি;
কিন্তু মম সারথি নিপুণ,
নিঃশ্বাস ছাড়িবে ক্ষত্র,
না করিলে সাথী রণে।
ইথে এই মন্ত্রণা ধীমান্,
লহ অস্ত্র-পূর্ণ অন্য রথ পাছে,
যাই নিজ রথে আমি,
তব রথ রাখ ব্যূহ-মুখে,
রণে যবে করিব প্রবেশ,
যেও বীর পশ্চাতে আমার।

[প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রণক্ষেত্র

যুধিষ্ঠির ও সৈন্যগণ

যুধি। না পালাও না পালাও,
সৈন্যগণ,
ক্ষত্র-ধর্ম্ম করহ পালন;
কৌরব কি ধরে করে তীক্ষ্ণতর তীর?
নহে তারা অভেদ্য শরীর!—
চল সবে মিলি বধি দ্রোণে।

১ সৈন্য। ভদ্র নাহি নরপতি আর!
পড়িয়াছে বড় বড় বীর,
মৃতপ্রায় ভীমসেন রণে,
ধৃষ্টদ্যুম্ন যুযুধান আদি,
অধীর সমরে সবে;
চতুরঙ্গ সেনা আকুল দ্রোণের বাণে।

(নেপথ্যে)—এই এই এই যুধিষ্ঠির!
হে আচার্য্য!
করুন গ্রহণ, করুন গ্রহণ!

২ সৈন্য। কি দেখ, কি দেখ আর,
তূলারাশি যেমতি অনলে,
ভস্ম হবে দ্রোণ শরে;
এস এস, পালাও সত্বর।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। না পালাও পাণ্ডববাহিনী,
ক্ষণকাল দেখ রণ!
পিতা মম ভুবন-বিজয়ী,
অক্ষয়-গাণ্ডীব-ধারী;
প্রকাশে বিক্রম অরি অগোচরে তাঁর;
নাহি কিহে অর্জ্জুন-কুমার?
কি ভয় কি ভয়,
রণজয় করিব এখনি;
বরষিব বজ্রসম শর,—
দেখি অগ্রসর কে হয় সমরে—
কে বাঁধে কবচ দৃঢ় বুকে!
এস এস আচার্য্য প্রবীণ,
দেখ কত শিক্ষা শরাসনে!

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণ। বালক!
নাহিক বিরোধ মম তোমার সংহতি,
ছাড় পথ, ধর্ম্মরাজে ভেটিব সমরে।

অভি। অবিরোধী ধর্ম্ম-নৃপমণি,
বিরোধী অর্জ্জুন-সুত,
যুদ্ধ দেহ আচার্য্য নিপুণ;
শুনেছি জনক-মুখে ধনুর্ব্বেদ তুমি,
প্রমাণ তাহার দিয়েছ এ রণস্থলে,
ছলে করি পিতারে অন্তর;
কিন্তু মনোরথ না ফলিবে তব;
যমের দোসর অর্জ্জুন-কুমার,
ধনুর্ব্বাণ হাতে;
হান অস্ত্র, যত্ন কর প্রতিজ্ঞা-পালনে,
অনুচরে বিমুখ' সমরে,
কোথা পাবে নৃপ দরশন,
হুতাশন-সম অরি সম্মুখে তোমার।

দ্রোণ। সিন্ধুস্রোত চাহ
রোধিবারে!

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান]

যুধি। চল সবে, চল হে সত্বর,
সবে মিলি করি আক্রমণ,
হের, বিরথী আচার্য্য বীর।

[প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রণ-স্থল

অভিমন্যু ও সৈন্যগণ

অভি। দেখ চেয়ে পাঞ্চাল পাণ্ডব,
ফেরুপাল-সম পলাইছে অরিদল,
বিকল কৌরব ঠাট,
অটল সমরে মাত্র সিন্ধুরাজ-সেনা;
এখনি করিব আক্রমণ,
আইস সবে পশ্চাতে আমার,
ব্যূহ ভেদি বিনাশি কৌরবে।

১ সৈন্য। ধন্য বীর অর্জ্জুন-তনয়,
পিতা-সম বীর্য্যবান্।
কারে ভয়? কুরুকুল করিব নির্ম্মূল!

[সকলের প্রস্থান]

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

ব্যূহদ্বার

জয়দ্রথ ও রোহিণী

রোহিণী। হের বীরবর! অন্তক-
সমান রণে,
পশিছে অর্জ্জুন-সুত!
নাহি কাজ রোধিয়া উহারে;
স্মর শঙ্করের বর,
আর্জ্জুনিরে দেহ পথ ছাড়ি,—
নিবারহ অন্য অন্য যোধে,
কুরুরাজ দেছেন আদেশ।

[রোহিণীর প্রস্থান]

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। যম কারে করেছে স্মরণ,
কে রাখে বিপক্ষ ব্যূহ সম্মুখে আমার?

জয়। পিপীলিকা! কতদিন
উঠিয়াছে পাখা?

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান]

(সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধি। দেখ ছিন্ন-ভিন্ন ব্যূহমুখ,
বাতে যথা কদলী-কানন;
চল সবে আর্জ্জুনি-সহায়ে;
চল যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বৃকোদর,
কর আক্রমণ চারিদিকে;
ব্যূহ ভেদি পশিয়াছে রথীন্দ্র-কুমার।

[প্রস্থান]

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রণক্ষেত্র

অভিমন্যু

অভি। একি! চারিদিকে অরি,
কেহ নাহি সহায় আমার!
নাহি হেরি কোথা সে সারথি,
কোথা অস্ত্রপূর্ণ রথ তার!
সিন্ধুরাজ সৈন্যসহ রোধিছে পাণ্ডবে;
দৃঢ় অস্ত্রে ছেদি সৈন্যগণে,
নিজ-পক্ষে মিলিব এখনি;
কেমনে যুঝিব একা চক্রব্যূহ-মাঝে।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। কি কাজে বিলম্ব বীর?
যুঝ ব্যূহ ভেদি;
আগুবাড়ি আছে মম রথ,
উড়িছে পতাকা দূরে;
হের,
ধাইছে চৌদিকে সেনা বিপক্ষে তোমার;
একেশ্বর জিন রণ বীর,
জিনিল অমরে যথা জনক তোমার,
খাণ্ডব দাহন-কালে;
ভীমসেন-রথধ্বজ দেখেছি পশ্চাতে,
সিংহনাদে যোঝে মহাবীর,
এখনি হইবে রথী সহায় সমরে।

অভি। আন রথ পশ্চাতে আমার;
গর্জ্জে অরি সম্মুখ-সমরে,
নাহি সহে প্রাণে মোর,
অর্জ্জুন-নন্দন আমি!
ছিন্ন-ভিন্ন করিব এখনি,
মুহূর্ত্তে ঘুচাব অহঙ্কার।

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। ধনু অস্ত্র ত্যজহ বালক,
ক্রীড়াস্থল নহে রণভূমি।

অভি। মহাক্রীড়াস্থল হে রাধেয়!
গেণ্ডুয়া খেলিব ল'য়ে কুরুকুল-শির,
বহিবে রুধির খর;
ছিন্নশির কুরুরাজে,
বাঁধি তোমা শকুনির সনে,
ভাসাইব সে সলিলে;

ক্রীড়াচ্ছলে ভ্রমিব সে ভেলাপরে ;
উপস্থিত হের অস্ত্র খেলা।

[যুদ্ধ করিতে করিতে কর্ণ ও অভিমন্যুর প্রস্থান]

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

ব্যূহদ্বার

জয়দ্রথ ও সৈন্যগণ

জয়। সাবধানে রহ বীরভাগ,
হের, পরাভূত পাঞ্চাল পাণ্ডব,
প্রবেশিছে রণে পুনঃ,—
আগে আগে বীর বৃকোদর ;
না হও চঞ্চল কেহ, বারিব সবারে,
বায়ুদলে ভূধর যেমতি।

(প্রস্থান)

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। উল্কাবেগে কর আক্রমণ,
এখনি নাশিব দুষ্ট সিন্ধুর নন্দনে ;
একা পুত্র গেছে ব্যূহ ভেদি ;
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছেদি রিপুদলে,
হও সবে সহায় তাহার ;
একেলা বালক, যুঝে ব্যূহ মাঝে,
সাগর উথাল সম গর্জ্জিছে কৌরব ;
হায় হায়, একা পুত্র অরি মাঝে !
রে পামর সিন্ধুসুত !
ঘুচাই সমর-সাধ তোর।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

নবম গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্র

যুধিষ্ঠির ও নকুল

যুধি। হে নকুল,
কেমনে যাইতে বল শিবির ভিতরে,
যতক্ষণ পাপ দেহে আছে প্রাণ !
ধর্ম্মজ্ঞানহীন আমি মূঢ়,
রাজ্য-লোভে করিনু দুষ্কর পাপ !
বার বার কহিল কুমার,
নাহি জানি নির্গম-উপায় ;
ভ্রান্ত মোহমদে,
প্রেরিনু শাবকে ব্যাঘ্র-মুখে !
কোটি বজ্রনাদ-সম ঝঙ্কারে কৌরব,
কি হয়—কি হয় রণে !
চল ল'য়ে সংগ্রাম ভিতরে,
ধরুক আমারে দ্রোণ,
ঘুচে যাক্ এ কাল সমর।
গর্জ্জে পুনঃ কৌরবীয় চমূ,
হাহাকারে নাদিছে
পাঞ্চাল পাণ্ডবগণে ;
প্রাণ মন আকুল নকুল ;
নাহি শুনি বৃকোদর-সিংহনাদ !
হের দূরে,
হাহা রবে কাঁদিছে সাপক্ষরথী।
জ্যেষ্ঠ আমি, সাধি হে তোমায় পুনঃ,
অর্পি দ্রোণ করে মোরে,
নির্ব্বাণ করহ রণানল।

নকুল। তিষ্ঠ মহারাজ ক্ষণ,
বিকল শরীর তব রিপুর প্রহারে ;
যাই রণে তব আশীর্ব্বাদে,
অবাধে জিনিব সিন্ধুরাজে ;
তিষ্ঠ সাবধানে নরমণি !

(দূতের প্রবেশ)

দূত। হায় হায়, মজিল সকলি !
জয়দ্রথ করে ঘোর রণ ব্যূহমুখে,
প্রবেশিতে নারে কোন বীর ;
একা শিশু বিপক্ষ-মাঝারে !
অষ্টবার ভীমসেন অচেতন,
নবম সমর,—না জানি কি হয়,
সিন্ধুরাজ দুর্নিবার আজি !
ধৃষ্টদ্যুম্ন যুযুধান আদি,

মহারথিগণে,
বিমুখিল রণে একা সিন্ধুর কুমার!

(সকলের প্রস্থান)

দশম গর্ভাঙ্ক

ব্যূহমুখ

জয়দ্রথ ও সৈন্যগণ

জয়। দেখ চেয়ে পাণ্ডবের দল
পলায় শৃগাল সম!
চল ধাই পশ্চাতে তাহার,
ছারখার করি শ্রেণী ভেদি;—
জয়লাভ হইবে এখনি।

[সসৈন্যে জয়দ্রথের প্রস্থান]

(ভীম ও সহদেবের প্রবেশ)

ভীম। সহদেব,
সত্বর শিবিরে লহ পাণ্ডবের নাথে।

[সহদেবের প্রস্থান]

ধিক্ ধিক্, ধিক্ বাহুবলে,
রক্ষিতে নারিনু শিশু!—
হে সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, পাণ্ডব!
একচাপে বেড়' সিন্ধুসুতে—
হায় হায়,
রণে পুনঃ পশিয়াছে ধর্ম্মরাজ!
হে নকুল, দেখ কি কৌতুক!
ক্ষিপ্ত শোকে পাণ্ডব-উত্তম,
বিকল অরির ঘায়;
শীঘ্র লও শিবির-ভিতরে,—
উচাটন প্রাণ দুই স্থানে,
কেমনে রাখিব বংশধরে;
হা কৃষ্ণ! কি এই হেতু জনম আমার?
রোধে মোরে সিন্ধুকুলাধম!
আরে আরে ভীরু সেনাদল,
কি লাগি মরণ-ভয়,
পলায়ে কি এড়াবে শমন?
আরে আরে সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল,
পৃষ্ঠে অরি করিবে প্রহার,
হেয় প্রাণ রাখি কিবা ফল,—
অপমান হ'তে মৃত্যু শ্রেয়ঃ!
চল রণে সাত্যকি ধীমান্,
দ্রুতপদে দ্রুপদ-তনয়,
অগ্রসর হও মৎস্যরাজ,
পাঞ্চাল-রাজন্, শিখণ্ডী সমরে শূর,
কৌরব-গৌরব নাশ' রণে;
আক্রমণ কর সিন্ধুঠাট;—
ঘূর্ণিবায়ু পশি যথা কানন-মাঝারে,
ভাঙ্গে মড়মড়ে তরুদলে,—
চল প্রবল-প্রতাপে,
প্রবেশি বিপক্ষ-মাঝে,
পাড়ি অরি বীরবৃন্দ মিলি॥

(ভীমের প্রস্থান)

(সসৈন্যে নকুল ও সহদেবের প্রবেশ)

নকুল। ধাও বেগে,
এখনি পাড়িব ছার সিন্ধুর নন্দনে।

সহদেব। চল দ্রুতপদে।

(সকলের প্রস্থান)

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। জয়দ্রথময় আজি কৌরব-
বাহিনী!
পাড়িলাম শত জয়দ্রথে রণে,
তবু যুঝে কুলাঙ্গার।
কিন্তু নাহিক নিস্তার,
দেবগণ সহ ইন্দ্র নারিবে রাখিতে।
একি!
অকস্মাৎ দীর্ঘ জটাঘটা চারিদিকে;
হৈ হৈ হাহা হুহু রব,
দক্ষযজ্ঞ মাঝে যথা কৈলাসীয় চমূ!

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। দেব, পড়েছে প্রমাদ !
দ্রোণরথ যুধিষ্ঠির শিবির নিকটে,
প্রায় পরাজিত সহদেব ;
পাঞ্চাল, পাণ্ডব রথী শিখণ্ডীসংহতি,
ভঙ্গীয়ান দারুণ দ্রোণের বাণে ;
রক্ষ ধর্ম্মরাজে মহাশয় !

[রোহিণীর প্রস্থান]

ভীম। কোন্ ভিতে রব স্থির ?
রথ সহ করিব আচার্য্যে চূর।

(ভীমের প্রস্থান)

(নকুল ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ)

ধৃষ্ট। হে নকুল ! ধাও বামভাগে,
দক্ষিণে আক্রমি আমি ;
কহ সাত্যকিরে হাঁকি,
ব্যূহমুখে দিতে হানা ;
শুনি বৃকোদর-সিংহনাদ পাছে,
পশ্চাতে কি পশিয়াছে রথী ?
নকুল। হে সাত্যকি, ধাও
ব্যূহমুখে।

[সকলের প্রস্থান]

একাদশ গর্ভাঙ্ক

শ্মশান

চারিজন পিশাচী

১ পিশাচী। সই, কোন্ কোণে ?
২ পিশাচী। তুই দক্ষিণে ?
৩ পিশাচী। উত্তরে, ভর তরে !

(চারিজন পিশাচের প্রবেশ)

ওলো—
৪ পিশাচী। টল্‌টলাটল্ সমান্
সমান্ চার ধারে

সকলে। টল্‌টলাটল্ সমান্ সমান্ চার
ধারে।

পিশাচীদল। (গীত)
কিলি কিলি কিলি, খিলি খিলি খিলি,
সজনি :
চক্‌মকে না ঢাকে, না আসে রজনী।
কল্‌কলা, হল্‌হলা,
ভিন্দি ভিন্দি, ছিন্দি ছিন্দি,
ঘোরঘোর ঝন্‌ঝনি,
সন্‌সনি।
পিশাচদল। কিল্লি কিল্লি, হিল্লি হিল্লি,
হিহি হিহি হি ;
হিল্লি হিল্লি, হিল্লি ঝিল্লি,
লিহি লিহি হি।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল—ব্যূহচক্র

দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামা

দ্রোণ। ধাও পুত্র ! সমীরণ বেগে,—
কহ সিন্ধুরাজে,
দৃঢ় অস্ত্রে রহে ব্যূহমুখে,
আগুবাড়ি নাহি দেয় রণ,
রহ সপক্ষে তাহার,
অনুক্ষণ সতর্ক প্রস্তুত,
প্রাণ উপেক্ষিয়া কর রণ,
নাহি দেহ প্রবেশিতে কারে।

(অশ্বত্থামার প্রস্থান)

পশিয়াছে বহ্নি গৃহমাঝে,
দেখি যদি পারি নিভাইতে,
না হইতে ভস্মরাশি বাহিনী আমার।

সিংহের শাবক যুঝে ফেরুপাল-মাঝে !
কুরুরাজে কেমনে রাখিব ?
অধীর অন্তর মম !
হের সূর্য্যের কুমার,
ভাঙ্গিল কটক শিশু রণে।
কোন মতে রক্ষা কর ব্যূহ ;
নহে দলবল যায় তল আজি !
কুরুরাজ, পতঙ্গের প্রায়,
ঝম্প নাহি দেয় বহ্নিমাঝে।
উত্তরে ভাঙ্গিল ঠাট,—কৃপাচার্য্য রথী,
রণসন্ধি রাখ সাবধানে।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। কুলক্ষয় হ'ল আজি রণে,
পড়েছে কুমার ভাগ !
রথ-রথী পদাতি কুঞ্জর,
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ঠাট,
পাড়িয়াছে একেলা বালক।
বারে তারে নাহি হেন জন !
হে আচার্য্য, যত যুক্তি ফুরাল সকল ;
হীনবল বাহিনী আমার,
নাহি রথী প্রবোধিতে একেলা বালকে

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। বৃথা পলায়ন কুরুরাজ !
ত্যজ অস্ত্র, ভজ ধর্ম্মরাজে।

দ্রোণ। রথিবৃন্দ,
রাখ প্রাণপণে কুরুরাজে ;
হে কর্ণ, হে কৃপাচার্য্য বীর,
রাজার সঙ্কট হেথা !

অভি। বিফল এ যত্ন গুরু !—
শরজালে কে বাড়িবে আগু ?

দ্রোণ। পশ'—
দ্রুতবেগে সৈন্যমাঝে কুরুরাজ !

(দুর্য্যোধনের প্রস্থান)

নহিবে শকতি মম,
বারিতে এ বালক দুর্জ্জয়।

(উভয়ের যুদ্ধ ও দ্রোণ অচেতন)
(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অভি। ভাল,
পিতা-পুত্রে দেখাইব যম।

অশ্ব। (স্বগতঃ) বিক্রমে কেশরী
শিশু !
ধনু-মুষ্টি ধরিতে না পারি আর।

(কর্ণের প্রবেশ)

অভি। হে রাধেয় !
বার বার পলাইয়া রাখ হেয় প্রাণ,
কুক্ষণে কুমতি,
দিলি কুমন্ত্রণা কুরুরাজে ;
দিব প্রতিফল ক্ষত্রিয়-সমাজে তার।

(দ্রোণ ব্যতীত সকলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

দ্রোণ। (চেতনা পাইয়া)
নাহি জানি কোথা কুরুরাজ,
কোটি কোটি মহা-অস্ত্র দীপিছে আকাশে,
আমর্থ, সামর্থ,
ইন্দ্রজাল, ব্রহ্মজাল আদি,—
রণে কেবা করে অবতার !
যুঝিতেছে অশ্বত্থামা ;
নাহি জানি কোথা দীক্ষা পাইল বালক,
নিবারিছে মহা-অস্ত্র যত ;
পঞ্চানন যথা,
বারিলা গরল-তেজ সিন্ধুর মন্থনে !

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্র

দুঃশাসন ও শকুনি

দুঃশা। হে মাতুল, জীবন-সংশয়
আজি রণে।

দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপে,
এককালে পরাজিল দুরন্ত বালকে,
পলকে প্রহারে কোটি বাণ ;
আগুয়ান কে হয় সমরে !
যুঝিলাম এক চাপে শত ভ্রাতা মিলি,
মুহূর্ত্তে নারিনু সহিতে রণ,
বংশনাশ হ'ল আজি রণে।
হতাশ হ'তেছে প্রাণে,
ব্যূহমুখে না জানি কি হয় !
একা যুঝে জয়দ্রথ বীর,
নাহি অবসর,
প্রেরিতে পদাতি এক সহায়ে তাহার ;
হুলুস্থুল প্রলয় উদয়,
বুঝি ক্ষয় হইল সকলি !

শকুনি। বৎস, পুত্রশোকে আকুল অন্তর,
বংশের দুলাল মম,
কোথা গেল ত্যজিয়ে আমারে !

দুঃশা। হে মাতুল, মুণ্ডে বাজ পড়ুক তোমার,
চন্দ্রসম পুত্রগণ মম,
লোটায় ধরণীতলে ;
করহ উপায়,
নহে বিলম্ব নাহিক আর,—
পুত্রে দেখা পাবে যমপুরে।
হায় হায়!
পুত্রশোকে আকুল কৌরব-শ্রেষ্ঠ,
ধাইছে সংগ্রামে !

শকুনি। দুর্য্যোধন ! ক্ষমা দেহ রণে।

(শকুনি ও দুঃশাসনের প্রস্থান)

(দ্রোণ ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। হে আচার্য্য ! নাহি বার' মোরে ;
মম সৈন্যে নাহি যবে রথী,
রোধিতে সম্মুখ অরি,—
কে যুঝিবে আমি না যুঝিলে ?
কেমনে পথিক-প্রায় দেখিব দাঁড়ায়ে,
পুত্র-পৌত্র-ক্ষয় মম,—
যাক্ প্রাণ ঘুচুক জঞ্জাল।
হের, মৃতপ্রায় অশ্বত্থামা,
পলায় সারথি ল'য়ে ;
নাহি জানি,
জীবিত কি মৃত রণে কর্ণ মহারথী ;
হে আচার্য্য, কৃপাচার্য্য হ'লো নাশ !

(উভয়ের প্রস্থান)

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। অস্ত্রহীন বিকল কটক,
প্রহারিতে নহে বিধি ;
কিন্তু কোন ভিতে নাহি হেরি পথ,
পঙ্গপাল বেড়েছে চৌদিকে ;
না পারি বুঝিতে,—
কোন্ পথে করেছি প্রবেশ।
কোন্ রথী উচ্চৈঃস্বরে ফিরায় বাহিনী ?
আসে রণে কৌরব-ঈশ্বর,
যোগ্য বটে কুরু-অধিকারী ;
পুনঃ রথিবৃন্দ ধাইছে চৌদিকে,
মার-মার রবে সবে ;
প্রাগ্-সৈন্য চালে প্রাগ্পতি,
রাজার সাহায্য হেতু ;
ভোজঠাট আসিছে পশ্চাতে,—
কাটি পাড়ি উত্তরে বাহিনী,
অগণ্য রাজার সেনা,
কোথা পথ পাইব উত্তরে !
পশ্চিমে পাণ্ডব-দল ;
কিন্তু পথ কোথা—না হেরি পশ্চিমে,
যতদূর দৃষ্টির গমন,
সৈন্য-সিন্ধু হেরি চারিদিকে,
ব্যোম-চক্রে মিশিয়াছে সেনা !

(ভগদত্তের প্রবেশ)

ভগ। হের মৃত্যু নিকট বালক!

অভি। ভাল ভাল রাজার শ্বশুর,
সম্মানে কাটিব তব শির!

(যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্র

দুর্য্যোধন

দুর্য্যো। হো, হো, কৃতবর্ম্মা বীর!
আন হেথা আহ্বানি সত্বরে,
মহারথিগণে ;—
হায় হায়, কি হ'ল কি হ'ল,
বালক সাক্ষাৎ যম!
কীট যথা আপন বন্ধনে,
মরি বুঝি চক্রব্যূহ করি!
ওহো,
আথালি পাথালি বাড়ি মারে ভীমসেন,
ব্যূহমুখে ;
নিবারিতে নারে বা সৈন্ধব।
প্রাগেশ্বর! চালাও কুঞ্জর ব্যূহমুখে,
অতিক্রত, অতিক্রত ধাও বীর ;—
মহামার করে বৃকোদর,
প্রায় অবসান সিন্ধুসেনা,
ভীমের বিক্রমে ;—
প্রাগ্‌সৈন্য ল'য়ে রোধ পথ।

(দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশাসন, কি হবে কি হবে ;
বধিবে সবারে আজি অর্জ্জুন-তনয়!
পুনঃ পুনঃ,
বেড়িনু বালকে, শত ভাই মিলি,
প্রাণ মাত্র অবশেষ,
নাহি আর শক্তি ভুজে ধরিতে ধনুক,
গদাভার লাগে গুরু।

(সপ্তরথীর প্রবেশ)

হে গুরু!
যদি প্রাণের সন্তাপে রোষবশে—
কভু দোষ ক'রে থাকি পায়,
ক্ষম সে সকল,
সন্তান তোমার আমি,
ল'য়ে তব পদাশ্রয়,
যায় যায় হয় বংশনাশ,
ক্ষত্রিয়-সমাজ মজে রণে।
আজি পতিহীনা হবে মহী,
জ্ঞান হয় ভৃগুরাম বালকের বেশে,
পশিয়াছে বাহিনী মাঝারে,
পুনঃ ধরা নিঃক্ষত্রী করিতে!
গুরু-পুত্র, কৃপাচার্য্য দেব,
যে হয় করহ সবে,
ন হ,
সবে মিলি বধ' মোরে, ঘুচুক বিবাদ ;
হের রথ রথী নায়ক বাহক,
পড়িতেছে কোটি কোটি চারিদিকে ;
হের,
ভিন্দিপাল, পট্টিশ, নারাচ,
শেল, শক্তি, তোমর, ভোমর, জাঠি,
দীপিতেছে নভঃস্থলে,
প্রতিকূলে নাহি অস্ত্র আর ;
হের,
রক্তের প্রবাহ ধাইতেছে খরস্রোতে,
ভাসে অশ্ব মাতঙ্গ বিমান,
হের, মহাবায় কোথায় কাঁপায় ঠাট,
মহাবহ্নি দহে সেনাগণে ;
জল-স্রোত সমুদ্র-সমান,
ডুবায় কটকে কোথা ;—
কোথা,
ভয়ঙ্কর অজগর বাঁধিছে বাহিনী ;

লক্ষ লক্ষ পৰ্ব্বত-চাপনে,
অনীকিনী ক্ষয় কোথা ;
ধূমকেতু-সম,
ঝাঁকে ঝাঁকে ধাইছে চৌদিকে,
মহা-অস্ত্র কোটি কোটি ;
শুন সিংহনাদ মুহুর্মুহুঃ ;—
অবসাদ না জানে বালক !
হে সখা, হে মাতুল ধীমান্,
হে আচার্য্য, কৃপ মহাশয় !
কি উপায়ে বধিবে বালকে,
বুঝি যুক্তি কর সবে মিলি,
নহে প্রাণ ত্যজিব এখনি ;
না দেখিতে পারি আর বান্ধব-বিনাশ।
ঘোর ত্রাসে রাখ পদে, গুরুদেব !

দ্রোণ। হের মহারাজ,
সজারু-সমান অঙ্গ বাণে,
দাঁড়ায়ে রয়েছি মাত্র শরাসন-ভরে,
হের, মম সম অন্ত রথিগণে !

কর্ণ। ভাবি তাই,
নাহি দেয় চক্ষু পালটিতে,
আগুবাড়ি সাজায়ে স্যন্দন,
খান খান হয় মুহূর্ত্তেকে,
অজ্ঞান লুটাই ভূমে পড়ি।
পুনঃ পুনঃ করিনু যতন কত,
বিফল সকলি রণে।

অশ্ব। যুদ্ধে আজি নাহিক নিস্তার।
অবতার করিলাম মহা অস্ত্র যত,
হীনতেজ লোষ্ট্র-সম পড়িল ধরায় ;
শিশু নহে, শঙ্কর আপনি !

শকুনি। ডাকিলে কি মহারাজ,
প্রশংসিতে শিশুর বিক্রম ?

কৃপ। উপায় বুঝিতে নারি কিছু।
দুর্য্যো। তবে যাই রণে বধুক
বালকে।

দুঃশা। কি করেন, কি করেন
কুরুরাজ,
বহ্নিমাঝে পশি কেবা বাঁচে ;
পাষাণ বাঁধিয়া পায় ডুবিলে পাথারে,
কে কোথায় পায় প্রাণ !

দুর্য্যো। হায় ভ্রাতঃ !
অপমান নাহি সহে আর,
বালকে সংহারে সর্ব্বসেনা !
কি কাজে এ ছার প্রাণ ধরি,
বুঝি আজ সকলি ফুরায় !

দ্রোণ। দেখিতেছি সকলি দাঁড়ায়ে
বৎস,
নিরুপায়ে কি উপায় করি ?
নাহি রথী এ তিন ভুবনে,
ন্যায়-যুদ্ধে জিনিবারে অভিমন্যু বীরে।

শকুনি। অন্যায় সমরে তবে বধহ
বালকে।

দুর্য্যো। অন্যায় সমরে যদি হয়
রণজয়,
কর তবে অন্যায় সমর,
সপ্তরথী বেড়ি মার দুরন্ত বালকে।

কৃপ। দুর্নীতি এ মহারাজ !

দুর্য্যো। নীতি বা অনীতি—
বিচার আমার ভার,
বধ' শিশু পার যে প্রকারে।

দ্রোণ। মহারাজ ! এই পাপে
মজিবে সকলি।

দুর্য্যো। মজে সব এখনি সমরে ;
পাপ পুণ্য মম' পরে,
পাল বাক্য, রাখ বন্ধুগণে ;
মহাপাপ, দেখি যদি বাহিনী-বিনাশ,
উদাস হইয়া রণে ;
বধ শিশু যা হয় আমার ;
কি অরিষ্ট ভুঞ্জিল পাণ্ডব,
অন্যায় সমরে পাড়ি কুরুবংশ-চূড়া ?

পুনঃ কহি, বধহ বালকে।

কর্ণ। শুন রথিবৃন্দ,
ইহা বিনা কহ কি উপায় আছে আর ?

শকুনি। উচিত আশ্রিতজনে
রক্ষিতে সর্ব্বথা।

[সপ্তরথীর প্রস্থান]

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। মহা কোলাহলে,
যাইতেছে সপ্তরথী বিপক্ষে আমার ;
এককালে করিবে কি রণ !
নাহি ডরি,
মজিবে মূঢ় নিজ মহাপাপে ;
একেলা বধিব সপ্তরথী।

(সপ্তরথীর প্রবেশ)

সকলে। বধ শিশু বেড় চারিদিকে।

অভি। রথিকুল-হেয় মূঢ় তোরা,
সাতজন ধেয়ে এলে রণে,
আর্জ্জুনি না গণে তায় ;
প্রেরিব পতঙ্গ সম শমন-ভবনে,
নরকে রহিবি চিরদিন।
আরে আরে কুলাঙ্গারগণ,
অচেতন শতবার লুটায়েছ শির,
সম্মুখে আমার, তোমা সবাকারে রণে ;
বীরপুত্র অভিমন্যু বীর,
না মারিনু তীর আর ;
নহে এতক্ষণ থাকিত কি প্রাণ,
বেড়িতে কি সাত জনে ?

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

[যুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃপ্রবেশ]

অভি। উপরোধ নাহি কারো
আর !
নিরস্ত্র কবচ-হীন বাহন-বিহীন,
প্রহারিব সবে সম ;
না ছাড়িব হীনপ্রাণী বলি।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রোহিণী ও গর্গমুনি

রোহিণী। হের মহাভাগ,
বুঝি মনোরথ না পুরিল মোর !
দর্পে যবে সপ্তরথী চালাইলা হয়,
শিশু বরাবরি রণে ;
হুহুঙ্কারে পুরিল গগন,
দিগ্‌হস্তী কাঁপিল শঙ্খের নাদে ;
উথলিল সাগরের জল,
বজ্রসম ধনুক-টঙ্কারে ;
ঘন ঘন কাঁপিল মেদিনী,
রথগ্রাম-সঞ্চালনে ;
কোলাহলে নাদিল বাহিনী ;
অস্ত্রজাল বেড়িল গগনে,
আঁধারিয়ে দশদিশি ;
পিনাক-টঙ্কার সম গর্জ্জিল বিমানে,
মহা-অস্ত্র কোটি কোটি,
চরাচর কাঁপিল তরাসে ;
কিন্তু গ্রহ-জ্যোতি যথা রবিকরে,
আচম্বিতে নিভিল প্রভাব যত,
বীর-দাপ সকলি ফুরাল !
যথা তুঙ্গ আগ্নেয়-শিখর,
স্থির মহাবীর রণে ;
সায়ক-নিচয় এড়িতেছে চারিভিতে ;
যেন,
আঁধারে অম্বর-তাপে গর্জ্জিয়া ভূধর,
হুহুঙ্কারে ফুৎকার ছাড়িছে,
দ্রবময়ী ধাতু-প্রস্রবণ নভঃস্থলে,—
উজলিয়া দিশ-পাশ ;
যথা, পড়ে ধারা বিবিধ বরণ,
ভস্মি গ্রাম পল্লী প্রান্তর কানন,
অবিশ্রান্ত বরিষে চৌদিকে,

সর্পাকারে দীপ্যমানা রিপু-বিঘাতিনী,
বিমর্দ্দিয়া চতুরঙ্গ অনীকিনী ;
থানা থানা পড়িছে কটক,
ফেনা উঠে রুধির-প্রবাহে ;
সপ্তরথী সাতবার ভঙ্গ দিল রণে !
হেথা,—
ব্যূহ-মুখে যুঝে ভীম অসীম-বিক্রম,
একক সৈন্ধব,
কত আর রোধিবে তাহারে ?
হের,
রথ তুলি মারে রথোপরে,
অশ্বে অশ্ব-বিনাশন ;
কুঞ্জরে কুঞ্জর পাড়িয়াছে ভূমে ;
কেশরী দলিছে যথা কুরঙ্গের পালে ;
প্রাণপণে ভগদত্ত জয়দ্রথ মিলি,
বিন্দু অনুবিন্দু সাথে,
নারে নিবারিতে মহারথে।
হের,
পর্ব্বত-প্রমাণ গদা,
চালিতেছে শূর সন্‌সনে ;
গদার বাতাসে উড়ায় বারণ ঠাট !
ধন্য ধন্য সিন্ধুর তনয়,
এতক্ষণ রোধে যোধে ;
পারে কি না পারে আর !
উত্তরে ত্রিগর্ত্ত-মাঝে হের ধনঞ্জয়,
রিপুহর ভৈরব-মূরতি মায়ারথে,
দীপ্যমান দিনমণি যেন,
কিরীট ঝলিছে ভালে,
অগ্নিময় আঁখি,
দলদলে যুগল কুণ্ডল,
শ্রীমধুসূদন
চালিছেন শ্বেতাশ্ব বাহন চারি,
ঘোরনাদে ধাইছে বিমান চক্রাকারে ;
কভু আগু, কভু পাছু,
কভু বা দক্ষিণে, কভু বামে,
অন্তরীক্ষে কভু,
কভু দেখি, কভু লুকি,
দেবের নির্ম্মিত যান,
ধ্বজে গর্জ্জে বীর হনুমান্‌,
ইন্দ্র-সম ইন্দ্রের নন্দন,
অবিশ্রাম হানিতেছে শর ;
বিশিখ-নিকর,
পক্ষীসম ঝাঁকে ঝাঁকে ধায় ;
দেখ, সপ্তরথী, সুশর্ম্মা সংহতি,
অস্থিমাত্র সার সবে,
প্রাণপণে নারে ফিরাইতে,
হৃদি-ভঙ্গ নারায়ণী-সেনা !
শুন,
নাহি সেই সিংহনাদ,
সত্রাসে শুনিল যাহা মগধ-ঈশ্বর,
যাদব-আহবে ঘোর,
একমাত্র পাঞ্চজন্য নিনাদে গভীর,
কম্পে ত্রাসে স্থাবর জঙ্গম !
রণ জিনি,
এখনি ফিরিবে রথী পুত্রের সহায়ে ;
এ তিন ভুবনে,
প্রতিবাদী কে হবে সমরে ?

গর্গ। হে কল্যাণি !
বেলা মাত্র তৃতীয় প্রহর,
ষোড়শ বৎসর পূর্ণ দিবা-অবসানে,
ইতিপূর্ব্বে না পড়িবে শিশু।
শুন সুকেশিনি !
যুঝে বীর উত্তরার আয়ুত-প্রভাবে।
দেখ, দেব-দৃষ্টি দানে, কৃশোদরি !
একাকিনী,
নিমীলিত-নেত্রে সতী আরাধে শঙ্করে !
যাও ত্বরা শুভে,
ভঙ্গ কর উত্তরার ধ্যান ;
নিজ বর ভুলি,
ভোলানাথ যদি বর দেন তারে,
প্রলয় ঘটিবে তাহে ;
পেয়ে পূজা বিশ্বনাথ,

আশীর্ব্বাদ করেছেন গর্ভস্থ কুমারে,
অন্তর্ব্যামী, বুঝিয়া মায়ের প্রাণ!
পবন-গমনে যাহ চলি,
বিঘ্ন-বিনাশন বিশ্বনাথে,
আরাধিতে নাহি দেহ আর।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

অভিমন্যু

অভি। বিচক্ষণ সারথি সবার,
না হানিতে তীর, পলায় আরোহী ল'য়ে;
সাতবার সপ্তরথী হ'ল অচেতন,
বধিতে নারিনু কারে;
পুনঃ দেখি সপ্ত-ধ্বজ দূরে,
নাহিক সহায় একজন;
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম আদি বীর,
অস্থির অন্তর মম স্মরিয়ে সবারে;
পড়িল কি রণে সবে!
নহে কেন,
না হয় সহায় মম এ ঘোর সঙ্কটে!
একান্ত বিপক্ষ-হাতে নাহিক এড়ান;
অপ্রমিত সৈন্য চারিভিতে,
নাহি হেরি পথ কোনখানে।
ভাল, ত্যজি প্রাণ বীর-পুত্র-সম;
কোথা সে সারথি,
কোথা অস্ত্র-পূর্ণ রথ তার?
বুঝি,
কৌরব-পক্ষীয় কেহ কইল প্রতারণা,
সারথির বেশে;
যে হয় সে হয় নাহি ডরি,
মারি অরি সম্মুখ-সমরে।

(প্রস্থান)

(সপ্তরথীর প্রবেশ)

কর্ণ। শুন সবে বচন আমার,
এককালে কর আক্রমণ,
কেহ কাট ধনু, তূণীর কেহ বা,
কবচ কাটহ কেহ,
কেহ অশ্ব রথ, কেহ বা সারথি,
ইহা বিনা না দেখি উপায়;
বলবান্ অর্জ্জুন-অধিক শিশু!

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। থাক্ থাক্, দেখাই বিপাক
সবে।

(সপ্তরথীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। হের, বিরথী অর্জ্জুন-সুত,
পুনঃ অস্ত্র হান চারিভিতে।

(রথিগণসহ অভিমন্যুর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ)

অভি। ক্ষমা কভু নাহি দিব রণে,
যতক্ষণ দেহে রহে প্রাণ।

(সপ্তরথীসহ যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমন্যুর প্রস্থান)

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। বেড় পুনঃ—বধহ বালকে!
[প্রস্থান]

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। নাহি অস্ত্র, ফুরাল ভাণ্ডার,
দণ্ড তুলি করি মহামার;
এ সংবাদ শুনিলে জনক,
অবশ্য হইত আসি অনুকূল মম,
গোবিন্দ মাতুল সনে।

(সপ্তরথীর প্রবেশ ও অভিমন্যুকে আক্রমণ)

দুর্য্যো। অস্ত্রহীন,
তথাপি পাবক-সম বালক সংগ্রামে,—
নিবার হে অঙ্গ-অধীশ্বর!

[সপ্তরথিসহ যুদ্ধ করিতে করিতে
অভিমন্যুর প্রস্থান]

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। কাটিল দণ্ড রাধেয় দুর্জ্জন ;
মরিয়ে দেখাব দুর্য্যোধনে,
পাণ্ডব-মরণ-রীতি ;
পড়ে মনে মাতার রোদন,
উত্তরার বিরস বদন !
চক্র-ঘায় পাড়ি রথ-রথী।

(সপ্তরথীর প্রবেশ)

কর্ণ। দানব-সমরে যথা দেব জগন্নাথ,
চক্রহাতে যুঝে মহাবীর !

[সপ্তরথী সহ যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমন্যুর প্রস্থান]

দুর্য্যো। রথিবৃন্দ ! নাহি দেহ ক্ষমা,
হান অস্ত্র যতক্ষণ নাহি পড়ে শিশু ;
ধন্য ধন্য গুরু-পুত্র,
কবচ পেড়েছ কাটি !

[প্রস্থান]

(কবচহীন অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। পাই যদি অস্ত্রপূর্ণ রথ একখান,
এখন' কৌরবে দেখাইতে পারি যম ;
দেখিতাম কি কৌশলে,
করিত বিরথী পুনঃ সপ্ত কুলাঙ্গার ;—
রিক্ত হস্তে করিব সমর।

(সপ্তরথীর প্রবেশ ও অভিমন্যুকে আক্রমণ)

অভি। ক্রমে তনু হ'তেছে অবশ ;—
কত অস্ত্র বরষিছে অরি ;—
বাজে গায় অগ্নি-শিখা সম ;
দেহ-ভার না পারে বহিতে পদ ! (পতন)

দ্রোণ। কেন আর অস্ত্রের ঝঙ্কার ?
উড়িয়াছে কলঙ্ক-পতাকা,
প'ড়েছে বালক রণে !

(দুষণের প্রবেশ)

দুষণ। ঘুচেছে কি অহঙ্কার তোর ?
যাও—যাও যম-পুরে !

(গদাঘাত করণ)

অভি। ওঃ—
এখন' নিবৃত্ত নহে অরি !

দ্রোণ। রহ—রহ দুঃশাসন-সুত,
নাহি ভয়,
অতল সলিলে ঝম্প দিয়াছে মৈনাক,—
উঠিবে না পুনঃ আর !

[সকলের প্রস্থান]

অভি। বুঝি আসন্ন সময় !
আর নাহি হইবে চেতন,
আর নাহি করিব সমর !
ছিল সাধ দেখিব জনকে,
মাধব মাতুল সহ,
রণ জিনি ফিরিয়ে শিবিরে।
ছিল সাধ,
জননীর পদধূলি লইব আবার,
উত্তরারে সম্ভাষিব হাসি ;—
খেদ নাহি তায়,
পড়িয়াছি বীরের শয্যায় ;
কিন্তু, নিঃসহায় পড়িনু অন্যায়-রণে।
ধনঞ্জয় পিতা মম,—
নিবাতকবচ-জয়ী ;
মাতুল অনাথবন্ধু শ্রীমধুসূদন ;—
হে পাণ্ডব-সখা, দেহ দেখা এ সময় ;—
হরি !
তনু—যায় রাঙা পায়,
অনাথে হে দেহ স্থান ;
প্রাণ যায়—যায় ফিরে চায়,
মোহে দু নয়নে বহে বারি,
তার' নিজগুণে চক্রধারী ;—
কাণ্ডারি ! অকূলে কর পার ;
রমাপতি, দেহ দিব্য জ্যোতিঃ,

দূরে যাক্ সংসার-আঁধার !
মায়া-ফেরে অবোধ বালক ;
হে গোলোক-পুলক প্রভু !
দেখাইয়া চল পথ,
মরি মরি, কোথা সারথির সাজ, হরি !
বাঁকা শিখি-পাখা,
ত্রিভঙ্গিমঠাম, বনমালি ?
পীতাম্বর, মধুর অধরে বাঁশী,—
বাঁশী, রাধা নামে মাতোয়ারা,
রাধা রাধা সদা বলে !
প্রেমময়ী প্রেমের প্রতিমা,
ত্রিভঙ্গভঙ্গিনী,
কে রমণী বামে তব ;—
ক্ষীরোদ-মোহিনীরূপে—
ঢালিছে প্রেমের ধারা !
প্রেমের লহরে, পরাণ নাচায়,
পরাণ গলায়, হায় !
যাই সখা, চিনেছি তোমারে ,—
রণ অবসান ;—
হাসি-মুখে চল যাই চন্দ্রলোকে !

(মৃত্যু)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবির-সম্মুখস্থ পথ

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন

অর্জ্জুন। চমৎকার ! গাণ্ডীব
লাগিল ভার গুরু,
টলিলাম রথের গমনে,
কর পদ কাঁপিল সঘন,
উচাটন অঙ্গ-মন রণে,
ছিলাম সময়ে মাত্র রথাবলম্বনে.
লক্ষ্যহীন—চলিল কর অভ্যাস-কুশলে।
বিকল অন্তর,
অমঙ্গল ঘটেছে নিশ্চয় ;—
নহে, যে হৃদয় কাঁপে নাই কভু,
মহা-অস্ত্র-দীপ্তি হেরি,
চাহে কাঁদিবারে উভরায়,
হীনমতি বালিকা যেমতি।
ঘোর কলরব—
বিজয়-হলহলা শুন কৌরবের দলে.
দম্ভে বাজে দামামা দগড়া .
অন্ধকার পাণ্ডব-শিবির.
নাহি রব. প্রাণিশূন্য যেন .
চল দ্রুত পদে যদুবীর !

শ্রীকৃষ্ণ। স্থির হও সখে !
সন্দ নাহি অমঙ্গল ঘটেছে নিশ্চয় ;
অশুভ ক'র না বুদ্ধি হইয়ে উতলা,
বাঁধ' বুক উচ্চ দুঃখ-হেতু,
ছোট কাজে নহে কভু নীরব পাণ্ডব।

(দূরে জয়ধ্বনি ও বাদ্য)

অর্জ্জুন। ওহো ! মহানন্দ
কৌরব-শিবিরে !
ধ'রেছে কি যুধিষ্ঠিরে ?
বৃকোদর ভ্রাতা-পুত্র-বান্ধব-সংহতি,
প'ড়েছে কি মহারণে ?
নহে,
কি হেতু না গর্জ্জে ভীম কৌরব-উল্লাসে ?

শ্রীকৃষ্ণ। বিপদ্ ক'র না বুদ্ধি বীর ;
কি বুঝাব হে সখা তোমায়,
বিপদ্-শৃঙ্খল বাড়ে অধীরতা হেতু।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবিরাভ্যন্তর

যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন,
সাত্যকি প্রভৃতি

যুধি। হায় ভীম,
কুক্ষণে হইনু আমি পাণ্ডব-প্রধান।

ভগবান্‌, এই কি হে লিখেছিলে ভালে,
পৃথিবী করিনু পতিহীনা!
ভ্রাতা ভ্রাতৃরোধী, পিতা-পুত্রে বাদী,
গৃহ-ভেদী কালরণে;
আজি যারে হেরি, কালি না নেহারি,
নিভে একে একে,
নিশা-অন্তে দীপমালা সম!
পালে পাল কুক্কুর শৃগাল,
ভূপাল-কপাল ল'য়ে খেলে।
নীর সম রুধির বহিয়ে,
নিত্য আর্দ্রে মহীতল;
ব্যোম-চর উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,
মাংসাহারী, রাহু সম পড়ে ছায়া;
মহারোল চঞ্চুধ্বনি নীরব নিশীথে,
কেঁদে যেন ভ্রমিছে পুষ্করা,
মহামারী-সহচরী;
আমা-হেতু এ সংহার ক্রিয়া!
যত্ন করি জ্বালিনু অনল,
দিনু ডালি বংশধরে হস্ত-পদ বাঁধি!
হায় হায় সুভদ্রার অঞ্চলের নিধি!
কি কব, যবে সুধাবে উত্তরাবধূ,—
"কোথা ধর্ম্মরাজ, পতি মম?
বালিকা গো আমি,
কোথা মম বাল্যক্রীড়া-সাথী?"
কি ব'লে বুঝাব,
কেমনে হায়, অর্জ্জুনে দেখাব মুখ!
কি কহিবে শ্রীমধুসূদন,
শুনি, হত প্রিয় ভাগিনেয় তাঁর,
মম রাজ্য-লোভে,
মম ছার-প্রাণ রক্ষা-হেতু!
আহা! মরে পুত্র অন্যায় সমরে,
আশ্বাসে বিশ্বাস করি!
হীনবীর্য্য ক্ষত্রিয় অধম আমি;
নহে, ত্যজি গাভী-বৎস ব্যাঘ্র-মুখে,
না যাইনু রাখিতে তাহারে!

ধৃষ্ট। শুন গভীর রথের নাদ,
আসিতেছে ধনঞ্জয়।

সাত্যকি। কেমনে—অর্জ্জুনে দেখাব মুখ!

ভীম। ওহো!

(শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। হের হে কেশব!
শব-সম নীরব সকলে অন্ধকারে!
ওহো বৃকোদর! কি হেতু নীরব তুমি?
কেন না সুধাও ভাই রণের বারতা?
বীরভাগ! কেহ দেহ উত্তর আমারে—
কোথা মম অভিমন্যু বীর?
অভিমন্যু! জীও যদি দেহ রে উত্তর,
কাতর পরাণ মম!

ভীম। হে অর্জ্জুন, গেছে পাখী
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া!
অভিমন্যু-মৃত্যু-কথা কহিব কেমনে;
অন্যায় সমরে কুরু বধিল বালকে,
ব্যূহমাঝে সপ্তরথি-কুলাধমে মিলি।
অর্দ্ধসৈন্য নাশিয়া সংগ্রামে,
প্রসন্ন কিংশুক সম প'ড়েছে কুমার,
চন্দ্র-বংশে চন্দ্র-অবতার,
শয্যা রচি অরি-শবে শূর!

অর্জ্জুন। হে কেশব! হে কেশব!

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষত্রিয়-উত্তম!
সত্য, শূল-সম পুত্র-শোক!
কিন্তু বজ্র-সম ক্ষত্রিয়-হৃদয়;
বীর-বীর্য্য প্রকাশি সমরে,
বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু লভেছে কুমার,
ক্ষত্র-পিতা, অধিক কি চাহ আর?

অর্জ্জুন। হে পাণ্ডব সখা,
ধন্য ধন্য তুমি যদুবীর!
কেমনে আমি বুঝিব মহিমা তব;
পরশ-পরশে লৌহ কাঞ্চন-মূরতি,
ধরে তরু চন্দন-সৌরভ—

মলয়ের সহবাসে।
দেখি,
পারি যদি, হে আদর্শ নরদেহধারি !
অনুগামী হইতে তোমার।
ওহে কৃপা-সিন্ধু পাণ্ডব-বান্ধব,
ত্রাণকারি ভবার্ণবে '—
গুরু তুমি—শিক্ষা দাতা এ পরীক্ষা-স্থলে।

যুধি। করিল প্রতিজ্ঞা দ্রোণ ধরিতে আমায়;
পশিল সমরে,
দলবলে চক্রব্যূহ করি ;
নিবারিতে নারিল কৌরবে,
ভীম আদি যোদ্ধা মিলি .
চক্রব্যূহ দুর্ভেদ্য সাজন।
মত্ত রাজ্য-লোভে,
কহিনু বালকে ভেদিতে দুর্গম ব্যূহ ,
করি মহাত্মার বীর-অবতার,
পড়েছে সম্মুখ রণে ;
দ্রোণ আদি সপ্তরথী অন্যায় সমরে,
বধিয়াছে পাণ্ডু-কুলোজ্জলে।

ভীম। হে অর্জ্জুন! ভীম বলি ডাক' বার বার,
কোথা ভীম, কে দিবে উত্তর ?
ধিক্ ধিক্ !—
নহি ভীম, নহি—নহি কুন্তীর কুমার,
কুলাঙ্গার ক্ষত্রিয়-অধম আমি !
হায়! রণে যবে বেড়িল বালকে—
সপ্ত নরাধমে মিলি ;
না জানি বালক কত চাহিল পশ্চাতে—
বিপক্ষ বাহিনী-মাঝে বিপাকে পড়িয়া!
যবে পীড়িত অরির বাণে,
অবশ্য ডাকিল পুত্র, জ্যেষ্ঠতাত বলি ;—
কিংবা বৃথা খেদ করি আমি,
বীর-পুত্র রথি-কুল-চূড়া,
কভু যুঝে নাই,
মম সম হীনবল-মুখ চাহি।
হা কৃষ্ণ! কি কব হে তোমারে—
ভগ্নব্যূহ নারিনু ভেদিতে,
জয়দ্রথ রোধিল সবারে।
অবশ্য দেবতা কেহ হইল সহায়,
নহে ছার জয়দ্রথ,—
পদাঘাত করিয়াছি মুখে
যমোপম রথিবৃন্দে—
বারিল সমরে একা!

অর্জ্জুন। কহ দেব অদ্ভুত কথন!
রোধিল তোমারে ছার সিন্ধুর কুমার ?

ভীম। হে অর্জ্জুন! ধরি দেহ
প্রতিবিধিৎসার হেতু!
নহে তীক্ষ্ম খড়্গে ছেদি বাহুদ্বয়,
ফেলিতাম জলন্ত অনলে,—
ছুরিকায় ছেদি জিহ্বা দিতাম কুক্কুরে,
বীর-গর্ব্ব না করিত কভু আর ;
রহিতাম,
শৃগাল-কুকুর-ভক্ষ্য শ্মশানের মাঝে ;
অনলে না ত্যজিলাম তনু,
স্পর্শে মম পাবক অশুচি !—
সিন্ধুকুল-নরাধম রোধিল আমারে!
চক্ষের নিমিষে ব্যূহ ভেদিল কুমার,
হাহাকার উঠিল কৌরব-দলে,
ধাইলাম পাছে পাছে তার,—
ঘোর যুদ্ধ হইল ব্যূহমুখে ;
প্রাণ উপেক্ষিয়া,
পুনঃ পুনঃ সবে মিলি দিনু হানা,
নারিনু ভেদিতে ব্যূহ ;
আক্রমিনু, কভু বা দক্ষিণে, কভু বামে,
কোন মতে নারিনু বুঝিতে,
মহাসৈন্য-সমাবেশ ;
যথা যাই তথা জয়দ্রথ—কামরূপী—
শত শত পাড়িলাম চারিভিতে,
আঘাতিতে নারিনু পামরে।

অর্জ্জুন। হে মাধব!
মরে পুত্র জয়দ্রথ-হেতু,
কালি তারে বধিব সমরে,
অস্ত না হইতে ভানু।
শুন শুন বীরভাগ! প্রতিজ্ঞা আমার,
কি ছার কৌরব-ঠাট,
রাখিবারে পুত্র ঘাতী মূঢ়ে,
যত্ন যদি করে তারকারি
অসুরারি দলে বলে;
যক্ষ-সৈন্যে গদাধর যক্ষনাথ;
যত্ন করে,
ভূচর, খেচর, গন্ধর্ব, কিন্নর,
দিক্‌পাল, অষ্টবসু সহ—
যত্ন করে
রাক্ষস, খোক্কস, পিশাচ, দানব,
বেতাল, ভৈরব রণে;—
এককালে যত্ন যদি করে তিনপুর,
নারিবে রক্ষিতে সিন্ধুকুল-নরাধমে।
এক বাণে কাটিব তাহার শির;
ধরি বাণ পুনঃ পুনঃ কহিব গর্জ্জিয়ে,
সমূহ অরির মাঝে,—
"দেখ দেখ বধি সিন্ধুসুতে;
কে করেছ মাতৃস্তনা পান,
রক্ষা কর আসি হেথা।"
ফিরিবে না রিপু-বিঘাতিনী,
মহেশের শূলাঘাতে,
পাশ-দণ্ড নারিবে বারিতে মহাশর;
অস্ত্রের প্রভাবে মহা-অস্ত্র যত,
তৃণ হেন হবে ভস্মরাশি,
পশুবৎ ছেদিব অরাতি-শির;
না করিব দ্বিতীয় সন্ধান,
কহি অস্ত্র স্পর্শ করি।
কিন্তু,
শক্তিধর যদি কেহ থাকে কোন স্থানে,
রথীন্দ্র-সমাজে পূজ্য, রাখে জয়দ্রথে,
ধনু-অস্ত্র না ধরিব আর,
মুক্তকণ্ঠে কহিব ক্ষত্রিয়-মাঝে,—
ক্ষত্র-ক্ষেত্রে জন্ম নহে মম;
না হ'ল, না হ'বে কভু পিতৃলোক-গতি;
অগ্নি-কুণ্ড কাটি নিজ হাতে,
নিজ হাতে পঞ্চচুলে সাজি,
প্রবেশিব বহ্নি-মাঝে।
পুনঃ কহি,
বীর-কার্য্য দেখাইব কালি,
রুধিরে ডুবাব ক্ষিতি,
প্রেতাত্মার তৃপ্তি হেতু তার।
ওহো! নিঃসহায় প'ড়েছে বালক!
মৃত্যুকালে,
অবশ্য ডেকেছে মোরে কুমার আমার।
হায় হায়, ফেটে যায় বুক,
অভিমন্যু হত রণে!
তিনলোক কাঁপিত রে বাণে তোর,
ভীষ্মদেব পরাভূত তোর রণে!
হা হা পুত্র! কোথা গেছ আমায়
ত্যজিয়ে?
কি ক'ব মায়েরে তোর,
কি কহিব গর্ভবতী উত্তরারে,
কহ মোরে শ্রীমধুসূদন?

শ্রীকৃষ্ণ। ধনঞ্জয়, হ'ও না অধীর।
হের,
রাজা যুধিষ্ঠির আকুল আক্ষেপে তব,
ম্রিয়মান আত্মীয় সকল;
শুন—
বিজয় দুন্দুভি বাজে কৌরব-শিবিরে,
উল্লাসে নাচিছে অরিদল,
হীনবল হইবে বাহিনী তব,
কর নিজ তেজে উত্তেজনা সবে।
ধনঞ্জয়, শক্তি তব সহিবার হেতু,
ধৈর্য্য মাত্র মহত্ত্ব-লক্ষণ।
হে ভীম, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন, হে বীর-সমাজ,

নাহি কি হে মহাকার্য্য প্রাতে ?
নাহি কি হে প্রতিবিধিৎসার ভার ?
মারি দুগ্ধপোষ্য শিশু অন্যায় সমরে,
গর্জ্জে অরি অহঙ্কারে !

ভীম। শুন শুন বীরভাগ, প্রতিজ্ঞা আমার,
কালি যদি সন্ধ্যার গগনে,
কুরুকুল-কুলবধূ রোদনের রোল,
নাহি উঠে আজিকার জয়োল্লাস-সম,
গদামুষ্টি না ধরিব আর,—
অগ্নিকুণ্ডে ত্যজিব এ পাপ দেহ।

সকলে। কুরুবংশ-ধ্বংস কালি রণে।

শ্রীকৃষ্ণ। যাও সবে যে যার শিবিরে,
পূজ নিজ নিজ ইষ্টদেবে বল-হেতু ;
কালি প্রাতে রুধিরের ক্রিয়া।
না হও চঞ্চল ধর্ম্মরাজ,
নিয়তি রোধিতে নারে কেহ ;
বীরধর্ম্মে পড়িল কুমার,
কি দোষ তোমার রাজা !
বংশ তব পূরিল গৌরবে,
অভিমন্যু-পরাক্রমে।

যুধি। ওহে অন্তর্য্যামি,
তোমা বিনা কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা ?
মুখ চাহি কহিল কুমার মোরে,
"নাহি জানি নির্গম কেমন।"
তথাপি প্রেরিনু রণে ;
তাই প্রাণ বাঁধিতে না পারি, হরি !

অর্জ্জুন। হে পাণ্ডব-নাথ,
অধীর হইলে দেব, কে রহিবে স্থির ?
পাণ্ডবের মাঝে,
ধর্ম্মজ্ঞানে ধর্ম্মরাজ তুমি,
গত-জীব-হেতু শোক কর কি কারণে ?
বিধির নিয়ম খণ্ডন না হয় প্রভু !

যুধি। হা পুত্র ! হা বংশধর মম !

(শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। বামা-কণ্ঠরোল শুন বীর ধনঞ্জয় !
কঠিন কর্ত্তব্য এবে সম্মুখে তোমার।

(সুভদ্রা ও উত্তরার প্রবেশ)

সুভদ্রা। শুন মা আমার, হও স্থির,
গর্ভে তব অভিমন্যু-সুত।

উত্তরা। কহ তাত, কহ বাসুদেব,
কেন হর অর্ঘ্য নাহি নিল,
কি দোষে ভুলিল ভোলা ?
ধরিতে না পারি প্রাণ, তাত !
পূর্ব্বজন্মে ছিনু গো রাক্ষসী,
নিঃশ্বাসে হইল ভস্ম প্রাণনাথ মম,—
বালা-হৃদি-মঞ্জরী-বিকাশ।
কিন্তু, হে মধুসূদন !
খেদ নাহি তায় মম।
শুনেছি সর্ব্বজ্ঞ তুমি,
বল মোরে কেন ভাণ্ডাইলা ভূতনাথ ?
ভাণ্ডাইবে যদি, কেন দিলা হেন পতি,
কাঁদাইতে বালিকারে ?
কহ, দেবদেবে কে পূজিবে ভবে আর ?
হে গাণ্ডীব-ধারি !
ভাবি তাই কি ছার কপাল ধরি !
বিশ্বজয়ী মহারথী তুমি,
তব পুত্রে বধিল কৌরবে,
বরাহে যেমতি,
বেড়ি মারে কিরাতের দল !
হয় মনে, সকলি তোমার চক্র,
ওহে চক্রধারি !
হে পাণ্ডব-সখা !
কাঁদায়েছ সবারে সংসারে,
কাঁদায়েছ যথা গেছ তুমি ;—
কাঁদাইয়ে বসুদেব-দেবকীরে,
নন্দালয়ে গেলে হরি,
খেলিলে পাঁচনী ল'য়ে রাখালের সনে ,

মাতালে গোপিনী-প্রাণ বাজায়ে বাঁশরী।
পুনঃ হরি ব্রজ পরিহরি,
চড়িলে অক্রূর রথে,
কাঁদিল নন্দ, কাঁদিল যশোদা,
'গোপাল গোপাল' ব'লে,
রাখাল বালক আকুল হইল কেঁদে,
কাঁদিল গোপিনী,
অনাথিনী কাঁদিলা রাধিকা ;—
মাতুলে সংহারি কাঁদাইলে মাতৃকুলে ,
এবে হরি পাণ্ডবের রথে।
তাই বুঝি,
পথে পথে কাঁদে বীরকুলনারী যত।
দয়াময় কে বলে তোমাকে ?
বালিকার বুকে হানিলা এ শক্তিশেল !

স্নভদ্রা। ভাবি মনে কোন্ মায়া-বলে,
আছিল আচ্ছন্ন রথিকুল !
দেখেছি সারথি হ'য়ে,
পাণ্ডবের পরাক্রম রণে ;
এ হেন পাণ্ডব-পুত্রে নাশিল কৌরবে !
সিংহ-শিশু বিনাশিল,
সিংহের সম্মুখে ফেরুপাল মিলি ;
জানিলাম দৈব বলবান্।

অর্জ্জুন। না দহ অন্তর, ভদ্রা, না দহ অন্তর,
আছি স্থির—প্রতিহিংসা হেতু।

শ্রীকৃষ্ণ। ত্যজ শোক স্নভদ্রা ভগিনি,
হের পুত্রশোকে বিকল বীরেন্দ্র আজি।
গৃহিণী তুমি,
কর যতনে স্বামীর সেবা,
ভুলাইতে শোক।
তমালে লতিকা যথা বাঁধে,
পতি-পত্নী বন্ধন তেমতি ;
বিকাশে লতিকা স্নন্দর তরুর ভরে ;
কিন্তু যবে ঘোরবাতে কাঁপে তরু,
বাঁধে তরুবরে লতা দৃঢ়তর বাঁধে,
মরে তরু সনে একই মরণে।
চেয়ে দেখ পুত্রবধূ তব,
বালিকা বিবশা পতি-শোকে,—
গর্ভে তার পাণ্ডব-সন্তান,
কাঁদিতে কি পাবে না গো দিন ?
হে বৎসে উত্তরে !
দেব-নিন্দা নাহি কর কভু ;
দোষ' নিজ ভাগ্যে গুণবতি !
অবশ্য কল্যাণি,
ঘটেছে ব্যাঘাত অর্ঘ্য দিতে।
সন্দচিত্তে অর্ঘ্য দিলে নাহি লন হর,
সন্দেহ বিষম বিঘ্ন দেব-আরাধনে।
যা হবার হইয়াছে গুণবতি,
গর্ভে তব অভিমন্যু-বংশধর,
শোকে তাপে ভুল না কর্ত্তব্য, সতি !
যাও ফিরি গৃহে, পাণ্ডবের বধূ,
প্রাতে রণ—কর গিয়ে মঙ্গল অর্চ্চনা ;
চল, বহু কার্য্য সম্মুখে তোমার।

অর্জ্জুন। অধীর হৃদয়, দেব, উত্তরার তরে।

শ্রীকৃষ্ণ। সে সময় নহে মতিমান্,
বুঝ নাই—শঙ্কর বিমুখ !
রুদ্র-তেজ বিনা, ভীমসেনে
কে জিনে সম্মুখ-রণে ?
চল যাই কৈলাস-শিখরে,
আশুতোষে তুষিবারে ;
আছে ভার প্রতিজ্ঞা-পালনে।

যবনিকা পতন

"সীতার বনবাস" যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, "অভিমন্যু বধ" ততটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিক প্রতাপ চাঁদ জহুরীর ধারণা হয়, সীতার বনবাসের লবকুশ দর্শকদের মন যেভাবে জয় করেছিল, মহাভারতের বীরত্ব গাথায় তেমন কোন চরিত্র না থাকায়, আশানুরূপ অর্থ লাভ করা যায়নি। তাই গিরিশচন্দ্রকে তিনি এই সময় একদিন বলেন—"বাবু, অব্ দোসরা কিতাব লিখেগে, তব্ ফিন্ ওহি ছুনো লেড়কা জোড় দেও।" গিরিশচন্দ্র প্রতাপচাঁদের মনোভাব বুঝে "লক্ষ্মণ বর্জ্জন" নাটক রচনা করেন। "লক্ষ্মণ বর্জ্জন" এক অঙ্কে সমাপ্ত একটি দৃশ্যকাব্য।

লক্ষ্মণ বর্জ্জন

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

ইং শনিবার, ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৮১, বাং ১৭ই পৌষ, ১২৮৮

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ ॥

রাম—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, লক্ষ্মণ—মহেন্দ্রলাল বসু, কালপুরুষ—অঘোরনাথ পাঠক, ব্রহ্মা—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।

॥ নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ॥

ব্রহ্মা, কালপুরুষ, মহর্ষি দুর্ব্বাসা, বশিষ্ঠ, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, লব, কুশ, বিভীষণ, জাম্বুবান, সুগ্রীব, হনুমান, কৌশল্যা, দূত, নাগরিকগণ, ভেরীনিনাদক প্রভৃতি।

প্রথম দৃশ্য

ব্রহ্মলোক

কালপুরুষ ও ব্রহ্মা

কাল। কহ বিধি, এ কি হে নিয়ম তব,
এ খেলা বুঝিতে নারি, মূঢ় আমি!
অঙ্কুরিত পরমাণু দীপে ভানু রূপে,
ছোটে রেণু ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ;
পুনঃ কোন্ প্রাণে, আজ্ঞা দেহ মোরে,
নিভাইতে উজ্জ্বল তপনে—
গ্রহস্থলে ঘটাতে প্রলয়!
তব অনুগামী,
নহি কোন দোষে দোষী আমি,
তবে কি হেতু হে পদ্মযোনি,
দেহ দাসে কলঙ্কের ভার?
হের,—সপ্তদ্বীপ ধরা, রাম-রাজ্য-গত,
আঁখি-বিনোদন নন্দন-গঞ্জন-শোভা,
রাম বিনা হইবে শ্মশান।

ব্রহ্মা। শুন তত্ত্ব;—
দেখিছ যে বিপুল-ব্যাপিনী শোভা,
শব-দেহ-সম অচেতন,

শক্তি-হীনা জনকনন্দিনী বিনা।
উদিল যামিনী,—
কহ, ভানুর কি প্রয়োজন তবে?
বুঝ চিত্তে, হে কালপুরুষ,
আড়ম্বরে নাহি সার।
দেখ,
রাম-রাজ্যে নাহি কোন ভয়;
যেই প্রজা হেতু,
জনকনন্দিনী বিসর্জ্জিলা ভগবান্,
সেই সূর্য্যবংশ-সিংহাসন,
সিংহাসনে বসি সনাতন,—
শুন তবু প্রজার রোদন,—
শুন রোদন-সঙ্গীত,
বিচঞ্চল অনিল যাহায়।
হাটে ঘাটে বিপিনে বাজারে,
পথে মাঠে গোঠে,
কাঁদে, হা সীতা—হা সীতা ব'লে;
অন্ন ঘরে—অন্ন নাহি খায়,
সন্তানের মুখ নাহি চায়,
পতি সতী না সম্ভাষে পরস্পরে,
পাখী নাহি গায়, সলিল শুকায়,
নিরানন্দ উপবন।
হের, রাজীব-লোচন
দীন-মনে ধরাসনে,
অশক্ত অনন্ত-শক্তিধর;
ব্রহ্ম-দিবা ফুরায় ফুরায়—
যুগ-লয় হইবে সত্বর;
আসিবে রজনী,
হাসিবে মেদিনী শশধর-দরশনে,
এ গগনে ভানু নাহি শোভে,—
হের, স্পর্শ করি মোরে,
করি স্থান পান, ধাইতেছে মহাকাল
জ্যোতিঃ-মাঝে আপনি হইতে লয়,—
কার্য্য-ফল আপনি ফলিছে,
নিমিত্তের ভয় কিবা তায়?

পতিব্রতা-শাপে—
আপনা-বিস্মৃত নারায়ণ,
টুটিবে সে মোহ তব দরশনে।
যাও আশুগতি, লোক-হর!
সন্ন্যাসীর বেশে,
কর গিয়ে রাম-দরশন,—
সাধুজনে না নিন্দিবে তোমা।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

লবকুশবেশী বালকদ্বয় ও
দুইজন নাগরিক

গীত

হরশৃঙ্গার—ঠুংরি।

বালকদ্বয়। কাঁদ, বীণা—কাঁদ রে!
গর্ভবতী সতী, সীতা নারী বর্জ্জন,
নাম মধুর, রাম নিঠুর,
কাঁদি বীণা গাও, হৃদয় ভাসাও,
জানকী দুখ স্মরি, কর ঘন রোদন,
নিঠুর নারায়ণ,
কাঁদ, বীণা—কাঁদ রে।
যামিনী ঘোরা, জননী বিভোরা,
কাঁদিয়া চল বীণা সাথে;
একাকিনী কামিনী, হা রাম রঘুমণি,
শুন বীণা, বীণা জিনি রোদন বাতে;
শুন বীণা শুন পুনঃ, সঙ্গীত সকরুণ,
গর্ভবতী কাঁদে সন্তান তরে;—
পতি-পদে মতি গতি, একাকিনী বনে সতী,
প্রেম-বারি সারি সারি, ঝর ঝর ঝরে,
মা জানকী কাতরা সন্তান তরে;
শূন্য পানে চাহে, লজ্জা রাখ কহে,
লজ্জানিবারণ পান অদূরে!
রাম-নাম-গান, বাল্মীকি তোলে তান,

প্রেম মধুরে, কানন পুরে, সঙ্গীত দুরে,—
রাম রঘুমণি, ধাইল জননী,
দ্রুতগতি সন্ততি রাখিব আশ,
কণ্টক ফুটিল, গতি নাহি টুটিল,
মুনি-পদতলে পড়ে, আলু-থালু বাস।
কাঁদ বীণা—কাঁদ রে, ভুমে পড়ে
চাঁদ রে!

শান্তমতি সতী, কুটীর বাসে,—
শিশু দুটি পাশে,
রাম নারায়ণ, গাইছে নন্দন,
নলিনী মলিনী শিশু-মুখ চাহি হাসে,—
গুণবান্ নন্দন, পতি-করে অর্পণ,
জগত-জননী পদে, ঘন ঘন আশে,
সহায়বিহীনা বামা, বিপিন নিবাসে;
প্রেম পুলকে, জ্ঞান-আলোকে,
শিশু দুটি শশী—বাড়ে কানন-মাঝে,
গৌরব ফুটিল, সৌরভ ছুটিল,
শতমুখ কহিল শ্রীরামরাজে;
প্রাণ বাঁধ বীণা—বাঁধ রে।
বিবিধ রতনরাজী, শোভিত সভাতল,
নীল-কমল-আঁখি, নরদেহধারী,
বিভাগ চারি;
নিজ গুণ কীর্ত্তন, কোলে তোলে নন্দন,
চুম্বন ঘন ঘন, চাঁদ-মুখ চাহি,
নীল-কমল-ধারা বহে বুক বাহি;
দেখ রে দেখ রে বীণা, দেখ রে
দেখ রে পুনঃ
সীতা-রাম মিলন, নয়নে নয়ন,
হা হা কাঁদ বীণা, নিদয় রাম।
পরীক্ষা যাচিল, একি একি একি হ'ল,
মা জানকী, কোথা গেল,
মেদিনী কোলে নিল;
জনম-দুখিনী;—
কাঁদ, বীণা—কাঁদ রে!
কাঁদিল নন্দন, আকুল জগজন,
কাঁদ, বীণা—কাঁদ রে

১ নাগ। আহা, "মা জানকী জনম-
দুঃখিনী",
গাও, গাও বাছাধন!

লববেশী। দেখ দেখ কি আসে
অদূরে!

২ নাগ। নাহি ভয়, আসিতেছে বৃদ্ধ
দ্বিজবর।

কুশবেশী। না না, হৃৎকম্প হয়
হেরে।

[বালকদ্বয়ের প্রস্থান]

১ নাগ। দেখ চেয়ে কে আসে
প্রাচীন,
দ্বিজ বলি চিনিলা কিরূপে?
কায়া সম নাহি হয় জ্ঞান,
যেন অঙ্গ ছায়া-আচ্ছাদিত,
হস্ত পদ না হয় নির্ণয়,
জটা-ঘটা আসে চলে!
মা জানকী ত্যজেছেন মহী,
রামরাজ্যে হবে এবে, হেন আনাগোনা;
নাহি কাজ রহিয়ে এ স্থানে,
শুভাশুভ চেনে শিশু শৈশব-আলোকে,
জ্ঞান-গর্ব্ব-অন্ধকারে না দেখে প্রবীণ।

(নাগরিকদ্বয়ের প্রস্থান)

(কালপুরুষের প্রবেশ)

কাল। ক্ষয়—ক্ষয়—ক্ষয়, যথায়
উদয় মম,
জন-হীন বিপিন নগর আগমনে;
মুক্ত হব মহাপাপে শ্রীরাম দর্শনে।

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ

রাম

রাম। কহ নারায়ণ,
কত দিন দেহভার আর,

কত দিন মোহ,
কত দিন জানকী-বিরহ আর।
খোল দৃষ্টি নারায়ণ!
কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য—
কার্য্য বিনা নহে মোহ-দূর,
নহে জ্ঞান-যোগ কভু!
কার্য্যে—গর্ভবতী-শাপে আপনা-বিস্মৃত,
কার্য্যে—জানকী-বর্জ্জন,
কার্য্যে পুনঃ ধরিব চরণ—
বৃন্দাবনে গোপ-বালা রাধিকার;
কার্য্যে—লক্ষ্মণে ত্যজিব,
দ্বাপরে পূজিব বলরামে;
কার্য্যে—বালিবধ,
বধিবে অঙ্গদ ব্যাধরূপে পুনঃ মোরে;
কার্য্যে—ক্ষত্র-কুল ক্ষয়,—যদু-কুল লয়;
চৈতন্য উদয়—তাপিতে তারিতে ভবে,
মুখে হরি হরি, দেশে দেশে ফিরি,
কাঁদিব ফিরিব, চণ্ডালে তারিব,
পুনঃ বিরহ সহিব,
কাঁদিব কাঁদিব,
কাঁদাইব যত রাধিকায়।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্ম। দেব! আসিয়াছে প্রাচীন জনেক,
বস্ত্রে আচ্ছাদিত কায়া,
কহে ব্রাহ্মণ সে জন,
চাহে ভেটিতে নির্জ্জনে
তোমায় হে রঘুমণি!
সশঙ্কিত সভাস্থল হেরি সে আকার;
অতি উগ্র দ্বিজ,
শীঘ্র চাহে ভেটিতে তোমায়।

রাম। ভাই! দ্বিজ বলি দেছে পরিচয়,
যে হয় সে হয়,
আন তাঁরে নির্জ্জন মন্ত্রণা-গৃহে।

লক্ষ্ম। হের রঘুমণি,
আসিয়াছে আপনি ব্রাহ্মণ।

(কালপুরুষের প্রবেশ)

রাম। প্রণাম, হে ব্রাহ্মণ!
শিখাও, অজ্ঞান আমি—
কেমনে হে পূজিব তোমায়।

কাল। নির্জ্জনে হেরিব তোমা আকিঞ্চন হৃদে,
নাহি অন্য সাধ নারায়ণ,
কিন্তু এই মাত্র পণ মম,
যতক্ষণ র'ব তব পাশে,
কেহ নাহি আসে আর।

রাম। ভাল, যথা অভিপ্রায় তব,
নহে এ নির্জ্জন স্থান,
চল যাই নির্জ্জন ভবনে,
লক্ষ্মণে রাখিব আমি প্রহরী দুয়ারে।

কাল। কিন্তু যদি প্রবেশে লক্ষ্মণ?

রাম। লক্ষ্মণে প্রবেশ মানা?

কাল। প্রয়োজন সেই মত প্রভু!

রাম। ভাল,
লক্ষ্মণ না আসিবে তথায়।

কাল। এক ভিক্ষা রঘুকুলোত্তম!
ব্রাহ্মণে এ কর সত্য দান,—
ত্যজিবেন তারে যেই প্রবেশিবে গৃহে;
অতি উচ্চ প্রয়োজন মম—
ছোট কাজে আসি নাই অযোধ্যায়।

রাম। ভাল দ্বিজ, উচ্চ আশ পূরাব তোমর;
হে লক্ষ্মণ, পিতৃ-সত্য-পালন-দোসর!
আইস, রহ প্রহরী দুয়ারে—
দেখ', সত্য নাহি নড়ে মম,
বিপ্র-কার্য্যে বিঘ্ন নাহি ঘটে।

লক্ষ্ম। আজ্ঞাকারী চিরদিন পদে দাস।

চতুর্থ দৃশ্য

দ্বারদেশ

লক্ষ্মণ

লক্ষ্ম। আজি পড়ে মনে,
পঞ্চবটী বনে, ছিলাম প্রহরী দ্বারে,
ফুরায়েছে সীতা—সে বারতা স্বপ্ন সম !—
উল্লাস-বিলাস ফুরায়েছে অযোধ্যায়,
অযোধ্যা-ঈশ্বরী বিনা !

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহর্ষি দুর্ব্বাসা সমাগত
সভাস্থলে,
হের দেব, আইল তাপস।

(গান করিতে করিতে দুর্ব্বাসার প্রবেশ)

গীত

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল

হর শঙ্কর, শশিশেখর, পিনাকী
ত্রিপুরারে !
বিভূতি-ভূষণ, দিগ্‌বসন, জাহ্নবী
জটাভারে।
অনলভালে মদনদমন,
তরুণ অরুণ-কিরণ নয়ন,
নীলকণ্ঠ রজতবরণ, মণ্ডিত ফণিহারে।
উক্ষারূঢ় গরলভক্ষ্য, অক্ষমালা শোভিত
বক্ষ,
ভিক্ষালক্ষ্য, পিশাচ পক্ষ, রক্ষক
ভবপারে ॥

দুর্ব্বা। রামচন্দ্রে করিব দর্শন।

লক্ষ্ম। হে তেজঃপুঞ্জ তপোধন !
সত্যে বদ্ধ রঘুমণি ব্রাহ্মণের সনে,
আছেন বিজন গৃহে।

দুর্ব্বা। প্রের বার্ত্তা ত্বরা।

লক্ষ্ম। যাইতে নিষেধ তথা প্রভু।

দুর্ব্বা। রে অজ্ঞান ! নাহি জান'
মোরে—
নাহি জান' দুর্ব্বাসা মুনিরে ?
এখনি করিব ভস্ম অযোধ্যানগরী।

লক্ষ্ম। হও দেব সদয় এ দাসে,
ক্ষম অপরাধ মম,
চল প্রভু, শ্রীরাম সমীপে।
(স্বগত) বুঝিলাম-দৈব বিড়ম্বনা !
অযোধ্যার হেতু রাম বর্জ্জিলা সীতায়,
রাখিব অযোধ্যাপুরী আত্ম-বিসর্জ্জনে।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

কক্ষ

রাম ও কালপুরুষ

রাম। কহ গিয়া ব্রহ্মার সমীপে,
সত্বর ত্যজিব ধরা ;
লিপি কভু হবে না খণ্ডন,
কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম পূর্ণ নহে মম,
ভেটিব তোমায় পুনঃ সরযূ-সলিলে।

(দুর্ব্বাসা ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্ম। দয়াময় ! মহর্ষি দুর্ব্বাসা।

রাম। সফল জনম মম ঋষি
দরশনে।
কি কাজে আগত তপোধন,
কহ কোন্ প্রয়োজন
সাধিবে তোমার দাস ?

দুর্ব্বা। নারায়ণ, কিবা অগোচর
তব,
বৎসরেক উপবাসী আমি।

রাম। রুদ্র-অংশে তুমি তপোধন,
ক্ষুদ্র আমি, কি সাধ্য আমার

নিভাইতে বৎসরের ক্ষুধানল তব,
নিজগুণে ভক্তিবারি পানে,
তৃপ্ত না হইলে ঋষিরাজ !
রুদ্রদেব ! বহুস্থানে গমন তোমার,
ভাই ভাই দেখেছ অনেক,
দেখেছ কি কভু হেন ছায়া-সম সাথী,—
মম প্রাণের লক্ষ্মণ সম ?
দাসে দেব ক'রো না বঞ্চনা।

দুর্ব্বা। রাজীবলোচন ! কি হেতু মিনতি মোরে,
কোন যুগে,
কে কবে দেখেছে আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ !
নহি দোষী, ব্রহ্মার প্রেরিত আমি।

রাম। দেখ' চেয়ে ব্রহ্মার প্রেরিত অন্য দূত ;
তপোধন, চেন কি পুরুষে ?
দেখ চেয়ে ভাইরে লক্ষ্মণ,
মোহ দূর মূরতি ভীষণ,
নিত্য ক্রিয়া জীবস্থলে ;
বদ্ধ মোহ-পাশে, টুটে মোহ ত্রাসে,
বিলাসী চমকি চায় ;
হাসি সাধুজন, করে আলিঙ্গন,
মায়া বিভঞ্জন মহাকায় ;
অণু ত্রিভুবন, কম্পিত তপন,
যার ভয়ে কাঁপে ব্যোম ;
জীব-ক্ষয় কাল, হের সম্মুখে উদয়,
ব্রহ্মদূতরূপে আজি।
দেখ ব্রহ্ম-দূত, রুদ্র-তেজ তপোধন,
হের, উচ্চ সমাগম অযোধ্যায় আজি,
সুলক্ষণে, লক্ষ্মণ, বুঝহ,
উচ্চ কর্ম্ম এ সবার,—
সত্যবান্, বুঝ' সত্যস্রোত ;
রহ নিজ গৃহে
ঋষিরাজে সেবিয়া [illegible]।

লক্ষ্ম। আর্য্য ! তব পদ ধ্যান দিবানিশি,
দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত মম,
হেরি রুদ্রদেবে তপোধন-রূপে,
প্রতীক্ষায় রহিলাম দেব !

[লক্ষ্মণের প্রস্থান]

দুর্ব্বা। ক্ষুধা পূর্ণ হ'ল নারায়ণ,
তব পদ-অরবিন্দ-রজে।

রাম। (কালপুরুষের প্রতি)
তব ক্ষুধা মিটাইব ত্বরা,
ত্যজিব এ ধরা ব্রহ্মার আদেশে ;
কিন্তু ভক্ত-হৃদি ত্যজিতে নারিব ;
লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে,
সত্য পূর্ণ করিব ত্রেতায়।

কাল। কার্য্য পূর্ণ দেব,
বিদায় যাচি হে পদে।

রাম। কার্য্য পূর্ণ সরযূর নীরে।

(কালপুরুষের প্রস্থান)

তমোগুণে তুমি তপোধন !
অযোধ্যার সার দ্রব্য অর্পিনু তোমারে,
নিভাইতে ক্ষুধানল তব ;
তমোগুণে অনন্ত অনল।
সরযূ জীবনে,
দেহ দিব দক্ষিণা চরণে ;
এবে, তৃপ্ত হও দেব,
ভক্তি-অর্ঘ্য করি দান।

দুর্ব্বা। দেব ! দাস মাত্র নিমিত্ত এ কাজে।

রাম। ব্যোম ব্যোম ব্যোম রুদ্রেশ্বর,
ব্যোম দিগম্বর,
অংশে পূর্ণ বিরাজিত ;
ব্যোম তমোময়, ব্যোম ভূতক্ষয়,
জয় জয় মহাকাল ;
এসো তমোগুণে, প্রদীপ্ত আগুনে,
জ্বালাও প্রবল মোহ ;

তমঃ—তমঃ,—
দেহ শূল ভেদি নিজ হৃদি।
দুর্ব্বা। ভস্ম হব বাড়িলে এ তমঃ!
জয় প্রেমময়, সংসারে উদয়,
দেখাতে প্রেমের খেলা ;
জয় জনার্দ্দন, পালন-কারণ,
ভব-ভীত-জন-ভেলা ;
প্রেমপূর্ণ নাম, জয় রাম শ্রীরাম,
চণ্ডাল বান্ধব ভবে ;
বানরেতে গায়, পাখী পাখা পায়,
শিলা ভাসে মহার্ণবে ;
দীন-জন-ত্রাণ, মানবী পাষাণ,
হর ধনু-ভঙ্গ প্রেমে ;
পাইয়াছি ভয়, ওহে দয়াময়,
চক্রাকারে মতি ভ্রমে।
রাম। তপোধন, কর আশীর্ব্বাদ,
সত্যে যেন হই পার।
দুর্ব্বা। দৌত্য-কার্য্য পূর্ণ মম,
এ নিমিত্ত বিদায় এখন।

(দুর্ব্বাসার প্রস্থান)

রাম। কে আছ, বশিষ্ঠদেবে আন'
ত্বরা হেথা।
ধরি দেহ, দুখ সুখ সহিনু সকলি।
হে প্রিয় সন্তান নর,
মায়া-ঘোরে গর্ভবতী-শাপে,
কাঁদিনু জনম লভি,
চারি অংশে সহিনু বেদনা,
বুঝিতে যন্ত্রণা তব।
হে মানব,
হের, মেদ-অস্থি-নির্ম্মিত এ কলেবর,
রোগ-শোকাগার অন্য দেহ সম,
মর্ম্মে বাজে মম ব্যথা,
কিন্তু প্রেমে জয় রিপু মম ;
তাপ-পূর্ণ দেহ সুখাগার প্রেমে।
হে সুজন, অনন্তলে হের লীলা মম ;—
বাল্যকালে হেরি শশী, পরাণ উল্লাসী,
উল্লাসে ভাসিয়ে,—
চাহিনু চাঁদের পানে,
আধ ভাষে কহিনু মায়েরে,
ধ'রে দিতে সুধাকরে ;
হেরি বারি-পাত্রে চাঁদে, ধাইনু ধরিতে—
ব্যগ্রচিত্তে সলিল পরশি—
কোথা শশী—বিচঞ্চল জল,
কাঁদিনু জননী-মুখ চাহি ;
কাঁদি কিন্তু বুঝিনু তখনি,
শশী সুধাকর নীলাম্বরে,—
করে তারে ধরিতে নারিব,
কাঁদিব চাহিব যত ;
শিখিলাম প্রেম-খেলা,
প্রেমাকর জনক-জননী কোলে ;
বিতরিনু কণা মাত্র তার
অনুজে আমার,
পাইলাম প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই—
উৎসব-সঙ্কট-সাথী।
হে সুধীর!
সেই প্রেমে তুমিও কিনিবে,—
অনুজ লক্ষ্মণ তব ;
যত চাই—তত পাই.
প্রেম কল্পতরু পিতামাতা মম,
বিলাইনু সে প্রেম সবারে ;
গুরুজনে, ব্রাহ্মণ-চরণে,—
মিনতি শিখিনু ;
পরদুঃখে শিখিলাম দুখ,
তেঁই নহিনু বিমুখ তপোবনে,
গর্জ্জিল বিমানে যবে তাড়কা ভীষণা।
বুঝিলাম প্রেমের প্রভাব।
সে প্রেম প্রভাবে ধরিনু হৃদয়ে,
প্রেমময়ী জনক-নন্দিনী,
বিজন-সঙ্গিনী মম।
হে ধীমান্, পাবে তুমি জীবন-সঙ্গিনী,

জনক-নন্দিনী সম,—
প্রেম-শিক্ষা না করিলে হেলা।
প্রেমে পিতৃ-সত্য হেতু গমন গহনে,
হারাইনু জানকীরে ;
রে নিন্দুক, তবু না নিন্দিনু বিধি ;
স'য়েছ কি কভু,
রাজ্য ত্যজি সীতাহারা শোক ?
প্রেমের সন্ন্যাসী, প্রেমে কপিসেনা সাথী,
প্রেমে শিলা ভাসে জলে, ম'লে প্রাণ
মেলে,
প্রেমে,—দশানন-জয়ী খ্যাতি ;
প্রেমের শাসনে রামরাজ্য অযোধ্যায়।
প্রেম-হেতু সীতা ত্যজি —
লঙ্ঘি অলঙ্ঘ্য সাগর,
দুষ্কর সমর করিলাম যার লাগি ;
রাম-রাজ্য আদর্শ জগতে ত্যাগ-গুণে !
জানকী বিরহ,
পাষাণ বিদরে তাপে,—
আছি স্থির প্রেমের আশ্রয়ে ;
ভবার্ণবে প্রেম ভেলা,
পাবে দুঃখ এ শিক্ষা ভুলিলে।
পুনঃ হের সত্য পূর্ণ ভার,
লক্ষ্মণ-বর্জ্জন যাচে বিধিদাতা বিধি।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

পুরোহিত, প্রণমি চরণে,
যাচে বিধি লক্ষ্মণ-বর্জ্জন !

বশি। বৎস ! ধ্যানযোগে আছি
অবগত।

রাম। কহ হিত-বাণী বিধানসঙ্গত।

বশি। শিব-ময় হে সম্পদদাতা !
কোন্ বিধি অগোচর তব ?
তুমি হে বিধির বিধি নারায়ণ !
কিন্তু যদি বাড়ালে হে মান,
ভগবান্ ! যথা জ্ঞান নিবেদি চরণে ;
সত্যের সম্মান রাখ' লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে—
বহ' দেব, দেহ-ভার সত্যবতী-শাপে।

রাম। হায় মুনিবর !
বিলাস-বঞ্চিত বাস গহন মাঝারে,—
তপে শীর্ণ কলেবর তব,
কেমনে হে বুঝাব তোমায়,
গৃহীর অন্তর-ব্যথা !
জান না লক্ষ্মণে তুমি,
তেঁই এ নিষ্ঠুর বাণী
কহ মোরে মুনিবর !
কিশোরে অনুজ মম বাল্য-ক্রীড়া ত্যজি
নির্ভয়ে চলিল সাথে,
তাড়কা-তাড়িত বনে।
দুর্গম গহনে,
চাহিলাম ঘন ঘন ফিরি,
সে চাঁদ-বদন পানে ;
সে বদনে হেরিলাম,
প্রেমময় ভাই মম ;
ভ্রূভঙ্গে হেরিনু,
অটল-প্রতিজ্ঞ বীর বালক-শরীরে,—
না ছাড়িবে পাশ মম রাক্ষসী-সমরে।
জানু পাতি চাহিলাম রণজয়,
রণাঙ্গনা মহিষ-মর্দ্দিনী পদে ,—
ডরিনু,
পাছে হারাই এ ভাই মম !
গর্জ্জিলা তাড়কা সিংহনাদে,
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে ,
কিন্তু মম ধনুক-টঙ্কার
গর্জ্জিল বিমানে জনত্রাস করি দূর,
বুঝি আমি প্রাণের লক্ষ্মণ হেতু।
প্রলয় ঝলকে উঠিল গর্জ্জিয়া বাণ,
পড়িল রাক্ষসী সুমেরু-শিখর যেন,
টলিল ভুবন ভারে,—
অটল প্রাণের ভাই পাশে !
রাজ্য-হারা একক বালক,
চলিলাম বনবাসে,

সত্যাশ্রয়, শূন্যময় ধরা—
পাছে ছায়া-সম ভাই মম।
জননী কাঁদিছে, না চায় ফিরিয়া ভাই,
না সম্ভাষে রুদ্যমানা প্রেয়সীরে ;
ঘন মুখ চায়, আঁখি ভেসে যায়,
ভয়—পাছে নাহি করি সাথী।
ধনুর্ধারী প্রহরী আমার,
অনাহারে অনিদ্রায় বঞ্চিল বিপিনে,
চতুর্দ্দশ বিজন বৎসর ;
কভু না সুধিনু আমি,
খাইল কি না খাইল ভাই ;
তবু—শক্তিশেল পাতি নিল বুকে।
রাবণ জিনিল যবে মোরে,
রুধিরে ভাসিয়া যায় কায় ;
হেরিনু সংগ্রাম-স্থলে,
তাড়কা-সমর-সাথী,
ভূমে যেন অস্তগামী রবি,—
বাঁচায়েছে শক্তিশেলে মোরে।
জাগি মহীতলে মহীরাজ-ঘরে,
পাশে শুয়ে ভাই মম,—
পাশে, ছত্র-করে অযোধ্যার সিংহাসনে,
জানকীবর্জ্জনে লক্ষ্মণ সারথি রথে ;
আহা, শক্তিধর—
লইল কলঙ্ক মাথা পাতি,
ভ্রাতৃপ্রেমে গুণধাম !
কোথা পাব' এ দোসর, কোথা
ভাসাইব,-
কেমনে বাঁধিব প্রাণ ;—
স্তায়বান্ কে কবে আমারে,
কে আর হইবে জ্যেষ্ঠ-অনুগামী ভবে !
নরত্ব দেবত্ব কেমনে পূরিবে,
মানব তরিবে, কিসে হিত হবে,—
কহ মোরে তপোধন।

বশি। বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পদ করি
ধ্যান,
ও কথা কহিতে নাহি ডরি,
তব স্তায়-স্রোত বহে অন্তরে অন্তরে,
নহে দেহ ধরি কেমনে পাশরি,
বিলাসী বামার হাসি ;
যেবা তব চরণ সেবিবে,
তোমারে বুঝিবে,
তোমা না ডরিবে আর,
কি ভার তাহার প্রভু,
সত্য হেতু ত্যজিতে তোমায়।
ত্রেতাযুগে সত্য লোপ এক পদ,
তবু সত্যাশ্রয়ী মানব সম্পদ
দেখাবে বর্জ্জন-গুণে,
এ সম্পদে চাহ চির-অনুগত জনে,
বঞ্চিতে হে দয়াময় !
এ কি, স্তায় তব ন্যায়বান্ ?
দেখ, মেঘনাদে বধিল লক্ষ্মণ
কঠোর প্রতিজ্ঞা পালি,—
তেঁই দশানন-ঘাতী জন-ত্রাস হ্রাস,
দর্পহারী লঙ্কা-অরি নাম।
হানি শক্তিশেল হৃদে
বাড়ালে সম্মান ভবে,
গৌরব বাড়াতে গতি যার তব পদে।
হে বিপুল গৌরব !
বিপুল গৌরব দান' হে অনুজে তব,
দেহ অযোধ্যা-রক্ষণ, সত্যের পালন,
লোক-আকিঞ্চন পদ,
পদাশ্রিতে কল্পতরু !

রাম। শূল শূল শূল হে শঙ্কর,
পিনাক ভুবন-ক্ষয় !
কোদণ্ডে না হবে, কোদণ্ড নারিবে
বিঁধিতে কঠিন প্রাণ ;
কহ নর নহি স্তায়বান্,
বিন্ধি প্রাণ তোর তরে।

বশি। ভব-ত্রাণ, পল ব'য়ে যায়।

রাম। হে তাপস, জিনিয়াছ
নারায়ণে,

তাই ভৃগু-পদ-চিহ্ন বুকে মম ;
হে লক্ষ্মণ !
এ দেহে না পাব তোরে আর ;
ভ্রাতৃ-প্রেম কঠিন বন্ধন,
রে তাপিত ! তোর তাপ বুঝি আমি।

বশি। তাপ হর তাপিত-তারণ !

[প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

কক্ষ

লক্ষ্মণ

লক্ষ্ম। সত্য-ব্রত ধন্য ধরাতলে,
রাম নাম মোক্ষধাম সত্যের পালনে ;
সত্যের মাহাত্ম্য বুঝে মহাত্মা যে জন,
ত্যাগ-পরায়ণ সদা সত্যপ্রিয় যেই ;
সেবা মম পূর্ণ এত দিনে,
আত্ম-বিসর্জ্জনে পূজা করি সম্পূরণ।
ত্যাগ শিক্ষা মোরে শিখাইলা দয়াময়,
করি আপন বঞ্চন,
মিষ্টান্ন তুলিয়া দিয়া মুখে ;
খেলিতে পাইলে ব্যথা,
লইতেন কোলে তুলে মোরে,
বহিত আঁখিতে নীর,
পলকে হতেন হারা
প্রাণের লক্ষ্মণে তাঁর ;
তেঁই তো শিখিনু
পূজিতে এ দুর্লভ সম্পদ,
রাজীব শ্রীপদ রাঘবের।
বনবাসে হেরি মোরে বাকল বসনে,
রঘুমণি—
আপনা পাশরি,
নীরবে ফেলিতে আঁখিনীর,
চাহি মুখপানে আঁখি জল মুছি,
হাসি হাসি কহিতে আমায়,
তুলিতে কুসুম বনে,
জানিতে দয়াল, আমি ফুল ভালবাসি ;
কিন্তু বিলাস ত্যজেছি
পাছে নাহি চাহি ফুল।
যবে ইন্দ্রজিৎ বরষিল শর,
ঢাকি মোরে আপন হৃদয়ে
রেখেছিলে দয়াময় ;
দানি দেহ রাখিতে এ ছার দাসে,—
সেই প্রেম স্মরি, সেই প্রেমবলে,
জিনি অবহেলে পুরন্দর-জয়ী অরি,
পঙ্গু আমি লঙ্ঘিনু সুমেরু !
সেই প্রেমবলে—
না টলিনু শক্তিশেল হেরি,
উচ্চ হৃদে পেতে নিনু শেল,
রাম-প্রেমে শেলে পাইনু ত্রাণ,
গৌরব আখ্যান মহতী রহিল ভবে ;
ম'লে প্রাণ পাই, আর না ডরাই,
সত্য রাখি পাব তোমা নারায়ণ !

(রামের প্রবেশ)

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ,
মনোভাব নিরখ' বদনে গুণধর !
পাষাণে না দান' প্রেম আর,
সত্য-মূর্ত্তি প্রস্তর-গঠন।

লক্ষ্ম। নাথ নয়নরঞ্জন,
পূর্ণ সনাতন প্রেমময় !
ভবে কে ক'বে পাষাণ রাম ?
দয়াধাম বাম হ'য়ে বাড়াও গৌরব,
এ সৌরভ বুঝিয়াছি ঘ্রাণে মহাশয় ;
সত্য দেব, সত্য-মূর্ত্তি প্রস্তর-গঠন ;
করি সত্যাবলম্বন
আশ্রিতের মিলেছে আশ্রয়,
কৃপাময় বিদায় রাজীব-পদে।

রাম। রে লক্ষ্মণ ! কে বলে পাষাণ মোরে,

পাষাণে রে গঠন তোমার,
নহে ভাই আমার,
কেমনে রে যাও চলি,
দাদা ব'লে ফিরিলি রে সাথে,
কি কাজ করিনু তোর !

লক্ষ্ম। ভবার্ণবে করিলে হে পার,
অবতার ! মোহে নাহি বাঁধ মোরে।

(বশিষ্ঠ ও ভরতের প্রবেশ)

রাম। হে ভরত,
চ'লে যায় প্রাণের লক্ষ্মণ !

(রামের মোহ)

লক্ষ্ম। হায়, রামকার্য্যে নাহি
অধিকার আর !
দাদা, দেখ' রামচন্দ্রে তুমি,
অশুচি বর্জ্জিত-দেহে ছোঁব না রাঘবে !

রাম। যন্ত্রণা—যন্ত্রণা—ভেবনা রে
দীন হীন,
সহি তোর হেতু দেহ-তাপ।
ভাইরে লক্ষ্মণ।

লক্ষ্ম। (প্রণাম করিয়া)
পূর্ণ মনস্কাম দীননাথ !

[লক্ষ্মণের প্রস্থান]

রাম। অনন্ত, অনন্ত শক্তি তোর,
নহে শক্তিশেল কে ধরে হৃদয়ে !
কহ পতিব্রতা,
ঘুচেছে কি মনোব্যথা তব ?
প্রতিহিংসা-তৃষা তৃপ্ত কি গো
গর্ভপাত-কাতরা বালিকা !
ইন্দ্রপাত হ'ল মোর,—
ওহো প্রাণের লক্ষ্মণ—
সীতাহারা রামের জীবন !

[রামচন্দ্রের পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

সরযূ-তীর

লক্ষ্মণ

লক্ষ্ম। সনাতনে সত্যে কৈনু পার,
ধারি কার ধার আর ভবে !
মা আমার আর কি ভুলাতে পার ?
হে প্রেয়সি, হাসি-ফাঁসি আর কি হে
মানি ?

এ জীবনে আইল যামিনী
ভব-পন্থা ভ্রমি শ্রমযুক্ত কলেবর।
পূর্ণ কাম মম,
লভহ বিরাম বিমল সরযূনীরে,
মাতৃকোলে ফুলশিশু যথা ;
হে মাতঃ জননি ! হে জীব-জননি,
বিদায় দেহ মা মোরে,
দেহ ধৈর্য্যগুণ দাসে !
মা আমার আপনি সারথি রথে,
এসেছ কি বনপথে ল'য়ে যেতে সতি !
ওগো বৈকুণ্ঠ-আলোক—
জনক-নন্দিনী রূপে—
দয়াময় সলিলে হে তুমি !
রে অজ্ঞান !
এই রাম, এই রাম-সীতা।

(সরযূ গর্ভে প্রবেশ)

অষ্টম দৃশ্য

রাজপথ

ভেরী-নিনাদক ও নাগরিকগণ

ভেরী। চল চল মহাপথে—
ধনুর্ধারী রাম সাথে।

১ না। ওগো, কোন্ পথে যান
রঘুনাথ ?

২ না। ল'য়ে চল যথা নারায়ণ।

৩ না। এস, চ'লে যাই
ভবার্ণব-পারে,
ভব-কর্ণধার সনে ;
যম-জয় রাম-নাম-গুণে !

নাগরিকগণের গীত

ভৈরব—একতালা

আয় রে আয় ডাকছে দয়াল রাম,
কে যাবি আয় ভবপার।
দিন গেল ব'য়ে, মিছে মোহে,
বাঁধা কেন থাকবি আর।
হ'য়ে আপনি কাণ্ডারী, গোলোক-বিহারী,
ভাসাবে তরী ;
সে যে প্রেমের ভেলা, করবে খেলা,
তুফানে কি করবে তার।।

[প্রস্থান]

নবম দৃশ্য

সরযূ-তীর

রাম, ভরত, শত্রুঘ্ন, লব, কুশ, হনুমান্, সুগ্রীব,
জাম্বুবান্, বিভীষণ, বশিষ্ঠ, কৌশল্যা,
কৈকেয়ী, সুমিত্রা প্রভৃতি

রাম। মাগো! অশেষ যন্ত্রণা
পেয়েছ জননী তুমি,
গর্ভে ধ'রে এ সন্তানে,
চির-ঋণী জননী তোমার আমি।
এ পরম কালে কহি জনস্থলে,
মাতৃঋণ নাহি যায় শোধ,
ল'য়ে কোলে সরযূ-সলিলে
রেখ মা অভয়া পায় ;
কেকয়ী জননি, কীর্ত্তিস্তম্ভ-মূল মম,
রাম ব'লে কোলে নে মা ছেলে ;
সুমিত্রা জননি, নয়নের মণি তব,
দিছি ডালি এ সলিলে.
চল দেখি কোথায় লক্ষ্মণ !
ভাই রে ভরত, ভাই শত্রুঘ্ন,
চল অন্বেষণ করি হারানিধি,
সুলক্ষণ লক্ষ্মণে আমার !
হে সুগ্রীব মিতা, কপিসেনা সনে
চল যমজয়ী রণে ;
হনুমান্, রহ রামনাম ল'য়ে ভবে ;
মন্ত্রি জাম্বুবান্, জ্ঞানবান্,
দিব্যজ্ঞানে লভহ যৌবন পুনঃ,
পুনঃ দেখা হবে কালে ;
মিত্র বিভীষণ, সাধুজন তুমি,
দিয়ে বলি আপন সন্তানে,
করিলে আমার হিত,
কদাচিৎ হৃৎপদ্ম তব
ত্যজিব না রক্ষঃ-রণ-মিতা,
তুমি আমি সম চিরদিন,
মোহ-হীন প্রবীণ বুঝিবে।

হনু। শুনি রাম-গুণগান—
নাহি অন্য কাম হৃদে প্রভু !

জাম্বু। সনাতনে হেরিব আবার,
কি ভয় এ ভবে তবে।

বিভী। গোলোক-পুলক নাহি
যাচি,
রক্ষঃদেহ নহে ঘৃণ্য মম,
চিনেছি হে শ্রীচরণ।

রাম। পুরোহিত! রাজ্যে হিতাহিত
তব ভার,
শিশু দুটি সিংহাসনে।

বশি। লইতে সে ভার নাহি ডরি,
রামনাম-গুণে।

রাম। বৎস কুশীলব !
বংশের আকর দিনকর,
নিত্য তেজোময় জ্যোতি যাঁর,
দেখ' যেন সে কুলে না স্পর্শে মলা ;

সত্য মাত্র এ বংশ আশ্রয়।
এত দিনে বুঝিলে কি জ্বালা ;—
এসেছ কি আনন্দ-দায়িনী রমা—
বল, কার সাজে মান হে মানিনি,
রাখ মান, মান করি দান,—
কে রে, লক্ষ্মণ ধ'রেছ ছাতা,—
হে পুরুষ, কার্য্য সাঙ্গ এতদিনে তব,
কার্য্য সাঙ্গ সরযূ সলিলে।
নারায়ণ!

(সরযূ-গর্ভে প্রবেশ)

(সমবেত সঙ্গীত)

মঙ্গল বিভাষ—জলদ-একতালা।

ফিরলে বনের বানর নিয়ে, চণ্ডালে হে
দিলে কোল,
তোল রে ভবে, জয় সীতারাম রোল।
পাষাণ মানবী প্রেমে, এ প্রেম বুঝলে না
ভ্রমে,
প্রেমে পাষাণ গলে, অন্তঃস্থলে
নারীর হৃদয় সমান বয় ;
জানেন দয়াময়, নাইক ভয়,
ওরে কলঙ্কিনী কে রমণী—
রাম-সীতা নাম ভবে তোল।
প্রেমে ভোল রে জ্বালা, তাপিত বালা,
রাম-সীতা নাম সদাই বোল।
পাপী তাপী প্রাণ ভ'রে ডাক্,
কাজ কি রে ভাই মিছে গোল।
উচ্চ প্রাণে নাম ডাক না, ঘৃণা মানা কাণ
পেত না,
রাখি, নীলকমলে হৃৎকমলে,
হও রে ভোলা ভাবে ভোল।
দেখ পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ, চ'ড়লে সবাই
চতুর্দ্দোল,
জয় জয় জয়, আর কিরে ভয়, ফুরিয়ে
গেছে গণ্ডগোল।

যবনিকা পতন

রামের বাল্যলীলা অবলম্বনে রচিত। ইতিপূর্ব্বে "রাবণ বধ", "সীতার বনবাস" প্রভৃতি নাটক রচনা করে, রাম-চরিত্রের বিভিন্নদিক যেমন চিত্রিত করা হয়েছে, গিরিশচন্দ্র তেমনি "সীতার বিবাহ" নাটকে বাল্যলীলা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আলোচ্য নাটকটি দর্শকদের কাছে সমাদৃত হয়নি। মঞ্চ-শিল্পী ধর্ম্মদাস সুর জনকের রাজ সভার দৃশ্যটি সুন্দরভাবে সজ্জিত করেছিলেন। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে সর্ব্বপ্রথম এই নাটকে, রঙ্গমঞ্চের ওপর রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করে দেখানো হয়।

সীতার বিবাহ

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

ইং শনিবার, ১১ই মার্চ্চ, ১৮৮২, বাং ২৮শে ফাল্গুন, ১২৮৮

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ ॥

বিশ্বামিত্র—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জনক—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, রাম—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), লক্ষ্মণ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাবণ—অঘোরনাথ পাঠক, পরশুরাম ও কালনেমি—অমৃতলাল মিত্র, জনকপত্নী—ক্ষেত্রমণি, অহল্যা—কাদম্বিনী, সীতা—ছোটরাণী।

॥ নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ॥

পুরুষ-চরিত্র

দশরথ (অযোধ্যাধিপতি)। সুমন্ত্র (ঐ মন্ত্রী)। জনক (মিথিলাধিপতি)। পরশুরাম (৬ষ্ঠ অবতার)। বশিষ্ঠ (দশরথ-পুরোহিত)। বিশ্বামিত্র (মুনি)। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন (দশরথের পুত্রগণ)। রাবণ (লঙ্কাধিপতি)। কালনেমি (ঐ মাতুল)। মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ধন্বন্তরী, অসুরগণ, রাজগণ, পুরোহিত, নটবেশী চন্দ্র, সভাসদ্গণ, দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ, দূতগণ, নাপিত, কাঠুরিয়াদ্বয়, নাবিক, ভট্টগণ, সৈন্যগণ, প্রমথগণ, ভৃত্যগণ, নিমন্ত্রণভোজী পুরুষগণ ও বালকগণ, পুরবাসিগণ, পণ্ডিতগণ ও তৎশিষ্যগণ, দশরথের সহচরগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

রাণী (জনক-পত্নী)। সীতা (জনক-কন্যা)। অহল্যা, রতি, নটী, লক্ষ্মী, নাবিকের স্ত্রী, গ্রাম্য রমণীগণ, দাসী, কৌশল্যাব্রাহ্মণী, পুরোহিত-পত্নী, পুরস্ত্রীগণ, নিমন্ত্রণভোজী স্ত্রীগণ ও বালিকাগণ, বেদেনী, ছিজড়াগণ ইত্যাদি।

সূচনা

কৈলাস পর্ব্বত

মহাদেব ও প্রমথগণ

(গীত)

পঞ্চম—তেওরা।

মহাদেব। গাও গাও মিলি
প্রমথমণ্ডল !
অচল সচল ঘন ঝড় দল বাদল গাও,
সবে মিলি গাও ;
বববোম্ বববোম্ গাল বাজাও,
নাচত ফিরত পরমানন্দে,
পরমাপ্রকৃতি-গুণ কর ঘন কীর্ত্তন,
ত্রিগুণা সুন্দরী
শক্তি প্রেমময়ী অনন্ত প্রবল ॥

(ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। হের ত্রিপুরারি,
আসিছেন দেবরাজ পূজিতে তোমায়,
কৃপাময় কর কৃপা বিশ্বপতি,
ভীতজন-ভয়-হর নাম তব ;
কাতর বাসব দুর্জ্জয়-রাবণ-ত্রাসে।
মহাদেব। জানি জানি ওহে
পদ্মযোনি,
ব্রহ্ম সনাতন—
জন্মিলা আপনি অযোধ্যায়,
মিথিলায় গোলোকবাসিনী রমা,
কিবা ভয় আর ?

(গীত)

বোলো ভোলা ভাবে ভোলা,
রাম নাম বোলো ভোলা।
শিঙ্গা ডমরু বোলো রাম নাম,
শিরোপরে কুলু কুলু,
রাম নাম বোলো সুরধুনী গঙ্গা ;
পরম প্রেম-ধাম পূর্ণকাম নাম,
নীলকণ্ঠ বোলো প্রেমে বিভোল,
আনন্দে বোলো আনন্দ মেলা ॥
ব্রহ্মা। কহ হে পার্ব্বতী-নাথ,
দশাস্য নিপাত হইবে কেমনে,
ঘুচিবে দেবের ত্রাস ?
কৃত্তিবাস,
রক্ষঃ-বংশ-ধ্বংস হেতু করহ উপায়।

(গীত)

ইমন-কল্যাণ—ঝাঁপতাল।

গাও গাও সবে জানকী-মিলন।
জগজন-তারণ প্রেমে,
ভক্তি মুক্তি গতি রাম রঘুপতি,
পরমা-প্রকৃতি সতী জানকী বামে,
পুলক-আলোক নিরখ নিরখ ভবে,
ঘুচিল ত্রাস পীতবাস,
ভয়হারী ধনুধারী,
হরি হরি হরি নাম,
গাও জগ-জন-ভয়-ভঞ্জন ॥
ব্রহ্মা। কেমনে হইবে দেব জানকী-
মিলন,
কহ ভূতপতি ?
মহাদেব। রাম-সীতা অবিচ্ছেদ
চিরদিন—
নহে অবিদিত তব বিধি !
জনক-সদনে আমি
প্রেরিব ভার্গবে ধনু ল'য়ে,
ধনুর্ভঙ্গে হবে রাম-সীতার মিলন।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অযোধ্যা—রাজসভা

দশরথ, সুমন্ত্র, বিশ্বামিত্র ও সভাসদগণ

দশরথ। পূর্ব্ব পুণ্য-ফলে—
লভিলাম ঋষি-দরশন অযোধ্যায় আজি !

ঋষিরাজ,
কহ কোন্ প্রয়োজন
সাধিবে তোমার দাস ?
রঘুবংশ চিরদিন তব পদাশ্রিত।

বিশ্বামিত্র। হে ভূপাল, ভাগ্যবান্
তুমি ধরাতলে,
পুণ্যবলে পাইয়াছ রাম হেন ধনে।
বহুদিন যাগ-যজ্ঞহীন ঋষিগণে—
রাক্ষসের ডরে;
রাক্ষস-নিধন-হেতু জন্মিলা শ্রীপতি
তব পুত্র-রূপে মহীতলে।
তাড়কা-তাড়নে তাপিত ব্রাহ্মণকুল,
যজ্ঞবিঘ্নকারী নিশাচরী
করে আসি শোণিত বর্ষণ,
যজ্ঞ-ধূম হেরিলে গগনে।
তেঁই যাচি নররাজ,
দুষ্টের দমন তুমি,
তব পুত্র ল'য়ে যেতে সাথে—
রাক্ষস-উৎপাতে রক্ষিবারে মুনিগণে।

দশরথ। এ কি কথা কহ তপোধন!
কে করিবে রাক্ষস-নিধন ?
দুগ্ধপোষ্য বালক সন্তান মম,
দাসে দেব, কেন বিড়ম্বনা ?

বিশ্বামিত্র। শ্রীরামে বালক বলি না
জান রাজন্,
পূর্ণ সনাতন আঁধারি গোলোকপুরী
অবতীর্ণ অবনী-মাঝারে
ঘুচাতে ধরার ভার ;
রাক্ষস-সংহার-হেতু অবতার রাম।
ঘুচাইতে ত্রিভুবন-ত্রাস,
শ্রীনিবাস পুত্ররূপে তব,
সদাশয় না মান বিস্ময় ;
দেহ মোরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ,—
করি যজ্ঞ সম্পূরণ,
দিব আনি নৃপমণি সন্তান তোমার।

দশরথ। হে তাপস!
কোন্ দোষে দোষী দাস ও পদ-রাজীবে,
কি হেতু ছলনা প্রভু ?
কভু কি সম্ভবে,
রাক্ষস করিবে জয় বালক শ্রীরাম ?
গুণধাম, দিতেছি হে চতুরঙ্গদল,
বলে ইন্দ্র-তুল্য জনে জনে,
অবহেলে পরাজিবে নিশাচরগণে!
আপনি যাইব আমি চাহ যদি মুনিবর!

বিশ্বামিত্র। অজ্ঞানতা—
কি হেতু তোমার আজি হেরি মহারাজ!
কি ছার মিছার তব চতুরঙ্গদল,
কি করিবে রক্ষঃ-রণে সবে ?
ভীষণা তাড়কা!
দেবগণ সহ ইন্দ্র কাঁপে যার ডরে,
না হবে শকতি তব বিমুখিতে তারে।

দশরথ। বাখানিলে আপনি হে
রাক্ষসী-বিক্রম,
কেমনে সন্তানে শমনের মুখে দিব ডালি ?
পুত্র-শোকে মৃত্যু আছে ভালে
মুনি-শাপে—
দিন পূর্ণ হ'ল বুঝি তার।

বিশ্বামিত্র। পুনঃ পুনঃ নাহি মান
বচন আমার,
ছারখার করিব অযোধ্যাপুরী।
দেহ রাম, চাহ যদি রাজ্যের কল্যাণ।
রাখিল সম্মান মম হরিশ্চন্দ্র রাজা
আপনি বিকায়ে মম পায়!
নার তুমি দানিতে সন্তানে
দেব-কার্য্য হেতু।

দশরথ। মুনিবর, কি আর কহিব,
দেব, লহ রাজ্যধন মম,
লহ প্রাণ যদি ইচ্ছা তব,
দরিদ্রের ধন মম রাম—
শয়নে স্বপনে ক্ষণেক না হেরি,

আপন পাশরি প্রভু,
তিলেক না রহি স্থির রাম-অদর্শনে ;
কেমনে বাঁধিব প্রাণ পাঠায়ে দুর্গমে ?
হায় হায় ! কেন হে নিদয় মুনিরাজ,
কর হে করুণা বুঝি কাতর কিঙ্কর।

বিশ্বামিত্র। রে বর্ব্বর,
উপহাস কর মোর সনে !

দশরথ। ক্ষম অপরাধ, ঋষিরাজ,
রামচন্দ্রে দিব দেব,
আতিথ্য স্বীকার আজি কর মম পুরে।
বাড়িল রজনী,
কল্য দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণে।

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান]

দশরথ। উপায় কি, কহ মন্ত্রিগণ,
বিপরীত ঋষির ব্যাভার ;
সূর্য্য-বংশ-শনি মুনি,
তাড়কা-নিধনে চাহে ল'য়ে যেতে রামে;
পুত্রশোকে মৃত্যু সত্য কপালে লিখন।

সুমন্ত্র। রাজ্যের মঙ্গল নহে তাপস রুষিলে।

দশরথ। আছে যুক্তি শুন মন্ত্রিবর,
ভরতে অর্পিব আমি রাম-বিনিময়ে।

সুমন্ত্র। কোন মতে কথা যদি হয় হে প্রকাশ,
সর্ব্বনাশ হইবে তাহায়।

দশরথ। সর্ব্বনাশ হবে রাম বিনা,
যা থাকে অদৃষ্টে রামে দিব না কখন।

[সকলের প্রস্থান]

(দুইজন ভৃত্যের প্রবেশ)

১ ভৃত্য। হ্যাঁ রে ভাই,
ঐ ব্যাটা কি ছেলে-ধরা ?

২ ভৃত্য। ওরে না রে না,
ও একটা বামুন খরা !

১ ভৃত্য। দাড়ি দেখেছিস যেন ঝোপ,

২ ভৃত্য। জটায় বেঁধেছে মাথায় টোপ।

১ ভৃত্য। ভেড়ের ভেড়ে বড়ই বাঁকুড়া !

২ ভৃত্য। মেজাজ বড় কড়া,
যারে করে তাড়া,
অমনি পালায় পগার পার,
এক ছুটে গাঁ ছাড়ায়।

১ ভৃত্য। ওর নামটা কি ভাই জানিস্ ?

২ ভৃত্য। ওর নাম বেশ্বা মিস্ত্রির।

১ ভৃত্য। ক'ল্লে চিত্তির,
ব্যাটা কেন এল অযোধ্যায় ?

২ ভৃত্য। যেখানে যায় চোকরাণ্ডি দেয়,
আর যা পায় তা অমনি সাতায়।

১ ভৃত্য। আর রাখে কোথায়,
ঐ ছেঁড়া কাঁথায় ?

২ ভৃত্য। কাজ নাই ভাই, স'রে যাই আয়,
যদি ফিরে এসে রাজসভায়,
রাজাকে না দেখ্‌তে পেয়ে যদি কিছু চায়।

১ ভৃত্য। সট্‌কে পড়ি,—
কোন্ শালা ও ভেড়ের ভেড়ের ছাওটা মাড়ায়।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বনপথ

বিশ্বামিত্র, ভরত ও শত্রুঘ্ন

বিশ্বামিত্র। (গীত)

জয় পীতাম্বর মুরহর,
বনফুল ভূষণ—
মোহন জগ জন মধুর মুরলীধারী,
বঙ্কিম বনচারী !
বঙ্কিম শিখিপাখা,
নীলাঞ্জন ভুবনপাবন,
বামন মধুসূদন হে !

আছে দুই পথ যাইবারে তপোবনে,
তিন দিনে উত্তরিব এ পথে যাইলে,
তৃতীয় প্রহর মাত্র এ পথে গমনে ;
কিন্তু পথ বড়ই দুর্গম,
ভীষণা তাড়কা বসে কানন-মাঝারে,
নর-ঘাতী—
নরমাংস-আশে ফিরে সদা বনে,
কহ কোন্ পথে করিবে পয়াণ ?

ভরত। তিন দিনে যাব ভালে ভালে,—
কি কাজ জঞ্জালে মুনি,
কিবা কার্য্য রাক্ষসী ঘাঁটায়ে।

বিশ্বামিত্র। হরে মুরারে !—
এই কি সে ব্রহ্ম-সনাতন,
রাক্ষস-নিধন হেতু জনম যাঁহার ?
সত্য কহ কি নাম তোমার ?
নহে ভস্ম করিব এখনি।

ভরত। ভ—রাম মম নাম ব'লে দেছে পিতা।

বিশ্বামিত্র। আ রে মাথা খেয়ে ভরতে আনিনু সাথে !
প্রতারণা কৈল দশরথ,—
অধঃপথ যাইবার গঠিয়াছে সেতু।

ভরত। সত্য মুনি, ভর্‌—না—রাম আমি।

বিশ্বামিত্র। ভ রাম ভ রাম ক'রে জ্বালালে আমায়,
চল ফিরে চল।

ভরত। পারিব যাইতে—রোষ নাহি কর মুনি,
ক্রুদ্ধ হইবেন পিতা আমি না যাইলে।

বিশ্বামিত্র। ভাল ফেরে পড়িলাম—
ভ্যাবা গঙ্গারাম ভরতে আনিয়া সাথে,
চল ফিরে চল রে বালাই।

ভরত। দোহাই দোহাই মুনি !—
ক্রুদ্ধ হইবেন পিতা ফিরে গেলে অযোধ্যায়।

বিশ্বামিত্র। থাক তবে বনপথে,
ধ'রে খাবে বাঘে।

ভরত। ব্যাঘ্রে মম নাহি ডর,
যাইতে নারিব আমি পিতৃ-সন্নিধানে,
পিতৃ-আজ্ঞা হইবে লঙ্ঘন ;
কি জানি যদ্যপি তাহে রুষ্ট হন পিতা।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজা দশরথের সভা

দশরথ, শ্রীরাম ও সভাসদ্‌গণ

(দূতের প্রবেশ)

দূত। সর্ব্বনাশ হ'ল মহারাজ,
রাজ্য হবে ছারখার—
নিস্তার নাহিক আর কার,
ক্রোধে ফিরে আসিতেছে বিশ্বামিত্র মুনি,

ছোটে অগ্নি নয়নের কোণে,
সে অনলে মজিবে নগর।

দশরথ। অ্যাঁ—কি বল—কি বল?

শ্রীরাম। পিতা, লহ সমাচার,—
কি হেতু করেন কোপ মুনিবর,
বিনা দোষে তাপস না রোষে কভু।
মিনতি করিয়া শান্ত কর তপোধনে,
নহে ক্রোধাগুনে সকলি হইবে ক্ষয়।

দশরথ। বৎস!
অযোধ্যায় আইল মুনি লইতে তোমায়
যজ্ঞরক্ষা হেতু বনে;
ডরিনু সঙ্কটে বৎস পাঠাইতে তোমা,
শত্রুঘ্ন-ভরতে প্রেরিনু তাঁর সাথে,
না জানি কে কহিল মুনিরে,
ক্রোধে তাই আইল সভাতলে।

শ্রীরাম। আমি শান্ত করিব ঋষিরে।

(ভরত ও শত্রুঘ্ন সহ বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্র। আরে দুরাচার
সূর্য্যবংশাধম,
শমন কি ক'রেছে স্মরণ তোরে,
সেই হেতু দেব-কার্য্যে কর হেলা!

শ্রীরাম। দয়া কর ঋষিরাজ, অবোধ
বালকে,
রাম নাম মম, ব্রাহ্মণের দাস আমি।
কহ দেব, কি কর্ম্ম সাধিব তব,
ক্রোধ করি ব'ধো না আপন দাসে,
দেব-কার্য্যে দানিব এ দেহ—
সতত মানস মম;
জনম সফল মানিব হে তপোধন,
যদি দেব-প্রয়োজন
কোনমতে পারি সাধিবারে।

বিশ্বামিত্র। নবদূর্ব্বাদলশ্যামল
কলেবর,
গোলোক-আলোক বালক-বেশ!
মহেশ-বাঞ্ছিত রমেশ সুন্দর,
কেশব নটবর, করুণা কুরু হৃষীকেশ!
ভীষণা তাড়কা-তাপে তাপিত কানন,
দীননাথ, যজ্ঞহীন ব্রাহ্মণমণ্ডলী;
যজ্ঞবিঘ্নকারী নিশাচরী।
তেঁই আসিয়াছি লইতে আশ্রয়,
ভীত-জন-আশ্রয় হে তুমি,
রক্ষঃ-ত্রাসে রক্ষ শ্রীনিবাস!

শ্রীরাম। তব কার্য্য অবশ্য সাধিব,
হে ব্রাহ্মণ,
মতি গতি চিরদিন ব্রাহ্মণ-চরণে,
পাইলে হে তব আশীর্ব্বাদ,
অবাধে জিনিতে পারি এ তিন ভুবন।
পিতা, এ বংশে মুনির বড় প্রীতি,
তাপসে করুন পূজা।

দশরথ। অজ্ঞানের ক্ষম অপরাধ।

বিশ্বামিত্র। চিন্তা দূর কর মহারাজ,
করি অঙ্গীকার,
নির্ব্বিঘ্নে আনিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
বড় ভাগ্য তব মহীপাল,
ভগবান্ আপনি সন্তান তব,
মায়ায় না চেন সনাতনে,
অকারণে কেন কর অনিষ্ট-ভাবনা,
জান না শ্রীরামে তুমি।

শ্রীরাম। পিতা,
দেবকার্য্যে উৎসাহী যে জন,
অশুভ ঘটন কভু নাহি হয় তার।
যে ব্রাহ্মণে শুষিল সাগর,
কিবা ডর তার—
যেই ব্রাহ্মণ-আশ্রিত!
অপ্রমিত বিক্রম ভুবনে
ব্রাহ্মণে যে করে সেবা,
যার বরে পিতৃদেব ভগীরথ মহাশয়
আনিলেন গঙ্গা মহীতলে।
দেহ অনুমতি,
যাব আমি যজ্ঞ-রক্ষা হেতু।

লক্ষ্মণ। মুনিবর,
প্রেরিতে শ্রীরামে কাতর জনক মম,
যদি হয় অনুমতি তব,
যাই আমি যজ্ঞ-স্থানে,
এক বাণে বধিব রাক্ষসী যজ্ঞবিঘ্নকারী।
বিশ্বামিত্র। উভয়ে লইব সাথে
যজ্ঞের রক্ষণে।
শ্রীরাম। থাকুক অযোধ্যা-পুরে
বালক লক্ষ্মণ।
বিশ্বামিত্র। লক্ষ্মণের পরাক্রম না
জান রাঘব,
দুই ভাই চল সাথে।
দশরথ। মুনি,
নয়নের মণি আমি অর্পি তব করে,
ফিরে দিও দরিদ্রের ধন।

[শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রস্থান]

হা রাম, হা অযোধ্যার সার,
সূর্য্যবংশে রাহু সম বিশ্বামিত্র মুনি!
ভরত। এত কি রে জানি আগে,—
রামচন্দ্রে ল'য়ে যাবে জানিলে তখন,
যাইতাম তাড়কার বনে।
শত্রুঘ্ন। চল ভাই পাছু পাছু যাই
দুই জনে,
কি কাজ করিনু ভাই ফিরে আসি ঘরে ;
কেন না লইল মুনি চারিজনে সাথে।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

বিশ্বামিত্র, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ

বিশ্বামিত্র। এই বনে বৈসে
নিশাচরী,
গিরি সম দুর্জ্জয় শরীর,
বিকটবদনা নর-চর্ম্ম পরিধানা,
ঊর্দ্ধ জটা মিলে ব্যোমদেশে,
করি-শির বিদরিয়া নখে
নিত্য ভুঞ্জে সে রাক্ষসী ;
শুকায় শোণিত শুনি সিংহনাদ তার।
কহ যেবা লয় তব চিতে,
যাইবে কি বনপথে তাড়কা ভেটিতে ?
শ্রীরাম। ঋষিরাজ,
তাড়কা বধিয়ে চল যাই যজ্ঞস্থানে।
দেখ ধনুর্ব্বাণ—
ভরদ্বাজ মুনি কৈল দান,—
অস্ত্রের প্রভাবে,
কোটি নিশাচরী নাহি ডরি,
তাহে মহাতেজা তুমি তপোধন !
অলঙ্ঘ্য বচন তব,
পাঠাইব যম-ঘরে ভীষণা রাক্ষসী,
তব পদধূলি ল'য়ে শিরে।
লক্ষ্মণ। এড় দাদা ব্রহ্মশির বাণ,—
ঘুচে যাক্ রাক্ষস সঞ্চার ধরাতলে।
বিশ্বামিত্র। কিবা যুক্তি কর দুইজন
বুঝিতে না পারি আমি ?
যাইতে কি বল মোরে তাড়কা ভবনে !
মম কর্ম্ম নহে হে রাঘব,
হৃৎকম্প হয় মম স্মরিলে তাহারে !
লক্ষ্মণ। কহ দেব, কোন্ স্থলে
বৈসে নিশাচরী,
রহ তুমি এই স্থানে।
বিশ্বামিত্র। হেন বুঝি মনে তব—
ব্রাহ্মণেরে দিবে রক্ষঃ-মুখে ?
একক রহিব আমি,
কি জানি যদ্যপি পাছে আইসে নিশাচরী !
শ্রীরাম। বিশ্বনাশ হয় দেব ইঙ্গিতে
তোমার,
কি ছার সে নিশাচরী,
চল তিনজনে যাই বনে ;
মধ্যে আইস তপোধন,
আগু পাছু যাব দুইজনে।

বিশ্বামিত্র। শালবৃক্ষ সম হস্ত তার,
শূন্য হ'তে যদি মোরে লয় জটে ধরি,
সর্ব্বনাশী রোষে সে আমার নামে।
লক্ষ্মণ। তবে কিবা তব অভিপ্রায়,
কহ ঋষিরাজ ?
বিশ্বামিত্র। চল যাই অন্য পথে,
যজ্ঞভঙ্গ হেতু যবে আসিবে রাক্ষসী,
যুঝিও তাহার সনে।
শ্রীরাম। সসজ্জ আসিবে সেই
যজ্ঞভঙ্গ হেতু,
সঙ্গে ল'য়ে সেনা বহুতর।
এবে নিশ্চিন্ত র'য়েছে নিশাচরী,
বিলম্বে কি কাজ, চল শীঘ্র বধিব
তাহারে।
ভাই রে লক্ষ্মণ, অদূরে গহ্বর-মাঝে
লুকাইয়ে রাখ ঋষিরাজে,
রক্ষা হেতু রহ তাঁর পাশে,
খুঁজিয়া যাইব আমি যথা সে রাক্ষসী।
লক্ষ্মণ। দাদা, তব আজ্ঞাকারী
আমি,
বড় সাধ ছিল মনে বধিতে রাক্ষসী।
বিশ্বামিত্র। বৎস ! সূর্য্যবংশোদ্ভব
তোমা দোঁহে,
দেখ যেন নাহি যাই রাক্ষসী-উদরে।
শ্রীরাম। ঋষিরাজ,
এখনি ফিরিব আমি জিনিয়া সমর,
গহ্বর-মাঝারে ল'য়ে রাখ মুনিবরে—
বৃক্ষপত্র আচ্ছাদনে,
কি জানি সংগ্রামে যবে গর্জ্জিবে ভীষণা,
ভয় পাছে পান ঋষিরাজ।
[লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রস্থান]
কেমনে জানিব আমি কোথা সে বিকটা,
ঘন ঘন দিই বনে ধনুক-টঙ্কার ;
শব্দ অনুসারি
অবশ্য আসিবে দুষ্টা বধিতে আমায়,
নিষ্কণ্টক করিব কানন,
ঘুচাইব ব্রাহ্মণের ত্রাস।
এত দম্ভ ধরে সে রাক্ষসী,
অযোধ্যার পাশে আসি—
ক'রেছে আশ্রয় !
ভীরু বলি ঘুষিবে সংসারে,
রাক্ষসী যদ্যপি জীয়ে মম বিদ্যমানে।
আয় আয় আয় রে তাড়কা,
শমন ডাকিছে তোরে।
[শ্রীরামের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বত-গহ্বর

লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র

বিশ্বামিত্র। বৎস, পত্র-আচ্ছাদন দেহ
মহীতলে,—
কি জানি যদ্যপি ভীমা উঠে ভূমি ফাটি !
দেখ, না মান ব্রাহ্মণ বলি,
বৈস মম বক্ষঃস্থলে তুমি,
দুই কর্ণে দেহ দু' অঙ্গুলি,
দুই হস্তে করি দুই চক্ষু আচ্ছাদন।
লক্ষ্মণ। কি ভয় তোমার দেব,
আছি আমি রক্ষা হেতু ধনুর্ব্বাণ করে,
সুমেরু বিঁধিতে পারি, রাক্ষসী কি ছার !
অগ্রজ আমার গিয়াছেন রক্ষঃ-বনে,
জান না কি মুনিবর রামের বিক্রম,
তিন লোক জিনে রাম অস্ত্রের প্রভাবে।
বিশ্বামিত্র। কিন্তু যদি হেথা আসে
সে রাক্ষসী ?
লক্ষ্মণ। কি কাজে র'য়েছি দেব,
ধনুঃশর করে ?
বিশ্বামিত্র। শুন শুন, কিবা নড়ে
বনস্থলে ?

লক্ষ্মণ। শুষ্ক পত্র খসে বৃক্ষ হ'তে।

বিশ্বামিত্র। ওইরূপ শব্দ তার,
রেখ' দৃষ্টি পশ্চাতে তোমার,—
কাম-রূপী সে রাক্ষসী।

নেপথ্যে তাড়কা। স্বেচ্ছায় আসিয়া
কেবা ঘাঁটায় নাগিনী,
প্রস্তর বাঁধিয়া পায় কে পশে সাগরে,
ঝম্প কেবা দেয় বহ্নিমাঝে?

বিশ্বামিত্র। বাপু, হরিশ্চন্দ্রে আমি
না হিংসিনু,
ছিল অন্য বিশ্বামিত্র মুনি।

লক্ষ্মণ। স্থির হও ঋষিরাজ,
শুন ভীম ধনুক-টঙ্কার,
এখনি রাক্ষসী যাবে শমন-সদনে।

বিশ্বামিত্র। কভু না চাহিনু
অযোধ্যা পোড়াতে,
ক্ষমা কর লক্ষ্মণ আমায়,
যাগ যজ্ঞ নষ্ট হোক, মজুক সংসার,
কি কাজ আমার হ'য়ে রাক্ষসী-বিরোধী!

নেপথ্যে শ্রীরাম। আরে রে রাক্ষসি,
বড়ই কঠিন তোর প্রাণ;
কিন্তু রঘুকুলে জন্ম নহে মম
যদি এই বাণে পাও পরিত্রাণ।

(নেপথ্যে তাড়কার বিকট-ধ্বনি)

বিশ্বামিত্র। আমি না—আমি না!
(মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ। ধৈর্য্য ধর হে ব্রাহ্মণ,
শুন আর্ত্তনাদে পড়িল ভীষণা।

বিশ্বামিত্র। অঁা—কি বল কি বল,
নরবলি চায় নিশাচরী!

লক্ষ্মণ। কেন মতিভ্রম হ'তেছে
তোমার!—
প'ড়েছে তাড়কা রণে।

(শ্রীরামের প্রবেশ)

শ্রীরাম। দেখ আসি ঋষিরাজ,
ত্রাস দূর তব এত দিনে,
যুড়িয়া যোজন বাট প'ড়েছে রাক্ষসী,
চল, যদি থাকে সাধ দেখিতে আহারে।

লক্ষ্মণ। ঋষিরাজে কোন মতে
না পারি করিতে স্থির।

শ্রীরাম। দেখ চেয়ে, রণ জিনি
আসিয়াছি ফিরি।

বিশ্বামিত্র। হায় হায়,
মায়া ক'রে আসিয়াছে ভীমা!

শ্রীরাম। ঋষিরাজ,
কি সাধ্য রাক্ষসী পারে—
জিনিতে আমারে!

বিশ্বামিত্র। কে ও রামচন্দ্র,
যাও ফিরে অযোধ্যায় দুটি ভাই,
যথা স্থানে যাই আমি চ'লে।

শ্রীরাম। দেখ দেব, তাড়কা-
শোণিত,—
নাহি ডর আর তব;
চল যাই তপোবনে.
মুনিগণে কর মিলি যজ্ঞ আয়োজন।

বিশ্বামিত্র। সত্য তবে ম'রেছে
তাড়কা?

লক্ষ্মণ। সন্দেহ করহ দূর স্বচক্ষে
দেখিয়া।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

বিশ্বামিত্র, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ

বিশ্বামিত্র। ধন্য বীর শ্রীরাম-লক্ষ্মণ,
অনায়াসে বিনাশিলে দুর্জ্জয় তাড়কা,

ঘুচিল ধরার ত্রাস ;
যজ্ঞেশ্বর, যজ্ঞবিঘ্ন কর এবে দূর।
তাড়কা-নন্দন নাম মারীচ রাক্ষস,
তিনকোটি নিশাচর সাথে,
যজ্ঞ-বিঘ্ন করে আসি শোণিত-বর্ষণে।
এই পথে চল হে শ্রীরাম!
গৌতম-গৃহিণী—
আছে পাষাণী হইয়া বনে পতি-শাপে ;
ধরি গৌতমের বেশ
গুরুপত্নী-ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পুরন্দর ;
রোষে ঋষি দিল অভিশাপ ;
মানবী হইবে তব চরণ-পরশে।
এই সে পাষাণ,
দেহ পদ পাষাণ উপরে।

শ্রীরাম। মুনিবর,
ব্রাহ্মণী পাষাণরূপে আছে বনস্থলে,—
কেমনে তুলিব পদ-ব্রাহ্মণী-শরীরে!

বিশ্বামিত্র। নাহি জান ব্রাহ্মণী বলিয়ে,
প্রস্তরে নাহিক দোষ পদ-পরশনে।

(শ্রীরামের পদস্পর্শে পাষাণে জীবন সঞ্চার ও অহল্যার উত্থান)

অহল্যা। দীনবন্ধু, মহিমা-অর্ণব!—
কলঙ্কিনী পাষাণী হইয়ে,
আছিনু বিপিনবাসে,
চরণ-পরশে পবিত্রিলে, পতিতপাবন!
দীন জনে করুণা বিস্তার হেতু
জনম তোমার, রঘুমণি!
চিন্তামণি, অচিন্ত্য মহিমা তব।
কেমনে বর্ণিব—অবলা রমণী আমি,
পরাভব বিরিঞ্চি বর্ণিতে যাহা ;
গুণমণি, রহে যেন তব পদে মতি।
অগতির গতি সনাতন,
নিরঞ্জন হে ভয়-ভঞ্জন!
হয় ভয়,
পাছে পদাশ্রয় হারাই হে পুনঃ।
পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর,
ভুল না ভুল না,
অবলা বাসনা কর পূর্ণ পরম-ঈশ্বর!

শ্রীরাম। সুন্দরি, কি ভয় তোমার আর?
সতী তুমি— কহি মুক্তকণ্ঠে আমি,
স্মরি তব নাম তরিবে মানব ভবে।
যাও নিজ গৃহে গুণবতি,
কর্ম্মফল যা ছিল ঘুচিল,
সুখে থাক সুকেশিনি, মম আশীর্ব্বাদে।

অহল্যা। পদে যেন রহে মতি চিরদিন,
অন্য গতি নাহি চাহি আর।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নদী-তীর

দুই জন কাঠুরিয়া ও নাবিক (নেয়ে)

১ কাঠুরিয়া। আরে কথা শোন্ না নেয়ে ভেয়ে,
ও পারে যা নৌকো বেয়ে,
আস্‌ছে দুটো ছোঁড়া ধেয়ে,
বুড়ো বামুন সাথে।

২ কাঠুরিয়া। ভাল চাস্‌তো শীগ্‌গির সর,
দেশে বা হয় মন্বন্তর,
পাথর ছিল পথে প'ড়ে,
মানুষ হ'ল ছুঁতে।

১ কাঠুরিয়া। পা দিয়ে ব্যাটা যেটা ছোঁবে,
তখনি তা মানুষ হবে,
দুঃখী লোকের বাঁচ্‌বে কি আর প্রাণ!

২ কাঠুরিয়া। ঘর-দরজা থাক্‌বে না আর,

মানুষ ক'র্‌বে ক্ষেত খামার,
এই বেলা ফ্যাল্ সরিয়ে নৌকো খান।

নেয়ে। আরে বলিস্ কি রে,
ফেল্‌বে ফেরে,
মানুষ করে গাছপাথরে!
একে নদীর জল গেছে ঘেঁটে,
যদি ব্যাটা পেরোয় হেঁটে,—
আরে জল যদি যায় মানুষ হ'য়ে,
তা হ'লেই হবে চর!

১ কাঠুরিয়া। মানুষ কি ভাই হবে পানি,
ব্যাটার যে ভিরকুটি কি জানি,
ঐ দেড়ে ব্যাটা ছোঁড়া দুটোর গুরু।

নেয়ে। ক'সে কড়া লাগাই ঝিঁকে
চলুক লা এঁকে বেঁকে,
মাঝ দরিয়ায় থাক্‌বো গিয়ে,
ভয় করি না কারু।

২ কাঠুরিয়া। ঐ এল, পালা পালা—

[কাঠুরিয়াদ্বয়ের প্রস্থান]

(শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

নেয়ে। খপরদার উলিস্‌নে জলে,
জলে উল্লে কুমীরে গেলে।

বিশ্বামিত্র। এস বাপু, নৌকা নিয়ে তবে।

নেয়ে। এমন সুখের কথা আর কি কেউ কবে!
থাক্ বামুন তুই থাক্ খাড়া,
যদি জল শুকিয়ে হয় চড়া,
কোন্ ভেড়ের ভেড়ে নৌকা নিয়ে যাবে!

বিশ্বামিত্র। পার কর শ্রীরাম-লক্ষ্মণে,
যাব মোরা মিথিলায়।

নেয়ে। ওঃ—জল যেন ঢেলে দিলে গায়!

বিশ্বামিত্র। এসো ত্বরা হে নাবিক,
পার কর শ্রীরাম-লক্ষ্মণে,
পুণ্যবান তুমি মহীতলে,—
ভব-কর্ণধার করি পার,
অনায়াসে তরিবি রে ভবে;
বৈকুণ্ঠে করিবি বাস চিরদিন।

নেয়ে। তুমি বামুন তো আচ্ছা সেয়ান!
মানুষ করবি নৌকাখান,
আমায় কি তুই পেলি কচি খোকা?
কোন্ শালা তোর কথা শোনে,
মানুষ কর গে পাথর বনে,
জেনে শুনে আমি কি হই বোকা!
তোর কথাতে বৈকুণ্ঠে যাই,
নৌকো সেথা পাই কি না পাই,
নদী আছে কি আছে সেথা নালা।
সাতপুরুষে নৌকো আমার,
কার বাবার বা ধারি ধার,
পার ক'র্‌ব তোদের,—
পেলি এমনি জ্বালা খ্যালা?

লক্ষ্মণ। অহল্যা মানবী হ'ল চরণ-পরশে,
তাই ডরে অজ্ঞান নাবিক,
পাছে তরী নরদেহ ধরে।
শুন হে নাবিক,
নাহি ভয়—নৌকা তব হবে না মানব,
কর পার তিন জনে,
ঘুচিবে সকল দুঃখ তোর।

নেয়ে। তোর ভোজ্‌কানিতে আমি কি রে ভুলি!

লক্ষ্মণ। এস শীঘ্র,
নহে মানব করিব জল চরণ-পরশে।

নেয়ে। অ্যাঁ উল্‌বি জলে,—
ওল্‌না ওল্‌না, এই কুমীরে খেলে—
এই কুমীরে খেলে!

লক্ষ্মণ। এখনি নামিব জলে।

নেয়ে। ওরে বাপু কাদের ছেলে,
আজ রোজকার-পাতি হয় নি মূলে ;
দাঁড়া, আগে কিছু কামাই,
তার পর যা বলিস্ ক'র্‌ব তাই ;
(স্বগত) কোথা থেকে এল বালাই !

শ্রীরাম। আন তরী, নাহি ডর তব,—
দিব বহু ধনরত্ন, কর যদি পার,
চরণে না স্পর্শিব তরণী,—
করি অঙ্গীকার তব ঠাঁই।

নেয়ে। যদি ছুঁয়ে ফেলিস্ ভাই !

শ্রীরাম। সত্য কহি, ছোঁব না চরণে।

নেয়ে। (স্বগত)
এটা যেন ভালমানুষের ছেলে,
যা থাকে কপালে—পার তো করি।
(প্রকাশ্যে) আচ্ছা, এস চলে,—
পা কিন্তু দিও না জলে।
দাঁড়াও, কাঁধে ক'রে নিচ্চি তোমায় তুলে,
পা দু'টো ঝুলিয়ে দাও,
জল ছোঁও তো মাথা খাও,
ভাল, কোথায় পেলি মানুষ-করা রোগ !

(তিন জনের নৌকারোহণ)

হায় হায় ভাঙ্‌ল কপাল,
নৌকাখান হ'ল বেহাল,
ওরে চক্‌চকাচ্চে, এ কি কল্লি ছোঁড়া ?

বিশ্বামিত্র। দেখ, নৌকা তব হ'ল হেমময়
চরণ-পরশে,—
কি ভয় তোমার আর ?

শ্রীরাম। রে নাবিক, রহিলাম ঋণী তোর ঠাঁই।
ভবার্ণবে আপনি হইব কর্ণধার,
তোমারে করিতে পার।
মম আশীর্ব্বাদে,
চিরদিন রহ মহাসুখে,
লক্ষ্মী ঘরে রহিবে অচলা।

নেয়ে। জ্ঞানহীন আমি অভাজন,
ভুবনপাবন, দেহ পদ মম শিরে,
ভাঁড়াইও না অন্য পদ-দানে,—
চিন্তামণি, চিনেছি তোমায়।

[নাবিকের প্রস্থান]

শ্রীরাম। মুনিবর, কতদূর তপোবন আর,
পথে কোন নাহিক বাহন ?

লক্ষ্মণ। দাদা, বল যদি,
কাঁধে তুলে লই আমি তোমা দুই জনে !
যে মন্ত্র পেয়েছি মুনি, তোমার প্রসাদে,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি জানি আর।
নাহি হয় পথ-শ্রম মম,
মন্ত্রপাঠে বল মম বাড়ে শতগুণ।

শ্রীরাম। চল ভাই, যাই মন্ত্র জপিতে জপিতে !

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নাবিকের কুটীর

নাবিকের স্ত্রী ও গ্রাম্যস্ত্রীগণ

১ স্ত্রী। ওলো রেখে দে তোর জাল বোনা—
মানুষ হ'য়েছে নৌকোখানা,
এসেছে দু'টো মানুষ করা ছেলে ;
জল্ আন্‌তে ঘাটে গিয়ে,
দেখলুম না খানা না মানুষ হ'য়ে,
তোর ভাতারের ধ'রেছে ক'সে চুলে !
দেখলুম, চুলোচুলি নদীর পারে—
এ মারে তো ও মারে,

আস্‌ছে আবার ধর্‌তে তোরে তেড়ে,
ভাল চাস্ তো পালা গাঁ ছেড়ে।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। ঠাকুরাণি, হের তব
অট্টালিকা দূরে,
আনিয়াছি চতুর্দ্দোল ল'য়ে যেতে
তোমা।

নাবিকের স্ত্রী। গতর-খাকি ঝি,
ঠাট্টা ক'র্‌তে লোক পাও নি কি?
নৌকোখানা মানুষ হ'ল ভাব্‌ছি ব'সে
তাই,
দাঁড়া বেটি, ধ'রে ঝুঁটি, ঝাঁটায় বিষ
ঝাড়াই।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

জনক রাজার সভা

জনক ও সভাসদ্‌গণ

জনক। পণে বুঝি পড়িল প্রমাদ,
ধর্ম্মনাশ হ'ল এত দিনে,
না মিলিল জানকীর বর।
অঙ্গ, বঙ্গ করি নিমন্ত্রণ,
না পূরিল পণ,—
বিষম হরের ধনু,
পরাজয় ভূপতি-সমাজ যাহে।
ভৃগুরাম আনি ধনু ঘটাইল কাল,
ভীম শরাসনে চালিতে না পারে কেহ,
দেবের দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্ভবে কাহার?
কে ভাঙ্গিবে এ ধনুক—
ভুবন বিমুখ যাহে!
স্বয়ম্বরে করি নিমন্ত্রণ
মাসাবধি পূজি আজি ভূপতি-সমাজ,
কার্য্য না ফলিল তায়।
বিশ্বামিত্র মুনি গেল শ্রীরামে আনিতে,
সেও না আসিল ফিরে।
বনপথে বৈসে রক্ষঃগণ,
পথে বা নাশিল তারা গাধির নন্দনে।

(প্রথম দূতের প্রবেশ)

১ দূত। আজি, দেব, পড়িল
প্রমাদ,—
তপোবনে যজ্ঞ পুনঃ করে ঋষিগণে;
তিনকোটি নিশাচরে আনিয়া মারীচ,
বিকটা-তাড়কা-সুত বরষিছে পাদপ-
প্রস্তর,
বুঝিবা আসিবে হেথা যজ্ঞনাশ করি।
শুনিবারে লোক-উপহাস,—
মুনিগণে আনিয়াছে শিশু দুইজনে
নিশাচর-সংহার কারণ;
পালাও সত্বর ঋষিরাজ,
সহে নাহি ব্যাজ,
মরিবে সবংশে রাজা রাক্ষসের কোপে।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। বড় পুণ্য ভূপতি তোমার,
যজ্ঞরক্ষা কৈল আসি শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
তিন কোটি নিশাচরে করিল সংহার,
মারীচ সাগর-পার শ্রীরামের বাণে।
এত দিনে পূর্ণ মনোরথ তব,
জানকীর যোগ্যবর রাম রঘুমণি।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে রাখি সুমন্ত্র ব্রাহ্মণ-ঘরে,
বার্ত্তা দিতে আইনু তব পাশে।

জনক। আসিয়াছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ,
পবিত্র মিথিলা পুরী;
কিন্তু ভাবি তাই মনে—
কেমনে দুর্জ্জয় ধনু ভাঙ্গিবে রাঘব,
নাড়িতে অশক্ত যাহা এ তিন ভুবন।

বিশ্বা। কি হেতু এ ভ্রম আজি
হেরি রাজ-ঋষি,

চিন্তামণি নার চিনিবারে,
সামান্য মনুষ্য-প্রাণে পারে কি কখন,
তিনকোটি রাক্ষস নাশিতে ?
যজ্ঞ-ধূম নিরখি গগনে.
কাঁপাইয়া জল-স্থল আইল গর্জ্জিয়া
বিকট রাক্ষসী-ঠাট,
বিবিধ আয়ুধ করে 'মার মার' রবে সবে ;
শিলাবৃষ্টি সম ছাইয়া গগন,
বরষিল অস্ত্র রক্ষঃ সমরপণ্ডিত ;
কিন্তু অখণ্ডিত শ্রীরামের বাণ,
মতিমান্, ভাই দুই জন,
নিমিষে বারিল অস্ত্র যত ;
তমাচ্ছন্ন ছিল দিশপাশ
রাক্ষসের শরে,
গিরিশির কুজ্‌ঝটিকাবৃত যথা,
কিন্তু দীপ্তিমান্ শ্রীরামের বাণ—
ভস্মি অস্ত্ররাশি দিনমণি সম,
দীপিল বিমানে তেজোময়,
হ'ল ক্ষয় নিশাচরচমূ ;
কি ভার রামের ছার ধনুক ভঞ্জন !
কর আয়োজন, আমি আনি রঘুবীরে।

জনক। মিত্র তুমি বিশ্বামিত্র মুনি,
তব গুণ বাখানিতে নারি আমি ;
যাই আমি অন্তঃপুরে—
শুভ বার্ত্তা দিতে গৃহিণীরে।
যে হয় কর্ত্তব্য তুমি কর মতিমান্ ;
লহ দিব্য যান, ধন রত্ন আর যেবা হয়।
রাম দরশন করি তোমার প্রসাদে,
তব আশীর্ব্বাদে,
এত দিনে কন্যা মম পাইল যোগ্য বর।

বিশ্বামিত্র। শুভলগ্ন আছে কালি,
শুভকর্ম্মে বিলম্বে কি ফল ?

(দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ)

২ দূত। মহারাজ, আসিতেছে বহু
রাজাগণে—
ধনু-ভঙ্গ-আশে মিথিলায় ;
লঙ্কাপতি—
আপনি আসিছে তব কন্যার প্রয়াসে।

জনক। কহ মন্ত্রিগণে,
যথাযোগ্য সমাদর করিতে সবারে।

[দ্বিতীয় দূতের প্রস্থান]

আইল্ল রাবণ মম কন্যার কারণে,
না জানি কি করে বা ব্যাঘাত।

বিশ্বামিত্র। আসুক রাবণ,
বিঘ্ন-বিনাশন আপনি এ মিথিলায়,
নির্ব্বিঘ্নে হইবে তব কার্য্য সমাধান।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর

সীতা

সীতা। লম্বোদর হর দিগম্বর ;
রজত-ভূধর বর কলেবর,
ফণি-হার-বিভূষিত গঙ্গাধর,
অক্ষ-মালজাল বক্ষোপর ;
আধ চাঁদ কিবা অঙ্কিত ভালে,
ত্রিনেত্র ত্র্যম্বক বববোম্ গালে ;
নীলকণ্ঠ শিব হর ত্রিপুরারি,
শোভিত শঙ্কর নর-শির সারি !
নর-শির কুণ্ডল, বিষাণ করতল,
ঈশান ঈশ্বর উমাপতি,
শ্মশান-নায়ক, শিব শিব গায়ক,
কৃপাকর দেহ হর, যোগ্যপতি।
গঙ্গাজলে বিল্বদলে তুষ্ট দিগম্বর,
জয় জয় জয় পশুপতি ভোলা মহেশ্বর !
তরুণ-অরুণ চরণ-তলে, সদাই বাজায়
গাল,

বলদ-চাপা ন্যাংটা খ্যাপা, গলায় হাড়ের
মাল ;
ভাঙ খেয়ে শিব ভাবে ভোলা, মাথায়
জটা-ভার,
ভূতের মেলা নিয়ে খেলা, কণ্ঠে ফণী
হার ;
মাথায় বেলপাতা মুটো, ঢালি গঙ্গা-পানি,
দাও হে পতি পশুপতি, প্রভু শূলপাণি !

(জনকরাণী ও কৌশল্যা ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

রাণী। বুড়ো হ'লে হয় মতিভ্রম !
আনিয়াছে শিশু দুইজন
ভাঙ্গিতে হরের ধনু,
তিনলোক নারে যা নাড়িতে !
সর্ব্বনেশে সে ভার্গব ঋষি,
রেখে গেছে বিষম ধনুক ;
কন্যা ল'য়ে হব দেশান্তর,
তবু কভু না দিব তাহারে।

কৌশল্যা। তাই বলি ওগো
রাজরাণি,
কাণাকাণি নাহি প্রয়োজন।
যদি ভগবতী মিলাইলা বর,
শুভক্ষণে জানকী অর্পণ কর তারে ;
ও মা, কি দিব রূপের সীমা,
নীলকান্তমণি জিনি কান্তি তার,
কোন্ ভাগ্যমানী ধ'রেছে জঠরে,—
'মা' ব'লে ডাকে মা, যারে,—
হেন পাত্রে কর কন্যাদান,
ক্ষার দিয়ে ভার্গবের পোড়া মুখে !
ছি ছি নাইক মরণ—
বুড়ো হ'য়ে বিয়ে বাই।

রাণী। হোক আগে ধনু-ভাঙ্গা-
ভাঙ্গি,
আগে ধনু ছুঁয়ে যাক্ রাজাগুলো।

কৌশল্যা। কিন্তু যদি ভাঙ্গে কেহ ?

রাণী। পোড়া দশা,
ভাগ্য মানি নাড়ে যদি কেহ !
দেখ তবে রাজার কি রীত,
আনিয়াছে নবনী পুত্তলি দুটি—
ভাঙ্গিতে ধনুক।

সীতা। ও মা, আমি পারি নাড়িতে
ধনুক।

রাণী। শুন মা কি বলে সীতা,—
আজি কয় দিন কত কথা কয়,
কিবা কহে ঘুমায়ে ঘুমায়ে,
সদা অন্য মন—
ভাবি তাই অশান্ত ঝিয়ারী মম !
যথা তথা ভ্রমে একা,—
কহে শুন, ধনু পারে চালিবারে।

সীতা। ও মা, সত্য কথা কহি
আমি।
রাঁধা বাড়া খেলিনু মা সঙ্গিনীর সনে,
প'ড়েছিল ধনু মধ্যস্থলে,
রাখিনু নাড়িয়ে পাশে।

রাণী। শুন পুনঃ, খেলা-পাত্রে অন্ন
রাখি
আমন্ত্রণ করে রাজসভা,—
কহে সবাকারে, অন্ন দিব এই পাত্র
হ'তে।

সীতা। হ্যাঁ মা, সে দিনে
সঙ্গিনীগণে—
আর কত আইল ভিখারী—
দিনু অন্ন সবাকারে।

রাণী। কথার আভাসে
তরাসে কাঁপে মা কায়া !
কহে গো স্বপনে,—
"আনিলে কি গোলোক হইতে
ভূলোকে ঠেলিতে পায় !
দয়াময়, দেহ দেখা,
কত দিন রব একা আর।"

কৌশল্যা। জিজ্ঞাসিব ব্রাহ্মণে
যাইয়ে,
জ্যোতিষ সে গণে বড়,
চাহ যদি কবচ লইতে,
তাও সে পারিবে দিতে।

রাণী। আয় মা জানকি,
করি মানা একেলা রহিতে।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

স্বয়ম্বর-সভা

জনক, সমাগত রাজগণ, সভাসদ্‌গণ, রাবণ,
কালনেমি, দূতগণ ইত্যাদি

জনক। হর-ধনু হের বিদ্যমান,—
এ বীর-মণ্ডলে,
বাহুবলে যে ভাঙ্গিবে শরাসন,
অনুপমা দুহিতা আমার—
অর্পিব তাহার করে ;
নাহি জাতির নির্ণয়—
যে হয় সে হয়,
ধনুর্ভঙ্গে লভিবে জানকী ;
উঠ, কেবা আছ শক্তিধর।

রাবণ। (জনান্তিকে) শুন্‌লে তো
মামা, কন্যা বড় সুন্দরী !

কালনেমি। (জনান্তিকে) এবার
মন্দোদরীর
খাট্‌বে না আর জারিজুরি !
কেমন বাবা, আমি দিছি সন্ধান ব'লে।

রাবণ। (জনান্তিকে) তাড়াতাড়ি
ধনুকখানা ভেঙ্গে ফেলে—
চল যাই কন্যা ল'য়ে চ'লে।

জনক। লঙ্কাপতি, বীর-কুল-পতি
তুমি।

কালনেমি। (জনান্তিকে) বাপু,
ওদিকে শুনছ কি,
ধনুক—জুড়ে তিনকাঠা জমি—
প'ড়ে আছে যেন শালগাছ।
বলি ওগো জনকরাজা,
তোমার কি আঁচ,
কন্যা নিয়ে রাখ্‌বে ঘরে !
দেখ্‌ব খানিক,
এ ধনুক কোন্ বরের বাবার বাবায় ধরে।

জনক। তেঁই কহি লঙ্কেশ্বরে,
ভাঙ্গিতে ধনুক, বিমুখ এ তিন পুর।

কালনেমি। বাড়াবাড়ি রাখ ঠাকুর,
বুঝে নিছি সুর,
ধনুক দেখেই প্রাণ ক'রেছে গুর্ গুর্।

রাবণ। মামা, ধনুক তো দেখেছ,
কি বল ?

কালনেমি। আমি বলি,
ভালোয় ভালোয় লঙ্কায় চল।

রাবণ। হায় হায় বুঝি লোকটা
হাস্‌লো।

কালনেমি। হাসে হাসুক, তবু ত
জান্‌টা থাক্‌লো।

রাবণ। মামা, কি করি ?

কালনেমি। যা হয় কর।

রাবণ। একবার ধনুকটা না হয়
ধরি।

কালনেমি। না হয় ধর,
কিন্তু যা হয় তা শীঘ্র শীঘ্র কর,
বেলাবেলি সট্‌কাতে হবে সাগর-পার।

রাবণ। বাঁ-হাতে তুলেছি আমি
কৈলাস-পর্ব্বত,
ধনুকে কি এত ভার ?

কালনেমি। সাম্‌নেই ত প'ড়ে
আছে,

পরক দেখ না তার।

রাবণ। কি বল মামা, তুমি?

কালনেমি। আমি ততক্ষণ
সারথিকে রথ আন্‌তে বলি।

রাবণ। পারব না?

কালনেমি। কোমর বেঁধে দেখ না!

রাবণ। যা থাকে কপালে।

কালনেমি। বেটা আজ ঢলালে।

রাবণ। মামা, এ বিষম ধনুক!

কালনেমি। আমি তখনি
ব'লেছিলুম,
এখন দেখ সুখ।

রাবণ। মামা, ইসারা ক'রে রথ
আন্‌তে বলো।

কালনেমি। দেরি প'ড়বে, লাফিয়ে
বাড়ী-মুখো চলো।

রাবণ। মামা, আর একবার
দেখ্‌ব কি?

কালনেমি। আমি একটু এগিয়ে
পড়্‌ব কি?

রাবণ। আর একবার দেখি।

কালনেমি। ঠেকে শিখ্‌বে কি?
হ'য়ে যাক্ যা থাকে আর বাকী।

রাবণ। মামা, ধনুক নয় যেন
পাহাড়।

কালনেমি। বাবা, যার শক্ত
হাড়—
সে পাত্‌বে ঘাড়।

জনক। বিলম্বে কি কাজ,
তোল ধনু, লঙ্কেশ্বর!

কালনেমি। ও আবাগের বেটা,
প্রথমে নাড়ানাড়ি, টের পাও নি,
ভাল চাস্‌তো এইবেলা সর।

রাবণ। মামা, বড় ভারি ধনুক,
সট্‌কে পড়।

কালনেমি। আমি তাতে দড়।

[রাবণ ও কালনেমির প্রস্থান]

সকলে। ছি ছি লঙ্কেশ্বর,
যাও কোথা ত্যজিয়ে ধনুক?

নেপথ্যে কালনেমি। যদি আক্কেল
থাকে,
ওদিকে আর ফিরিও না মুখ।

(শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

সকলে। মরি মরি কে দুটি কুমার,
নীলকান্ত চন্দ্রকান্ত এক ঠাঁই!

বিশ্বামিত্র। হে রাজন্, রামচন্দ্রে
দেখাও ধনুক,
জানকীর যোগ্য বর রাম।

সকলে। বৃদ্ধ হ'লে হয় মতিভ্রম,—
কেবা তব রাম, মুনিবর?
কে ভাঙ্গিবে এ ধনুক?

লক্ষ্মণ। দাদা, উপহাস করে
সভাস্থলে,
কি ছার এ শরাসন,—
শীঘ্র ভাঙ্গ, রঘুমণি!

শ্রীরাম। ভাই,
এখনো জনক রাজা বলে নি আমারে।
সভাস্থলে শুনি নাই আবাহন,
বিশেষতঃ শিবদাতা শিবের এ ধনু,
চালিব কেমনে—
হিতাহিত না বিচারি মনে?
গুরুজন-অনুমতি বিনা—
এ ধনু ভাঙ্গিতে নহে বিধি।

(অলিন্দ-উপরে সীতা, কৌশল্যা ও জনকরাণী)

কৌশল্যা। দেখ গো জনকরাণি,
নীলমণি আসিয়াছে সভাতলে
সূর্য্যকান্তমণি সাথে।
শুন মম বাণী,
এই বর ছেড়না কখন',

পণ করি ক'রো না মা, জাতিনাশ ;
সঙ্গোপনে জানকীরে কর দান।
[কৌশল্যা ও রাণীর প্রস্থান]

সীতা। আহা নব-দূর্ব্বাদলশ্যাম—
কে ব'সেছে সভামাঝে !
এ মাধুরী কভু কি দেখেছি আর !
মন আমার ও রাজীব পদে,
যাচে আত্ম-সমর্পণ।
দিগম্বর, দেহ বর,
দাসী যাচে তব পদে,
আপনি আসিয়া ভাঙ্গ' নিজ শরাসন।
নহে ভূত-পতি, ভূতক্ষয় ধনু তব,
কে করিবে পরাজয়—
সদয় না হ'লে সদাশিব !
উমা গিরি-সুতা,
চাহ মা তনয়া বলি !
ভগবতি, দেহ মনোমত পতি মোরে।
আমি মা ব্যাকুলা বালা তব,
ব্যাকুলা যেমতি—
হ'য়েছিলে সতি, গিরি-পুরে,
হর বর বিহনে মা হররাণি,
কাত্যায়নি, কর মা করুণা !
প্রজাপতি, দেবতা তেত্রিশ কোটি,
যে আছ যেখানে শুভদাতা,
কৃপাদৃষ্টি কর দয়া করি,—
পূরাও মনের সাধ ভকত-বৎসল !

বিশ্বামিত্র। সভাস্থলে করহ জ্ঞাপন,
কিবা পণ তব ঋষিরাজ !

জনক। জ্ঞাত আছ ভূপতিমণ্ডল,
ভাঙ্গিবে যে হরধনু,
লভিবে দুহিতা মম সীতা ;
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আদি
চণ্ডাল প্রভৃতি—
শক্তি যার ভাঙ্গিতে এ শরাসন,
বাহুবলে কর পূর্ণ পণ—
কে আছ ধীমান্,
কুল-মান রক্ষা কর মম।

সকলে। মুনিবর,
কহ তব রামচন্দ্রে ভাঙ্গিতে ধনুক।

বিশ্বামিত্র। উঠ রঘুমণি,
দেব-নরে দেখুক কৌতুক।

শ্রীরাম। ক্ষুদ্র নর আমি মুনিবর,
হর-দত্ত শরাসন ভাঙ্গিব কেমনে ?
শিবদাতা মহাদেবে করিব লঙ্ঘন,
কি নিয়মে দেহ উপদেশ,
কন্যা হেতু ত্রিপুরারি কে করিবে অরি ?

১ রাজা। মুনিবর, কেন রাম না
উঠে তোমার ?

২ রাজা। উপহাস করিবারে এ
তিন ভুবনে,
আবাহন করিল জনক।

জনক। এত দিনে জানিলাম
বীরহীনা মহী।

লক্ষ্মণ। দাদা, না সহে ক্ষত্রিয়-প্রাণে
আর;
উচ্চ-ভাষে সভাস্থলে কহে—
বীরহীনা মহীতল ;
পণে গুরু লঘু নাহি মানি,
নাহি ডরি,
বীরকার্য্যে ত্রিপুরারি যদি হন অরি।

বিশ্বামিত্র। হায় হায় মহিমা বর্ণনা,
কি করিব জ্ঞানহীন আমি।
সতী-বাক্য করিতে পালন,
রাখিতে সতীর মান,
ভগবান আপন-বিস্মৃত।
কহ চক্রধারি,
কেবা তুমি, কেবা শূলধারী,
শিব-রামে ভেদ কিবা ?
প্রেমময় পূর্ণ কর কাম,
প্রেমে হরধনু কর ক্ষয়,
রাম নাম বলে—

যম-জয় হোক ধরাতলে।

শ্রীরাম। কোথা ধনু, ঋষিরাজ?

জনক। দেখ সম্মুখে তোমার।

শ্রীরাম। রুদ্রেশ্বর, করি নমস্কার,
রুদ্র-তেজ দেহ ভুজে;
বাড়াও ভক্তের মান,
নিজ ধনু কর দুইখান।
ভাই রে লক্ষ্মণ,
যবে ফেলিব ধনুক ভাঙ্গি,
মেদিনী না রবে স্থির,
রেখ ধরা ধনুকের হুলে।

বিশ্বা। দেখ চেয়ে যে আছ সভায়—
ধনুর্ভঙ্গ ভার নহে রাঘবের।

(রামের ধনুর্ভঙ্গ ও জয়ধ্বনি)

(অলিন্দোপরে রাণী ও কৌশল্যার পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। কে বলে নির্ব্বীর মহী—
রামচন্দ্র উদয়যথায়।

(সীতার মূর্চ্ছা)

রাণী। ও মা ও মা, কি হ'ল কি হ'ল!
কেন মা জানকি, কেন মা এমন হলি!

সীতা। (স্বগত) ভাল ভাল চিনেছি তোমারে,
এতদিনে মনে হ'ল দাসী ব'লে,
জানিলে কি আসিতাম ধরা-মাঝে!

কৌশল্যা। নিয়ে চল, কাজ নাই এখানে থাকিয়ে।

বিশ্বা। হে রাজন্, পণ তব হ'ল সম্পূরণ।
শুভদিন করহ নির্ণয় কন্যাদান হেতু;
যাই আমি—
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ল'য়ে সুমন্ত্র-আলয়ে।

(শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রস্থান)

জনক। হে ভূপ-সমাজ,
কৃপা করি আসিয়াছ সবে মিথিলায়,
লহ পূজা কয় দিন আর,
কন্যাদান মম কর সম্পূরণ,
আমন্ত্রণ করি সবে;
যথাযোগ্য স্থানে ল'য়ে যাও দূতগণে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্যপথ

পুরোহিত ও তৎপত্নী

পুরোহিত-পত্নী। মিন্‌সেকে আর কখন' কিছু ব'লব!
এই যে রাজমহলে হ'চ্চে আনাগোনা,
ক'দিন বলেছি—
'একটি নথ কিনে এন না!'
তা কৈ? পোড়া কপাল! কাজ নাই মেনে—
মানে মানে—
কাটা কাণ চুল দে ঢেকে চ'লব্।
পোড়া কপাল—
আর কখন' কিছু ব'ল্‌ব!

পুরোহিত। আরে কথা শোন্,
রোজকারপাতি তো বিলক্ষণ!
দেখ্‌ছি যে লক্ষণ
বে' তো হ'চ্চে না মূলে।
আছে কে ভরত শত্রুঘ্ন,
তাঁরা না আস্‌বে যতক্ষণ,
রাম লক্ষ্মণ ক'র্‌বেন্ না বিয়ে।
যদি রোজকারপাতি হয় ভারি,
নথ কি বলিস্? বৈকি দিতে পারি।

আর যজমান তো কেউ
দেয় না কড়া ধুয়ে।
দেখ্‌লুম ছোঁড়াটা খুব চট্‌পটে,
ধনুকখানা ধ'রলে সেঁটে,
ফেল্লে ভেঙ্গে,
ধনুকভাঙ্গা আপদ গেল চুকে।
কোথাকার বেয়াড়া ছেলে,
কথাতে কি সেটা ভোলে,
ক'রবে না বে', আছে দু-ভাই বেঁকে।

পুরোহিত-পত্নী। ভাল, না হয়
আর একবার যাওনা,
দু' কথা বুঝাও না,
বে' হ'লে তো দেবে আমায় নথ?

পুরোহিত। আরে তা' হলে আর
কিছু কি চাই,
একেবারে দুঃখ ঘোচাই,—
ভারি ক'রে নথ গড়াব
লিখে দিচ্ছি খত্‌।
যাই একবার রাজসভায়,
গেছে বিশ্বামিত্র অযোধ্যায়,
দেখি গে এল কি না এল দশরথ,
নিয়ে তার শত্রুঘ্ন আর ভরত।

পুরোহিত-পত্নী। আর দেখ,
বড় দেখে মুক্তো কিনে গড়িয়ে দিও নথ।
যাও তুমি রাজসভায়,
আমি জল আন্‌তে যাই।

[প্রস্থান]

পুরোহিত। ঘুচ্‌ল খানিক নথের
বালাই,
ঘরের ভিতর ভ্যান্‌ ভ্যানানি,
তুল্‌তে পাই না হাই।

[পুরোহিতের প্রস্থান]

(ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রবেশ)

ব্রহ্মা। শুন পুরন্দর,
শশধরে পাঠাও সত্বর
মিথিলার সভাস্থলে,
নট বলি দেবে পরিচয়।
জনক-আলয়ে শশী,
বিবাহ যে দিনে,
সুরস সঙ্গীতে মোহিয়ে সভাস্থ জনে,
লগ্ন ভ্রষ্ট সুধাংশু করিবে,—
নহে রাবণ না হবে ক্ষয়,
শুভযোগ ক'রেছে নির্ণয়,
বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ—
মহাজ্ঞানী বিপ্রবর।
লগ্নে যদি হয় সম্প্রদান,
না হইবে আন—
রাম-সীতা হবে না বিচ্ছেদ।
জানকী-হরণ, হবে না কখন,
এ কথা জানিও স্থির।

ইন্দ্র। কহ বিধি,
যদি কু-লগ্নে হে হয় সম্প্রদান,
কন্যার বয়ান পাত্র যদি নাহি হেরে?

ব্রহ্মা। সে আশঙ্কা নাহি কর তুমি।
কহি শুন পূর্ব্ব-বিবরণ,—
একদা গোলোক-মাঝে
আনন্দে আনন্দময় ত্যজি বাঁশী,
পীতাম্বর ধনু ধরি করে—
চারি অংশে বিহরিলা হরি;
দিগম্বর ভাবে হ'য়ে ভোলা—
বানরের বেশে লুটিল আসন-তলে,
আনন্দে রমেশ হাসিল ভোলার ভাবে,
হাসি হৃষীকেশ চাহিল রমার পানে।
জগন্মাতা জগতে আনন্দময়ী,
সাজিলা জানকী,
মুগ্ধ মদনমোহন মাধুরী নেহারি,
যত্ন করি বসাইলা বামে,
প্রেমে প্রশান্ত লোচনে,
প্রেমময় প্রেমময়ী
চাহিলা মহীর পানে,

কম্পমানা হেরিলা মেদিনী
রাবণের ডরে সতী ;—
তেঁই ধরা-মাঝে বিরাজেন দোঁহে,
প্রেমময় রাম-সীতারূপে ;
নয়নে নয়ন হইলে মিলন,—
গোলোকের ভাব উদয় হইবে আসি,
প্রেম ফাঁসি বাঁধিবে দুজনে দৃঢ়-বাঁধে ;
তাহে প্রেরিয়াছি আমি—
রতিরে জনক গৃহে ;
গেছে—
মদনমোহিনী ভুবনমোহিনী রূপে
সাজাইতে জানকীরে,
মোহিবারে মদনমোহন।
শুন সৈন্য-কোলাহল, আসিছে
অযোধ্যাপতি,
শীঘ্রগতি করহ মন্ত্রণা,
লগ্ন-ভ্রষ্ট হেতু শশী যাক্ মিথিলায়।

[সকলের প্রস্থান]

(দুই জন সৈনিকের প্রবেশ)

১ সৈন্য। যদি জান্-ও যায়,
হত্তুকী কোন্ শালা খায় ;
কোথায় ছাঁচি পান,
না, দিলে হত্তুকী কেটে।

২ সৈন্য। ও বামুন ভারি
দাগাবাজ্!

১ সৈন্য। বেটার ভারি ঝাঁজ,
সৃষ্টির হত্তুকী বেটা ক'রেছে একচেটে।

২ সৈন্য। আ ম'লো! খাওয়ালে
কি না কলা-মূলো!

১ সৈন্য। আরে ভুলো, তুই এগিয়ে
এলি কেন?

২ সৈন্য। আরে রেখে দে তোর
এগোন-পেছন,
হেঁটে হেঁটে পা ক'চ্ছে ঝন্-ঝন্।

১ সৈন্য। দেড়ে বেটাকে দেখে
নেব—
যদি একলা পাই ;
ব'ল্লে কি না বড় রসাল,
ভাব্লেম—দেবে কাঁঠাল,
তা নয় বুড়ো বার ক'ল্লে পাকা তাল ;
গা শুদ্ধ ছোব্‌ড়া তা কি খাওয়া যায়
ছাই,
দেখে নেব যদি একলা পাই।

২ সৈন্য। আবার চ'লেছিস্
জনক রাজার ঘরে,
তারও দাড়ি নেবেছে থরে থরে,
সে না তোফা কচি পেয়ারা খাওয়ায়!

১ সৈন্য। গোড়া থেকে যে লক্ষণ
দেখ্‌ছি,
সবই শোভা পায়।

২ সৈন্য। আরে এত বামুনও থাকে
বনে,
নিয়ে যাওয়া আছে কুটীরে টেনে,
এদিকে হাঁড়ি ঠন্‌ঠনে।

১ সৈন্য। এই বা কোন্ রাজার
বেটা রাজা,
সব বুড়ো বামুনের কথা শোনে।

২ সৈন্য। তুই খুব ঘ্যান্-ঘেনে,
ঐ সৈন্য চ'ল্লো ঈশান কোণে।
দেখ্ দেখি কত প'ল্লো ফের,
সাধে বলি এগুস্ নে।

১ সৈন্য। ঐ বুড়ো মুনি বেটার
পায়ে ধরুক্ ঝিনঝিনে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উপবন

ভাবাবিষ্টা সীতা

(রতির প্রবেশ)

রতি। আহা মরি কি মাধুরী হেরি,
নয়ন ভরিল রূপে !
কমলারে কেমনে সাজাব,
কোথা রত্ন পাব,
রত্নাকর-সার রত্ন রমা।
জিনি কাদম্বিনী মুক্তবেণী,
কেশরাশি চুমিছে চরণতলে,
নখরনিকরে—
সুধাকর খেলে থরে থরে,
মরি হাসে শশিশ্রেণী—
শ্রীপদ নলিনীদলে,
সাদরে নলিনী ঘেরিতেছে কাদম্বিনী,
মরি অমল কমল, আঁখি ঢল ঢল,
মুখ নিরমল রঞ্জিত ঈষৎ রাগে,
অনুরাগে ভ্রমর ভ্রমিছে দলে
অন্ধ মধু আশে,
কেহ করে, কেহ বা অধরে,
কেহ বা চরণ-তলে,
নিরুপমা রমেশ-হৃদিবাসিনী,
পদ্মযোনি কেন বা প্রেরিল মোরে ?
অন্যমনা রাজীবলোচন বিনা ;
যেন স্থল-পদ্ম প্রভাতে অরুণ-আশে।

সীতা। কিবা অপরাধ ক'রেছি
রাজীব-পদে,
গুণধাম, কি হেতু হইলে বাম,
দাসীরে কি ভুলিলে ধরায় আসি !
শ্যাম শশী আঁধার অন্তর,
পীতাম্বর ভুল না হে অবলায়,
দিন যায় যুগ মনে হয়,
যুগে যুগে কত বা কাঁদাবে আর।
অতল জলধিতলে ত্যজি অধিনীরে,
পূরে নি কি বাসনা তোমার !

রতি। চেতন বিহীনা,
প্রাণ-পতি ধ্যানে রমা !
দেহ-উপবনে—
রামের চরণে নিপতিত প্রাণ-মন !
অচেতন চৈতন্যরূপিণী,
কেমনে সম্ভাষি তাঁরে ?
ধীরে ধীরে গান করি বসি।

(গীত)

কার তরে প্রাণ উধাও উধাও
প্রাণ খুলে বল চাঁদে।
কেন কেন শিহরণ, হিয়া গুরু কম্পন,
উন্মাদিনী কেন কাঁদে॥
দিন বহিল, আশা রহিল,
প্রাণ পড়িল ফাঁদে।
দেখিয়া মোহিনু, সহিনু দহিনু,
ভজিনু মজিনু, নিশিদিন পূজিনু,
প্রাণ গলায়ে, সুখ বিলায়ে,
নারিনু বাঁধিতে প্রেম-বাঁধে॥

সীতা। কে তুমি রূপসি, বসি
একাকিনী,
কর গান—পুনঃ তোল তান ?
গীত তব সকরুণ,—
বল কার তরে প্রাণ তব ঝুরে,
কেন গাও বিষাদ-সঙ্গীত ?

রতি। চিরদুখিনী কামিনী আমি,
ধনু করে পতি ফিরে
দিগ্বিজয় করি।
একাকিনী রহিবারে নারি,
পতি মাত্র সার,
কেহ নাহিক আমার,

কার কাছে কব মনোব্যথা,
যাই যথা—তথা ব'সে করি গান,—
কে তুমি সুন্দরি, পরিচয় দেহ মোরে।

সীতা। আমি সীতা।

রতি। জনক দুহিতা?

সীতা। হ্যাঁ।

রতি। শুনিয়াছি না কি বিবাহ তোমার?

সীতা। না, ধনু ভাঙ্গি রামচন্দ্র গিয়াছেন চ'লে।
ভাল, তব কোথায় বসতি?
যদি গুণবতি—
দয়া করি রহ মিথিলায়,
সুধাব তোমায় কেন পতি তব,
যান সদা তোমা ত্যজি!
আমি রহি একাকিনী,
ভালবাসি শুনিতে কাহিনী,
ভগ্নী সম সদা সেবিব তোমারে।

রতি। কি হেতু মিনতি মোরে,—
বঞ্চি একাকিনী চিরদিন,
রব তব অনুরোধে মিথিলায়,
অমৃতভাষিণী তুমি।

সীতা। ভগ্নী বলি ডাকিব তোমারে।

রতি। না না, সখী ব'লে
সম্ভাষিব পরস্পরে।

সীতা। ভাল সখি,
জান কি—অযোধ্যা কতদূর?

রতি। বহুদূর।

সীতা। পথে কোন আছে কি বিপদ?

রতি। না, কি হেতু সুধাও সখি,
বাসনা কি মনে তব অযোধ্যা যাইতে?

সীতা। যদি রাম ল'য়ে যান সাথে।

রতি। রাম কে?

সীতা। নাহি জান রামচন্দ্রে সখি!—
অযোধ্যার সমাচার না সুধাব আর।
বল' দেখি, কেন পতি তব
ভ্রমে দেশে দেশে?

রতি। দিগ্বিজয় করি ভ্রমে।

সীতা। দেখ, যাইতে নিষেধ ক'র'
অযোধ্যানগরে,
যদ্যপি সংগ্রাম বাধে রামচন্দ্র সনে,
তা হ'লে হইবে বিষম—
তাই সখি, করি মানা।
ভাল সখি—কি হেতু না যাও তুমি,
পতি পাছে পাছে?

রতি। সঙ্গে তিনি নাহি লন মোরে।

সীতা। দেখ সখি,
কেঁদ' ধরি পতির চরণে,—
তাহে যদি নাহি লন সাথে,
যেও অলক্ষিতে পশ্চাতে তাঁহার!
যদি ভগবতী করেন করুণা,
পাই যদি রঘুপতি পতি,
তিলেক না রব আমি তাঁহারে ছাড়িয়ে।
আহা! তুমি কত কাঁদ গো সজনি,
পতি বিনা একাকিনী।

(জনক-রাণীর প্রবেশ)

রাণী। ও মা, হেথা তুমি?
(রতির প্রতি) কে মা তুমি?

সীতা। মা গো সখী মম,
চল সখি, যাই ঘরে।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

তোরণ-সম্মুখ

জনক ও সভাসদ্‌গণ

(নটবেশী চন্দ্রের প্রবেশ)

চন্দ্র। নট-ব্যবসায়ী আমি
আসিয়াছি মিথিলায়,
অভিনয়ে তুষিবারে সভাজন।
ভ্রমি রাজ-সভাস্থলে,

অভিনয়-বলে সর্ব্বত্র সম্মান মম।
জন-মনোহর নাম, সুধার সাগর,
জন পুলকিত—প্রস্তর-হৃদয় গলে,
দৃশ্য সুবিকাশ, হৃদি তমোনাশ
উদিলে হে রঙ্গস্থলে।
কলঙ্ক আমার ভুবন প্রচার,—
ভ্রমি তারাকারা নারী সাথে,
কলঙ্কে না ডরি, জন-তমো হরি,
সুধী-পদধূলি মাথে।
যামিনী কামিনী নিয়ত সঙ্গিনী,
ভুবনমোহিনী নটী ;
নিত্য অভিনয়, তার পরিচয়,
নাচি দোঁহে বেড়ি কটি।
দোঁহে ধীরি ধীরি রঙ্গস্থলে ফিরি,
নানা রস-রঙ্গে লীলা,
জন-হৃদি-মাঝে কি ভাব বিরাজে,
কুসুম-মিলিত শিলা।
ন্যায় সহ দয়া, ক্রোধ সহ মায়া,
কামে প্রেমে কত খেলা,
লীলা অবিরাম, নিত্যানন্দ-ধাম,
নিয়ত আনন্দ মেলা।

জনক। বড় ভাগ্যে পাইনু তোমারে
মতিমান্,
যোগ্য সমাদর কর নটরায়,
বিশ্রাম করহ ক্ষণ।

[নটবেশী-চন্দ্রসহ একজন সভাসদের প্রস্থান

(একজন ভট্টের প্রবেশ)

ভট্ট। বীর, ধীর সূর্য্যোপম দশরথ
রাজা !

(অলিন্দোপরি পুরস্ত্রীগণের গীত)

পিলু বাঁরোয়া—কাশ্মীরী খেমটা।

দোর আটকানা লো, না হয় আনা গোনা।
কে আসে কি ভাবে যায় না জানা ॥
ও মা কুলনারী, ছি ছি লাজে মরি,
ও লো সাম্‌নে এল, বল কম্‌নে সরি ;
ও লো ছোঁয় না যেন, তোরা কর্‌লো
মানা ॥

(বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও সহচরগণের সহিত
রাজা দশরথের প্রবেশ)

জনক। পবিত্র মিথিলাপুরী তব
আগমনে।

দশরথ। এ কি কথা রাজর্ষি
তোমার,
পবিত্র হইনু আমি তোমা দরশনে।

বিশ্বা। শিষ্টাচার আড়ম্বরে
নাহি প্রয়োজন আর,
কোলাকুলি কর দুই বৈবাহিক মিলি।

বশিষ্ঠ। বিলম্বে কি কাজ, প্রবেশ
করহ পুরে,
শুভলগ্ন ভ্রষ্ট যেন নাহি হয়।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুর

জনক-রাণী ও পুরস্ত্রীগণের প্রবেশ

১ পুর-স্ত্রী। ও মা এমন কি ঘটা,
আলো বা ক'টা,
আক্কেল নাই মিন্‌সে!
এর নাম কি ক'নে গয়না,
সব টিপ্‌সে টিপ্‌সে।—

২ পুর-স্ত্রী। আর এ গুলো ফক্কবেনে,
ফুঁয়ে ফুঁয়ে উড়্‌ছে।

৩ পুর-স্ত্রী। যেমন চাঁপাফুল মেয়ে,
তেমন সোনার চাঁদ বর বটে;
কিন্তু আর কিছু ভাল নয়,
গয়নাগুলো দেখে গা টা যেন পুড়্‌ছে।

৪ পুর-স্ত্রী। রাখ মেনে তোর কারিকুরি,
ও মা, এ কি সিঁতির ছিরি!

৩ পুর-স্ত্রী। যদি তোর দেশে না স্যাক্‌রা ছিল,
কোন্ পাঠিয়ে দিলি হেথা!
গড়িয়ে পাঠিয়ে দিতেম,
আমরা কি নিতে যেতেম!
পোড়া কপাল!

১ পুর-স্ত্রী। আগে শুভদৃষ্টি হ'য়ে যাক্,
তবে শুনিয়ে দেব দু'কথা।

৪ পুর-স্ত্রী। ও মা, ওর নাম কি ঝুম্‌কো বলে,
দেখে গা জলে,—
ক'নে-কাণে এম্‌নি ভারী জিনিস সয়!
অসৈরণ সইতে নারি, তাই ব'কে মরি,
অমন হেলার জিনিস না দিলেই নয়!

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। ও গো এই নৈবিদ্দি থালায়
পড়েনি মোণ্ডা।

রাণী। নেও না, ওখানে র'য়েছে গণ্ডা গণ্ডা,
সাধে কি বলি সঙ!

পুরো। আর সেই বাস্তুপূজার কাপড় খান্?

রাণী। ঐখানে কাপড় সাজান থরে থরে,
ও মা, এ কি ঢঙ!

পুরো। বলি দক্ষিণেটা কি শেষকালে নেব?

রাণী। বলি দক্ষিণেটা আর কবে না দিয়েছি,
দেব গো দেব।

পুরো। তাই ব'ল্‌ছি, হেথা নাই।

রাণী। দূর হোক—পারিনে ছাই।
এই রাজা মিন্‌সে করে যত বালাই।
একলা মানুষ মা ঘুরে ঘুরে ম'লেম,
এই সীতেকে ডাক্‌তে
পুকুর-ঘাটে গেলেম,
আবার এলেম,—
আবার ডাকাডাকি ক'চ্চে, চ'ল্লেম!
আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ধ'রে গেল মা,
আর পারি নে মা,
তোরা একবার আয় না গা,
বরণ-ডালাখানা ক'র্‌বি।

[সকলের প্রস্থান]

(সীতা ও রতির প্রবেশ)

সীতা। অলঙ্কারে কি কাজ তাহার,
রাম যার কণ্ঠহার,
প্রাণ আমার বিকাইবে তাঁর পায়।

ভাল সখি,
কোথা তুমি শিখিলে সাজাতে?

রতি। শিখেছি পতির কাছে।
শিখিয়াছি রমণী নয়নে
কজ্জলের ছলে রাখিতে গরল-রাশি,
প্রেম-ফাঁসি রঞ্জিত অধরে,
বেণী বিনাইয়ে ফণিনী সমান,
বাঁধিতে পুরুষ-প্রাণ।
কেবা বলবান্ খুলিতে বন্ধন,
কাতরে লুটায় পায়।

সীতা। কহ সখি, কি কথা তোমার,—
রামচন্দ্র লুটিবেন পায়!
এলাইয়ে দেহ মোর বেণী,
দেহ সাজাইয়ে,—
যাহে দাসী বলি লন গুণমণি।

রতি। সখি, জান না সরলা তুমি,
পুরুষ কঠিন অতি!
ঠেকেছি শিখেছি,
সঁপি প্রাণ পতি-পদতলে;
পায়ে ঠেলে দাসী তাঁর,
চ'লে যান যথা তথা,
মনোব্যথা ব'লেছি তোমায়।

সীতা। যদি পতি মোরে ঠেলেন চরণে,
রব তবু পদতলে,
আঁখি-জলে ধোবো পা দু'খানি,
মম গুণমণি কৃপা করিবেন তাহে।
শুনেছি সজনি, দয়ার সাগর রাম,
অবলায় বাম নহিবেন তিনি কভু.
দেহ বেণী ঘুচাইয়ে মোর।

রতি। এ বেণী কি ঘুচাব সজনি,
কাদম্বিনী-শ্রেণী বিনায়েছি সযতনে,
ফুলমালা বিজলি খেলিছে,
হৃদয়ের চাঁদে অবাধে বাঁধিবে তায়;
প্রাণ বিকাইয়ে পায়,
হৃদয়ে হৃদয়ে রবে সুখে চিরদিন!
রূপ-ফাঁদে না বাঁধিলে সই,
পুরুষ কি রয় স্থির?
মলিনী নলিনী না সম্ভাষে মধুকর,
সুখ-সরোবর কলেবর,
লাবণ্য-সলিল তায়,
যৌবন-কমল হাসে,
মধু-আশে রহে বাঁধা মধুকর।

সীতা। সখি,
হেন মধুকরে আদরে কি ফল বল?
দিনমণি সম রাম রঘুমণি,
মলিনী নলিনী নাহি করিবেন হেলা,—
স্বামী কি ঠেলেন কভু সতীরে চরণে?
কুরূপার সতীত্ব ভূষণ।
বেশে মুগ্ধ—ব্যভিচারী যেই!
জিতেন্দ্রিয় রাম গুণধাম,
প্রেম বিনা কে পারে কিনিতে!

(জনক-রাণীর প্রবেশ।)

রাণী। আয় মা জানকী তোরা,
অভিনয় হবে সভামাঝে।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা—সম্মুখে রঙ্গমঞ্চ

জনক, দশরথ, বশিষ্ঠ, রামচন্দ্রাদি ভ্রাতৃগণ, রাজগণ, সভাসদগণ প্রভৃতি আসীন

(পণ্ডিত ও ছাত্রগণের প্রবেশ)

১ পণ্ডিত। ব্রহ্মণ ব্রহ্মণ ব্যাকরণ লক্ষণ,
সবর্ণে নাক দীর্ঘ
অর্থাৎ স বর্ণেন সহ।

২ পণ্ডিত। আরে রহ রহ রহ।
আরে ভট্‌চাজ্, শাস্ত্রে ব'ল্‌ছে—
আকরে পদ্মরাগাণাং।

১ পণ্ডিত। আরে নেও না ব্রহ্মণ ব্রহ্মণ,
বিদ্যারত্নং মহাধনং।

২ পণ্ডিত। আরে বিদ্যার জাঁক ক'রো না, যাও।

১ পণ্ডিত। এ যে দেখ্‌ছি ভারি দুর্জ্জন,
আমি বিদ্যাবাগীশ বাচস্পতি,
আমায় এসে বিদ্যার নাড়া দাও।
শ্লোক না প্রণিধান ক'রে
একটা কচ্‌কচি তুল্‌ছ;
শাস্ত্রে ব'লছে—হস্তী হস্তা।

১ ছাত্র। ভট্‌চাজ্জি ম'শায়, তর্ক রাখ,
বিদেয়ের ব্যবস্থা।

১ পণ্ডিত। আরে বেল্লিক, শাস্ত্র-আলাপ হোক।

২ ছাত্র। তবে হস্তী হস্তা ব'লে গিল্‌ছ কেন ঢোক্!
চূড়ামণি ম'শায়,
ঘড়াটা না হয়, আমি দাঙ্গা ক'রে নেব।

১ ছাত্র। বিদ্যাবাগীশ খুড়ো, তর্ক তো হ'ল,
এদিকে ব'ল্‌ছে ঘড়াটা নেব।
নেবে—এস—
আমিও কোন্ পেচ্‌পা,
গালে চড় লাগিয়ে দেব।

২ ছাত্র। আয়—পাছাড় লাগ্‌বি তো আয়।

১ ছাত্র। মারবো থোব্‌না সেঁটে কিল,
দেখি শালা কত জোর তোর গায়।

২ ছাত্র। তুমি আমায় চেন না,
আমি বিদ্যে-মুদ্গর ম'শর চেলা।

১ ছাত্র। আমি বিদ্যে গর্জপতির টোলের পোড়ো,
আমায় চেন না শালা!

৩ পণ্ডিত। আরে স্থিরো ভব—স্থিরো ভব,
কলহে কি প্রয়োজন?

২ ছাত্র। আরে রেখে দাও তোমার টিকিনাড়া,
সাত সের ঘড়ার ওজন।

জনক। যথাযোগ্য বিদায় করিব জনে জনে,
না কর বিবাদ কেহ,
স্থির ভাবে দেখ ক্ষণ অভিনয়।

(রঙ্গমঞ্চোপরি চন্দ্র ও নটীর প্রবেশ ও গীত)

আ মরি হাসিছে কিবা সভা মনোহর!
বিরাজে রসিকব্রজ অশেষ গুণ-আকর॥
রঞ্জিত রসিক-চিত, নব-রস বিভূষিত,
হইতেছে বিচলিত সভয় অন্তর॥

(সমুদ্রমন্থন অভিনয় আরম্ভ—ধন্বন্তরির উত্থান)

(গীত)

ব্রহ্মরূপা সুধা গরল কি নাম তোমারি?
মোহিনী মোহিনী মাধুরী নেহারি।
দম্ভে ঝম্পে ভূত কম্পে,
পীড়ন পীড়া ভীষণ,
ত্রাহি মে ত্রাহি মে—
মানব-তাপহারী॥

ব্রহ্মা। ঔষধ দানিল রত্নাকর
লোক-হিত হেতু,
নরে আমি করিনু প্রদান।

অসুর। বাঁট ব্রহ্মা, সসজ্জ র'য়েছি সবে।

(লক্ষ্মীর উত্থান)

(গীত)

কিবা কমলে গঠিত হেম মাধুরী,
বদন কমল হাসে।
হেম কমলিনী, কমলবাসিনী,
কমলা কমলে ভাসে ॥
মধুর লহরী আঁখি,
প্রাণ রাখি রাঙ্গা পায়,
মন-প্রাণ মধু-আশে ॥

ব্রহ্মা। নারায়ণ এঁর অধিকারী।

অসুর। কন্যা রাখ সবাকার আগে,—
উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত আদি
কিছু না কহিনু তায়,
ঔষধ দানিলে নরে,
তাহে না কহিনু কথা,
কন্যা না ছাড়িব কভু।

শ্রীরাম। আমার আমার,
কার অধিকার আর—
কে হরে এ হারানিধি,
চক্রে খণ্ড খণ্ড করিব ব্রহ্মাণ্ড,
ফিরে দে রতন মম।

দশরথ। এ কি!
কেন রাম হইল এমন ?

বশিষ্ঠ। কহ চক্রি, কোথা চক্র তব,
ধনুর্ধারী রাম তুমি।
(জনকের প্রতি) মহাশয়, লগ্ন ভ্রষ্ট হয়।
(স্বগত) অখণ্ড তোমার বিধি, হে বিধাতা—
ক্ষুদ্র আমি—লঙ্ঘিব কেমনে !

দশরথ। কেন রাম হইল এমন ?

বশিষ্ঠ। না হও চঞ্চল রাজা,
আছে তত্ত্ব, কহিব পশ্চাৎ ;
রাজঋষি, শীঘ্র কর কন্যা সম্প্রদান।

[ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

২ ছাত্র। বলি ও বাচস্পতি খুড়ো,
চারচাট্টে মেয়ে ক'ল্লে পার,
কি ঠাওরাচ্ছ ঘড়ার ?

১ ছাত্র। এ ঘড়া কে নেয় আর !

২ ছাত্র। তবে রে শালা,
এ কি নৈবিদ্দির কলা,
যে পেলি পেলি, একটা ছেড়ে দিলেম।

৩ পণ্ডিত। হায় হায় আমি বুড়ো হ'য়েছি,
গায়ে বল নাই,
আমি মারা গেলেম।

[পরস্পরের ঘড়া লইয়া দাঙ্গা,
"কোথা যাও—রেখে দাও, রঃ"
ইত্যাদি বলিতে বলিতে প্রস্থান]

(দুই জন ভৃত্যের প্রবেশ)

১ ভৃত্য। কেমন হ'চ্ছিল গান,
ছোঁড়াটা ক'ল্লে ভ্যান্ ভ্যান্।

২ ভৃত্য। আবার সব সরাতে হবে,
এখানে ব'সে বামুন খাবে।

১ ভৃত্য। রাজার বাড়ী চাকরি,
বড়ই ঝক্‌মারি।

২ ভৃত্য। তাই কি ছাই রাজার মত রাজা,
বল—'সোনার ডিপেয় আন্ ছাঁচি পান।'
না বল্লে—'আন্ কুশাসন খান্।'

১ ভৃত্য। বল—'নে আয় নাচ নাওলী'
ব'সে শুনি গান ;
বাজারে বাজারে খানিক ঘুরলুম,
না হুকুম হ'লো—
'কলার পেটো কর্ খান্ খান্'।

২ ভৃত্য। ওরে শালা, এটা ভেত্তোর বাগে টান্।

১ ভৃত্য। ওরে ম্যাড়া, এটা টেনে জড়া।

[উভয়ের প্রস্থান]

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

প্রাঙ্গণ

দুই জন সৈন্যের প্রবেশ

১ সৈন্য। এমন কি গান—
এতই কি তার সরগরম'

২ সৈন্য। হাতীটে উঠ্‌ল বটে হাতীর মতন।

১ সৈন্য। আর দেখ্‌লি নি কাজে খতম,
যখন ঘোড়া উঠ্‌ল ঠেলে।

২ সৈন্য। গানগুলো বড় আচ্ছা নয়,
খ্যাম্‌টাতে লাগাতে হয়।

১ সৈন্য। যা বল—ঐ উঠ্‌ল ঘোড়া,
আর সব কিছুই নয়,
তুমিও যেমন!

২য় সৈন্য। কিছুই নয়, গেঁজেলি কারখানা।

১ সৈন্য। ওরে আয়,
তবু খানিক হ'লো প্রাণ ঠাণ্ডা,
মোণ্ডা নে যাচ্ছে গণ্ডা গণ্ডা।

২ সৈন্য। আর দেখ্‌ছিস্ নে—
বামুনগুলো খুব ষণ্ডা,
মারামারি ক'রে নেছে।
আর আমাদের দফা এবার রফা।

১ সৈন্য। সত্যি ভাই,
দেখে কলার বাস্‌নার ধুম,
কাল থেকে হয়নি আমার ঘুম।

২ সৈন্য। বামুনগুলো খুব ষণ্ডা বটে,
আহা খুব লোটে;
বেশ বেঁটে খেঁটে,
সিদে এল গেল,
ঘুর্‌লে ফির্‌লে
নাচ্‌লে কাঁদ্‌লে।

১ সৈন্য। আমাদের নয় ত,
খালি ক্ষিদেয় পেট্টাই কাঁদ্‌লে।

২ সৈন্য। পা'টাতে ধ'র্‌লো ঝিন্ ঝিনে্।

১ সৈন্য। লড়াই হ'লো জিৎলুম,
লুট্‌বো,—
না রাজার হুকুম, গর্দ্দান ধ'র্‌লে টেনে।

২ সৈন্য। ঐ লক্ষ্মণ ঠাকুর রাজা হয়,
বেরোয় দিগ্বিজয়—খুব লুটি!

১ সৈন্য। আর রাখ্‌ ভিরকুটি,
দেখেছিস্ লুচির মোট্‌টি!
আয় লুটি যা থাকে কপালে,
যাব গর্দ্দান ফেলে;
জানিস্ তো বন দে যেতে হবে ফিরে,
রাখ্‌ না কিছু খোলেয় ভ'রে।

২ সৈন্য। কাজ নেই বাবা জমাদারের ঠেলা,
থাক্‌লেই লোভ বাড়্‌বে, চল—পালা।

১ সৈন্য। তোর যেমন ছাতি নাই,
তোর সঙ্গে থাকে কোন্ শালা।

[উভয়ের প্রস্থান]

(নিমন্ত্রণভোজী পুরুষ, স্ত্রী, বালক ও বালিকাগণের খাবার ইত্যাদি লইয়া প্রবেশ)

১ স্ত্রী। ও মিন্‌সে, এদিকে দে আয় না!

১ পুরুষ। বলি ক্ষীরের তিজেল সাম্‌লা,
শালী তুল্‌লে বায়না।

১ স্ত্রী। আমি কেমন ক'রে
দয়ের মাল্সা সাম্লাচ্ছি,
খোকা কচি।

২ পুরুষ। খুড়ো বড় চ'ল্‌চ খর।

৩ পুরুষ। আরে ভেড়ো ব্যাটা,
তোদের এই খাবার বয়েস,
বিশ গণ্ডা লুচি খেয়েই ক'চ্চিস্ ধর ধর।

২ পুরুষ। মোণ্ডার ওড়াও এড়িচি,
ক্ষীর বাইশ কড়া।

৩ পুরুষ। ছোঁড়া, না খেয়েই
তো—
হ'য়ে যাচ্চিস্ দড়া।

৪ পুরুষ। খুন খারাপস্ত, খুব
খাওয়ালে বাবা!

৫ পুরুষ। ভাব্‌ছি চাট্টে মেয়ে,
একেবারে সাল্লে।

১ ছেলে। বাবা, ভূতি কাপড়
খারাপ ক'ল্লে।

৫ পুরুষ। সাল্লে বেটী—সাল্লে।

ভূতি। বাবা, আমি নয়—দাদা।

৫ পুরুষ। শীগ্‌গীর শীগ্‌গির চ'লে
আয় গাধা!

১ স্ত্রী। পোড়ারমুখো ছেলে!
গিল্‌তে হয়—
আর দিতে হয় উগ্‌রে ফেলে,—
আমি ধুয়ে ধুয়ে রাখ্‌তেম।

ভূতি। আর আমি চিৎ হ'য়ে
বাপ্ বাপ্ ডাক্‌তেম।

[সকলের প্রস্থান]

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

ছাদনাতলা

বর-কন্যা, জনক-রাণী, পুরস্ত্রীগণ, নাপিত ইত্যাদি

১ স্ত্রী। ওলো ঘোর্ না।

২ স্ত্রী। আ মর্, সর্ না।

রাণী। একলা কি সব সামলাতে
পারি,
ধর্ না।

(স্ত্রীগণের বরণকরণ ও নেপথ্যে হিজড়ার গান)

(গীত)

ও মা ন্যাংটা জামাই আমার
আই আই আই লো,
ভাঙে ঢুলু ঢুলু আঁখি, কপালে ছাই লো।
ওমা লাজের কথা, আমার স্বর্ণ লতা
দিলে খেপা বরে,
ওলো ভাবি তাই,—
একে খেপা মেয়ে তাতে খেপা বর,
কেমনে দু'জনে ক'র্‌বে ঘর;
বর দিগম্বর,
ওলো সর্ সর্ সর্ লো।
আই মা সরমে মরমে ভাই,
ঘোম্‌টা টেনে মেনে স'রে যাই।

নাপিত। ভাল মন্দ লোক থাক তো
স'রে যাও।

১ স্ত্রী। পোড়ারমুখ' মিন্‌সে—গলা
দেখেছ।

নাপিত। স'রে যাও!

১ স্ত্রী। গলার মাথা খাও।

নাপিত। ভাল মন্দ লোক থাক
তো স'রে যাও,
নইলে আমার মত হাত হবে।

১ স্ত্রী। তোর মাগ কবে তোর
মাথা খাবে?

নাপিত। ভাতে হাত দিতে ছায়ে
হাত দেবে।

১ স্ত্রী। যমরাজা তোকে শীগ্‌গির
নেবে।

রাণী। কড়ি দে কিন্‌লেম, দড়ি দে
বাঁধ্‌লেম,

হাতে দিলেম মাকু,
একবার ভ্যা কর তো বাপু!

১ স্ত্রী। ও মা ছি ছি, ভ্যা কর্ত্তে জান না,
তোমরা অজ রাজার নাতি!

নাপিত। ভ্যা ক'রে ডাক' ফুলিয়ে ছাতি,
এই নেও ভ্যা—

(বর-কন্যার শুভদৃষ্টি)

শ্রীরাম। মরি, মাধুরী নেহারি পরাণ পূরিল,
হৃদি বিকাশিল আজি!
আশে হৃদিবাসে প্রাণ ব্যাকুল চাহে,
মন মোহে, সাধ—ধরি পদ হৃদিমাঝে।

সীতা। যেন নীল-কমল আঁখি,
কি বলে কি বলে,—
প্রাণ দেখাইয়া কহ আঁখি,
রেখ' নাথ চরণকমলে!

[সকলের প্রস্থান]

নেপথ্যে।— (গীত)

নাগর গুণমণি কে রে,
মরি বালাই নিয়ে,
হেরি মাধুরী মদনে দহে হিয়ে!
মুখ হাসি হাসি, মরি শ্যামশশী,
প্রাণে লাগে ফাঁসী,
সাধ—সাথে ফিরি পদে বিকাইয়ে,
বনমালী নিয়ে কুলে কালি দিয়ে।

(পুরোহিত ও তৎপশ্চাৎ তৎপত্নীর প্রবেশ)

পুরোহিত। লগ্ন হ'ল পণ্ড, রাজা নয় কুষ্মাণ্ড,
বে'র দিন দিলেন ঘোড়ার নাচ—
যা হোক শুভ কর্ম্ম হ'য়ে গেচে।

পুরোহিত-স্ত্রী। ওগো, আমার নথের কথা তো
মনে আছে?

পুরোহিত। দুপুর রেতে,
মাগী নথ নিয়ে ফেল্লে প্যাচে।

[উভয়ের প্রস্থান]

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

বাসর-ঘর

শ্রীরাম, সীতা, রতি ও পুরস্ত্রীগণ

১ স্ত্রী। যদি হে রসিক হও তো খুঁজে নাও,
এই ঘরেই আছে ক'নে।

শ্রীরাম। বল গো আঁধারে আমি খুঁজিব কেমনে!

২ স্ত্রী। আঁধারে হে ডর' তুমি,
সাগরে গহ্বরে রত্ন হেতু যায় লোক;
সংসারের সার রতন তোমার,
খুঁজে নিতে নার' ভাই?

সীতা। (জনান্তিকে) ছি ছি আঁধারে যদ্যপি
ছোঁন পায়।

রতি। কেন ডর' তুমি সুলোচনে,
কি হেতু শিহর'?
কুতূহলে সতী-পদতলে দিক্‌বাস,
শ্যামা-রাঙা-পদ আশ তাঁর।

সীতা। (মৃদুস্বরে) ছি ছি! নাথ, ছুঁও না—ছুঁও না।

রতি। সখি,
কার্য্য মম হ'ল সম্পূরণ,
বিনায়েছি বেণী গুণবতি,
প্রাণপতি হের পদতলে।

(জনক-রাণীর প্রবেশ)

রাণী। ও মা,
তোরা সব বর-ক'নে রে আয়,

ভোরে ভোরে বর যাবে চ'লে।
এর পর বারবেলা,
বর পাঠাব না বারবেলায়।

[সকলের প্রস্থান]

নবম গর্ভাঙ্ক

তোরণ-সম্মুখ

দশরথ, জনক, বশিষ্ঠ, সভাসদ্‌গণ, ভাটগণ ও সমারোহ করিয়া লোকগণের একদিক দিয়া এবং বরবেশী রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও কন্যাবেশিনী সীতা, ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি, জনকরাণী, পুরস্ত্রীগণ ও যৌতুক-দ্রব্যাদিসহ বাহকগণের অন্যদিক দিয়া প্রবেশ

সকলে। জয় সীতারাম!

১ ভাট। দাতার ব্যাটা হয় তো দেয়,
ও বশিষ্ঠ,
ওর ঘরে মহা অন্নকষ্ট।

২ ভাট। আর এই কানা সুক্কুল!

বশিষ্ঠ। আঃ, তোমরা যে ক'ল্লে হুলুস্থূল!

দশরথ। দেহ ঋষিরাজ,
যেবা যাহা চায় ধন,
অকাতরে কর বিতরণ,
আনন্দের দিন মম,
অপুত্রের পুত্রের বিবাহ,
নিরুৎসাহ নাহি রহে কেহ।

জনক। ছিল যা আমার রতনের সার,
সমর্পণ করিলাম চারিজনে,
রেখ' যতনে ঋষির ধন।

রাণী। ও মা,
মা ব'লে কি ভুলিলে মা এতদিনে,
দিয়ে পরে কেমনে গো রব ঘরে?

সীতা। ও মা!

জনক। নেও, শীগ্‌গির নেও,
বারবেলা প'ড়্‌লো ব'লে।

২ ভাট। ও রে, বর-ক'নে তো চ'ল্‌লো!

১ ভাট। আমি অযোধ্যায় যাব।

দশরথ। চল, ছড়াইয়ে রত্নধন পথে,
যেবা পারে লউক কুড়ায়ে।
হে বশিষ্ঠদেব,
দেখ বুঝি আসেন ভার্গব।
আসিছেন সশস্ত্র হেথায়,
শঙ্কা হয় হেরিয়ে বদন,
না জানি কি অপরাধ করেন গ্রহণ!
ক্রোধনস্বভাব অতি,
ক্ষত্রকুলান্তক নাম বিদিত জগতে।

বশিষ্ঠ। মহারাজ,
কর তুষ্ট বিনয় বচনে।

(সশস্ত্র পরশুরামের প্রবেশ)

দশরথ। প্রভু,
বহু কৃপা তব মম প্রতি,—
শুভদিনে পাইলাম চরণ দর্শন।
আজি শুভযাত্রা মম,
সকলি হইবে শুভ ঋষি দরশনে।

পরশুরাম। শুনিলাম বীর্য্যবান্ তনয় তোমার—
ভাঙ্গিয়াছে হরধনু,
পণে জিনি লভিয়াছে জনকনন্দিনী,
অতি বীর্য্যবান তনয় তোমার,—
নহে কি রেখেছ তুমি রাম নাম তার?
মম নাম ভৃগুরাম বিদিত জগতে,
দাশরথি রাম নামে ঢাকিবে সে নাম।

বশিষ্ঠ। স্বস্তি!

দশরথ। প্রভু,
দেব নামে পুত্র নাম রাখে সর্ব্বজন,
সেই হেতু রাম নাম পুত্রের আমার।
ভৃগুরাম-দাস মম রাম।

পরশুরাম। না না, বলবান্ তব রাম,
কই রাম—কোন জন ?
শ্রীরাম। দাস তব সম্মুখে ব্রাহ্মণ,—
আশীর্ব্বাদপ্রার্থী তব পায়।

পরশুরাম। তুমি রাম ?
ভাঙ্গিয়াছ শিবদত্ত ধনু মম ?
শ্রীরাম। পঙ্গুতে লঙ্ঘায় গিরি ব্রাহ্মণ-প্রসাদে।

পরশুরাম। না না, মহাবল পরাক্রান্ত তুমি,
শিবদত্ত মম ধনু না ভাবিলে মনে,
ভাঙ্গিয়াছ ধনু বাহুবলে !
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়াছ নহে বড় কথা,
পার যদি নোয়াইতে এই ধনু মম,
বীর বলি করিব বাখান,
নহে ধনুর্ভঙ্গ-অপরাধে না পাবে নিস্তার,
পুনঃ ক্ষত্র-রক্তস্রোতে তৃপ্ত হবে ধরা !

দশরথ। প্রভু,
অজ্ঞান বালক,
অপরাধ করুন্ মার্জ্জনা।

পরশুরাম। ক্ষত্রিয় অজ্ঞান চিরদিন,
পশুসম হিতাহিত জ্ঞান-বিবর্জ্জিত,
নরহত্যা-পাপ নাহি বধিলে দুর্জ্জনে।
বশিষ্ঠ। ঋষি তুমি,
ক্ষান্ত হও বালক বুঝিয়ে।

পরশুরাম। বৃদ্ধ শিশু নাহি ক্ষত্রিয়ের,
সবে সম অনাচার !
নহি আমি যাজক ব্রাহ্মণ,
প্রত্যাশা না রাখি কার !

শ্রীরাম। মার্জ্জনা-ভিখারী আমি— যদি অপরাধী ;
কিন্তু
কটুভাষ কিবা হেতু কন পুরোহিতে ?
যাজন বিপ্রের ক্রিয়া, ক্ষত্রিয়ের ধনুক ধারণ,
ব্রাহ্মণের ক্রিয়াভ্রষ্ট নন মুনিবর।
পরশুরাম। পিপীলিকা—উঠিয়াছে পাখা,
দেহ গুণ এ ধনুকে বুঝি তব বল।
লক্ষ্মণ। তুচ্ছ কার্য্য, অস্ত্রধারী দ্বিজ !
শ্রীরামের দাস আমি,
দেহ ধনু, অবহেলে করি গুণদান।
পরশুরাম। রাজা দশরথ,
বুঝি এটি পুত্র তব ?
দোঁহে বলবান্।

ভরত। আর দুই পুত্র মোরা দোঁহে।
শত্রুঘ্ন। সবে মোরা শ্রীরামের দাস।
দশরথ। এ কি সর্ব্বনাশ !
বশিষ্ঠ। ক্ষান্ত হও, মহারাজ !
পরশুরাম। কার সনে ক'স্ কথা বুঝিস্ কি মূঢ় ?
লক্ষ্মণ। অস্ত্রবাহী ব্রাহ্মণের সনে।
প্রণাম চরণে,
নিজ স্থানে করুন গমন।
পরশুরাম। নিঃক্ষত্র ক'রেছি ধরা তিন সাত বার।

লক্ষ্মণ। হয় নাই সেই কালে রামের জনম।

পরশুরাম। ভাল, ভাল—
(শ্রীরামের প্রতি) তুমি রাম ?
অতি বলবান্,
দেহ গুণ ধনুকে আমার।
শ্রীরাম। দিব গুণ,
দেন শর—করিব যোজন।
পরশুরাম। ভাল ভাল, এই লহ বাণ,
গুণ দিয়া কর শীঘ্র ধনুকে সন্ধান।

শ্রীরাম। (ধনুকে শর যোজনা করিয়া)
কহ দ্বিজ, কোন স্থানে এড়িব এ শর ?
বিফল হবে না মম বাণ-সংযোজন,
অমর মরিবে অস্ত্রাঘাতে—
কহ কোথা করিব সন্ধান ?

পরশুরাম। এ কি ! কে এ অদ্ভুত শিশু !
কেবা তুমি বালক-আকারে
দেহ মোরে পরিচয়।
অজ্ঞান অধম
চিনিতে নারিনু আমি।

শ্রীরাম। বিস্মৃত না হও মুনিবর,
আমি মাত্র নিমিত্ত ধরায়,
দেবকার্য্যে শরীর ধারণ :
কিন্তু বুঝ তত্ত্ব ঋষিরাজ,
জ্ঞানবান্ তুমি,
যেই কালে নিঃক্ষত্র করিলে,
ক্ষত্রগণ ছিল অত্যাচারী।
নিরীহ ব্রাহ্মণগণে করিত পীড়ন।
নারায়ণ দানিলেন বল তব ভুজে,
দীননাথ তিনি,
দীন ব্রাহ্মণ-রক্ষণে—
নারায়ণ-বলে বলী হৈলা সেই কালে,
ক্ষত্রিয় করিলা জয় নারায়ণ-তেজে।
কিন্তু এবে সেই তেজ নাহিক তোমার,
ব্রাহ্মণ-রক্ষক নহ—মানব-পীড়ক।
মিথিলায় পণ শুনি আইলা রাজগণ,
ধনুর্ভঙ্গে হইল উদ্বাহ ;
করি উদ্বাহ সমাধা—
যাইতেছে বালক ফিরিয়ে,
ভাব' বলবান্ তুমি,
সেই হেতু আসি মিথিলায়,
চাহ তুমি দমিবারে নির্দ্দোষ বালকে।
নারায়ণ তেজ আর নাহি তব ভুজে।
এবে তুমি সামান্য ব্রাহ্মণ—
ধর্ম্ম নষ্ট হিংসায় তোমার ;
হিংসার প্রভাবে—
বিপ্রতেজ ক্ষুণ্ণ তব দেহে।
কহ, কোথায় ত্যজিব শর ?

পরশুরাম। নহে মম তেজ ক্ষুণ্ণ, ওহে নারায়ণ,
পাইয়াছি সাক্ষাৎ দর্শন,
মম সম তেজীয়ান্ কেবা আর ভবে ?
স্বর্গ-পথ রুদ্ধ মম কর তব শরে,
নহি আর স্বর্গের প্রয়াসী,
ব্রহ্মপদ করি তুচ্ছ জ্ঞান,
পেয়েছি পরম পদ আর কিবা চাহি !
দীননাথ তুমি,
তেজোহীন দীন আমি আপনি কহিলে,
দীন-জনে ত্যজিতে নারিবে।
কলঙ্ক রটিবে তব দীননাথ নামে,
এ দীন ব্রাহ্মণে যদি ত্যজ দয়াময় !

শ্রীরাম। নহ দীন, হে প্রবীণ, অবতার তুমি,
তব দেহে নারায়ণ করিয়া আশ্রয়
করিলেন ক্ষত্রকুল ক্ষয়,
মহাপুণ্য জগতে রহিবে।
শক্তি সহ মিলি ক্ষমা অতুল শোভিবে,
পরিত্রাণ পাবে নর তব দরশনে ;
যাও, দেব, নিজ স্থানে।

পরশুরাম। পূর্ণ মম কার্য্য এত দিনে—
ইষ্টলাভ মম।
প্রণমিয়ে ইষ্টদাতা শিবে
নির্জ্জনে করিব ধ্যান ইষ্টের চরণ।

[পরশুরামের প্রস্থান]

দশরথ। চল, চল—
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন,
কি জানি কি ঘটে পথে।
সকলে। জয় সীতারাম!

যবনিকা পতন

'সীতার বিবাহ' নাটক রচনার পর, গিরিশচন্দ্র "ব্রজ-বিহার" রচনা করেন। ইটালিয়ান অপেরার অনুকরণে লেখা, এটি একটি গীতি-নাট্য। এই নাটিকায় কোন সংলাপ ব্যবহার করা হয়নি। উত্তর প্রত্যুত্তর সবই গানের মাধ্যমে। 'ব্রজ-বিহারে'র গানগুলি সে যুগে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে।

ব্রজ-বিহার

[গীতি-নাট্য]

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

। প্রথম অভিনয় ।

ইং ১লা এপ্রিল, ১৮৮২, শনিবার বাংলা ২০শে চৈত্র, ১২৮৮

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ ॥

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নাম পাওয়া যায় না।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নিকুঞ্জবন

শ্রীরাধা আসীনা

শ্রীরাধা। (গীত)

সিন্ধু—মধ্যমান।

সাধে ফাঁদ পরি, পোড়া প্রাণ কাঁদে।
ধায় ধায় মন, নাহি মানে বাঁধে॥
প্রেম-ভিখারী, প্রকাশিতে নারি,
কুঞ্জ-বিহারী, ফেলিল প্রমাদে।
চমকি চাহি লো সখি, অনিল বহিলে,
বঙ্কিম মাধুরী না পাশরি তিলে,—
গগনে গহনে শ্যামা যমুনা-সলিলে,
নয়ন মুদিলে,
মোহন মুরলীধর হেরি শ্যামচাঁদে॥

(গোপিনীগণের প্রবেশ ও গীত)

পাহাড়ী—জলদ-একতালা।

কেন রাই! একেলা ব'সে,
বয়ান ভাসে নয়ন-নীরে?
কেঁদে কি পাবি তারে,
শ্যাম কি সখি, চাবে ফিরে?
ছি ছি ছি ভালবেসে,—
যাস্‌নে লো সই, যাস্‌নে ভেসে,
রাখ প্রাণ আপন বশে,
রাখালে প্রেম জানে কি রে?

শ্রীরাধা। (গীত)

পাহাড়ী—যৎ।

হয়েছি আপন হারা,
বুঝালে সই, মন কি মানে?
জেলেছি আগুন হৃদে,
প্রাণের জ্বালা প্রাণই জানে।
দেখ্‌ব না মনে করি, না দেখে সই
প্রাণে মরি,
কেমন ক'রে বল পাশরি,
বংশীধারী জাগে প্রাণে।

গোপিনীগণ। (গীত)

পাহাড়ী—জলদ-একতালা।

আমরা কি শ্যাম দেখিনি,
শুনিনি কি মোহন বাঁশী?
ব্রজে কে আছে নারী,
নয় লো শ্যামের প্রেমপিয়াসী।
কালারে যে দেখেছে, তখনি সে প্রাণ
দিয়েছে,
তাতে কি সে আর আছে,
প'রেছে সই সাধের ফাঁসী।

শ্রীরাধা। (গীত)

পাহাড়ী—যৎ।

কি উপায় করি বল গো সজনি,
কেমনে পাইব শ্যাম গুণমণি?

গোপিনীগণ। (গীত)

পাহাড়ী—জলদ-একতালা।

শুভদিন আজ্‌কে সখি, ক'র্‌ব কাত্যায়নী-
ব্রত।
অভয়ার রাঙ্গা পদে, মনের ব্যথা ব'ল্‌ব
যত॥
পূজিলে দিগ্‌বসনা, পূরবে লো
মনোবাসনা,
মিলে সব ব্রজাঙ্গনা, মাগ্‌ব পতি মনের
মত॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

যমুনা-তীর

শ্রীকৃষ্ণ। (গীত)

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—ত্রিতালী।

নব বৃন্দাবন, কর প্রেম বিতরণ,
বাজ রে মোহন বাঁশী।

প্রেমিক প্রাণ মন, প্রেম-বিমোহন,
কর প্রেম মধুরে ভাসি ॥
প্রেম-উন্মাদিনী, আজি ব্রজ-
গোপিনী,
রাধা বিনোদিনী—প্রেম-পিয়াসী,
প্রেম-বিলাসিনী, প্রেম-উদাসী ॥

(গীত)
আড়াঠেকা।

আসিছে যমুনা-তীরে গোপ-নারীগণে।
বুঝিব রাধার মন থাকি সংগোপনে ॥

(শ্রীকৃষ্ণের অন্তরালে অবস্থান এবং শ্রীরাধা ও সখীগণের প্রবেশ)

গোপিনীগণ। (গীত)
সিন্ধু—যৎ।

নিকুঞ্জমালিনী যমুনা-পুলিনে।
নবকলি তুলি বনে, অর্পিব সযতনে,
কপাল-মালিনী, শ্যামাচরণ-নলিনে ॥
দীনা ব্রজাঙ্গনা, কে পূরাবে কামনা;
করুণ-নয়না দুখবারিণী বিনে।
পাব নব নাগরী—নাগর নবীনে ॥

বৃন্দা। (গীত)
সিন্ধু—জলদ একতালা।

দোলে সই মধুভরে,—
থরে থরে ফুটেছে ফুল নানা জাতি।
প্রাণ খুলে গান ক'চ্চে অলি,
মধুপানে বেড়ায় মাতি ॥
হেরে প্রাণ হয় লো আকুল,
আয় তুলি ফুল ভরি দুকূল,
রাখ্‌ব না বনে মুকুল,
তুল্‌ব খুঁজি পাতি পাতি।

গোপিনীগণ। (গীত)
পঞ্চম—জলদ-একতালা।

দীন-জননী, চরণ-তরণী,
দে মা দুরিত-নাশিনী।
ধর পূজা ধর, তারা তাপ হর,
হরহৃদি-বিলাসিনী ॥
করুণা-নয়নে, চাহ বরাননে,
বরদে অভয়ভাষিণী।
ব্রজপতি, পতি মাগে ব্রজবালা,
নগবালা নগবাসিনী ॥

শ্রীরাধা। (গীত)
পাহাড়ী—জলদ-একতালা।

ধরম করম সকলি গেল লো,
শ্যামা-পূজা মম হ'ল না।
মন নিবারিতে, নারি কোনমতে,
ছি ছি কি জ্বালা বল না ॥
কুসুম-অঞ্জলি দিতে শ্রীচরণে,
ত্রিভঙ্গিম ঠাম পড়ে সখি মনে,
পীতবসনে, হেরি গো নয়নে,
ভাবিতে দিগ্‌বসনা।
ভাবি নরমালী কালী অসি করে,
হেরি বনমালী, বাঁশরী অধরে,
ত্রিনয়না ধ্যানে, বঙ্কিম নয়নে,
হেরি হই সই বিমনা,
এ কি লো এ কি লো ছলনা,—
মোরে নিদয়া হর-ললনা ॥

গোপিনীগণ। (গীত)
পিলু—পোস্তা।

মন জানে মা নিস্তারিণী,
ভেব না শ্যাম-বাঙ্গালিনি!
শ্যাম সেজে তোর হৃদয়-মাঝে,
শ্যামা হর-মনোমোহিনী ॥
যেলে অসি ধরে বাঁশী,
অট্টহাসি মধুর হাসি,
এলোকেশে মোহন চূড়া, ত্রিভঙ্গ
রণরঙ্গিণী,
কেবল সমান রাঙা চরণ দুখানি ॥

শ্রীরাধা। (গীত)

পিলু—ত্রিতালী।

ধেয়ে ধেয়ে নাচে কালো মেয়ে, খেলে
বিজলী লো,
রাঙাচরণ রাজীবরাজে,
ভ্রমর গুঞ্জরে মধুর মঞ্জীর বাজে॥
কালোরূপে শত রবি-ছটা,
দোলে এলোকেশ নবঘনঘটা,
কিবা মৃদু হাসি উষা মলিন লাজে,
শ্যামা বন ফুল-হারে সাজে॥

গোপিনীগণ। (গীত)

পিলু—দাদ্‌রা।

ব্রজবালা কমল-মালা আয় লো সখি,
খেলি জলে।
রঙ্গে রঙ্গে যেমন, মরাল ভাসে দলে
দলে॥
দুকূল খুলে রাখ্‌লো কূলে,
আয় লো খেলি ঢেউয়ে দুলে,
হেসে সই বদন তুলে,—
উষার পানে চাব ছলে।
যেন সই ভোমরা হেরে,
সোহাগে কমলে বলে॥

(বস্ত্র রাখিয়া সকলের জলে অবতরণ)

শ্রীরাধা। (গীত)

লগ্নী—জলদ-একতালা।

নীলবসনা যমুনা ধাইছে সাগরে মিলিতে
সাধে,
মৃদু মৃদু কলনাদে।
ধায় মম হৃদয়-প্রবাহ কোথা পাব
শ্যামচাঁদে?
আশা কত করে লো রঙ্গ,
হৃদি-মাঝে কত নাচে তরঙ্গ,
নেচে ওঠে প্রাণ, পাব ত্রিভঙ্গ,
ডোবে সখি বিষাদে।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও বস্ত্র লইয়া বৃক্ষে আরোহণ)

সরস তটিনী-তটে ফোটে ফুল,
মম হৃদি-স্রোতে শুকায় মুকুল,
ভেঙ্গেছে দু কূল, কালা প্রতিকূল,
সাধে বাদ সাধে।

বৃন্দা। (গীত)

লগ্নী—জলদ-একতালা।

বসন না হেরি, কে করিল চুরি?
ফেলিল পরমাদে॥

গোপিনীগণ। (গীত)

পিলু-জংলা—জলদ-একতালা।

আছে ব্রজে মনচোরা, বসনচোরা কে
লো এল?
বুঝি ব্রত-উদ্‌যাপনে কুল লাজ ভেসে
গেল।
হেমন্তে বহে পবন, শীতে অঙ্গ কাঁপে
ঘন,
বিবসনা ব্রজাঙ্গনা কেমনে উঠিব বল?
আসিয়া যমুনা-জলে, এ কি সখি জ্বালা
হ'লো॥

শ্রীকৃষ্ণ। (গীত)

পিলু-জংলা—জলদ-একতালা।

প্রেমে নাচে ময়ূর ময়ূরী, প্রেমের বাঁশরী
বাজে।
গাও মিলি পিক-শুক-শারী,
প্রেম ধরি হৃদিমাঝে।
প্রেম অভিলাষে প্রেম করি দান,
দেহ লহ প্রেম প্রেমিক প্রাণ,
প্রেম বিলায়ে ভ্রমি ব্রজধাম,
প্রেমিকমোহন সাজে।

বৃন্দা। (গীত)

পিলু-জংলা—জলদ-একতালা।

ব্রজে আর চোর কে আছে,
কে আর চুরি ক'র্‌বে বসন?

রেখে বাস কদম শাখায়,
বাজায় বাঁশী মদনমোহন।

শ্রীরাধা। বুঝ্‌তে নারি এ চাতুরী,
কুলনারীর দুকূল চুরি,

ললিতা। দেখ না ভারিভুরি,
ফিরে চা'বে নয় তো তেমন।

গোপিনীগণ। বলি হে মাখন-চোরা,
বসনচোরা কবে হ'লে?
দুরন্ত হেমন্তে আর থাক্‌তে নারি
নেমে জলে।

শ্রীকৃষ্ণ। এসো না কূলে উঠে,
জলে কেবা থাক্‌তে বলে?

গোপিনীগণ। (গীত)

পিলু-জংলা—খং।

দেখ লো ছলা দেখ, দেখ কেমন নিঠুর
কালা।
অবলা ব্রজবালা, ছাড় শ্যাম ছাড় ছলা,
কেন মিছে বাড়াও জ্বালা?

শ্রীকৃষ্ণ। আপনি ব'সে বাজাই বাঁশী,
মিছে কথা কই নি মেলা।

গোপিনীগণ। কালাচাঁদ পায়ে ধরি,
দাও না বসন দাও না হরি,—
ছি ছি হে লাজে মরি,
বসন নিয়ে এ কি খেলা!
যাব হে গৃহে-কাজে,
দেখ কত বাড়্‌চে বেলা।

শ্রীকৃষ্ণ। বল্‌চি তো দিচ্ছি বসন,
কথা কেন ক'র্‌চো হেলা?

শ্রীরাধা। (গীত)

ওহে পীতবাস, রাখ পরিহাস,
জান না কি কুলনারী?
ছাড় না ছলনা,
চোরা-রীতি তব—
গেল না মুরলীধারী;
ধেনু সহ তুমি ভ্রম বনে বনে,
রমণীর মান জানিবে কেমনে,
গোপাল গহনচারী।
ফিরে দেহ বাস, নট বনমালি,
ছি ছি কি রীতি তোমারি।

শ্রীকৃষ্ণ। আ মরি কুলনারী, বিবসনা
জলচারী,
তরু-মূলে উঠে এলে,
দিব আমি বসন ফেলে,
জলে সে দেব বসন—
এত কি কার ধার বা ধারি॥

গোপিনীগণ। (গীত)

এসেছি ক'র্‌তে ব্রত,
ঠাট জানি নি তোমার মত,
নারী পেয়ে বসন নিয়ে,
রসরঙ্গ ক'র্‌চো কত॥

শ্রীকৃষ্ণ। (গীত)

পাহাড়ী—খং।

যে ব্রতে হ'য়েছ ব্রতী, কর গোপী
উদ্‌যাপন।
এই ব্রতের(ই) সমাধান,—কুলমান
বিসর্জ্জন॥
শুন ব্রজাঙ্গনা, নাম ধরি হরি,
প্রেম-আশ যার—তার বাস হরি,
প্রেম-প্রয়াসী প্রেমিকা নাগরী,
কর পাশ-বিমোচন।
বদ্ধ ভবপাশে প্রেম কি সে জানে,
প্রেমের প্রবাহ ধরে কি সে প্রাণে,
অনুরাগ বিনা কেবা অভিমানে
কিনিবে প্রেমধন?
ত্যজ অভিমান, প্রেমিকা নাগরি, ধর ধর
বসন॥

বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া বস্ত্রদান)

ভ্রম পরিহরি, প্রেমের নয়নে—
দেখ রাধে বিনোদিনি!
গোলোকের(ই) কথা কর লো স্মরণ,

ওহে গোলোক-আমোদি ন !
গোলোকবিলাসী হের ব্রজবাসী,
লোকের পতি প্রেম-অভিলাষী,
রাখালের বেশে, ভ্রমি প্রেম আশে,
প্রেম-প্রয়াসী গোপিনী।
রাসরঙ্গে মোহি অনঙ্গে,
মাতিব গহনে প্রেম রঙ্গে,
ভাব মধুর প্রকাশিব ভবে
রাসোৎসবে রঙ্গিণী ॥

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান]

শ্রীরাধা। (গীত)

পাহাড়ী—যৎ।

চাহে না পরাণ আমার(ই) রে,
কেমনে ফিরে যাব ?
চাহে না প্রাণ কুল মান,
ব্রজে আজি বহে প্রেম-উজান,
ভেসেছি অকূলে, কূলে আর কি চাব !
খুলেছে নব নয়ন, শ্যামময় আজি
বৃন্দাবন।
হৃদে শ্যামধন—
কেটেছে ডোর ঘরে আর কি রব ॥

গোপিনীগণ। (গীত)

পাহাড়ী—জলদ-একতালা।

প্রেমে প্রাণ নাচে লো সই,
প্রেম বিলাব বৃন্দাবনে।
যে আছে প্রেমকাঙ্গালী,
প্রেম দিব তায় সযতনে ॥
কৃষ্ণপ্রেম যে চাও যত,
প্রাণ ভ'রে নাও প্রাণের মত,
ধর প্রেম শাখী পাখী,
সলিল গগন পশুগণে ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

যমুনা

নৌকারোহণে শ্রীকৃষ্ণ ও কূলে শ্রীরাধা ও গোপিনীগণ

শ্রীকৃষ্ণ। (গীত)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—পোস্তা।

আমার এ সাধের তরী,
প্রেমিক বিনা নেইনি কারে।
যে প্রেম জানে না, চড়্‌তে মানা,
ডোবে তরী একটু ভারে ॥
মনে মন বুঝে দেখ, এস যদি প্রেমিক
থাক,
যে ধর প্রেম পসরা, এস ত্বরা নে যাই
পারে।
প্রেম-তুফানে তরী ভাসে,
দেখ্‌লে প্রেমিক কূলে আসে,
ঢেউ দেখে যে ভয় পাবে না,—
অকূল পারে নে যাই তারে ॥

গোপিনীগণ। (গীত)

বুঝেছি কপট নাবিক,
কাজ কি অধিক প্রেমের ভাণে।
তুমি হে প্রেমিক যেমন,
বৃন্দাবনে কে না জানে ?
প্রেমিকা ব্রজনারী,
দেখ্‌লে প্রেমিক চিন্‌তে পারি,
কেন হে শুনবে কথা,
পার ক'রে দাও মানে মানে ॥
কুলমান দিয়ে ডালি,
প্রাণ সঁপেছি বনমালী,
হ'লে হে প্রেমিক সুজন
ব্যথা কি দেয় সরল প্রাণে ?

শ্রীকৃষ্ণ। [গীত]

জানি হে ব্রজাঙ্গনা,

তোমাদের কে কথায় আঁটে ?
শিখেছ কত ছলা,
বেড়াও সদা হাটে ঘাটে ॥
মনের মানুষ পাব যেথা,
কব সেথা প্রেমের কথা,
চ'লে যাই ভাসিয়ে তরী,
কাজ কি মিছে কথার নাটে ॥

(গীত)

কেন আর কর ছলা,
পার ক'রে দাও ওহে হরি !

শ্রীকৃষ্ণ। এত কার কথায় খাটি,
বাইনে তো কার কেনা তরী।

শ্রীরাধা। [গীত]

জলদ—একতালা।

ধর পণ নে যাও পারে,

শ্রীকৃষ্ণ। পার করি না যারে তারে।

গোপিনীগণ। যাব শ্যাম মধুপুরী,
আন তরী পায় ধরি,

শ্রীকৃষ্ণ। যমুনায় তুফান ভারি,
একলা আমি বাইতে নারি।

গোপিনীগণ। মিলে জুলে বাইবো সবাই,
এস নেয়ে, ত্বরা ত্বরি।

শ্রীকৃষ্ণ। [গীত]

পোস্তা।

দুনো পণ গুণে নেব,
পশরা সব দেখ্ছি ভারি।
ধারে পার করি না কো,
শুন লো নূতন ব্যাপারী ॥
সরল প্রাণ পণ হে আমার,
দেখাও হে হৃদয় খুলে,
তোমরা কেমন সরল নারী ॥
অভিমান থাক্‌লে পরে,
তরণী ডুব্‌বে ভরে,
আছে যার তমো মোহ,—
পারে তারে নিতে নারি ॥

শ্রীরাধা। [গীত]

ছলে প্রাণ চাও হে হরি,
গোপিনীর আর প্রাণ কি আছে ?
চোরে ক'রেছে চুরি,
প্রাণ র'য়েছে তারই কাছে।
শুন হে মোহন বাঁশী,
আছি কি আর গৃহবাসী,
আছে কি মান অপমান,—
ফিরি চোরের পাছে পাছে ॥

শ্রীকৃষ্ণ। [গীত]

ফেলেছ চোরকে ফেরে—
শুন হে চতুরা রাধে !
নইলে কি ভাসিয়ে তরী,
জলে জলে ফিরি সাথে ?
ফিরি রাই তোমার আশে,
আকুল হ'য়ে পরাণ ভাসে,
বাড়ে ডোর পালাই যত,
বেঁধেছ কি নূতন বাঁধে ॥

[শ্রীরাধা ও গোপিনীগণের নৌকারোহণ ও গীত

জলদ—একতালা।

কেমন নেয়ে তরঙ্গে তরী টলে।
কেন না জেনে না শুনে এলেম জলে
কূল ত্যজে আর দেখিনে কূল,
প্রাণ হয় লো আকুল, এ যে পাথার
অকূ[ল]
সাঁতার না জেনে এসেছি ভুলে ছলে
একে নূতন নেয়ে খেয়া জানে না লো,
নেয়ে আপনি টলে মানা মানে না লো,
ঢেউ মানে না জোরে লো বাইতে বলে।
জল উছ্‌লে লো চল্ চল্ চল্ তরী চলে ॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাসমঞ্চ

শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিনীগণ

শ্রীকৃষ্ণ। [গীত]

বসন্ত—আড়াঠেকা।

শরতে বসন্তে মিল, পিকবুল তোলে
তান।
কুমুদিনী সনে হাসি, নলিনী খোল বয়ান॥
রাস-রস-আমোদিনী, ব্রজে রাধা
বিনোদিনী,
রঙ্গিণী গোপিনীগণে আজি প্রেমময় প্রাণ॥
মুঞ্জর নীরস শাখি, গাও রবহীন পাখি,
নব বৃন্দাবনে আজি নব রস কর পান॥

শ্রীরাধা। (গীত)

পরজ—একতালা।

কেন রে অঙ্গ কাঁপ ঘন ঘন,
কেন রে শিহর প্রাণ?
নেহার নয়ন নবঘনশ্যাম,
লাজ-বাধা কেন মান!
ধর ধর কর, শ্যাম নটবর,
শ্যাম নাম সুধা পিও রে অধর,
মনমথ শর বিধুর হৃদয়,
নব নিধুবনে শ্যাম প্রেমময়,
প্রেম সুধা করে দান।
শশী-ভূষণ শরত-যামিনী,
নবীন বিপিন কুসুম-মালিনী,
নব বিহঙ্গ, নব-প্রমোদিনী,
সবে মিলি কর পান॥

শ্রীকৃষ্ণ। (গীত)

বসন্ত—একতালা।

তব প্রেমধার নারিব শুধিতে ঋণী রব
শ্রীরাধে!
রাধা-নাম-সাধা বাঁশরী, অধরে ধরি লো
সাধে।
সাধে পরি তোরি প্রেম ডুরি,
তোরি তরে প্রাণ কাঁদে!
তোরি রূপ প্রাণে আঁকা,
তোরি প্রেমে হয়েছি বাঁকা,
বৃন্দাবনে—ভ্রমি বেণু সনে,
হেরিতে হৃদয় চাঁদে।

গোপিনীগণ। (গীত)

দে রে কুসুম, দে রে পরিমল,
দে রে শশি, সুধা পরিমল,
কি দিয়ে পূজিব রূপ-যুগল,
কাঙ্গালিনী গোপ কামিনী।
দে রে প্রেম, প্রেমিকা শারী,
প্রেম ঢালি প্রেম-পিপাসা বারি,
দে রে প্রেম কিরণমালিনী—
শশীবিলাসিনী যামিনী।
ষড়্ ঋতু মিলি প্রেম কর দান,
প্রেমময়ী কর গোপিনী-প্রাণ,
প্রেম বিনা কিছু চাহে না শ্যাম;
রাধা রাসরঙ্গিণী॥
নিত্যলীলা রাসোৎসব,
বৃন্দাবনে গোলোক বিভব,
একপ্রাণ মাধবী মাধব,
সখীভাব ব্রজে 'মোদিনী॥

যবনিকা পতন

'সীতার বিবাহ' মঞ্চস্থ হওয়ার একমাস পরেই "রামের বনবাস" নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকটি নাট্যামোদীগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছিল। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে এবং সুষ্ঠু অভিনয়ে নাটকটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। রামচন্দ্র যখন বনবাস গমন করে গুহকের রাজ্যে উপস্থিত হন, সেখানে গুহক ও চণ্ডালগণের সারল্য-মধুর "হো হো হো এলো রামা মিতে" গানটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। রসরাজ অমৃতলাল বসু ভীমরতিগ্রস্ত বৃদ্ধ কঞ্চুকীর ক্ষুদ্র ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

রামের বনবাস

[পৌরাণিক নাটক]

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত

॥ প্রথম অভিনয় ॥

ইং ১৫ই এপ্রিল, ১৮৮২, শনিবার, ৩রা বৈশাখ, ১২৮৯

॥ প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ ॥

রাম—মহেন্দ্রলাল বসু, লক্ষ্মণ—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), ভরত ও কঞ্চুকী—অমৃতলাল বসু, শত্রুঘ্ন—রামতারণ সান্যাল, দশরথ—অমৃতলাল মিত্র, বশিষ্ঠ—নীলমাধব চক্রবর্তী, গুহক—অঘোরনাথ পাঠক, কৈকেয়ী—বিনোদিনী, সীতা—ভূষণকুমারী, মন্থরা—ক্ষেত্রমণি, কৌশল্যা—কাদম্বিনী, গুহক-পত্নী—গঙ্গামণি।

পুরুষ-চরিত্র

দশরথ। রাম। লক্ষ্মণ। ভরত। শত্রুঘ্ন। বশিষ্ঠ। সুমন্ত্র। কঞ্চুকী। গুহক।
বন্দী, ঘোষাল, ভৃত্যগণ, চণ্ডালগণ, নাগরিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র

কৌশল্যা। কৈকেয়ী। সুমিত্রা। সীতা। উর্মিলা। মন্থরা। গুহক-পত্নী।
দাসী, চণ্ডালিনীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর

কৌশল্যা ও দশরথ

দশ। যে অবধি রামচন্দ্রে পাইয়াছি কোলে,
স্মৃতি-মাঝে—
আগ্নেয় অক্ষরে জ্বলে অন্ধমুনি-শাপ ;
সতত ডরাই,
সদা যেন হারাই হারাই,
নাহি জানি,
কি আছে বিধির মনে !
পদ্ম-পত্র-জল—
বিচঞ্চল অন্তর আমার,
রাম মাত্র সার এ সংসারে—
ধরি প্রাণ তার মুখ চাহি ;
সংসার আঁধার জ্ঞান হয়, দেবি, মম—
তিলমাত্র হ'লে অদর্শন।
কয় দিন আজি,
মনে মনে করি আন্দোলন,
রামচন্দ্রে দিয়া রাজ্যভার—
বান-প্রস্থ করিব আশ্রয় ;
পুনঃ ডরি, বালক কুমার—
রাজ্যভার বহিবে কেমনে,
বংশের গৌরব পাছে না পারে রাখিতে ;
বিশেষতঃ, দয়া-অবতার রাম আমার '
সম স্নেহ সুজন-কুজনে,
ধীর শান্ত পুত্র মম—
রোষ কভু নাহি জানে,
কেমনে করিবে রাম দুর্জ্জন শাসন,
রাজ্যের রক্ষণে প্রয়োজন এ সকলি ;
নিত্য এই চিন্তা মম।
আজি নিশা-অবসানে,
দেখিলাম অদ্ভুত স্বপন :—
"যেন ঘোর অমারাত,
গগনের বাতি নিভিয়াছে প্রবল পবনে,
মেঘমালা গরজে সঘনে,
সে নিনাদে গর্জ্জে ঘূর্ণ বায়ু,
উল্কা খসে অশনির সনে,
ভূকম্পনে ভূধর অধীর ;
সে গগনে অকস্মাৎ উদিল চন্দ্রমা,
আভা-হীন মলিন কিরণ,
কম্পে ঘন ঘন,
সে আঁধারে ধাইল গগনে
দিগন্ত ব্যাপিয়া বেগে ছায়া-কায়া রাহু,
ক্ষীণ শশী গ্রাসিল ত্বরিত ;
কম্পান্বিত কলেবর মম,
দেহের বন্ধন—
একে একে পড়িল খ'সয়ে,
রথের বন্ধন যথা খসিল আমার
সুরপুরে শনির প্রভাবে ;
দেহ-হীন প্রাণ মম চলিল দক্ষিণে,
গন্ধর্ব্ববাহনে" ,—
শিহরিনু,
ঘুচিল নিদ্রার ঘোর।
কৌশ। দুঃস্বপ্ন—দুঃস্বপ্ন এ মহারাজ,
পুরোহিতে ডাকিয়া বিহিত কর ত্বরা।
দশ। দেবি,
এ স্বপনে আনন্দিত অন্তর আমার ,
তনুত্যাগে নাহি ডরি,
যাচি মাত্র রামের কল্যাণ ;
কহ, কি মত তোমার ?
ইচ্ছা মম,
রামে কালি দিব সিংহাসন।
কৌশ। ইথে কিবা অমত আমার ?
যুক্তিমত কর মহারাজ,
সুধাও সচিব-বৃন্দে ;
রাজা হবে রাম,

এ হ'তে আনন্দ কিবা মম !
কিন্তু—
স্বপ্ন-কথা শুনি হ'তেছি আকুল, প্রভু,
না জানি কি আছে এ কপালে !
দশ। বিচারে বশিষ্ঠ মোরে করে
পরাজয়,
তেঁই তাঁরে ডাকিয়াছি অন্তঃপুরে ,
বুঝাও মুনিরে তুমি,
ইথে যেন না করে অমত।
কৌশ। কি বুঝাব ' হীনমতি
নারী আমি !
বিবাহ-উৎসবে আসিয়াছে রাজাগণে,
লহ সে সবার মত।
দশ। সে সবারে পারিব বুঝাতে.
বশিষ্ঠেরে না পারি আঁটিতে,
বড় গণ্ডগুলে মুনি।
দেখ, ওই আসিতেছে মুনিবর,—
ভাল মন্দ দু কথা কহিয়ে.
দাও বুঝাইয়ে তুমি।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

প্রণাম !
কৌশল্যা ডেকেছে, মুনি !
পুনঃ পুনঃ কহে মোরে,
রামচন্দ্রে দিতে সিংহাসন ;
আমি বলি, 'বৃদ্ধ কি হয়েছি এত ?'
কোন কথা নাহি শুনে কাণে ;
শেষ কহিলাম,
'না জিজ্ঞাসি বশিষ্ঠ মুনিরে,
কোন কার্য্যে করিব না মত।'
কৌশ। ভাল মুনি,
ক্ষতি কিবা রাম রাজা হ'লে ?
বশি। উত্তম ! উত্তম !
উপযুক্ত পুত্র রাম ;
রহি বিদ্যমান
রাজকার্য্য শিখাবে কুমারে,
যুক্তিসিদ্ধ কথা এই।
দশ। বুঝ প্রিয়ে !
সত্য কিবা কল্পিত এ মত ;
ওই মত মন মম বুঝে পুরোহিত।
(স্বগত) আজি ভাল ক'রেছি কৌশল,
আমার মনের কথা জানিবে না মুনি।
কৌশ। অভিপ্রায় রাজার হে মুনি,
কল্য রামে দেন দণ্ডছাতা।
দশ। বার বার কহ তুমি,
কিরূপে বা করিব অমত,
স্বেচ্ছায় কে ত্যজে রাজ্য-সুখ ?
বশি। তব চিত্ত বুঝিয় ছি,
মহারাজ !
দশ। জিজ্ঞাসহ কৌশল্যারে,
পূর্ব্ব হ'তে এ কাজে বিরোধী আমি।
বলি, 'বালক শ্রীরাম,
কিরূপে করিবে সেই প্রজার পালন ?'
বশি। রাম সম যোগ্য কেবা প্রজার
পালনে ?
ইথে আমি সম্পূর্ণ সম্মত।
কিন্তু এক বিঘ্ন,—
দশ। (জনান্তিকে) রাণি! এইবার
ভার তব।
কৌশ। মুনি ! শুভকার্য্যে বিঘ্ন
তোল কেন ?
দশ। দেখ মুনি, র'য়েছি নীরব ;
মতামত সকলি রাণীর।
বশি। অন্য বাধা নাহি ইথে,
রাজ্যসুখে বিরাগ রামের ;
নিত্য নিত্য যায় মম বাসে,
কূট তর্ক করে নানা ;
মীমাংসায় মস্তিষ্ক চঞ্চল
হেন কূট তর্ক যত।
বুঝায়ে বিষয়ে রত না পারি করিতে,

উচ্চ তত্ত্ব কহে রাম।
প্রশ্নচ্ছলে সে দিন কহিল মোরে,—
'দেখিলাম সুন্দরী রমণী,
কালস্পর্শে মুদিত নয়ন—
শায়িত অনন্ত ঘোরে,
শৃগালে বিদরে কুচফল ;
হেন যার অসার নিয়ম,
এ সংসারে ফল কিবা ?'—
বাক্‌হীন করিল আমারে।
দশ। কি বল কি বল মুনি,
পরাজয় করিল তোমারে !
বশি। রামে কেবা আঁটে
শাস্ত্রজ্ঞানে ;
অধ্যয়ন পটু রাম।
কৌশ। এইমাত্র বাধা তব ?—
দশ। রাণি !
সত্য তুমি করাও মুনিরে,
মিলিয়া সুমন্ত্র সনে—
অন্যমত নাহি করে যেন।
এই যে আমার রাম।

(রামের প্রবেশ)

মন দিয়া শুন, বৎস, বচন আমার ;—
বহু দিন রাজ্য ভোগ কৈনু অযোধ্যায়,
সাধ্যমত রাখিলাম বংশের সম্মান,
রাজনীতি-অনুসারে পালিয়া প্রজায়,
গেল দিন, হয়েছি প্রবীণ,
রাজ্য নাহি শোভে আর।
পরিহরি বিষয়-বাসনা—
ক'রেছি কামনা,
রব রত দেবতা-অর্চ্চনে,
পরলোক-শুভ হেতু,—
দেব-ভক্তি সম্বল সে লোকে।
বংশধর জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি,
রাজছত্র অর্পিব তোমারে,
জুড়াব নয়ন,
তোরে হেরি সিংহাসনে ;
এ জীবনে নাহি অন্য সাধ ;
কহ, কিবা তব অভিপ্রায়।
রাম। পিতা ! তব আজ্ঞাকারী
আমি,
মতামত কিবা মম ?—
কিন্তু অজ্ঞ আমি,
রাজনীতি শিখি নাই কভু ;
কেমনে করিব, দেব, রাজ্যের রক্ষণ ?
দশ। ধর্ম্মজ্ঞ—স্বজন প্রিয়—
সত্যে সদা মতি তব—
রাজনীতি অধিক কি আছে আর ?
তাহে, সুমন্ত্র সচিবশ্রেষ্ঠ রহিবে নিকটে,
সদাশয় বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ—
উপদেশ দিবে সদা ;
নির্ব্বিঘ্নে হইবে, পুত্র, প্রজার রক্ষণ।
ঘরে ঘরে যশ তোর ঘোষে প্রজাগণে,
কহে সবে 'দয়ার আধার রাম'।
জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক কুমার তুমি,
সুচারু হইবে রাজ-কার্য্য সমাধান ;
অন্যমত নাহি কর, তাত !
রাম। পিতৃ-আজ্ঞা চিরদিন
শিরোধার্য্য মম,
দেহ-মন—সকলের অধিক শ্রী পিতা,
আজ্ঞা তাঁর অবশ্য পালিব।
দশ। রাণি ! যাই আমি
সভাস্থলে—
ভেটিবারে রাজাগণে।
মুনিবর, সুমন্ত্র না করে অন্যমত ;
আইস তুমি মোর সাথে।
(স্বগত) কৌশল্যা কি বুদ্ধিমতী,
দু কথায় বুঝালে মুনিরে !

(দশরথ ও বশিষ্ঠের প্রস্থান)

রাম। মা গো !
গুরুভার অর্পিবেন পিতা মোরে ;

মম শুভ হেতু,
কর, মাতা, দুর্গা-আরাধনা ;
নিজ বলে অতি ক্ষীণ আমি,
সূর্য্যবংশ-গৌরব, মা, রাখিব কেমনে,
আদ্যাশক্তি শক্তি না দানিলে মোরে।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। দাদা!
পাশ-অস্ত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র কুঞ্জর,
পালে পাল কুরঙ্গ মহিষ—

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ!
বাল্যখেলা সাজিবে না তোরে আর,
তুই রে দোসর মম!
রাজচ্ছত্র দিবেন জনক কালি ;
সিংহাসনে নিমিত্ত রহিব,
কার্য্যভার সকলি তোমার ;
অপদার্থ আমি—তুমি না রহিলে সাথে।

লক্ষ্মণ। দাদা,
রাজা কালি হবে তুমি!
সুরঙ্গ বিহঙ্গ-পাখা করিয়ে ছেদন,
গড়েছি সুন্দর ছাতা,
'রাম রাজা' খেলিব ভাবিয়ে ;
দাদা! বল যদি,
সেই ছাতা ধরি শিরে কালি।
(কৌশল্যার প্রতি) হাঁ্যা মা,
আমি তো ধরিব ছাতা?

কৌশ। ডানি হস্ত রামের, লক্ষ্মণ, তুমি,
ছত্র-করে কে রহিবে সিংহাসন-পাশে,
তুমি না রহিলে?

লক্ষ্মণ। দাদা,
ছত্র লব—অগ্র হ'তে বলি আমি,
চামর যদ্যপি লয় লউক ভরত।

রাম। চারি ভাই মিলি প্রজা করিব পালন ;
সর্ব্বকার্য্যে তুমি মম সাথী,
তোমা বিনা কে করিবে রাজ্যের রক্ষণ?
যাও ক্ষণ করহ বিশ্রাম,
মৃগয়ায় ক্লান্ত তুমি।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। কাকে নিয়ে যেতে বল্লে,
রাণীকে কি রামকে?
আমি যাই ধর্ম্ম ডাক্ ডেকে ;
বলি, চল রাজ-সভায়—
চল গো চল রাজ সভায়,
ডাক্‌চেন্ মহারাজ তোমায়।
আমি ভাল বুঝতে পারিনি,
বল্লে,—
রামকে নিয়ে এস, কি নিয়ে এস রাণী।
"রা" যেন বলেচে,
যা থাকে কপালে,
রাণি, তোমায় ডেকেচে না?

কৌশ। কি বল কঞ্চুকি,
সভা-মাঝে কি হেতু ডাকিবে মোরে?

কঞ্চু। কেন, তোমায় কি ডাকে না?
আমি কদিন শুনিচি,
বলে 'কৌশল্লে'।
বুড়ো হইচি—পার্‌বো কেন,
সব ভুলিয়ে দিলে।

লক্ষ্মণ। কঞ্চুকি! কাকে ডাক্‌চেন বল' না!

কঞ্চু। যে হয় তোমরা একজন চল না।
আমি কি অত মনে ক'রে রাখতে পারি?

রাম। চল যাই, কঞ্চুকি, সভায়,
ডেকেছেন পিতা মোরে।

কঞ্চু। কেমন ক'রে,
"রা" যে ব'লেচে।

রাম। ব'লেছেন, 'রামে আন
ডাকি'।

কঞ্চু। এরিই বলি বুদ্ধি ;
এমন নইলে কি,—
'রা' ব'ল্‌তে রাম ধাঁ ক'রে বুঝলে।
তবে এস চলে।

[কঞ্চুকী ও রামের প্রস্থান]

কৌশ। কঞ্চুকী নয়—বুদ্ধির
ঢেঁকি!

[প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। কত কি করিব আজি!
যাই আগে জননী-সমীপে,
কহি গিয়ে এ শুভ-বারতা।
অলঙ্কার যা আছে আমার,
দিব সব দরিদ্র ব্রাহ্মণে,
আরো কত মেগে লব ধন,
বিতরণ করিবারে দীন প্রজাগণে।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ সভা

দশরথ, সভাসদ্‌গণ ও রাজগণ

দশ। করেছি মনন,
কালি রামে দিব সিংহাসন ;
অদ্য অধিবাস ;
কয় দিন রহ সবে অযোধ্যানগরে,
শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হেতু।

১ রাজা। শ্রীরাম হবেন রাজা,
এ হ'তে আনন্দ কিবা?
রামচন্দ্রে সিংহাসনে পূজা না করিয়ে,
কে যাইবে নিজ দেশে?
জগতের আনন্দ শ্রীরাম।

দশ। হে সুমন্ত্র!
দেহ সবে ঘোষণা নগরে,
রাম রাজা হবে কালি ;
উৎসব করুক প্রজাগণে—
রামের কল্যাণ তরে ;
লউক ভাণ্ডার হ'তে,
যার যেবা প্রয়োজন,
দীন কেহ নাহি রহে অযোধ্যায়,
সুসজ্জিত করহ নগর।

(রাম, লক্ষ্মণ ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

(রামের প্রতি) একমতে দিল সায়
ভূপতি সকল ;
সুখী সবে তব অভিষেকে।
যথানীতি কর রাম, অদ্য অধিবাস ;
কল্য দিব দণ্ড-ছাতা।
জানি তব দানে বড় মন,
ব্রাহ্মণ দরিদ্রে দেহ ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়ে ;
হেন শুভ দিন কভু হয়নি আমার।

রাম। পিতা!
তব আজ্ঞা বেদ বিধি মম।
দেবতাচরণে সদা প্রার্থনা আমার,
চিরদিন রহি, দেব, তব আজ্ঞা বহি।
হে ভূপমণ্ডল!
লব রাজ্য পিতার আদেশে ;
কিন্তু অজ্ঞ আমি—যোগ্য কভু নই,
রাজকার্য্যে দেখ যদি বাল্য-চপলতা,
মার্জ্জনা করিহ দোষ বালক ভাবিয়ে ;
স্নেহে মোরে দিও উপদেশ।
রাজনীতি-বিশারদ ভূপাল-মণ্ডল,
ব্রাহ্মণ সজ্জন, সুধীর সচিবগণে,
গুরুজনে নমস্কার মম ;
প্রসাদে সবার,
পারি যেন করিবারে পিতৃমুখোজ্জ্বল,
বহিবারে পৃথিবীর ভার ;
ক্ষুদ্র হ'তে রহে যেন রঘুবংশমান।

দশ। শুন সুমন্ত্র সচিব,
কল্পতরু হব আজি ;—

এ সংবাদ দেহ তুমি প্রতি ঘরে ঘরে ;
সচ্চরিত্র বন্দিগণে দেহ মুক্তিদান,
যার যেবা আবেদন শুন মন দিয়া,
পূর্ণ কর সবার বাসনা ;
যে আনন্দে উন্মত্ত হৃদয় মম,
সে আনন্দে রহে যেন অযোধ্যার প্রজা,
দীন হীন রাজ্যে নাহি রহে।
সভাভঙ্গ হোক আজি,
উৎসবে বঞ্চহ সবে দিবস-যামিনী।

[দশরথের প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। ধনুর্ব্বাণ রাখিব কেবল ;
দুই চক্ষে আর যা দেখিব,
দান দিব প্রজাগণে।

কঞ্চু। বলি ও সুমন্ত্র,
রামের কি ব্যাটা হবে কাল,
না আবার কাল বে ?

লক্ষ্মণ। ও কঞ্চুকি,
রামচন্দ্র রাজা হবে কালি।

কঞ্চু। তাই বলি ব্যাটাই তো
হবে ;
এ বংশে আর মেয়ে হয়েছে কবে ?
তা দাই ডাকৃতে যাবে কে ?
ও সুমন্ত্র,
আমাকে দুটো মোহর দে,
দাই ডাকৃতে গিয়ে—
দিয়ে আস্‌বো দাইকে।

লক্ষ্মণ। হে কঞ্চুকি,
কি হেতু না শুন মন দিয়া ?
রাজা হইবেন রাম।

কঞ্চু। কোথা ?

সুম। তোমার মাথা।

লক্ষ্মণ। অযোধ্যার সিংহাসন—
দেবেন শ্রীরামে পিতা।

কঞ্চু। রাম রাজা হবে আযোধ্যায় !
কেউ রাগ ক'রতে পাবে না,
অজ রাজার প্যাগ্‌ড়ি—
আমি দোব মাথায়,
বলি এঁ্যা ?—
এখন দায়ের বাড়ী—
না কোথায় যাব ?—
বলি,
রামের ব্যাটা হবে কি মেয়ে হবে ?
ব্যাটাই হবে।

(সকলের প্রস্থান)

(মন্থরার প্রবেশ)

মন্থ। কুঁজী—কুঁজী—কুঁজী—
একটা বর পাই তো বুঝি।
দিই মিন্‌সেগুণোর নাকে ঝামা ঘ'ষে ;
চোকে দিই দু মুটো গরম বালি ;
কুঁজী—কুঁজী—কুঁজী—
তবে ঘোচে খানিক মনের কালি।
অযোধ্যায় দিই সর্ষে বুনে ;
আমার ভরতের
নাইতে কেশ না ছেঁড়ে।—
বলি আজ
কিসের আনন্দ প'ড়েচে রাজ্যি জুড়ে ?

(নেপথ্যে—'জয় রাম !')

ভরতের নাম ক'ত্তে
জিবে যেন আঙ্‌রা পড়ে।
এই যে সভা দেখ্‌চি গেচে ভেঙে ;
ওঃ, কত পত্‌কা উড়চে রঙ্‌চোঙে।
মা গো, কাণ ঝালাপালা কোল্লে ;
জোড়া মড়া ম'লে এমন গোল হয় না।
ও মা ! কিছু যে ভাব বুঝ্‌তে পাচ্চিনি,
আমি এলুম আর সব ম'রেচে ;
ও মা ! কাকুই যে দেখ্‌তে পাচ্চিনি।
ওঃ ভাল ভাল কাপড় প'রে,
মদগর্ব্বেই সব চ'লেচে,
অত অখার কিছু নয় !

(দুই জন ভৃত্যের প্রবেশ)

১ ভৃত্য। বলি ছুটলি—হাতী দেখতে;
রেতে নাচ হবে, সভা কে সাজাবে?

২ ভৃত্য। ওরে শুঁড় নেড়ে চ'লেচে পালে পাল,
বামুনগুণোর কি কপাল,
দশ হাজার হাতী পেলে!

১ ভৃত্য। আর তুই কোথা ছিলি এতক্ষণ,
লক্ষ্মণ ঠাকুর মুটো মুটো দিচ্চে ধন।—
(মন্থরাকে দেখিয়া) ওরে খুন্ রে খুন্,
দাঁড়িয়ে কুঁজী ঠাক্‌রুণ!

মন্থ। কুঁজ কি তোর বাবার ঘরে ধার করিচি?

২ ভৃত্য। না গো, আমরা গরীবের ছেলে,
অমন কুঁজ পাব কোথা।

মন্থ। এত বড় কথা আমায় বলিস্,
মেয়ে-নাতিতে ভেঙ্গে দোব বুকের ছাতা।

১ ভৃত্য। ও গো, রাগ কর কেন ঠাক্‌রুণ?
তোমার কুঁজ বাড়্‌বে তিন গুণ।
রাজা সোনার কুঁজ গড়াতে দেচে।

মন্থ। জোড়া ব্যাটা তোর ঘরে ম'রেচে।

১ ভৃত্য। ওই স্যাক্‌রা আসচে, কুঁজ মাপ্‌বে।

মন্থ। এই দেখাচ্চি তোর বাপের বে।
যাই দেখিগে কেমন কেকই;—
তার বাপের দেশ থেকে
হেথায় আনে কেন?
ও মা,
কি ছেলে মানুষ করা গো!
এখন ছেলে তো মানুষ করা হয়েচে।

১ ভৃত্য। হ্যাঁ গা,
তোমার কুঁজে নাকি দুটো আব্ ধ'রেচে?

মন্থ। ও মা! কোথায় যাব?
যম রাজা কি গোল্লায় গেচে?

২ ভৃত্য। আজ,
তুই একটা দেখ্‌চি কেল্‌বি প্যাচে।

১ ভৃত্য। আরে না রে,
লক্ষ্মণ ঠাকুর ব'লে দেছে।

২ ভৃত্য। ব'লে দেছে,—
ওগো কুঁজি ঠাক্‌রুণ!
তোমার কুঁজে যদি ধরে ঘুণ,
দিও খানিক সম্বর নুণ।

মন্থ। কি বল্লি! কি বল্লি! বল্ তো,—
নকা ব'লে দেচে?
সুমিত্রে খাণ্ডার মেয়ে,—
নইলে অমন ব্যাটা হয়।

(নেপথ্যে—'জয় রামচন্দ্রের জয়'!)

মন্থ। হ্যাঁ রে,
আজ কি হ'য়েচে ব'ল্‌তে পারিস্?
কেন, রামের কি হ'য়েচে?
কৌশল্যা আর সুমিত্রের ছেলের
সবৃদিটি হয় না।
বল্ তো, এত উল্লোস কিসের?
কি হ'য়েচে?

১ ভৃত্য। কেন গো,
এ দিকে বাতাসে দড়ি দিয়ে কোঁদল কর,
তোমার কাণে কি কাগে ঠুক্‌রেচে?
সহরময় গোল হ'চ্চে—
রাম রাজা হবে, কিছু শোননি?

মন্থ। ও মা, তাই এত উল্লোস-ধ্বনি!

ও মা!—রাজা মিন্‌সে—বুড়ো মিন্‌সে—
থুব্‌ড়ো মিন্‌সে—গতোরখেকো মিন্‌সে—
চোক খেয়েচে—সব ভুলে গেচে—

২ ভৃত্য। আরে, ভাই তুই দেখ্‌চিস কি,—
ওরে ডাইনে পেয়েচে।

মন্থ। সব ভুলে গেচে—সব ভুলে গেচে—
এখন ঘা শুকিয়েচে—
আর ঝন্‌ঝনানি নেই,—
আর কট্‌কটানি নেই—
সব ভুলে গেচে—

২ ভৃত্য। আরে তুই দাঁড়িয়ে দেখচিস্ কি?
এখনি মন্তর ঝাড়্‌বে,
আর সব রক্ত শুষ্‌বে।

১ ভৃত্য। সত্যি রে!—

[উভয়ের প্রস্থান]

(একজন দাসীর প্রবেশ)

দাসী। মন্থরা-দিদি, কি বোকচিস্?
কাল রাম রাজা হবে,
দু হাতে মা-ঠাকুরুণ ধন বিলুচ্চেন;
তোর জন্তে গজমতির হার রেখেচেন।

মন্থ। মর্ আবাগি!
তোর বাড়ীতে মড়ক ধ'রেচে,—
রাখ্‌ তোর গজমতির হার।

দাসী। ও মা, এ কি বাহার!
সাধে বলে কুঁজী।

(দাসীর প্রস্থান)

মন্থ। হারামজাদী পাজী!
যেমন কুঁজ দেখে সবাই ক'রেচেন যেন্না,
তেম্‌নি রাজ্যি জুড়ে তুলতে পারি কান্না,
তবেই খানিক ঠাণ্ডা হই;
নইলে কল্‌জে পুড়্‌চে!
কৌশল্যা যদি পাটরাণী,
তবে পায়ে ধ'রে কেন ঘ্যান্‌ঘ্যানানি
রাম রাজা হবে,—
ভরত ভেসে যাবে!
কৌশল্যা নাকনাড়া দেবে,
ওমা! আমার কান্না আস্‌চে।
যদি কৌশল্যাকেই ভালবাস্‌বি,
তবে কেন বল্ দেখি—
একজনের জাত-কুল মজালি?
ও মা! ও মা! দাসীর দাসী হবো!
এই ঘেন্নায় ডুবে ম'র্‌বো।
কখন' না—কখন' না—কখন' না—
রাম তো রাজা হবে না—
না—না—না—
প্রাতর্বাক্যে তথাস্তুর মুখে পড়্‌।
রাম তো রাজা হবে না।
বাঃ—বাঃ—বাঃ—
মন দেবতাই বটে;
ঠিক তথাস্তুর মুখে প'ড়েচে।
দুটি বর—দুটি বর—
শ্মশান হবে কৌশল্যার ঘর।—
উঃ! মাগী যদি না রাজী হয়,
এম্নি শোনাব, খুব শোনাব,—
আর এক দণ্ডও থাক্‌বো না,
দেশের লোক—দেশে চ'লে যাব।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-পথ

বন্দী ও প্রজাগণ

বন্দী। কল্পতরু রাজা দশরথ;
যে যাহা যাচিবে,
পাবে রাজকোষ হ'তে;
এস, দীন দুঃখী যে আছ যেখানে,
রাজ-দানে দুঃখ যাবে দূর।

(প্রস্থান)

পুরুষগণ। (গীত)
কাল সকালে রাজা হবে রাম।
ও ভাই, ধরা হবে গোলোকধাম ॥
জরা-জীবন, অকাল-মরণ,
রাজ্যে থাক্‌বে না,
যাবে সকল যন্ত্রণা।
ও যে প্রেমের রাজা, প্রেমের প্রজা,
প্রেমের দূর্ব্বাদল-শ্যাম।
প্রেমে ভরা রামের নাম ॥

(প্রস্থান)

স্ত্রীগণ। (গীত)
চল্ গো সখি, চল্ গো তোরা চল্—
কাল রাজা হবে নীলকমল।
ঘরে ঘরে গাইবো গো মঙ্গল ॥
আয় লো সবাই, রামগুণ গাই,
রাম ব'লে সব নেচে চল্ ॥
রাম চণ্ডালে দেয় কোল;
সবাই রাম-সীতা নাম বোল;—
শ্রীরাম দয়াময়, ঘুচ্‌লো যমের ভয়,
প্রজা ব'লে রাখ্‌বে কোলে;
যার নামে জনম হয় সফল ॥

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

মন্থরা ও কৈকেয়ী

মন্থ। ও মা, দেখে বাঁচিনি,
ব'সে আছেন যে রাজরাণী;—
কাল হবেন পথের কাঙ্গালিনী;
তা একবার ভাবেন না।
পোড়া কপাল!
এমন রাজার হাতেও প'ড়েছিলে,
ম'জলে—ম'জলে,—ধনে প্রাণে ম'জলে!
কৌশল্যা রাজার রাণী, রাজার মা;
তুই পো কোলে ক'রে পথে পথে
মেগে খা।

কৈকে। কহ লো মন্থরা, কি হেতু
করিছ রোষ?
অনিষ্ট সূচনা কর কেন অকারণ?

মন্থ। ওরে আমার ইষ্টি,
গায়ে হ'চ্ছে অগ্নিবিষ্টি,—
তোমার মত চোক্ থাক্‌তে কাণা,
দুনিয়াতে আর পাবে না।
তোমায় বুঝিয়ে তো পাল্লেম না।
রাজা কিন্তু তোমার নয়;—
দুটো মিষ্টি কথা কয়,
সেটা কেবল মন ভোলান;—
সো-রাণী কৌশল্যা,
রাজা হবে তার ছেলে;—
আর তুই ছেলের হাত ধ'রে
পথে পথে কাঁদ্‌বি!
বলি শোননি রাম রাজা হবে,
কৌশল্যার সাধের ছেলে!
ও মা!—
গোল্লায় গেলে! গোল্লায় গেলে!
গোল্লায় গেলে!!

কৈকে। রাজা হবে রাম,
সুসংবাদে, শুন লো মন্থরা,
ভাসি গো আনন্দ-নীরে,
কণ্ঠহার লহ পুরস্কার;—
চাহ আর যেবা তব মন,
আদরে দিব গো তোরে।
রাম আমার রাজা হবে কালি!

মন্থ। ও মা! এ রাজ্যে কি যাদু
জানে?
গোল্লায় গেলি—
ও মা! একেবারে গোল্লায় গেলি!

ও মা! কালামুখী হার দিতে এল,—
আপনার দোষেই ম'লো,
বুঝিয়ে দিলে বোঝে না ;—
আবাগী,
রাম রাজা হবে—তোমার কি ?
ঘেন্নার কথা!
কৌশল্যা দেবে নাক নাড়া,
আমি আজই হই অযোধ্যা-ছাড়া।
মাঠে ব'সে খানিক কাঁদি,
এই ছিল কপালে!—এই ছিল কপালে!—
ছার কপালে ক্ষার ধরিয়ে দিই,—
হব বাঁদীর বাঁদী!
মর্ লো মর্—
ব্যাটা বিইয়েছিস্ তার হিল্লে কর্,
এই যে রাণী হ'য়ে ব'সেছ ;—
এ কার ঘর, কার বাড়ী,
হতচ্ছাড়ি!
সতীন কাকে বলে, জান না!
ওলো, রাজার মা হবে রামের মা ;—
রইলেন ভরত,
কার আজ্ঞা না রাজা দশরথ।—
ঘা শুকিয়েছে—সব ভুলে গেছে,
এখন আর কেকই কেন,—কৌশল্যে।

কৈকে। কি বল মন্থরা,
না বুঝিতে পারি আমি।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজার শ্রীরাম ;—
ভরতে কি হেতু রাজা দিবে সিংহাসন ?
হেন আকিঞ্চন কেন বা করিব ?
রাম মোরে জননী অধিক মানে ;
রাম আমার বসে যদি সিংহাসনে,
আমিও হইব রাজ-মাতা।

মন্থ। বাঁদী!—বাঁদী!—বাঁদী!
আমার ইচ্ছা হ'চ্চে ডাক্ ছেড়ে কাঁদি।
এই রাজা হয়েছে বুড়ো নড়্নড়ে,
আজ বাদে কাল ম'র্বে ;
বলি তখন,—
চোক্ষের জল ঝর্ঝরিয়ে ঝ'র্বে ;
এই মন্থরার কথা,
তখন মনে ধ'রবে ;
ভরতকে দেবে দূর ক'রে,
আর তোমায় ঘরে পূরে—
দুটি দানা-জল দেবে।

কৈকে। রাম হ'তে কভু না সম্ভবে হেন,
দয়ার সাগর রাম!
ভরতে কভু না ভাবে পর ;
কিন্তু সত্য যদি ভরতে করে গো দূর,
কি উপায় আছে আর—
পিত্রালয়ে যাব চলি ভরতে লইয়ে।

মন্থ। বলি, কাণ পেতে তো কিছু শুন্‌বে না ?
বুদ্ধি থাক্‌লে উপায়ের ভাবনা ;—
বলি,
রাজা যে তোমায় বর দেবে ব'লেছে,
সে দুটি কি মনে আছে ?

কৈকে। এ কি কথা বলিস্ মন্থরা!
বল ত্বরা,
কিবা তব অভিপ্রায় ?
শোণিত শুকায় হেরি তোরে।

মন্থ। ওগো রাণি!
আমি তোমায় ছেলেবেলা হ'তে জানি,
তুমি অভিমানী,
কারো কথা সইতে পার না,
হাজার হোক তবু সতীন ;—
বাধ্‌বে একদিন না একদিন ;
হাজার করুক ;—
তবু তোমার মনে ধ'রবে না।
তুমি অভিমানী তা তো তুমি জান না ;
সতীন রাজরাণী,

সতীনের দস্ত তোমার সইবে না।
যদি মনে কর,
এখনি রাজার মা হ'তে পার।
সতীন-পোদের ভাল ক'ত্তে হয়—
তার পরে কেন কর না ?
রাম রাজা হ'লে,
তুমি টিঁক্‌বে ঘরে,
মনের কোণেও ধ'র না !
বলি, ভাবেই কেন বোঝ না,—
এই যে রাম রাজা হবে,
তোমায় কাক্‌মুখে কেউ ব'লেছে ?
হাতী-শালা উজড় হ'চ্চে,
ঘোড়া-শালা উজড় হ'চ্চে,
গরু-শালা উজড় হ'চ্চে,
হ'চ্চে সব দান !
যাকে জিজ্ঞাসা করি, 'কেন গো ?'
সেই খেয়েছে কাণ,
কেন না
আমি দো-রাণীর বাঁদী।

কৈকে। সত্য তুমি ব'লেছ মন্থরা,
ভাবি গৃহে বসি,
কি হেতু উৎসব-রব আজি,
নগরে সকলে জানে রাজা হবে রাম।
আমি মাত্র বার্ত্তা না জানিনু !

মন্থ। এখন বোঝ,
মন্থরার কথা সত্যি কি মিছে ;
যদ্দিন কুঁজী আছে,
তদ্দিন তোমার কিছু ভয় নাই।
রাজা—মুখের কথা—
জানান দিতে আসবেই আসবে ;—
তুমি অমনি ধ'রে ব'সবে,
বলি, "বর দাও" ;
আগে স্বীকার করিয়ে নিবি ;—
এক বরে ভরতকে রাজ্য দিবি,
আর এক বর নিবি,
চৌদ্দ বৎসর,
রামকে বনে পাঠিয়ে দিবি।

কৈকে। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজার শ্রীরাম,
মম পুত্র ভরত সুধীর,
রাজ্য কেন না পাবে ভরত,
পুত্রবৎ,—নহে পুত্র মম ;
হীন-যোনি প্রাণী যাচে শাবকের হিত।
পর জ্ঞানে কেহ মোরে না দিল সংবাদ।
পর যদি, কেন তবে হইব আপন ?
বৃদ্ধরাজা জীবে কত কাল,
কি হেতু বঞ্চিব কাল পরাধীন হ'য়ে,
উপায় থাকিতে করি আপন বিহিত ;—
মন্ত্র তব লইব, মন্থরা,
কিন্তু কোন্ প্রয়োজনে—
রামেরে পাঠাব বনে ?

মন্থ। ওগো, বুঝেও তুমি বোঝ না,
প্রজারা সব রামকে চায় ;
ও যদি না বনে যায়,—
তা নিয়ে আবার ঠেক্‌বে দায়।
লক্ষ্মণটা মহা গোঁয়ার !
সদাই ক'র্‌বে মার মার,—
রাম গেলে থাকবে জড় হ'য়ে,
বনে পাঠাও চৌদ্দ বৎসর।
তার পর,
কোথায় বাড়ী, কোথায় ঘর,
সন্ন্যাসী হ'য়ে থাক্‌বে,—
আর তেমন তেমন হয়,
বাঘে ধ'রে খাবে,
রাজার ব্যাটা বনে ক'দিন টেঁকবে ?

কৈকে। কোন' দোষে দোষী নহে রাম।

মন্থ। আবার আমার রাগ বাড়ায় !
ও মা, একি দায়,
কথা বোঝে না ইশারায় !
বলি, রামের মাথা তোমায় খেতে হবে,

নইলে আজই হোক,
আর দুদিন পরেই হোক,
পস্তাবে!—পস্তাবে!—পস্তাবে!
তখন ব'ল্‌বে—ব'লেছিল মন্থরা;
ঐ বুড়ো নড়নড়ে রাজা—
কি চিরদিন থাকবে গা?
তখন রামে ভরতে লাগ্‌বে দাঙ্গা,
নখাটা গোঁয়ারের ধাড়ি;
অমন ছেলেকে হুণ দেয় নি গা!

কৈকে। গরুড় ভুজঙ্গ-অরি ঘোযে চিরদিন,
বলবান্‌ রাম,
দুর্ব্বার লক্ষ্মণ তাহে সহায় তাহার।
শত্রুঘ্ন, সুমিত্রা নন্দন;—
কেন চিন্তা করি অকারণ,
রাজকন্যা, রাজ-রাণী, রাজার জননী;
কলঙ্ক—
কে করিবে কলঙ্ক রটনা?
ভরত হইবে রাজা।
রাম সদাশয়,—
আরো ভয়,
প্রজা হবে বাধ্য তার।
রাজ-মাতা রব অন্তঃপুরে,
আজ্ঞাকারী রহিবে সতিনী,
হেলায় মঙ্গল-ঘট কি হেতু ভাঙ্গিব?
যে হয় সে হয়, সাহসে না হব উন,
নিজ কার্য্য করিব উদ্ধার;
কি মমতা তার, সতিনী-কুমার,
কালসর্প প্রসবে সাপিনী।
দেখ, রাজার কি পক্ষপাত,—
এক দিনে পুত্র প্রসবিনু,
জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ কিবা তার,
চক্ষে না দেখিনু,
শুনিলাম কৌশল্যার, লোকমুখে;—
কেমনে জানিব, নহে এ রাজার ছল?
দিন দিন দেখ কার্য্যফল,
সুশিক্ষিত করিল রামেরে,
নিয়ত রাখিয়া নিজ পাশে।
যবে তাড়কার ত্রাসে,
আইল মুনি লইতে রামেরে,
দিল সে ভরতে মোর,—
মমতা নাহিক তিল
এতদিনে খুলেছে নয়ন;—
অন্ধ না রহিব আর।
স্বার্থপর,
রাম পুত্র তার, সেও স্বার্থপর,—
ভরতে না দিবে স্থল।
ভাল, দেখি বুদ্ধির কৌশল,
অঘটন ঘটে কি না ঘটে।

মন্থ। কি আর সাত-পাঁচ ভাব্‌চ,
এ দুটি কাজ তোমায় ক'ত্তে হবে,
আমার মাথা খাবে,—
তুমি সতীন সতীন ভাবছ কি?
সতীন কি পেলে তোমায় ছাড়ে—
নখে ফাড়ে,—
তবে নাকি রাজার ঢের কন্না ক'রেছ,
পুঁজকে পুঁজ বলনি, রক্তকে রক্ত বলনি;
তাই কৌশল্যে গস্তানি,
কিছু বল্‌তে পারে না।
হাজার হোক্‌,
রাজার তো একটু চক্ষু-লজ্জাও হয়,—
আরে মিন্‌সে, ধর্ম্ম কি নেই,
সব দিক্‌ সমান ক'ত্তে হয়,
সবাইকে সমান দেখ্‌তে হয়,
হ'লই বা দো-রাণীর পো,
এই রাজ্যি জুড়ে উল্লোস,—
তা বাছা কোথা রয়েছে,
একবার খবর আছে?

কৈকে। অধিক না বলিস মন্থরা,
বাঁধিয়াছি বুক—বিমুখ না হব কভু।

কার্য্যোদ্ধার করিব নিশ্চয়,
নহে তনু দিব বিসর্জ্জন ;
কিবা প্রয়োজন,
কেন রব চিরদিন হীন ?
ছি ছি !—ছি ছি !
বৃদ্ধ সনে যৌবন করিনু ক্ষয়,
ক্ষত-অঙ্গে প্রলেপ লেপিনু,
পূরিষে না কইনু ঘৃণা ;—
সতিনীর দাসী হব আশে !
সতিনী সাপিনী বিষময়,
নিল স্বামী, নিবে রাজা পুনঃ ;
কাঁদিবে চরণে ধরি,—
পুরুষের স্বভাব ক্রন্দন পদতলে
কার্য্যোদ্ধার হেতু।
প্রাণ যাবে রাম বিনা ;—
বৃদ্ধ হ'লে মরে লোক,
কে বাঁচে, কে মরে—কেবা জানে।
চিরদিন কথায় ভুলাও মোরে,
জান না—জান না রাজা,
ভুলে নারী নিজ প্রয়োজনে,—
এবে প্রয়োজন বিরোধী তোমার,
কথায় না ভুলিবে কেকয়ী আর।
আরে রে মন্থরা !
উল্লাস কি হেতু মুখে তোর ?
নহে উল্লাসের দিন,
আপনি বলিলি তুই।
ঘন আবরণে ঢাকিবে কেকয়ী-পুর,
যতদিন ভরত না হবে রাজা,
কিসের উল্লাস !
অযোধ্যার বাস কিবা ছার !
হব উদাসিনী,
গহন বিপিনে ভ্রমিব বাঘিনী সনে,
নহে কভু না দেখিবে মুখ।
রাজা হবে সতিনীর ছেলে !
যা মন্থরা ত্বরা,
দেখ্, রাজা আসে কি না আসে।

[মন্থরার প্রস্থান]

সূর্য্যবংশে সত্যপ্রিয় সবে ;
এ কপালে কি জানি কি ফলে,
ক্রোধে যদি বধে রাজা মোরে,—
কলঙ্ক,—কলঙ্ক নারীবধে।
অতি ক্রোধ,
সত্য-ঘাতী নারী-ঘাতী,
এ কলঙ্কে রাম যাবে বনে,
রাজা যাবে বনবাসে,
বংশের গরিমা বড় মনে।
রহিল মন্থরা, ভরত হইবে রাজা,
কিন্তু বৃথা ভয়,
বুঝি নাই এতদিন রাজার চরিত।
যে হয় সে হয়—
যত্ন বিনা রাজশ্রী কে পায় ?
যাই আমি রোষাগারে।

[কৈকেয়ীর প্রস্থান]

(দশরথের প্রবেশ)

দশ। রাম আমার আদরের ধন !
ঘরে ঘরে কয়,
নিত্যানন্দময় রাম আমার !
ঘরে ঘরে আনন্দে নাচিছে সবে ;
এ কি !
শূন্য ঘর,—কোথা গেল রাণী ?
অভিমানী—বিলম্বে করেছে রোষ,
দোষ সকলি আমার ;—
রাজা হবে রাম,
এ সংবাদে কৈকেয়ীর আনন্দ অসীম ;—
উচিত আছিল মম বার্ত্তা দিতে ত্বরা।
পতিপ্রাণা ভুলিবে সকলি,
যবে আনন্দ-সংবাদ
দানিব আনন্দমুখে।

[দশরথের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ

মন্থরা

মন্থরা। আমায় দোরের পাশে
থাকতে হবে—
নইলে যে বদ-আক্কেলে মাগী,
কি ক'ত্তে কি ক'রবে।
মিন্‌সে যদি রেগে মারে,
মারে মারবে, বর তো দেবে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। নারে.
দাই মাগী মোহর নেবে না—নেবে না;
রামের ব্যাটা হবে ডাকতে গেলুম,
মাগী এল না;—
তুই একবার যা না রে কুঁজি!

মন্থ। বুঝ্‌ব কেমন সবাই,
যদি বর পাই;
মাগী এখন পাল্লে হয়,
মাগী মূলে সেয়ানা নয়,—
সেয়ানা নয়,—সেয়ানা নয়!

কঞ্চু। মাগী ভারি পাজী,
আমায় হেসে উড়িয়ে দিলে;
তুই একবার যা তো,
আমি যার তোকে খুঁজ্‌চি,
মাগী যেমন পাজী,
তেম্‌নি পাঠিয়ে দিচ্চি কুঁজী।

মন্থ। থাক্ সবাই থাক্,
ওই বুড়ো মড়াকে তো
ভাগাড়ে রেখে আস্‌ব।

কঞ্চু। আমি যাব না, কুঁজি যা না।

মন্থ। দেখ দিকি, বুড়ো কিছু জানে
না,
বলে ভীমরথি বুড়ো;
কুঁজী মানুষ চেনে গো,
একেই রাজাকে ডাক্‌তে পাঠাই,
ছাই বুড়ো মিন্‌সের আর
আস্‌বার অবকাশই নাই।
মেতেছেন! মেতেছেন!
বলি ও কঞ্চুকি!
একবার রাজাকে ডেকে আন্ দিকি,
রাণী ডাক্‌ছে।

কঞ্চু। না না, তুই যা না,
দু' কথা গে শুনিয়ে দে না;
আমায় হেসে উড়িয়ে দেবে।

মন্থ। এম্‌নি অন্ধারই বটে!
বুড়ো হয়েছেন,
তবু অন্ধারে মট্ মট্ ক'চ্ছেন;
এখন,
কেকয়ীর কথায় হাসবেন বৈকি।
এখন আর ফোড়া আছে কি?
ঐ যে রাজা ঘরে ঢুক্‌চে,
কি হয় দেখি,—
আমার বুক যেন,
ঠাঁই ঠাঁই ক'রে কাঁপছে।

[মন্থরার প্রস্থান]

কঞ্চু। কুঁজি! কুঁজি!
চলে গেলি কেন?
দাই ডাক্‌বি তো যা,
ও কুঁজি!—ও কুঁজি!—

[কঞ্চুকীর প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রোষাগার

কৈকেয়ী ও দশরথ

দশ। রোষ, রাণি, সাজিবে না আর,
শ্রীরাম তোমার রাজা হবে কালি;
রহ যদি, রহ অভিমানে,—
আজি না সাধিব আর।

কৈকে। ছি ছি মহারাজ!
এ সংবাদ দিতে আছে মোরে,
নহি প্রিয়মহিষী তোমার!

দশ। কহ, কেবা প্রিয় তোমা হ'তে ?
তব শুশ্রূষায়
বার বার পাইনু প্রাণদান।
প্রাণ-প্রিয়ে ! প্রাণের অধিক তুমি,
সতি, সকলি তোমার গুণে,—
এ আনন্দ তোমা হেতু।
কৈকে। নাহি আর সেদিন তোমার,
অধীর অস্ত্রের ঘায় ;—
এবে সুমিত্রা কৌশল্যা তব প্রিয়,
হেয় আমি,
সেই হেতু না গণ' আমারে।
দশ। আজি সভাস্থলে হইল মহোৎসব,
সে হেতু বিলম্ব প্রিয়ে !
এ শুভ-বারতা আপনি কহিব,
তেঁই না প্রেরিনু দূত।
কৈকে। ভাল,
আনন্দের দিন আজি তব,
নিরানন্দ নাহি রব ;
এ আনন্দ দিনে,
দান মোরে দেহ মহারাজ !
দশ। নাহি জান প্রিয়ে,
কল্পতরু আজি আমি ;
প্রাণ দিব চাহে যদি কেহ,—
অপুত্রক আমি,
কে জানিত পুত্রে দিব সিংহাসন !
কৈকে। ভাল মহারাজ! বুঝি তব মন ;
সকলি কি পার দিতে ?
রহ আজি মম পুরে,
স্থানান্তরে যেও না রাজন্ !
দশ। রোষাগারে সোহাগ অধিক দেখি।
উঠ প্রিয়ে !
আনন্দের দিনে কেন ধরাসনে ?
সভায় যাইব পুনঃ।
কৈকে। এই কল্পতরু !
ভাল, তবে আমি না রাখিব ধ'রে।
আছ প্রতিশ্রুত দেবে দুই বর মোরে ;
দান নাহি চাই, ঋণ কর পরিশোধ।
দশ। তব ধার নারিব শুধিতে,
পতিরতা গুণবতী তুমি !
করি অঙ্গীকার, যে সাধ তোমার,
এখনি পূরাব প্রিয়ে !
শুভ দিনে চাহিয়াছ বর,
অন্তর আনন্দে নাচে মম।
কৈকে। আজি বাক্য-কল্পতরু তুমি,
সাক্ষ্য তার দিয়েছ রাজন্,
বর দিবে—কৈলে অঙ্গীকার।
দশ। কি হেতু ভৎ'সনা রাণি,
কোন্ বাক্য ক'রেছি অন্যথা ?
নাহি অন্য গুণ,
নহি শাস্ত্রে সুনিপুণ,
অস্ত্রধারী দৃঢ়-পণ ক্ষত্রিয়কুমার ;
সূর্য্যবংশে পণ নাহি নড়ে।
কৈকে। ভাল,
করিলে স্বীকার দিবে বর ;—
দুই বর দিবে কি ভূপাল ?
দশ। রাখ বাক্যছলা,
কহ, চাহ কিবা দুই বর।
কৈকে। দিবে দুই বর, রাজা, কর অঙ্গীকার।
দশ। বাক্য-ছলা কি হেতু তোমার ?
কি আছে অন্তরে তব !
রাখ পরিহাস,
সভা আছে প্রতীক্ষায়।
কৈকে। উপহাস !
উপহাস নাহি করি ;
ডরি,—
হাস্যাস্পদ হয় পাছে অঙ্গীকার তব।

দশ। কটুবাণী কেন কহ রাণি !
মিথ্যাবাদী কহ মোরে ?
ঝড়ে যদি সুমেরু উখাড়ে,
তপনে সাগর শোষে,
সতী পতি হয় ভেদ,
সূর্য্যবংশে সত্য নাহি নড়ে।

কৈকে। ভাল সত্যবাদি—
সাক্ষ্য হও অলক্ষ্য-শরীরি !
দেখ যে নরের রীতি,
সত্যবাদী রাজা দশরথ !
সাক্ষ্য হও নিশাকর, নক্ষত্রমণ্ডল,
সাক্ষ্য হও হে অসীম ব্যোম,
অগ্নিদেব, সাক্ষ্য হও তুমি,—
সূর্য্যবংশে সত্যবাদী রাজা দশরথ !

দশ। ঢাক মুখ, ঢেকেছিলে যথা রোষে,
কি ভাব অন্তরে আজি তোর !—
অনল নয়নে, শ্বাস ঘনে ঘনে,
দন্তে দন্তে পেষাপেষি,
নিষ্পেষিত ক'রে কর,
ভয়ঙ্করী হেরি তোরে !
কর সংবরণ,
যদি পরিহাসে কর হেন।

কৈকে। পরিহাস !
সে প্রয়াস নাহি আর রাজা !
বৃদ্ধকালে নাহিক সোহাগ মম।
আছ প্রতিশ্রুত,
দিবে বর মন্থরা যাচিবে যাহা ;
আজি,
মন্থরার উপদেশে যাচি দুই বর ;
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন ;
আর বরে,—
চতুর্দ্দশ বর্ষ রামে দেহ বনবাস।

দশ। রুদ্ধ-শ্বাস বদ্ধ হৃদিমাঝে,
এখনি ফাটিবে বুক;
পরিহাস রাখ হে কেকয়ি,
হেন বজ্র ধরিল রে জিহ্বা তোর !
শীঘ্র মাগ অন্য বর,
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ আমি।

কৈকে। তবে দেহ বর, মেগেছি ভূপাল !

দশ। একি, একি, পুনঃ কি শনির কোপে !
ধরি পায় ব'ধো না হে কেকয়ি, আমায়,
সত্যে বাঁধিয়াছ মোরে।

কৈকে। ঘুচে এ জঞ্জাল, রাজা,
প্রতিজ্ঞা ত্যজিলে।

দশ। রক্ষ রক্ষ শঙ্কর-শঙ্করি !
মরি পাপিনীর হাতে !
তমাচ্ছন্ন নিবিড় আঁধার,—
পুনঃ স্বপ্ন উদয় আমার,
খসে পুনঃ দেহের বন্ধন,
রামচন্দ্রে গ্রাসে রাহু !
ধরি কেকয়ি, চরণ,—
কোন্ প্রাণে রামে বিসর্জ্জন
দিব রে গহনবনে !
বৃদ্ধকালে নড়ি মোর রাম !
রাম বিনা কভু না বাঁচিব;
সতি ! কেন হও পতিঘাতী ?
কোলে হ'তে নিয়েছ দেখেছ,—
ননীর পুতলী রাম !
মিলায় আতপ-তাপে,
চলে বলে,—
আজও সে ননীর ছেলে ;—
সেই মুখ, সেই মুখ-ভাব !
সন্তান তোমার,
মা ব'লে ডাকে রে তোরে;
কি দোষে হইলে আজি বাম ?

কৈকে। রঘুবংশে সত্যবাদী সবে,
মিথ্যাবাদী নহি আমি,

বর লব মন্থরা যা কবে;
অন্ত বর নাহি যাচি।
মিছা ছল,
তুমি হে কৌশলময়,
নাহি কথার শকতি—
কথা নড়াইতে মম;
একদিন ক্ষম, মহারাজ!
অনুরোধ যদি নাহি রাখি।

দশ। অভিশাপ মিথ্যা কভু নয়,
মরণ নিশ্চয় আছে ভালে পুত্রশোকে।
শব্দভেদি শরে মুনির কুমারে,
বধিনু কুরঙ্গ-ভ্রমে,
বজ্রাঘাত করিলাম অন্ধ মুনি-হৃদে,—
কালে আজি ফলে প্রতিফল!
আহা!—আহা!—
আমা বিনা রাম নাহি জানে!
সুসন্তানে কেমনে গহনে,
পাঠাব কেকয়ি, বল!
কুমারে তোমার দিই রাজ্যভার,
অঙ্গীকারমত রাণি।
অন্ত বরে ক্রতদাস রব তোর;
রামে বনে নারিব পাঠাতে!
আজি আপনি ডাকিয়ে,
কহিলাম রামে আমি,
'কালি দিব সিংহাসন';—
পুনঃ কেমনে কহিব,
'যাও বাছা বনবাসে'।
কহি সত্যবাণী, মরিব তখনি;—
কেকয়ি! কর হে ক্ষমা।

কৈকে। অঙ্গীকার করেছি ভূপাল,
রঘু-বধূ রাখি অঙ্গীকার।

দশ। মন্থরারে ডাক রাণি!
চরণে ধরিব তার,
অন্ত বর অবশ্য যাচিবে।

কৈকে। মম বাক্য মিথ্যা না হইবে,
বর নাহি দিবে মন্থরারে,—
বর দিবে মোরে,
দেহ বর অঙ্গীকারমত।

দশ। অন্ধ মুনি! এত নাহি জানি,—
হা রাম!—হা রাম!! (মূর্চ্ছা)

কৈকে। কে আছ রে শীঘ্র আন বারি;—
এত স্নেহ!
কেমনে ভরতে দিলে বিশ্বামিত্র সনে?
মমতায় কার্য্য নাহি হয়,
কুঁজী-বাক্য মিথ্যা কভু নয়,
দুই পায় ঠেলিতো ভরতে।

(মন্থরার প্রবেশ)

মন্থ। মূচ্ছো গেলে মরে না,
তুমি কিছু ভেব' না;
কোন মতে বর নাও,
রামকে ডাকতে পাঠাও। [প্রস্থান]

দশ। (চৈতন্ত প্রাপ্ত হইয়া)
এ কি!—এ কি!—এ কি রে সাপিনি,
দংশিলি হৃদয় মম!
ঘোর বিষে দগ্ধ মহাপ্রাণী,
রে নাগিনি!
নে রে নে রে তুলে বিষ তোর।
হা রাম!—হা রাম!
গুণধাম পুত্র মোর!
ওহো, কি হ'লো!—কি হ'লো!
যায় প্রাণ, কি হবে!—কি হবে!—

কৈকে। কাতর যদ্যপি রাজা প্রতিজ্ঞা-পালনে,
কহ মোরে যাই স্থানান্তরে;
রামে দেহ সিংহাসন,
পতিবাস নাহি আশ আর,
পতি মম মিথ্যাবাদী;
এবে শবরের শরে—

বিকলাঙ্গ নহে তব !
নাহি নাহি স্ফোটক-যন্ত্রণা,
সে দিন তো নাহি মহারাজ !
কি কাজে রহিব আর অযোধ্যায় ?
উঠ রাজা, যাও সভাতলে,
সত্য-ভক্তি বুঝিলাম তব ;
শুনি লোকমুখে,
সূর্য্যবংশে সত্যবাদী সবে,
বংশের গরিমা আপনি করেছ কত,
প্রমাণ পাইনু আজি তার।

দশ। বুঝিলাম সার,
রাজ্য হবে শ্মশান আমার ;
পিশাচী বিরাজে পুরে।
আরে রে রাক্ষসি !
নিঃশ্বাসে নাশিলি মোরে,
বাক্যবাণ নাহি হান' আর ;
সূর্য্যবংশে আমি নরাধম,
স্ত্রৈণ, ঘৃণ্য—জগৎ-মাঝারে !
কিন্তু—পিতৃলোকে কি হেতু কহিস্ কটু ?
আরে রে পাপিনি ! জেন' স্থির,
সূর্য্যবংশে সত্য নাহি নড়ে ;
আছি বদ্ধ সত্য-পাশে,
নহে,
কি সাহসে আছিস্ সম্মুখে তুই ?

কৈকে। ভাল সত্যবান্, দেহ দান,—
নাহি চাহি থাকিতে নিকটে।

দশ। চর্ম্মমাত্র রমণীর তোর,
বজ্রে বিধি গঠিয়াছে তোরে !
হে কৈকেয়ি ! কর দয়া,
রাখ রাখ পতির জীবন,
লহ ধন—লহ সিংহাসন,
প্রাণ ভিক্ষা যাচি তোর পায়।

কৈকে। বুঝিলাম সত্যের সম্মান তব ;
মহারাজ, বর নাহি চাহি,
চ'লে যাই পিত্রালয়ে,
কারে না কহিব,
মনে মনে আপনি জানিব,
মিথ্যাবাদী দশরথ !

দশ। নারী-বাক্যে রাম-বনবাস !
অপযশ ঘুষিবে সংসার ;
যাবে প্রাণ রাম বিনা,
মুনি-শাপ ব্যর্থ কভু নয় ;
অদৃষ্ট-লিখন,
উপায় কি আছে আর !
অঙ্গীকার কেমনে ঠেলিব,
কুলে কালি দিব,—
সত্যাশ্রয়ী পিতৃলোক মম !
জন্মিলেই মরণ নিশ্চয়,
অপবাদ—অদৃষ্ট-লিখন ;
সত্য না লঙ্ঘিব কভু,
রাম গুণধাম, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়,
লোকে মুখ না দেখাবে আর,
মিথ্যাবাদী হই যদি,—
অপবাদ হবে মোর ?
কিবা ক্ষতি তাহে,
বংশে না স্পর্শিবে মলা।
আরে ! আরে !
পাদুকা বহিত শিরে রাম ;
শৈশবে সেবায় রত ;
করিত ব্যজন
ক্ষুদ্র বাহু দুলায়ে সুচারু ;
বাহু দুটি তুলে আধ-ভাষে 'বাবা' ব'লে,
কোলে নিতে বলিত সে রাম !
আজও ধ্যানে জ্ঞানে,
আমা বিনা নাহি জানে,
ইঙ্গিত আমার—আজ্ঞা তার ;
বীর, ধীর, ধার্ম্মিক কুমার !—
এ সন্তানে কোন্ প্রাণে পাঠাইব বনে।
যায় প্রাণ,

হা রাম !—হা রাম ! (মূর্চ্ছা)
কৈকে। ও মন্থরা !—ও মন্থরা,
শ্বাস নাহি বহে।

(মন্থরার প্রবেশ)

মন্থ। বলি, বর কি পেয়েছ,
না অমনি মুখোমুখী ক'রে র'য়েছ ?
বলি, দাঁতকপাটি নয় ;
ভিরকুটী !—ভিরকুটী !
দশ। (সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া)
মুনি ! মুনি ! পুত্র নাহি মম,
অপুত্রক আমি,
অভিশাপে কিবা ডর ?
পুত্র ! পুত্র ! রাম আমার !
ওহো কি হ'ল !—কি হ'ল !
হেরি সব তমোময় ;
রাম ! রাম ! দে রে আলিঙ্গন ;
আমি রে জনক তোর !
জনকে না কর ঘৃণা !
আয় রাম—আয় কোলে। (মূর্চ্ছা)
মন্থ। দেখ্‌ছো কত ছলা।
তোমার মন ভোলাবে,
দেখ, কাজের সময়
তোমার মুখ শুকিও না ;
আর ঘড়ি ঘড়ি যদি মূর্চ্ছোই যাবে,
তবে রামকে ডেকে মূর্চ্ছা যাগ না।
ও মা ! কোথায় কি ?
সব ন্যাকরা, ন্যাকরা,—
এর নাম কি দাঁতকপাটি !
দশ। ভৃগু মুনি, বালক আমার রাম !
হাসে রাম—কৌশল্যা, দেখ না ?
মন্থ। ওই শুনলে, শুয়ে শুয়ে
কৌশল্যে ;—
মুখ শুক্‌নো রেখে দাও,
আগে কাজ আদায় ক'রে নাও ;—
ওগো, জোর ক'রে জলের ছিটে দাও,
ম'রবে না গো ম'রবে না।
ঐ আসছে সুমন্ত্র এখানে,
বল ওকে রামকে ডেকে আনে।
[প্রস্থান]

(সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুম। এ কি দশা ভূপতির, রাজ-
রাণি !
কৈকে। যাও শীঘ্র ডাকি আন রামে,
মূর্চ্ছাগত মহারাজ।
দশ। প্রভাত নিকট, আজি
অভিষেক,
কি কাজে রয়েছি হেথা ?
না,—না, সর্ব্বনাশ, কেকয়ী দাঁড়ায়ে।
সুম। দেখ রাজা, অরুণ উদিল,
ভূপ-বৃন্দ প্রতীক্ষায় সবে ;
লগ্ন আসি হইল নিকট,
কি হেতু বিলম্ব তব !
দশ। দেখ চেয়ে রাক্ষসী সম্মুখে,
শেল,—শেল,—শেল মারিয়াছে বুকে ;
রামে দিবে বনবাস !
যাও মন্ত্রি, রামে আন ত্বরা,
ভরা তরী ডুবেছে আমার ;—
হা রাম ! (মূর্চ্ছা)
সুম। অকস্মাৎ এ কি দশা হেরি,
রাণি !
কেন রোষাগারে,—
কার তরে কাতর ভূপতি,
এ আনন্দে নিরানন্দ কৈল কেবা ?
কৈকে। রাজ-আজ্ঞা শুনেছ সচিব !
রামে বার্ত্তা দেহ ত্বরা,
বিচারে কি কার্য্য তব ?
সুম। মহারাজ !
কেন হীন হেন লোট' মহীতলে,
নারীর সম্মুখে ক্ষত্রবীর !
হে রাজন্ ! বিচক্ষণ তুমি,

অধীরতা না সাজে তোমার।

দশ। হীন কেবা আছে আমা হ'তে,
হে সচিব!

হে মেদিনি!
ঘৃণা নাহি কর মোরে অভাগা বলিয়ে,—
বনবাসে পাঠায়ে তনয়ে,
তোর কোলে জুড়াব মেদিনি!
ওগো, রামে দিব বনবাসে,
কি দেখ সুমন্ত্র আর!—
যাও—শীঘ্র রামে আন হেথা,
মনোব্যথা কব কি তোমারে,
দংশেছে সাপিনী বুকে!

সুম। (স্বগত) রাম-বনবাস!
রোষাগার! নারী!

অঘটন সকলি সম্ভব;—
বহুদিন এ বংশে আশ্রিত,
কোলে তুলে পালিয়াছি রামে।

[প্রস্থান]

দশ। মৃত্যু যদি অদৃষ্ট-লিখন,—
মৃত্যু কেন না হয় আমার;
ব্রহ্ম-শাপে দংশে অহি, হয় বজ্রাঘাত,
ব্রহ্মশাপ কেন নাহি ফলে?
ধূ ধূ ধূ ধূ জলে, প্রাণ জলে,
কোথা যাব আপনা ভুলিব,
স্মৃতি লোপ হয় কি ঔষধে?
যন্ত্রণা—যন্ত্রণা কি আছে এ অধিক,
ওহো, আছে বাকী—
রামে কব, 'বনে যাও রাম'!
ওহো! পিতৃভক্তি উঠিল ধরায়,
পিতা নাম ঘৃণ্য ভবে,—
পিতা ব'লে ডাকিবে কি রাম আর!
আমি ঘৃণ্য, স্ত্রৈণ আমি,
রাম আমার বংশের গৌরব!
ভাগীরথী কীর্ত্তি যে বংশের,
বেণ, রঘু যে বংশে জন্মিল,
সেই বংশে কুলাঙ্গার দশরথ,—
কীর্ত্তি তার রাম-বনবাস!
রে হৃদয়! বজ্রময় তুমি,
বজ্রে মম অস্থির নির্ম্মাণ;
হায়! হায়!—
পাইনু ত্রাণ সম্মুখ-সমরে—
মরিতে নারীর বোলে!
হেন কুলাঙ্গারে,
কেন গো জননি, গর্ভে দিয়েছিলে স্থান!
ওহো!—এ কি! এ কি! সব শূন্যময়,—
কোথা রাম, কোথা রাম আমার,
হা রাম!—হা অন্ধের নয়ন! (মূর্চ্ছা)

(রাম ও সুমন্ত্রের প্রবেশ)

রাম। এ কি! এ কি! কেন পিতা
ধরাতলে?

পিতা! পিতা! আসিয়াছি বন্দিতে চরণ,
আশীর্ব্বাদ কর তাত!
কেন হেন,
চঞ্চল জনক মোর কহ গো জননি!
কেন ধরাসনে,
মধুর-বচনে নাহি সম্ভাষেন মোরে;
হৃদি বিদরে জননি,
এ দশায় হেরিয়ে পিতায়!
স্বর্ণকান্তি ধুলায় ধূসর,
কেমনে দেখ গো মাতা!
কেন পিতা কথা নাহি কন?
থাকিলে গো রোষে,
হাসে পিতা আমায় হেরিয়ে;
আজি কি লাগিয়ে না দেন উত্তর,
কাঁদি গো চরণতলে?
কি দোষে অভাগা দোষী পদে,
কোন্ অপরাধে পদে নাহি দেন স্থান!
ওগো, প্রবাসে ভরত,
প্রবাসে মা, শত্রুঘ্ন,
কহ শুভবাদ উভয়ের;

হায় মা !
কেমনে তুমি আছ গো দাঁড়ায়ে,
ধরাতলে পিতা মোর !
আঁখি-জলে ভাসে গো দুকূল,
এস দোঁহে করি গো মিনতি,
যদি তাহে শান্ত হন পিতা।

কৈকে। অঙ্গীকারে বদ্ধ রাজা
আছে মোর ঠাঁই, দিবে দুই বর মোরে ;
এক বরে,
চতুর্দ্দশ বর্ষ তুমি যাবে বনবাসে ;
আর বরে,
ততকাল ভরত হইবে রাজা।
রাজ্য-রক্ষা করিবে ভরত,
যতদিন তুমি না আসিবে ;
অঙ্গীকারে বদ্ধ তোর বাপ।
সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাস' রাজায়,
কর এবে যেবা রুচি তব,
ইচ্ছা যদি, পিতৃঋণ কর পরিশোধ।

রাম। মাতা, পিতৃ-সত্য অবশ্য পালিব,
দেখ মাতা, মূর্চ্ছাগত পিতা !
পিতা ! পিতা ! রাম আমি,
দেখ পিতা রাম আমি।

দশ। কে রে, রাম আমার,
রাম !—রাম !
দেখ চেয়ে পিশাচ জনক তোর ;
পিতা ব'লে না ডাক আমারে,
আমি শনি তোর, রাম,
পাষাণী কৈকেয়ী সত্যে বাঁধিয়াছে মোরে।

রাম। হেন দুঃখ,
কি হেতু মা দিয়াছ পিতারে ?—
তুমি আজ্ঞা করিলে জননি,
যাইতাম বনবাসে।
আনন্দ আমার,—
রাজা যদি হয় গো ভরত।
উঠ পিতা, ত্যজ ধরাসন,
সফল জনম মম, বহু পুণ্যফলে—
পিতৃসত্য করিব পালন ;
ধরি দেহ তোমার কৃপায় দেব,
এ দেহের তুমি অধিকারী।
সত্য সার শিখিয়াছি তোমার প্রসাদে ;
উঠ নরপাল !
সূর্য্যবংশে সূর্য্যসম দেব তুমি,
কাতর নহ তো কভু প্রতিজ্ঞা পালনে।
যেই আমি—সেই তো ভরত তব,
গুণের ভরত ভাই !
তব মহত্ব রহিবে, রাজ্য রক্ষা হবে,
পুত্র রাজা হেরিবে ভূপাল,
তব আশীর্ব্বাদে,—
অবাধে আসিয়া পুনঃ বন্দিব চরণ ;
কি হেতু রোদন দেব !
পিতা ! জন্মাবধি তোমা বিনা নাহি জানি ;
শুধি কণামাত্র ধার,
অধিকার দেহ মোরে।

দশ। আরে রে পিশাচি !
দেখ্‌রে বারেক চেয়ে,
দেখ্‌ চেয়ে রামে।
কেমনে রে এ সন্তানে দিব বনে !
ওরে,
ধরি তোর পায়, বাঁচা রে আমায়,
প্রাণ যায় কথা শুনে ;
ওরে, রামে কোথা পাব,
প্রাণ কেমনে বুঝাব ;
পতি চাহে প্রাণদান,
এ সম্মান রাখ গুণবতি !

কৈকে। সত্য-ভঙ্গ করহ আপনি,
সত্য-ভঙ্গ উপদেশ কেন দেহ মোরে !

দশ। ধন্য ধন্য বলি তোরে,
নারী চর্ম্ম পাইলি কোথায় ?

সত্য না লঙ্ঘিব কভু,
কিন্তু সন্দ মোর—তুই কি কৈকেয়ী,
কিবা, পিশাচিনী আইল রে, তোর
বেশে ?
ভাবি তোর সহবাসে—
এতদিন কিরূপে রহিল প্রাণ ?
রাম ! রাম ! শনি রে তোমার আমি !

রাম। ভাবি দুঃখ, তব দুঃখে পিতা ;
বাঁধ বুক আপন গৌরবে ;
পিতৃকার্য্যে রহিব বিপিনে,—
এ চিত্ত-প্রসাদ ইন্দ্রাসনে নাহি পিতা !
মা গো ! পিতারে কর গো সেবা,
বৃদ্ধ পিতা মম,
কাতর হইবে তাত, মোরে না হেরিলে।
মাতা, গুণধর ভরত হইবে রাজা ;
গুরুজন তোমা দোঁহে,
সত্য কহি—আনন্দ অপার মম ;
রাজ্য-যোগ্য নহি কভু,—
প্রের দূত আনিতে ভরতে।

কৈকে। ভরত না আসিবে আমার,
যতদিন তুমি রবে অযোধ্যায়।

রাম। মা গো, অযোধ্যায় কেন রব
আর !
নাহি অধিকার মম রহিতে এ স্থানে।
রাজ-আজ্ঞা—পিতৃ-আজ্ঞা কভু না লঙ্ঘিব,
বনে যাব না আসিতে যামি ;
রব মাত্র সীতারে সঁপিতে মাতা-করে—
কহিব সীতারে,
সেবিবারে তোমা সবাকারে।

দশ। রাম !—রাম !—আয় কোলে,
ক্ষণেক জুড়াই প্রাণ ;
রাম আমার !—রাম আমার !—
পিতা নহি, পাষাণ রে আমি !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

তোরণ-সম্মুখ

প্রজাগণ ও লক্ষ্মণ

(প্রজাগণের গীত)

জয় রাম রঘুমণি, জয় সীতা জননী,
চিন্তামণি আপনি এসে, প্রজা কোলে
নিয়েছে॥
অন্ন দায় ঘুচ্‌লো ধরায়
অন্নপূর্ণা ব'সেছে ॥
গোলোক আঁধার, গোলোক কেবা চায়,
রাম-সীতা ধরায়,—
আয় রে আয় দেখবি যদি আয়।
কারে দেয় না বেদনা, সেথা নাই যেতে
মানা,
রাম ঘৃণা জানে না,—
তার সাক্ষী রে নীল-নবীন-কমল
চণ্ডালে কোল দিয়েছে ॥

প্রজাগণ। জয় সীতারাম !

লক্ষ্মণ। উচ্চৈঃস্বরে কহ সবে 'জয়
সীতারাম' !
পুনঃ দিব বহু রত্ন-ধন।
জয় সীতারাম !

প্রজাগণ। জয় সীতারাম !

১ বালক। জয় সীতারাম !

লক্ষ্মণ। জান' তুমি রাম-গুণ বালক-
বয়সে,—
কহ, কিসে তব হইবে সন্তোষ ?

বালক। কটু নাহি কহ মোরে,
রে লক্ষ্মণ !
কেবা তব লয় দান ?
ব্রাহ্মণকুমার,

রাম-গুণ গাই আমি ;
রামনাম শিখায়েছে পিতা।

লক্ষ্মণ। ক্ষমা কর অজ্ঞানেরে, দ্বিজবর !

১ ব্রাহ্মণ। লক্ষ্মণ ঠাকুর !
আমি আরো কিছু চাই,
আমি ব্রাহ্মণ,
বড় বেশী কিছু পাইনি।

লক্ষ্মণ। গৃহে রেখে এস ধন,—
পুনঃ দিব যত চাহ তুমি।

১ ব্রাহ্মণ। ওঃ !—এগুলো বড় ভারী,
একলা কি নিয়ে যেতে পারি !

১ প্রজা। ওগো,
তুই পেছিয়ে পড়চিস কেন ?
লক্ষ্মণ ঠাকুর চার হাতে বিলুচ্চেন।

১ স্ত্রী। ও মা, ঠাকুর ! চার হাত !
জানলে কি এত দূর আসি ?
ঠাকুর দেখ্‌লে তো রথে ক'রে নিয়ে যায়;
ও মা ! কোথায় নিয়ে যাবে গো !
কাজ নেই দানে, বাঁচলে হয় প্রাণে !
এলুম বাছা,
ক'দিন বা ভোগ কল্লুম;
পোড়া কপাল !
তাই নাতির ব্যাটাটির মাথা খেলুম।
এই বউটোর জন্যে ঘুরে মরি;
মা গো ! বউ-মানুষ অতো খায় !
রবি মেনি,
দুটি ভাত দিলে কেশে খুন হয় ;
ও মা, একি দায় !
ঠাকুর ব'সেচেন দানে ;—
কাজ নেই বাছা,
যদি টেনে নিয়ে যায়।

প্রহরী। নে, তুই তো কিছু পাসনি,
এই টাকা নে।

স্ত্রী। তুমি কে ? দোহাই বাবা
আমি স্বর্গে যেতে পার্‌বো না !
ওরে রবি রে !
বুঝি টেনে নিয়ে যায় রে !

[প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। ছড়াইয়ে দেহ ধন।
যে আছে দুর্ব্বল আইস মোর কাছে,
হাতে হাতে দিব আমি।

(নেপথ্যে)—জয় রাম !

লক্ষ্মণ। প্রজাপুঞ্জ দেখ রে সকলে !
জনম সফল কর হেরিয়ে শ্রীরাম,
দয়াময় আপনি উদয় আসি।

সকলে। জয় সীতারাম !

(রামের প্রবেশ)

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ !
আইস সাথে লহ মোর ধন,
বিতরণ কর দীন জনে।

লক্ষ্মণ। প্রজাগণ,
রহ সবে দাঁড়ায়ে দুয়ারে ;
ধন-রত্ন দিবে রাজা তোমা সবাকারে।

[রাম ও লক্ষ্মণের প্রস্থান]

১ প্রজা। চল্ বাড়ী যাই,
রেখে আসি, আবার নোব।

২ প্রজা। ওরে ভাই, আমার পা ভাল হয়েচে।
জয় সীতারাম !

১ প্রজা। আহা, কি নব-দুর্ব্বাদল-শ্যাম !

২ প্রজা। তোরও চোক্ হয়েচে নাকি রে ?

সকলে। জয় সীতারাম !

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

রাম ও লক্ষ্মণ

লক্ষ্মণ। দাদা! হৃৎকম্প হয় মম;
কেন হেন ভাব তব,
রোষ কি করেছ রঘুমণি?

রাম। ভাই,
শুন মন দিয়া,
যাব আমি বনবাসে পিতার আদেশে।
রহিল রে দুখিনী জননী,
রহিল দুখিনী সীতা,
পুত্রশোকে আকুল রহিল পিতা,
দেখ'রে, লক্ষ্মণ তুমি।
মোর কাজে তোর সদা মন,
ভাই রে লক্ষ্মণ,
কর অযোধ্যা-রক্ষণ, প্রজার পালন,
মিলিবে ভরত সনে;
অরাজক রাজ্য নাহি হয়,
পুত্রশোকে আকুল জনক।
মোর হেতু নাহি কর শোক;
সত্য পালি আসি দিব কোল।

লক্ষ্মণ। দাদা! দাদা! ধর মোরে,-
কোন্ দোষে দোষী দাস পদে?
রঘুনাথ!
বজ্রাঘাত ক'রো না হে শিরে;
ছত্র ধ'রে দাঁড়াইব পাশে।

রাম। ভাই,
বনবাস বিধির লিখন,
পিতৃসত্য-পালনে যাইব বনে।
বদ্ধ পিতা বিমাতার কাছে সত্য-পাশে,
জান তুমি,
রঘুবংশে সত্য নাহি নড়ে।
দিয়েছেন দুই বর;
এক বরে বনবাস মম,—
চতুর্দ্দশ বৎসর ভ্রমিব বনে;
অন্য বরে—ভরত হইবে রাজা।*

লক্ষ্মণ। স্বপ্ন সম জ্ঞান হয়, দেব!
আগু-পাছু না পারি বুঝিতে।

রাম। না হও বিস্মিত,
জান তুমি পূর্ব্ববিবরণ,
ঋণে বদ্ধ আছিলেন পিতা।

লক্ষ্মণ। ভাল, ঋণমুক্ত হোন্ পিতা,
দণ্ড ছাতা দিন ভরতেরে,—
অযোধ্যা করিব বন,
যদি তুমি যাবে বনবাসে।
আছি বিদ্যমান, আছে দৃঢ় ধনু,
আছে তীক্ষ্ণ বাণ তূণে,
অযোধ্যা-আসনে,
রাম বিনা কেহ না বসিবে আর।
জ্যেষ্ঠ তুমি বিষ্ণু-অবতার,—
কার অধিকার আর?
নারী-বাক্যে যাবে বনবাসে;
দোষো তুমি, রঘুমণি, নিষ্ঠুর বলিয়ে,
এ নারী বধিতে নাহি দোষ।
অসন্তোষ না হও শ্রীরাম!

রাম। ভাই,
বিমাতার নাহি কোন দোষ।
কুমন্ত্রণা দিল রে মন্থরা,
তাই মাতা বলিল কুবোল;
নহে,
আমি তাঁর ভরত-অধিক।
প্রাণাধিক!
পিতা মাতা গুরু,
অকল্যাণ হয় ভাই তাঁদের নিন্দায়।

লক্ষ্মণ। যতদিন স্মৃতির উদয়,
দয়াময়!
তোমা বিনা নাহি জানি,
নাহি জানি জনক-জননী,

নাহি জানি জায়া,
নাহি জানি এ সংসারে কারে আর ;
তব আজ্ঞা কভু না লঙ্ঘিব,
আজ্ঞাকারী চিরদিন রব,
উচ্চ আশ অধিক নাহিক আর।
দাসে ভিক্ষা দেহ দয়াময় !
মন্থরার বধি প্রাণ।

রাম। হীনমতি নারী,
বিধি-লিপি করিল পূরণ।
কোলে করি পালিল ভরতে,
সেও তো জননী সম।
মান' বোধ, শান্ত কর ক্রোধ,
উপরোধ রাখ ভাই ;
বীর ধীর তুমি রে লক্ষ্মণ,
দৈবের নির্ব্বন্ধ নাহি নড়ে।

লক্ষ্মণ। বীর্য্যহীন দৈবের অধীন।
বিধি-লিপি দেখিব কেমন,
বাহুবলে লইব মেদিনী ;
রঘুমণি !
ক্ষত্র-নীতি আছে হেন।

রাম। কার 'পরে কর রোষ ভাই,
কার দোষ দিবে ইথে ?
শম্বরের রণ বিধির নিয়ম ভাই,
বিস্ফোটক বিধাতার লীলা ;
বুঝ রে কৌতুক, কুবুজা-যৌতুক —
বুঝ লীলা বিধাতার !
এ সংসার লীলাস্থল তাঁর,—
কে তুমি কে আমি,
ব্রহ্মময় তিনি,
নিমিত্ত রে মোরা সবে ;
সত্যমাত্র সার, এ সংসার ছায়া-বাজী।
সত্য হেতু যাই বন,
হে লক্ষ্মণ,
বিঘ্ন কেন কর তার ?
পিতার নিকটে ঋণী সবে ;
কিন্তু কার ভাগ্যে ঘটে,
কণামাত্র করে শোধ ?
বুঝ সুবোধ লক্ষ্মণ,
সত্যমুক্ত করিব পিতায় ;
সন্তান কি চাহে আর ?
ধর বাক্য ধর রে লক্ষ্মণ,
রাজ্য রক্ষা কর মোর বোলে ;
কোল দে রে যাই বনবাসে।

লক্ষ্মণ। রঘুমণি,
যাবে বনবাসে !
নফর যাইবে সাথে ;
নহে দয়াময়,
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ ;
তপন নিভিবে, সাগর শুষিবে,
প্রতিজ্ঞা রহিবে মম।

রাম। ভাই রে, বালক তুই,
কেমনে ফিরিবি বনে ?
বনবাসে সোণার লক্ষ্মণ !
কেমনে বাঁধিব প্রাণ তোরে হেরে বনে ?
রাজার কুমার,
কভু দুঃখ নাহি জান ;
ফল মূল কভু বা মিলিবে,
কেমনে কাননে বঞ্চিবি প্রাণের ভাই !
পিতৃ-সত্য রক্ষা হেতু আমি যাই বনে ;
কি কারণে বনে যাবে তুমি ?

লক্ষ্মণ। মাতৃ সত্য উদ্ধারিব দাদা,—
মাতৃপণে দাস আমি শ্রীচরণে।
বনে প্রভু,—নফর রহিবে বাসে,
হেন কি সম্ভবে কভু ?
ধরি রাজীব-চরণ,—
সাথে লহ দাস তব,
ত্যজিলে আমারে তখনি ত্যজিব প্রাণ।

রাম। কত পুণ্যফলে,
পেয়েছি রে তোমা হেন ভাই !

সুমিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি তুই,
বধূমাতা কাঁদিবে বিহনে তোর,
কুবচন কবে সবে মোরে,
কেমনে রে লব তোরে সাথে
আঁধার করিয়ে পুরী।

লক্ষ্মণ। বুঝিলাম,
অপরাধী হ'য়েছি চরণে
গুরুজনে কহি কটু।
দেহে আর কি কাজ আমার,
রাম-সেবা করিতে নারিব।

রাম। ভাই—ভাই—ভাই রে আমার,
চল সাথে সঙ্কটের সাথি!
চল,
বিদায় মাগিব জনে জনে,
জানকীরে স'পিব মাতায়;
আজি যাব বনবাসে।

লক্ষ্মণ। যথা রাম, রামরাজ্য তথা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

সীতা ও উর্ম্মিলা

সীতা। (গীত)

গাও কোকিল, বিহঙ্গকুল,
ফুলকুল পরিমল ঢাল সোহাগে।
হাসি হাসি, তমাল বিলাসী,
খেল তমাল সনে নব অনুরাগে॥
খেল অনিল, অরুণ ভাতিল,
নীল গগন সাজ রঞ্জিত রাগে।
শ্যামা বসন পরি সাজ শ্যামা মেদিনী,
শ্যামচাঁদ মম হৃদি-মাঝে জাগে॥

উর্ম্মিলা। বিনোদিনি! ভাল শিখেছ গাঁথনি।
চিকণিয়া মালা, রাজবালা,
দিবে কি বঁধুর গলে?

সীতা। সখি, নাহি ধন,
ঋষির নন্দিনী আমি;
রাজারে কি দিব উপহার?
তাই ফুল-হার গাঁথিনু সজনি,
কুসুমের তনু কুসুমে শোভিবে ভালো।

উর্ম্মিলা। পুনঃ হার গাঁথ কার তরে?

সীতা। রাজ-পারে উপহার,
যবে ছত্র-করে দাঁড়াবে সুন্দর ঠাম।

উর্ম্মিলা। তবে দেহ ফুল,
আমিও গাঁথিব মালা রাজ-রাণী তরে।

সীতা। সখি, রাজারে ত্যজিয়ে
দাসীরে কি হেতু দিবে হার?

উর্ম্মিলা। সখি, রাজারে কে চেনে,
রাজারে কে জানে,
মহিষীর দাসী, সই!
মম হার নহে উপহার,
সাজাইব রাজ-রাণী!
দেখি,
সভামাঝে কার মালা সাজে ভালো।

সীতা। সখি,
শ্যাম-অঙ্গে দেখ নাই হার;
দেখিলে সজনি,
ভ্রমে না চাহিতে পরাইতে মালা মোরে।
নব নীরদে দামিনী সম—
ফুলমালা খেলে শ্যাম-গলে।

উর্ম্মিলা। ভাল, পর হার,
সুধাব রাজারে কে হারে কে জিনে।
কিংবা কহ যদি,
আনি লো মুকুর,
ভ্রম দূর কর সুলোচনে!
লতিকার রূপে তমালের শোভা, সই!

(রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

সীতা। মহারাজ, করুন বিচার—
মালা নিয়ে করেছি বিবাদ।

ঊর্ম্মিলা। ও মা! ছি ছি, কি লজ্জার কথা!
[প্রস্থান।

রাম। দেবি,
বিচারের নাহি অধিকার,
বনে যাব পিতার আদেশে,
আসিয়াছি লইতে বিদায়।
মন্থরার মন্ত্রণার ছলে,
ভুলিলা কৈকেয়ী মাতা;
আ'ছিলেন প্রতিশ্রুত পিতা,
বর দিতে জননীরে,
পিতার আদেশে যাব বনবাসে, প্রিয়ে,—
ভরত হইবে রাজা।
চতুর্দ্দশ বৎসর বঞ্চিব বনে;
ফিরি যদি—দেখা হবে পুনঃ।
জনক জননী মম,
কাঁদিবেন আমা বিনা,
রহি অযোধ্যায়,
সেবা তুমি কর দোঁহে।
এস প্রিয়ে,
সঁপে যাই মাতায় তোমায়।

সীতা। চাও প্রভু, কাহারে সঁপিতে?
দয়াময়! আমি, আ'মি নয়,
রামময় প্রাণ মম।
তুমি যাবে বনে, রহিব ভবনে,
কেমনে কহিলে, নাথ!
দাসী শ্রীচরণে,
ধ্যানে জ্ঞানে চরণ সেবিব আশ।
যথা যাবে—যাব সাথে সাথে,
দাসী বিনা সেবা কে করিবে?

রাম। প্রিয়ে! একি কথা?
ব্যথা কেন দেহ মোরে?
রাজ-বধূ—রাজার নন্দিনী,
দুখ কভু নাহি জান্;
দুর্গম গহনে,
কি কারণে যাবে, প্রাণেশ্বরি?
রাজার ঝিয়ারী,
ফলাহারী কেমনে হইবে,
ভ্র'মবে শ্বাপদ স'ন?
বৈসে তথা ভয়ঙ্কর নিশাচর;
তাই করি মানা,
গৃহে রহ গুণবতি,
বনে যেতে ক'রো না বাসনা।
জনক আমার—
হাহাকার করিবেন আমা বিনা;
চাহি তোর মুখ—
ক্ষণ বা বাঁধিবে বুক।
জননী কাঁদিবে,
কে তাঁরে দেখিবে
তুমি প্রিয়ে, গেলে সাথে?

সীতা। এ কঠিন বাণী কেন কহ চিন্তামণি,
সতী—পতি ছাড়ি রহে কবে?
বিধি-বিড়ম্বনে, সত্যের পালনে,
দুখ তব দয়াময়!
অকারণে কেন দুখ দিবে মোরে?
তব সনে,
গহন বিপিনে রব রাজ-রাণী।
রাম মম হৃদয়ের রাজা!
অধীনীরে ঠেল না চরণে,
দাসী বিনা সেবা কে করিবে তব?

রাম। সাথে যাবে প্রাণের লক্ষ্মণ,
সদা মম সেবা-রত;
দুখ, প্রিয়ে, না হইবে তায়।
ধর বচন আমার,
অযোধ্যায় রহ সতি!

সীতা। দাসীর মিনতি ঠেল না ঠেল না নাথ,

শেল ঘাত ক'রো না হে বুকে।
মনো দুঃখে ভ্রমিবে কাননে,
ভবনে কি সুখে রব?
ধরি পায় বঞ্চনা ক'রো না, প্রভু!

রাম। যুক্তি নহে গুণবতি,
রমণী লইতে সাথে;
রক্ষঃগণে বৈসে সদা বনে,
নারী ল'য়ে পড়িব বিষম ফেরে।
জটা ধারী হব কদাকার,
হেরিয়ে বাড়িবে দুঃখ;
বাকল বসনে,
চন্দ্রাননে, নেহারি তোমারে,
কেমনে ধরিব প্রাণ?
নারী ল'য়ে দ্বন্দ্ব সদা হয়,
বাসি ভয়,
নহে প্রসন্ন অদৃষ্ট মম।

সীতা। নাথ!
পতি বিনা কে রাখে নারীরে?
এক নারী, তুই ধনুধারী,
রক্ষিতে নারিবে প্রভু?
স্বচক্ষে দেখেছি ভাঙ্গিতে হরের ধনু;
গভীর গর্জ্জনে স্বর্গ রোধ' বাণে,
দেখেছি নয়নে, নাথ;
পদাশ্রিতা নারী, নাহি কারে ডরি,
হেন বীর-পতি সহবাসে।
তুমি বনে যাবে, এ রাজ্যে কে রবে,
হেথা কে রক্ষিবে মোরে?
যেই রাজ্য কাড়ি লবে,
ভার্য্যা তারে দিবে,
হেন কি বাসনা তব?
দয়াময়! এ কথা নিশ্চয়,
পদাশ্রয় কভু না ছাড়িব;
যাব সাথে কে রোধিবে মোরে?
পতি ব্রহ্মচারী,
ফলাহারে নাহি, ডরি;
মুখ নিরখিব, আপনা ভুলিব,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা যাবে দূরে।
ঋষিগণে,
অদৃষ্ট-গণনে কহিত জনকে সদা,
'পতি সনে যাব বনে',
শুনি প্রাণ আনন্দে নাচিত।
প্রাণনাথ, ক'রো না হে মানা;
মানা না মানিব,
প্রাণ দিব শ্রীচরণে।

রাম। প্রিয়ে, চাহে কি এ প্রাণ
ছাড়িতে তোমারে তিল!

সীতা। সঙ্গে তবে লহ রঘুনাথ!

রাম। এস প্রিয়ে,
মার কাছে বিদায় মাগিব।
প্রিয়ে, ভিখারি তোমার পতি,
বনে অন্য কিবা পাব,
প্রেম দিব চাহ যত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

লক্ষ্মণ ও উর্ম্মিলা

লক্ষ্মণ। প্রিয়ে!
জান না কি দাস আমি জননীর পণে?
শুভক্ষণে করিলেন পণ;
তেঁই,
রাজীব-চরণ চিনিয়াছি শ্রীরামের।
গৃহে রহ, দুখ না ভাবিহ,
সেবা কর গুরুজনে;
দাস আমি,
প্রভু সেবা কর্ত্তব্য আমার;
তব ভার লইব কেমনে?
বিলম্বিতে নারি আর,
আজি যাব বনবাসে।

উর্ম্মিলা। হায় হায়!—

অকস্মাৎ একি বজ্রাঘাত শিরে,
তোমা বিনা কেমনে ধরিব প্রাণ!

লক্ষ্মণ। চিন্তা নাহি কর মোর হেতু,
রাম-পদাশ্রিত আমি;
নির্ব্বিঘ্নে আসিব পুনঃ।
বহিছে সময়, বিলম্ব না সহে আর;
প্রতীক্ষায় কমল-লোচন।

[প্রস্থান]

উর্ম্মিলা। কোথা যাও!—
ক্ষণেক দাঁড়াও প্রভু!

[প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দেবালয়

সুমিত্রা ও কৌশল্যা।

সুমিত্রা। দিদি!
দীন-হীন নাহি কেহ আর;
জয় জয় রাজ্যময় তব দানে.
ত্রিভুবনে জয় রাম ধ্বনি!—
মহোৎসবে নাচে গায় প্রজাগণে।

কৌশ। লো সুমিত্রে!
পূজি শঙ্কর-শঙ্করী,
রামধনে ধরিনু জঠরে।
আনন্দে ভাসি রে আজি,
রাম আমার রাজা হবে,
কিছু নাহি অদেয় আমার,—
প্রয়োজন যার যত
দেহ সাধ মিটাইয়ে সবে।

(রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ)

কৌশ। আয় আয় আয় বাছা!
আয় মা জানকি!
এস রে লক্ষ্মণ!
রত্ন-ধন বিতরণ হেতু
লহ যত চাই তুমি;
রামের দোসর রামের দোসর—
পুত্রজ্ঞান করি তোরে।
আয় রাম আয় রে আমার!
কল্যাণে তোমার ভগবতী করি পূজা।
চণ্ডিকায় করি নমস্কার,
যাও বাছা, ব'স গিয়া সিংহাসনে।

রাম। মা গো!
বিধি-বিড়ম্বনে প'ড়েছি বিষম ফেরে;
মা, আমাদের দেহ গো বিদায়।
আজি তিন জনে হব গো অরণ্য-বাসী,
ভয় বাসি কহিতে তোমারে;
বিমুখ বিধাতা, বদ্ধ অঙ্গীকারে পিতা.
বিমাতা হ'য়েছে বাদী।
বর্ষ চতুর্দ্দশ ভ্রমিব কাননে,
সিংহাসনে ভরত বসিবে,
মা গো তাই মাগি বিদায় চরণে।

কৌশ। আরে আরে, ব'ধো না মায়েরে;—
কি ব'লিস্—কি বলিস্ রাম! (মূর্চ্ছা)

রাম। ওঠ—ওঠ—ওঠ মা আমার,
অন্ধকার সকল সংসার,
হেরিয়ে তোমার দশা;
উঠ গো জননি!
কোলে তুলে নে গো ছেলে,
সকাতরে ডাকি 'মা, মা', ব'লে।

লক্ষ্মণ। একি—একি,
সংজ্ঞা-হীন. শ্বাস নাহি বহে!—

রাম। মা!—মা!
রাজ-রাণী লুটাও ধরণী,
প্রাণে নাহি সহে মাতা!
ভাই রে লক্ষ্মণ,
বুঝি ভাই বধিনু মায়েরে।

সুমিত্রা। দিদি! দেখ চেয়ে,
এসেছে গো রাম তোর।

কৌশ। কই রাম!—কই রাম আমার!

দেখেছি রে কুস্বপন,—
রামধন কি হ'ল, কি হ'ল !
রাম। মান' প্রবোধ জননি,
চাহিয়ে আমার মুখ।
ত্যজ শোক, রাজ-রাণি !
কল্যাণ কর গো তিনজনে,
তব আশীর্ব্বাদে,
নিরাপদে বঞ্চিব কাননে ;
পুনঃ আসি পূজিব চরণ।
কৌশ। বাছা ! দুখিনী জননী তোর,
কেন শেল হান মোর বুকে !
উপহাস লোকে,
নারী-ভাষে যাবে বনবাসে;
ভাল কীর্ত্তি কিনিল ভূপাল !
অগ্রালে কি কাজ আর,
চল যাই পিত্রালয়ে।
রাজা রাজ্যের ঈশ্বর,
রাজ্য দিল ভরতেরে ;
নানা উপহারে, পূজি শঙ্করী-শঙ্করে,
তোমারে ধ'রেছি কোলে ;
কার বোলে যাবি তুই বনে ?
দশমাস ধ'রেছি জঠরে,
রাজার কি অধিকার ?—
হায় হায় ! কি হ'ল, কি হ'ল !
বুঝি প্রাণ গেল ;
ব'ধো না রে দুখিনী জননী।
বল্ বাছা বল্—শীঘ্র বল্,
কাঁদেরে জননী তোর,
ত্যজে তারে যাবিনে গহনে।
ধিক্ ! ধিক্ ! কি কব রাজারে,
সূর্য্যবংশে দিল কালি ;
ছিছি—ছিছি ! লাজ না হইল,
কেমনে কহিল, 'যাও রাম বনবাসে।'
নহ পুত্র তার,
দুখিনী-কুমার, রহ দুখিনীর কোলে।

রাম। মা গো !
মন্দ নাহি বল গো পিতারে,
অতি দুঃখী পিতা মম !
ভুবনে আখ্যান,
সত্যের সম্মান সূর্য্যবংশে চিরদিন,
সূর্য্যবংশে সত্যাধীন সবে।
বনে যাই বিধি-বিড়ম্বনে,
পিতারে না বল কুবচন।
মা গো !
দেখিলে রাজায়, প্রাণ ফেটে যায়,
ভূমেতে মুকুট লোটে ;
অবিরল বক্ষে বহে জল,
"হা রাম", "হা রাম" মুখে ;
না জানি জননি,
নৃপমণি কি করেন মোর শোকে।
মা গো ! পিতা গুরু তব,
আমার গুরুর গুরু ;
কেমনে মা লঙ্ঘিব বচন তাঁর ?
এস গো জননি,
যাব পিতার নিকটে বিদায় লইতে ;
শোক-সিন্ধু উথলিবে তাঁর।
আমা বিনা পিতা নাহি জানে,
শান্ত কর, গৃহিণী মা তুমি।
দিও অন্নজল, জনক বিকল,
অন্নজল ত্যজিবেন মনোদুখে।
মা গো, কি কব তোমায় ;
শঙ্করী-পূজায়
ভুল শোক, জননি আমার !
লিপি বিধাতার খণ্ডন না হয় কভু,
বনে যাব অন্যথা না হবে।
কৌশ। হায় হায় !
সতিনী নাগিনী দংশিল রে হৃদিমাঝে !
আমি রে পাষাণী,
তাই দেহে আছে প্রাণ !
জান না মায়ের ব্যথা,

জানিলে এ কথা,—
এ নিঠুর কথা কভু না আনিতে মুখে।
অন্ধের নয়ন,
দরিদ্রের ধন তুই রাম,
রাখ প্রাণ, ভিক্ষা মাগি তোর কাছে।
তোমা বিনা কেমনে রহিব ঘরে ;
ক্ষণ অদর্শনে শ্মশান সংসার হেরি ;
মরি মরি !
কেমনে রে তোরে দিব বনে ?
হায় হায় ! কেন না মরিনু !—

লক্ষ্মণ। দাদা !
জননীর দুখ দেখা নাহি যায় আর,
একি অবিচার, কেন যাবে বনবাসে !
রাজার কুমার বনে কেবা যায় কবে ?
প্রভু ! আমা হেতু নাহি গণি ;
রঘুমণি ! আমি হে নফর তব।
দাদা !
তুমি দুখ পাবে, প্রাণ ফেটে যাবে,
জনক-নন্দিনী—বিপিন-বাসিনী,
রাজ-রাণী যার লোটে পায় !
হায় হায় ! কি আর রহিব,—
ধিক্ জন্ম !—ধিক্ ধনুর্ব্বাণ !—
বিদ্যমান—সিংহাসন নিল পরে।

কৌশ। শুন শুন কি বলে লক্ষ্মণ !
পাল' পিতার বচন,
রাজ্য-ধন দেহ ভরতেরে ;
মাতৃ-বাক্যে গৃহে রহ বাছাধন !

রাম। মা গো !
পিতৃবাক্য পালিব জননি,
নরকে মজিব সত্যে যদি করি হেলা।
সত্যাশ্রয়ে বিঘ্ন না ঘটিবে,
পুনঃ দেখা হবে, বন্দিব চরণ পুনঃ।
দে মা বিদায় আমায়,
দিন ব'য়ে যায়,
দিনে দিনে ত্যজিব অযোধ্যাপুরী।
ধরি মা চরণে, আর নাহি কর মানা।

কৌশ। আরে আরে,
পিতৃসম কঠিন রে তুই !
রাক্ষসী রহিনু বেঁচে ;
চারি পুত্র পিতার তোমার ;
'মা' বলে রে—নাহি মোর আর।

রাম। মা গো !
অপরাধী না কর আমারে ;
জনকের পায় বিদায় লইতে যাব।

সীতা। পতি-সনে বঞ্চিব কাননে,
আশীষ' জননি, মোরে।

লক্ষ্মণ। মা গো ! মাতৃপণে,
প্রভু সনে যাব, প্রভুরে সেবিব,
পুনঃ আসি করিব প্রণাম।

কৌশ। আরে রে লক্ষ্মণ, সুমিত্রার ধন,
যাবি তুই কোন্ অপরাধে ?
রাম, তোর কথা শোনে,
যাস্‌নে রে বনে ;
মানা কর—জননী বধিতে।
ও মা সীতা,
পতি সনে যাবি তুই;
শূন্য পুরে রব গো কেমনে ?

লক্ষ্মণ। মা গো !
সঁপেছ মা যাঁর পায়,
সেবিতে তাঁহায় বনাশ্রমে যাব মাতা !
পদধূলি ল'য়ে তব, শিরে,
পণ তব করি সংপূরণ।

সুমি। আরে বিধি ! কি বিধি তোমার,
উৎসবে তুলিলি হাহাকার !
বাছারে আমার,
কি ব'লে বিদায় দিব !

লক্ষ্মণ। যথা রাম তথায় লক্ষ্মণ,

বিধির নিয়ম বাঁধা ;
অন্যথা না হবে কভু।
রাম। সুমিত্রা জননি !
দাসে দেহ পদধূলি ;
'মা' বলিব ফিরে যদি আসি।
সুমি। ঘুচিল রে অযোধ্যার বাস ;
আশায় নৈরাশ,
প্রাণনাশ কেন নাহি হয় ?
রাজার গৃহিণী জনম-দুখিনী আমি !
লক্ষ্মণ। ভাগ্যবতী তুমি গো জননি,
রামকার্য্যে সন্তান করেছ দান।

মাতা, চিন্তা কর দূর,
তিন পুরে রামাশ্রয়ী জয়ী।
দাদা, বিলম্বে কি কাজ,
চল যাই রাজারে ভেটিয়ে।
রাম। ভাই ! ভাই ! ভাগ্যহীন আমি,
জনক-জননী ভাসাইনু শোক-নীরে,
বনবাসী করিনু তোমারে,
জানকীরে দিনু বনে !
কর্ম্মফল, দোষ দিব কারে,
প্রাণ বিদরে লক্ষ্মণ,
পুনঃ কহি 'রহ ভাই গৃহে'।
সুমি। আরে রাম,
লক্ষ্মণ রে নফর তোমার,
জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি মম ;—
তোর্ ধন সঁপে দিই তোরে।
রাম। আসি গো জননি !
কল্যাণ কর মা সবে।
কৌশ। আরে রে সতিনি ! কাল-ভুজঙ্গিনি,
ভাল বিষ ঢালিলি হৃদয়ে !
পুত্র ধ'রে পাষাণ হইলি ;
রামে বনে দিলি, কালি ঢালি রাজকুলে।
লো সুমিত্রা,
কি রাত্তি পোহাল মোর !
ভেঙেছে কি ঘুম-ঘোর ?
ওরে বনে যায় রামধন !—
দুর্গে দুর্গতি-নাশিনি !
কার করে দিব মা কুমারে ?
দানব-দলনি,
দুর্গমে রেখ মা তারা !
ভয়-হরা,

অকিঞ্চনে রেখ গো চরণে !
সঙ্কটে শঙ্করি, তব পদ-তরী,
কৃপা করি দিও গো জননি !
নিস্তারিণি !
ভরসা তোমার, কেহ নাহি আর,
হারা-ধন পুনঃ যেন পাই।
রাম। আসি মা জননি !

কৌশ। দেখা হবে রহে যদি প্রাণ।
[রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রস্থান]
হায়, হায় ! কি হ'ল কি হ'ল !
রাম কোথা গেল,
প্রাণ তবু আছে দেহে।
ধিক্, আমি রে পাষাণ,
ভাসায়ে সন্তান পিশাচী র'য়েছি বেঁচে !
পাপিনী সতিনী,
মমতা না হ'লো তার।
রাম আমার,
কভু কারু কাছে নহে দোষী ;
কেন রে রাক্ষসি, তারে দিলি বনবাসে ?
হায়, হায় ! কি কব রাজায়,
সন্তানে বিদায় দিল সে নারীর বোলে !
ননীর কুমার মিলায় আতপ-তাপে ;
সে বিধু-বয়ান না হেরে কেমনে রব ?
'মা' বলে সে ঘুমায়ে ঘুমায়ে ;
প্রাণ কাঁপে,
সে রহিবে বনবাসে ;
ক্ষুধা নাহি সয়, দুঃখের তনয়,

আজও মনে করে স্তনপান।
রাম—রাম—রাম আমার!
যায় প্রাণ দেখ্‌রে আসিয়ে! (মূর্চ্ছা)

সুমি। দিদি, দিদি! না হও অধীর,
অকল্যাণ না কর রামের;
চল যাই,
রামের কল্যাণে করিব গো মঙ্গলাচরণ।

কৌশ। মঙ্গল কি আছে গো আমার,
কাঁদায়েছে মঙ্গলা আমায়!
ওমা! এই কি গো ছিল তোর মনে,
ওরে রাম আমার যায় কতদূর!

(উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

মন্থরা ও কৈকেয়ী

মন্থ। আ মর—আ মর,
যদি পেলি বর তো ব্যবস্থা কর;
এখনও,
ঘরের ভেতর তিন জন ক'চ্চে নড়্‌ নড়্‌
রাজার পরামর্শ হ'চ্চে,
বনে ধন পাঠাবে।
আ মর নরুকে মিন্‌সে!
তা হ'লে কি ভরতের কিছু থাকবে?
চার হাতে তো ধন বিলুলি,
আবার কি বন কেটে রাজ্যি বসাবি,
ভরতকে ফাঁকি দিবি;
কে দিতে ব'লেছে বর?

কৈকে। রে মন্থরা,
যে পথে চ'লেছি,
সেই পথে চলিব নিশ্চয়,
বনে দিব বাকল-বসনে;
নহে রাজা সত্যে না হইবে পার।

মন্থ। দেখ, এইটে যদি পার,—
তো সব দিক্ ভালই কর।
নকা সঙ্গে চল্লো,—
তোমার আপদ গেল,
বোঝ দিকি বনে না পাঠালে হয়?
যদি শীগ্‌গির শীগ্‌গির পাঠাতে পার,
তা হ'লেই তোমার ভরতের জয়।
যতক্ষণ নকা আছে,
আমার প্রাণ কাঁপ্‌চে;
যণ্ডা হ'য়েই অমনি ক'রে বাঁচে গা!

কৈকে। রেখেছি বাকল তুলে,
তিন জনে,
বাকল-বসনে পাঠাইব বনে।
কার ধন কেবা রামে দিবে?
রাজ্য-ধনে রাজার কি অধিকার?
ভরতেরে দিয়াছেন দান।

মন্থ। এই বেলা তবে বাকল নিয়ে চল।
রাম লক্ষ্মণ সীতে,
কৌশল্যার কাছ থেকে
রাজার কাছে গেল।

কৈকে। ভাল, ভাল,
তোর মন্ত্র না করিব হেলা।
ভবিষ্যৎ অন্ধকার,—
ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে?
সিংহাসনে ভরত বসিবে,
ব্রহ্মচারী হবে রাম;
আর না ডরাই,
যা হবার ঘটিয়াছে তাই।
পুত্র মোর হবে রাজা,
জননীর কি সুখ অধিক!

মন্থ। চল শীগ্‌গির চল;—
আবার কেউ বলে কুঁজী।

(উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

দশরথ ও সুমন্ত্র

দশ। হে সুমন্ত্র!
আসিবে কি রাম আর—
সম্ভাষিতে নিষ্ঠুর পিতায়?
বাপ নই—আমি রে চণ্ডাল,
পুত্রে দিনু বনবাসে;
করাল সাপিনী দংশিল বাছারে মোর!
ছি ছি!
ছার প্রাণ এখনও র'য়েছে দেহে?
দহে প্রাণ দহে, সুমন্ত্র দেখ হে,
দেখ, কোথা রাম আমার;
কহরে বাছারে,
তিন দিন তরে, এ নগরে করে স্থিতি।
হায়, হায়!
অযোধ্যা বসতি ঘুচিল রে এতদিনে;
বনে দিনু ননীর কুমারে!

সুম। অধীর হইলে রাজা,
কে রহিবে অযোধ্যা নগরে;
ছার খার হইবে সকলি।

দশ। প্রাণ—প্রাণ,
দেহ হ'তে হ'ও না বাহির,
জন্ম শোধ রামেরে দেখিব!
জলে জলে অন্তঃস্থল জলে,
জলে না জুড়ায় তনু;
রাম আমার ছেড়ে যায়!
হায়রে দারুণ বিধি!
কোথা যাব কেমনে জুড়াব,
আর কি পাইব রামে!
বাম বিধি—দিয়ে নিধি নিলে,
মৃত্যু হ'লে ভুলে কি সকলি?
না—না, এ জ্বালা তো ভুলিবার নয়,
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ কভু নয়,
মরণ নিশ্চয়,
আর না পাইব রাম আমায়।
পিতা নাম উঠুক ধরায়,
সন্তানে দিয়েছি বলি।

(রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, কৌশল্যা ও সুমিত্রার প্রবেশ

কৌশ। মহারাজ!
এ কি হে বিচার,
দুখিনী-কুমারে,
কোন্ দোষে দণ্ড দেহ দণ্ডধর?
পুত্র আছে অনেক তোমার,
নাহি মোর আর;
মম পুত্রে অধিকার কিবা তব?
হায় হায়,
মরিলে কি এ জ্বালা ভুলিব!

দশ। রাণি!
পুত্রে পিতৃ-অধিকার ঘুচুক সংসারে,
পিতা নাম উঠুক জগতে;
হেন বজ্রাঘাত নাহি হয় কারু বুকে।
'বাবা' বলে কে আর ডাকিবে?
পিতৃবাক্যে রাম-বনবাস!
নারিবে জাহ্নবী-বারি পবিত্রিতে মোরে;
পাপ-জিহ্বা কুকুরে খাইবে।

রাম। পিতা, পিতা, ত্যজ অনুতাপ,
সত্যবান্ তুমি মহারাজ!
সত্যের সম্মানে,
প্রিয়পুত্রে পাঠাইলে বনে,,
মহত্ত্ব-প্রচার করিলে হে ধরাতলে।
রবিকুলে রবি সম সত্যময়;
পুত্র তব সত্য হেতু যায় বনে;
পুত্র রাখে বংশের গরিমা,
পিতার মহিমা তাহে।
রাজ্য ছার,—
মাহাত্ম্য পদার্থ গণি;
পুত্রের গৌরবে কি হেতু কাতর রাজা?

মাতা! পতি-সেবা ধর্ম্ম তব;
রঘুকুলবধূ,
মোহবশে কর্ত্তব্য ভুল' না।
মাগো,
জেনে কি জান না,
কার ভাগ্যে ঘটে,
জনকে করিতে সত্যে পার!
মা আমার,—
দেহ গো মেলানি।
পিতা,
তোমার প্রসাদে সুখে রব বনাশ্রমে,
হাসি মুখে করগো বিদায়।

দশ। রাম! রাম!
তিন দিন রহ নিকেতনে,
ভাল ক'রে দেখিব রে তোরে;
আর নাহি দেখা হবে তোর সনে;
দেহে প্রাণ রবে নারে তোমা বিনা,—
আছে মাত্র তোমারে দেখিতে।

রাম। সত্য-ভঙ্গ হবে তাহে তাত,
আজি না যাইলে বনে।

দশ। আমা হ'তে, কেকয়ী হইতে,
কঠিন রে রাম তুই!
বাবা ব'লে ডাক একবার;
রাম আমার!—রাম আমার! (মূর্চ্ছা)

রাম। বাবা!—বাবা!
কোলে নাও রাম ব'লে;
রে লক্ষ্মণ,
এ জনম ধ'রেছি কাঁদিতে!

দশ। রাম!—রাম! কোথা?—কোথা?

রাম। বাবা!- বাবা!

দশ। রাম!—রাম!
তিন দিন রবে না ভবনে?

রাম। সত্যভঙ্গ হবে তাত!

দশ। লহ ধন-রত্ন ভাণ্ডার হইতে।

রাম। পিতা!
ধন-রত্নে বনে কিবা কাজ?
ব্রহ্মচারী—বাকল বসন মম।

(কৈকেয়ীর প্রবেশ)

কৈকে। রাজা, ধন-রত্ন কার?
ধন-রত্নে তোমার কি অধিকার আর?
কার ধন দিবে কারে?

দশ। জর জর অন্তর আমার,
কেন শর হান রে পাপিনি!
আছি মাত্র রামেরে দেখিতে।

রাম। পিতা, সত্য কথা ক'য়েছেন মাতা,
ধনে মম নাহি অধিকার।
অঙ্গীকারে বদ্ধ আছ নৃপমণি,
অঙ্গীকার না কর অন্যথা।

কৈকে। সত্য যদি করিবে পালন,
ধর তবে বাকল বসন;
রাজ্য ত্যজি যাও বনে।

(বাকল প্রদান)

রাম। মা গো!
আসিয়াছি লইতে বিদায়,
তব পায় বিদায় যাচি গো আমি,—
আশীর্ব্বাদ কর তিন জনে। (প্রণাম)

দশ। রে রাক্ষসি;
না রহিস্ সম্মুখে আমার।
ত্যাজ্য তুই,
তোর মুখ না দেখিব আর!

কৈকে। যাচি নাই রাজা,
নিকটে থাকিতে আর,
সত্য পাল' এই মাত্র চাই।

[প্রস্থান]

রাম। আজ্ঞা কর যাই বনে তাত!
পুনঃ আসি বন্দিব চরণ।

দশ। কালি—কালি অন্তরে
আমার!
রাখ মাত্র এক অনুরোধ;
পদব্রজে যাবি চ'লে বনে—
দেখিতে না রিব আমি;
যাও তিন দিন রথ-আরোহণে।
বাছা, দেখা নাহি হবে আর!
রে লক্ষ্মণ, আর না দেখিব তোরে,
ও মা সীতা, এ জনমে
চাঁদ-মুখ তোর দেখিতে না পাব আর!
রাজলক্ষ্মী সিংহাসনে—বসিবে রামের
বামে,
মোর ভাগ্যদোষে বনবাস তোর।
মা গো, কুল-লক্ষ্মী ভাসাইনু,—
কুলাঙ্গার রাজকুলে আমি!

সীতা। পিতা, তব আশীর্ব্বাদে—
সদা সুখে বঞ্চিব বিপিনে;
দেহ পদধূলি, পতির চরণে—
অচলিত রহে যেন চিত।

দশ। অলঙ্কার তোমার, জননি,—
অধিকারী নহি মা বধূর ধনে।
যেও না মা, বিনা আভরণে;—
রাম!—রাম! কি হবে?—কি হবে?

রাম। পিতা!
ত্যজ মোহ সত্য ভাবি সার,
শ্রীচরণে বিদায় হইনু।

[রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রস্থান]

দশ। শূন্য—শূন্য—শূন্য এ সংসার!
রাম—রাম—কোথা যাও ত্যজিয়ে
আমায়!

[সকলের প্রস্থান]

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। কার কি হ'লো?
অজ রাজা কি ম'লো,
আমার যে বুক ফেটে যাচ্চে;
রামকে নিইগে কোলে।
তার ব্যাটা হ'লে তবে ম'রবো।
সব কাঁদ্চে!
কাঁদ্চে বটে, কেন কাঁদ্চে?

[প্রস্থান]

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

তোরণ-সম্মুখ

ভৃত্যদ্বয়ের প্রবেশ

১ ভৃত্য। দেখ্‌লি ভাই, তখনি
ব'লেছিলুম,
ডাইনে মন্ত্র ঝাড়্‌লে;
বেটী রাজ্যি সুদ্দো মাল্লে।
বেটী এমন মন্তর জানে,
রাজাকে যাদু ক'ল্লে।

২ ভৃত্য। জানিস্ নি,
কাণা খোঁড়ার এক গুণ বেশী।
ও কুঁজী—ওর কুঁজে মন্তরের পুঁজি।

১ ভৃত্য। সত্যি রে,
যেন ভোজবাজী ক'রে তুল্লে!
অমন যে লক্ষ্মণ ঠাকুর,
তারেও মুস্‌ড়ে ফেল্লে।
দেখ্‌ দিকি, সে দিন তোরে ব'ল্লুম,
যে কুঁজীর সঙ্গে কচকচিতে কাজ নাই,—
এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

২ ভৃত্য। ওরে আপশোষ যাবে না
মোলে,
আপশোষ যাবে না মোলে,
ভাই, বেটী শুনেচি শ্মশানে যায়,
কালো ছেলে নাকি ধ'রে খায়।

১ ভৃত্য। চাট্টি নুণ—
বেটীর মাথায় ছড়িয়ে দিতে পারিস্ ?

২ ভৃত্য। কেন, তুই বুঝি সেই রাগ্ তুল্‌বি ?
দিতে হয় মুণ তুই কেন দে না !
আমার চেপে ধরুক্ গর্দ্দানা !
আমি ষাঁড়েশ্বরীর তলায়
জোড়া পাঁটা দিতে পারি,
বেটী যদি দেশে যায় ;
তা নইলে অযোধ্যায় ট্যাঁকে কার বাবা !
আহা, তিন জ‌ন যখন বনে চ'ল্লো,
প্রাণ ফেটে গেল রে, প্রাণ ফেটে গেল !
গাছের ছাল পরিয়ে দিলে গা !

(মন্থরার প্রবেশ)

মন্থ। দেবে না তো কি ?
২ ভৃত্য। দোহাই কুঁজি ঠাক্‌রুণ,
তুমি মন্তর ঝেড়ো না ;
আমি একলা মার এক ছেলে।
মন্থ। মার কোল খালি কর !
১ ভৃত্য। ওগো ঠাক্‌রুণ !
আমরা তোমার গাচ্ছিলুম গুণ।
২ ভৃত্য। তুই শালা তো কথা তুল্লি ;
মাথায় মুণ দিতে বল্লি।
১ ভৃত্য। আর তুই শালা যে জোড়া পাঁটা মান্‌লি !
মন্থ। ওমা ! মড়া মরে না মরে,
অখারে সব মরে।
ওমা ! কিসের অখার !—কিসের অখার !
থাক্ তোরা, যদি হই মন্থরা,—
নাকে ঝামা ঘ'স্‌বো,—ঘ'সবো—ঘ'স্‌বো !
বুকের রক্ত শুষ্‌বো,—শুষ্‌বো—শুষ্‌বো !
২ ভৃত্য। ওগো রক্ত শুষো না,—
বনে পাঠাও কুঁজি ঠাক্‌রুণ !
১ ভৃত্য। আমি দিতে চাইনে মুণ।
মন্থ। ওমা ! কেউ গর্দ্দানা ভায় না বেটাদের।
১ ভৃত্য। ও গো, গর্দ্দানা খেও না,
আমায়ও বনে পাঠাও।
মন্থ। থাক্, তোরা থাক্ ;
যেমন উপহাস্তি,
দেখ্‌বো—দেখ্‌বো—দেখ্‌বো !
এই ভরত যদ্দিন না আসে,
খা ব'সে ;—
নাকে ঝামা ঘ'স্‌বো।
বুকের রক্ত শুষ্‌বো ;
তুই না আমার কুঁজ বাঁধিয়ে দিস্ ?
১ ভৃত্য। ইস্ বকেয়া তুল্লে,—
আজ সাল্লে রে সাল্লে !
ও গো কুঁজি ঠাক্‌রুণ !
কোথা সোণা পাব, তোমার কুঁজ বাঁধাব ?
মন্থ। দাঁড়া,
দেখ্‌চি ভরত এলো কি না এলো।
[প্রস্থান]
২ ভৃত্য। ওরে দিষ্টি লেগেচে,
বুকে দমা ধ'রেচে।
১ ভৃত্য। আমার গর্দ্দানাটা টন্ টন্ ক'চ্চে।
২ ভৃত্য। চল ঘোষাল বামুনের বাড়ী যাই ;
জল-পড়া খাই ;
কুঁজীর বিষ যে ছাড়ে,—
এমন তো বুঝিনি।
[উভয়ের প্রস্থান]

নবম গর্ভাঙ্ক

দশরথ, কৌশল্যা ও সুমিত্রা

দশ। ঘোরতর মেঘের গর্জ্জন ;
ইন্দ্র-যুদ্ধে দেখিনি এমন ;—
ভর' বারি যুনির মুখায় !

নাহি ভয়, দেখ,—
শব্দভেদী শর বিদ্ধে আছে মোর হৃদে!—
একি!—একি!
রাম আমার ফিরে এলি, বাছাধন!

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

কৌশ। মুনি,
শান্ত কর মহারাজে।
'হা রাম' বলিয়া হ'লো রাজা অচেতন;
চেতনে হইল ক্ষিপ্তপ্রায়।

বশি। ধৈর্য্য ধর, মহারাজ!

দশ। ধৈর্য্য—ধৈর্য্য—ধৈর্য্য—
রাম—রাম, কোথা রাম আমার!
ছি ছি ছি কৌশল্যা, কোথা লুকাইলে,
পরিহাস এত নাহি সয়,
প্রাণ যায় রাম বিনা।

কৌশ। শান্ত হও মহারাজ!

দশ। অতি শান্ত সুধীর কুমার,
কোলে এলো বাবা ব'লে;
ধনু হাতে পঞ্চ ঝুঁটি মাথে,
কোলে নিনু বসনে মুছায়ে মুখ।
মুনি, ভিক্ষা মাগি পদে,
তাড়কার রণে আমি যাব, মুনিবর!

কৌশ। হ'ও না অধীর, মহীপাল!

দশ। নারি!—নারি!—
আর বিষ নাই দন্তে তোর!
রাম—রাম!—
একি ঘোর মেঘের গর্জ্জন,
বধির শ্রবণ;
ঘোর আঁধার,
কিছু নাহি দেখি আর।
স্বপ্ন, নহে সত্য এ সকলি;
রাম—রাম—কই—কই—হা রাম!

(মৃত্যু)

কৌশ। ওঠ মহারাজ!

বশি। ব্রহ্মশাপ পূর্ণ এতদিনে!
রাণি, কি দেখ, কি দেখ,—
পুত্রশোকে ত্যজেছেন দেহ।

কৌশ। মুনি, কি বল—কি বল?
ভগবতি! এই কি মা ছিল তোর মনে?

(মূর্চ্ছা)

সুমি। হায় হায়! কি হ'লো—
কি হ'লো!
পতি-পুত্র হারাইনু একদিনে।
দিদি!—দিদি!—

কৌশ। হায় নাথ!
কোন্ দোষে দাসীরে ত্যজিলে?
রামে বনে দিলে,
সহিনু তোমারে চাহি;
কোথা গেলে ফেলে মোরে?
মন প্রাণ তোমার চরণে,
তোমা বিনা,
কিছু নাহি জানি, প্রভু!
হায়—হায়,
সত্য পালি ত্যজিলে জীবন।
সতিনী হইল কাল!
রাম বিনা সকলি আঁধার,
এতদিনে ফুরাল সংসার মোর;
আশা বাসা পুড়িল রে এতদিনে।
ফাটে বুক,
পতি পুত্র হইনু হারা!
রাজা, নিয়ে যাও—নিয়ে যাও সাথে!
হা রাম! (মূর্চ্ছা)

বশি। দেখ দেখ,—
রাজ-রাণী মূর্চ্ছাগত পুনঃ।

সুমি। দিদি!—দিদি!

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

মন্থরার প্রবেশ

মন্থ। ভরতের পিণ্ডি নেওয়া হবে না,—
না হ'লো তো ব'য়েই গেল,
বরাতে থাক্‌লে তো—
ভরতের পিণ্ডি খাবি,
খুদের পিণ্ডি খেয়ে মরুগে !—
মাগীর শাড়ীখানা আমায় বেশ খোলে,
পোড়া কপাল !
আটপৌরে হার নিতে গেলুম কেন ?
উনি বিইয়ে দি.য়ছেন বৈ তো না,
আমি কোলে ক'রে মানুষ ক'রেছি ;
দুরন্ত ছেলে,
কত আঁচ্‌ড়েছে, কত কাম্‌ড়েছে,
কখন' দুটো একটা ঠোনা মেরেছি।
ভরত আসুক্‌, দিকি,
যদি না মহল ক'রে দেয়,
কোন্ বেটী থাকে অযোধ্যায়।

(নাগরিকাগণের প্রবেশ)

১ নাগ। ওলো, রাস্তা থেকে ছেলে সরা,
কুঁজী বেরিয়েছে।

[প্রস্থান]

মন্থ। ওমা! রাজ্যি জুড়ে কান্না জুড়েছে,
ভরত আসুক,
সব ঘর জালিয়ে নতুন প্রজা বসাব।
আমায় দেখলে সব স'রে যান,
স্বহস্তে কাট্‌বো নাক-কাণ,
ওমা, ভরত কি আস্‌তে জানে না গা !
ঐ শত্রুঘ্ন বুঝি ব'ল্‌ছে থাক থাক,
ওমা,
কৌশল্যার সোহাগ দেখে আর বাঁচিনে,
বুড়ো বয়েস অবধি—
ভাতার নিয়ে কি ক'র্‌বি ?
এখন রাজ্যি নে তো,
ভরতটা ভারি গেঁতো।

(নেপথ্যে—হা রাম !—)

ওমা,
প্রজারা সব রামের জন্যে কাঁদ্‌চেন !
দেখিগে কোন্ পোড়ারমুখো,
চিনে রাখবো—
চিন্‌বো কি, দেশ শুদ্ধো পুড়িয়ে দেব,
দেশ শুদ্ধো ম'র্‌ছেন রামের জন্যে।
দোকানি পশারি সব ম'রছে,
একটা ঘুন্‌সী পাইনে গা,
এখন যা হোক্ এক থোলো চাবী হবে,
মনে ক'ল্লুম ;
আপনি মোটা দেখে ঘুন্‌সী কিন্‌বো ;
তা সব ম'রেছে—সব ম'রেছে—ম'রেছে।

[প্রস্থান।

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

১ নাগ। কিরে,
তুই হামাগুড়ি দে আস্‌ছিস্‌, কেন ?
২ নাগ। চুপ, কুঁজী হস্তে হয়েছে।
১ নাগ। বলিস্‌ কি, বেরিয়েছে ?
২ নাগ। ওরে, এখানটায় দাঁড়িয়ে যে হাত নাড়া !
১ নাগ। হ্যাঁ রে, রাজাকে নাকি তেলে ফেলেছে ?
২ নাগ। শুনিছি ভেজে খাবে !
রাজার মাথা খেলে নাকি
কুঁজ সেরে যায় !

১ নাগ। কুঁজী তেলে ফেলেছে ?
তাই হবে রে হবে.
ঐ যে লোকে ব'ল্‌ছে,
"বশিষ্ঠ ঠাকুর ব'লেছে,—
তেলে ফেলে রাখ ;
ভরত এসে সৎকার কর্‌বে।"
মিছে কথা ;—
তুই যা ঠাউরেচিস্‌, ঠিক ;
ঐ কুঁজীই ব'লেছে।

(নেপথ্যে) – বাবারে গেলুম রে।
আজকের জন্তেই ছিলুম রে।

৩ নাগ। ওরে, অতো ক'রে কাপড় চাপা দিয়েছিস্‌, ছেলে হাঁপাবে।

৪ নাগ। ওরে, কুঁজী বেরিয়েছে দেখিস্‌নি ?

৫ নাগ। হা রাম, হা রাম, প্রজার মা-বাপ গেল !

[সকলের প্রস্থান]

(ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

ভরত। ভাই ! কাঁপে প্রাণ প্রবেশিতে পুরে,
স্তব্ধ পুরবাসী হেরি ভয় বাসি,
শুন দূর-রোদনের রোল !
"হা রাম যো রাম" শব্দ অবিরাম,
রাজ্যে নাহি হাহাকার বিনা।
শোভাহীন সুন্দর নগর,
রুদ্ধ দ্বার ঘরে ঘরে,
নাহি নৃত্য-গীত আনন্দ উৎসব,
শব সম শ্রীহীন এ পুর !
সবে শত্রু প্রায় নেহারে আমায়,
শঙ্কা প্রতি বদনে অঙ্কিত।
রাম বিষ্ণু-অবতার,
অকল্যাণ তাঁর কভু না সম্ভবে, ভাই !
কারে বা সুধাই,
চল যাই জননী-সদনে,—
স্বপ্ন কি ফলিল পোড়া ভালে ?

শত্রু। দাদা ! বুঝিতে না পারি, শূন্যময় পুরী,
শঙ্কায় আকুল প্রাণ ;
না জানি কি প্রমাদ প'ড়েছে !
বুঝি কার সনে সংগ্রাম বেধেছে,
রাজা রণে গেছে, রামচন্দ্র গেছে সাথে,
জনশূন্য, কারে বা শুধাব ?

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

কৈকেয়ী

কৈকে। বৃদ্ধ পতি, বৈধব কপালে,—
জানি বিবাহের দিন ;
কাল পূর্ণ হ'লে মৃত্যুমুখে যায় লোক,
শোক কিবা তায়,
কে রোধে কালের গতি !
পতি-পত্নী ভেদ একদিন,
বিধাতার নিয়ম-অধীন ;
কভু পতি কভু জায়া আগে।
বিরস বদন !—
হেসে কেবা যায় বনে ?
রাজ্যে হাহাকার—
সিংহাসন শূন্য হেতু ;
শোক চিরদিন নয়,
পুনঃ রাজ্যময় উঠিবে মঙ্গলধ্বনি,
ভরত আসিবে মোর যবে।
রাজ্য নাহি লবে ?
কভু না সম্ভবে ;—
দুশ্চিন্তা কি হেতু করি,—
রাম না আসিবে আর—

সত্য কভু না টালিবে রাম।
কিন্তু অনুগত রামের ভরত—
হোক অনুগত—
কবে অন্যমত মুকুট ধরিলে শিরে।
রাজা হব—কার নহে সাধ,
রাজ্য হেতু সর্ব্বত্র বিবাদ;
পর হয় সহোদর।
সপত্নী-তনয়ে পূজিত সে ভয়ে,
কি করিবে রাজা পক্ষপাতী!
বাল্যকালে খেলে শিশু মিলে,—
যৌবনে না রহে সেই প্রেম।
উচ্চ আশ জাগে ভরতের হৃদে,
আইলে নিকটে,
সে আশা করিব উদ্দীপন।
আমিও ভেবেছি কত রামে ভালবাসি,
রাজশ্রী সবার শ্রেয়,—
হেয় হ'তে কে চায় সংসারে।

(ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

ভরত। মা গো! প্রণাম চরণে,
বল গো জননি,
হাহাকার-ধ্বনি কি হেতু শুনি গো পুরে
কোথা মহারাজ,
কোথায় শ্রীরাম, কোথায় লক্ষ্মণ ভাই?
কি প্রমাদে প্রজাগণে কাঁদে,—
কেন কেহ ত্রাসে না সম্ভাষে মোরে?
কহ শীঘ্র, প্রাণ নহে স্থির,—
পিতৃ মৃত্যু দেখেছি স্বপনে;—
কহ মাতা রাজার কুশল।

কৈকে। বাছা, সকলই কুশল,
তুমি আসিয়াছ ঘরে!

ভর। তবে কেন শূন্য রাজ-সভা,
কোথায় জনক মোর?
কেন রাম রঘুমণি,
আসিয়া না দেন আলিঙ্গন?

কৈকে। বাছা, হ'ও না কাতর,
রাজ্য-ভার তোর করে।

ভর। এ কি কথা!—
কোথা মহারাজ, কোথায় অগ্রজ মম?

কৈকে। পাবে পুত্র, পিতৃদরশন,—
স্থিরভাবে শুন ক্ষণ বচন আমার।

ভর। মা গো!
তব বাক্য-আড়ম্বর—
বুঝিতে না পারি কিছু।
বল মাতা!
পিতা মোর, শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
তিন জনে আছেন কুশলে।

কৈকে। না বুঝিবে সমাচার অধীর হইলে।

ভর। মা, দিও না যন্ত্রণা আর,
সংশয়ে বিদরে হৃদি;
বেধেছে কি রণ,
পিতা ভ্রাতা গেছেন সংগ্রামে?
বল, কার সনে বেধেছে বিবাদ?—
শত্রুঘ্ন রহুক অযোধ্যা পুরে,
যাই শীঘ্র, পিতা-ভ্রাতা-সাহায্যের হেতু।

কৈকে। নাহি রণ, নাহি রে বিবাদ,
অবিবাদে সিংহাসন তোর্।

ভর। অবিবাদে সিংহাসন!
বাদ কার সনে?
কেবা চাহে সিংহাসন!

কৈকে। জান পুত্র, চিরদিন পক্ষপাতী রাজা,
তোমারে দেখিতে নারে।
বঞ্চিয়ে তোমারে,
চাহিল রামেরে রাজ্য দিতে;
নহি তোর সামান্যা জননী,
মন্থরা কহিল সমাচার,
ল'য়ে যুক্তি তার,—
ছত্র-দণ্ড রাখিয়াছি তোর্ তরে।

প্রতিশ্রুত আছিল ভূপাল,
দুই বর দিবে মোরে ;
সেই অঙ্গীকারে রামে প্রেরিয়াছি বনে,
সঙ্গে গেছে লক্ষ্মণ জানকী ;
অস্ত্র বরে তুমি যুবরাজ।
পুত্র-শোকে মরেছে ভূপতি,
চিরদিন পিতা নাহি রহে,—
ব'সো গিয়ে সিংহাসনে।

ভর। এই কি লিখেছ বিধি, ভালে,
মা হ'য়ে হইল কাল! ওহো! (মূর্চ্ছা)

শত্রু। দাদা—দাদা! কি হ'লো—
কি হ'লো!

কৈকে। (স্বগত) ছিল এই আতঙ্ক
আমার!

শত্রু। দাদা—দাদা!
যুক্তি নহে হইতে অধীর,
যা হবার ঘটিয়াছে, প্রভু!
এবে করহ উপায়,—
দেখ কোথা রাম রঘুমণি ?

ভর। ভাই শত্রুঘ্ন, আন ধনুর্ব্বাণ,
ছার প্রাণ না রাখিব আর ;
একি রে—একি রে!
রাম বনে গেল, কি কীর্ত্তি রহিল,
জনক মরিল শোকে ;
লোকে মুখ না দেখাব আর,
সূর্য্যবংশ হ'লো ছারখার!
জননী হইল শনি,
ফণিনী সমান পিতারে দংশিল মোর!
ওরে বনে রাম রঘুমণি,
প্রাণ ত্যজিব এখনি,
রাম বিনা কি জানি রে ভাই!
ধিক্, ধিক্ মাতা!
কি কব তোমায়, মজালে আমায়,—
আপনি মজিলে, ডুবিলে কলঙ্ক নীরে।
হ'লে পতি-পুত্রঘাতী,
গৃহে না রাখিলে বাতি,
তব গর্ভে কেন বা জন্মিনু,
কেন না মরিনু, না হইতে জ্ঞানোদয়!
আমা হ'তে রাম যায় বনে!
জ্বলন্ত আগুনে ত্যজিব অশুচি দেহ।
মাতা তুমি, কি আর কহিব,
কে কহিবে রঘুবংশে জন্ম মোর!
ওহো, অন্ধ তুমি নয়ন থাকিতে,
শ্রীরামেরে নারিলে চিনিতে ;
চারিভিতে তুলিলে মা হাহাকার!
মা গো,
শ্রীরামে দেখেছ, কত কোলে নেছ,
কত রাম ডেকেছে 'মা' ব'লে ;
দুরক্ষর বাণী কেমনে এল মা মুখে!
সকলি ভুলিলে, কলঙ্কে ভাসালে মোরে।
শত্রুঘ্ন, আন ধনুর্ব্বাণ,
পিতার হইব সাথী।

শত্রু। দাদা, ধীর তুমি বুদ্ধি-বিচক্ষণ,
কর যুক্তি রামেরে আনিতে ;
চল যাই—দুই ভাই ধরি পায়,
মমতায় শ্রীরাম ফিরিবে,
পিতৃশোক যাবে রামে হেরি সিংহাসনে।

ভর। ভাই—ভাই,
লোকে, বল, কেমনে দেখাব মুখ ?

শত্রু। দাদা!
সকলি ফিরিবে—শ্রীরামে আনিলে ঘরে।
পিতৃহীন আমরা বালক,
চল কহি অগ্রজে বারতা,
করিব যেমত আজ্ঞা তাঁর,
পিতার সৎকার-ভার তব—
সম্মুখে কর্ত্তব্য অগ্রে করহ পালন!

ভর। চল ভাই, বশিষ্ঠ সদনে,—
মা গো, ভাল কীর্ত্তি করিলে স্থাপন!
গুরু তুমি অধিক কি কব,
আজি হ'তে নহি পুত্র তব,

পুত্র ব'লে ডেকো না আমায়।
ছি ছি, পতিঘাতী জননী আমার!

[ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রস্থান]

কৈকে। কারে কব এ মনোবেদনা,
কে জানিবে মনোব্যথা;
মন্ত্র-মোহ ছুটিল আমার,
পুত্র—মুখ না দেখিবে মম!
যার তরে,—
পিশাচীর সম করিলাম আচরণ,
পতি-বধে না করিনু ভয়,
ঝাম্প দিনু কলঙ্ক সাগরে।
রাম প্রণাম করিল পায়,
চ'লে গেল মা ব'লে আমারে,
সত্য কি—যা কহে মুনিগণে?
কি জানি,—
কিন্তু ঘৃণা নাহি শ্রীরামের মনে,
ঘৃণা সে করেনি মোরে।
পিত্রালয়,—সেথা হব ঘৃণার ভাজন।
রাম নারায়ণ, এ হেন সুজন
ধরণী কি ধ'রেছে কখন?
মিথ্যা নাহি কহে মুনিগণে!
যদি পুনঃ রামে দেখা পাই,
সুধাইব রামে;
আর কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা,
অবলার শিরে,
কেন দিলে কলঙ্ক-পশরা।

[প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর-সংলগ্ন পথ

ভরত ও শত্রুঘ্ন

ভর। ভাই শত্রুঘ্ন,
কুক্ষণে জন্মিনু রঘুকুলে,
ধিক্, ধিক্, হেয় প্রাণ ধরি!
কলঙ্ক প্রচার—রাজ্যে হাহাকার,
মরণ পিতার, অগ্রজের বনবাস;
উপহাস-পাত্র ধরাতলে!
প্রাণ জ্বলে—জ্বলে শত্রুঘ্ন,
হুতাশনে ত্যজিব জীবন!
একি রে—একি রে—
রামচন্দ্রে বনে পাঠাইনু!
জ্যেষ্ঠ নহে, পিতৃসম পালিল আমায়,
দয়ার সাগর রাম!
হেন ভাই পাঠাই গহনে।

শত্রু। রামময় প্রাণ তব;
কি দোষ তোমার দাদা,
রাম বিনা কিবা মোরা জানি?
করিব উপায়;—
পুনঃ অযোধ্যায় আনিব শ্রীরামে ভাই,
দুই ভাই চরণে কাঁদিব।
লক্ষ্মণে কহিব বুঝাইতে রাঘবেরে,
মা জানকী বুঝাবেন রামে,
কৌশল্যা জননী, তাঁরে লব সাথে,
রঘুনাথ পালিবেন বাক্য তাঁর।
দেখ দেব, আসিছেন বশিষ্ঠ আপনি।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

(ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রণাম)

ভর। এ প্রমাদ পড়িবে এ পুরে,
স্বপনে না জানি।

বশি। অখণ্ডনীয় বিধির নিয়ম,
ঘটিয়াছে যা ছিল লিখন।

ভর। হায় মুনি, মজিলাম কলঙ্ক-
পাথারে।

শত্রু। মুনিবর, কি মত তোমার,
যাই মোরা দাদারে আনিতে?

বশি। কর অগ্রে রাজার সৎকার,
যাইতে উচিত সত্য শ্রীরামে আনিতে;
ফিরিবেন—নাহি লয় মন।

ভর। মুনিবর!

শীঘ্র কর সংকারের আয়োজন ;—
রঘুবীর অবশ্য আসিবে ফিরে,
নহে প্রাণ দিব তাঁর পায়।
শত্রুঘ্ন,
রাজ্যে দেহ ঘোষণা সত্বর,
রাজা নহি আমি,—
রামচন্দ্র রাজা অযোধ্যায়।—
ওহো !
প্রজা হারায়েছে পি শা—রাম-নির্ব্বাসনে।

(মন্থরার প্রবেশ)

মন্থ। তোমায় ব'ল্‌চি, মহল ক'রে দাও,
নইলে আমি চ'ল্লুম ;
তোমার মার সঙ্গে আমার ব'ন্‌বে না,
এক সঙ্গে থাকা চ'ল্‌বে না।
সকলের নাক-নাড়া খেয়ে থাক্‌বো আমি ?

শত্রু। দাদা, সুলক্ষণ,—
আগে বধি কুঁজীর জীবন।

(কেশ আকর্ষণ করিয়া)

রাক্ষসি !—পিশাচি !

ভর। কি কর—কি কর ভাই,
নারী-বধে শ্রীরামের মানা।
হ'তো যদি সহস্র জীবন কুব্জার,
একে একে বধিলে না হ'তো শোধ !
জলিতেছে প্রবল অনল হৃদে,
তাপ কি নিভিবে ভাই,
হেন ঘৃণ্য তৃণ করি ছেদ ?
রামচন্দ্র মুখ না দেখিবে,
নারী-বধ অপরাধে।
যা রে চলি, যদি প্রাণে থাকে আশা ;
কে জানিত তো হ'তে সম্ভবে হেন !
চল ভাই, কার্য্য আছে বহুতর।

শত্রু। দাদা ! রাক্ষসী বধিতে কিবা দোষ ?
রামচন্দ্র বধেছেন রাক্ষসীরে।
দাদা ! তব বাক্য অন্যথা না করি কভু ;
দূর—দূর—
প্রাণদান পাইলি রামের গুণে।

(পদাঘাত ও মন্থরার পতন)

[ভরত, শত্রুঘ্ন ও বশিষ্ঠের প্রস্থান]

মন্থ। ও গো, মা গো মনু গো,
আজকের জন্যে ছিনু গো।
গেনু গো, নড়্‌তে পারিনে গো !

(দুইজন ভৃত্য ও ঘোষালের প্রবেশ)

১ ভৃত্য। ঘোষাল, সামাল,—
ঐ প'ড়ে প'ড়ে ল্যাজ নাড়্‌ছে,
আর মন্তর ঝাড়্‌ছে।

ঘোষা। ইস্‌,
বেটীর শুনিছি ভারি বিষ !
সর্‌ষেয় যদি না সানে,—
তবেই তো মারা যাব প্রাণে।
দেখ, এই এক মুটো সর্‌ষে নাও,
মাথায় চাট্টি ছড়িয়ে দাও।

১ ভৃত্য। আর তুমি কোথা যাও ?

ঘোষা। তোর কর্ম্ম নয়,
তোর এত ভয় !—
তুই যা তো, ছড়িয়ে দে তো।

২ ভৃত্য। ওঃ, রস কত !

মন্থ। ও রে মা রে—কুঁজী মরে রে !—

২ ভৃত্য। ঐ দেখ,
ভিট্‌কিলিমি ক'রে ব'ল্‌ছে—
ম'র্‌বে ;—
কাছে গেলেই ধ'র্ব্বে।

১ ভৃত্য। বলি, ও ঘোষাল ঠাকুর,
'দ্যাখা দিকি' ব'লে যে,
ক'চ্ছেলে ঘুর্‌ ঘুর্‌ !

ঘোষা। বাবা ! বড় ধাড়ি ডান,

খাঁদা নাক্, ছোট কাণ,
ওঃ, দাঁতের সান্ দেখিচিস্।
(দুইজন নাগরিকের প্রবেশ)
১ নাগ। শত্রুঘ্ন ঠাকুর বিষ-দাঁত ভেঙে দেছে,
চল কাছে, আর ভয় কি আছে।
ঘোষা। যদি ভাল চাও,
তো সরষে্-পড়া নাও ;—
দেখ্‌চো চাউনি,
একে বলে বিঘুতে ডাইনি।
মন্থ। ওমা, কোথায় যাব !
২ নাগ। ধর, বাগিয়ে ধর।
ঘোষা। সর সর,
এই লঙ্কা-পোড়া ধর নাকে ;
বড্ড ঝাঁকে।
মন্থ। উঁ—উঁ—উঁ !
ঘোষা। মুখ টিপে ধর, নাক ফাঁক কর,
চেপে ধরিস্।
যদি কসের দাঁত দেখায়,
তো অম্‌নি সরিস্।
১ নাগ। ধর নাকে।
মন্থ। উঁ—উঁ—উঁ !
১ নাগ। দেখছিস্ কেমন ঝাঁকে,
ওরে ফরদায় টেনে নিয়ে আয়,
ফরদায় টেনে নিয়ে আয়।
সকলে। (মন্থরাকে ধরিয়া) গুরু মহাশয়—গুরু মহাশয়,
কুঁজী যদি যায় পাঠশালে ;
গুরু মরে পালে পালে।
(নেপথ্যে)—জয় রামচন্দ্রের জয় !
১ নাগ। ওরে, বুঝি রাম রাজা ফিরে আস্‌ছে,
চল, সবাই দেখিগে।
মন্থ। ও গো, মা গো, মনু গো।
[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

সুমিত্রা ও কৌশল্যা

কৌশ। লো সুমিত্রে !
মিছে কেন কর উপরোধ,
বল, কি ব'লে বুঝাব প্রাণে,
রাজার সংকার—রাজ্যে হাহাকার,
অন্ন-পান কিবা মোর !
যার পতি মরে, পুত্র বনে ফিরে,
অন্নজল সে কেমনে দিবে মুখে ?
সুমি। দিদি ! ছয় দিন আছ উপবাসী,
রাম তোর আসিবে গো ফিরে ;
রাখ প্রাণ, রামেরে দেখিতে পুনঃ।
কৌশ। দিদি, কুহকিনী আশা,
হেন কথা কহে কাণে মোর,
তাই প্রাণ ধ'রে,
আছি বেঁচে এতদিন !
হায় হায়,
কত কথা ক'য়েছি রাজায় !
শান্ত নাহি করিনু পতিরে,
তাই নৃপমণি ত্যজিয়ে পাপিনী,
গিয়েছেন স্বর্গবাসে,
বুক ফাটে মনে হ'লে মুখ,
আহা, পুত্রশোকে ম'রেছে ভূপতি ;
চারি পুত্র যার—না হ'ল সৎকার,
রহিল তৈলের মাঝে।
(ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ)
ভর। মা গো ! ডুবিলাম অপযশে,
সাহসে নারিনু আসিতে সম্মুখে তব
মা গো ! কি অধিক কব আর ;
দেখাবার নহে প্রাণ।
মা গো ! মোর দিব্য তোরে,

অন্ন যদি না ধর জননি !
ম'রেছেন তাত,
অনাথ হয়েছি মোরা !
আছি চারি পুত্র বর্ত্তমান তোর,—
মাতা !
রাখ মোর বাণী—ধর অন্ন পানি,
রঘুমণি আনিতে যাইব আজি।
বিলম্ব না কর মাতা,
সবে মিলি, কাঁদিয়া ফিরাব রামে।

কৌশ। রে ভরত,
তোর গুণ রাম সদা গায়,
সদাশয় তুমি পুত্র মোর,—
আয় কোলে, ডাক রে "মা" ব'লে,
ক্ষণেক জুড়াই প্রাণ !
তোরে হেরে রামে ভুলি ক্ষণ।

শত্রু। মা গো,
কোলে নে মা আমি তোর ছেলে।

ভর। ও গো সুমিত্রা জননি,
বিলম্ব না কর আর,—
অপেক্ষায় সজ্জিত বিমান।

কৌশ। চল বাছা,
অন্ন পানি কিবা ছার ;
চল যাই,
ঘরে আনি শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা।

ভর। এস মাতা মোর অনুরোধে,
স্পর্শ কর অন্ন-পানি।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বন

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, গুহক, গুহক-পত্নী ও চণ্ডালগণ

(গুহক ও চণ্ডালগণের গীত)

হো হো হো এলো রামা মিতে।
বাজা দামামা দগড়া দুড়্ দুড়্ দুড়্ রে।
নাচ মামা নাচ,
নাচ মামী নাচ,
আয় রে মাগি, আয় নাচে লাগি,
নাচি তুড়্ তুড়্ রে ॥
রামা মিতে ব'লে নেছে কোলে,
ঝোড়ে-ঝাড়ে যারা ডালে-ডোলে,
পালে পালে তোরা আয় রে চ'লে,
আয় গুড়্ গুড়্ গুড়্ রে।
এল রামা নকা সীতে গুড়্ গুড়্ গুড়্
রে ॥

গুহ। ও রামা, ও মাগি ও নকা, ও
রামা,
ও রামা মিতে !

রাম। আইনু এ পথে দেখিতে
তোমারে মিতা,
আসিয়াছে সীতা
সম্ভাষিতে রাণীরে তোমার।

গুহ। হো হো হো মাগি, শুন্‌ছিস,
এই সীতে মাগী, এই সীতে মাগী।

(গীত)

হ্যাঁর্‌য়া রামা মিতে, ওরে মাগি সীতে,
তোদের বনে নাকি দেছে পেটিয়ে ?
সাজ্ সাজ্ কাড়া বাজ,
হাড্ডি ক'র্ব্বো গুঁড়ো লেটিয়ে :
যদি রাগি, যদি লাগি,
তীর তাগি,
লাখে লাখে আমি করি দাগি ;
কে বাঁচে আমারে ঘেঁটিয়ে।

রাম। মিতা, বীর তুমি ভুবনে
বিখ্যাত,
তোমা হ'তে সকলি সম্ভবে ;
আসিলাম আপনি কাননে
পিতৃসত্য করিতে পালন,
রাজা হবে ভরত আমার,

ভার তোমা সবাকার—
রাখিতে অযোধ্যা পুরী।
বালক ভরত ভাই!

গুহ। রামা, রামা, তোকে কি ব'ল্‌বো,
তুই বড় ভাল।
(পত্নীর প্রতি) মাগি, তুই বড় গেঁতো,
বল্‌চি এত—
'হাতে ধ'রে নে যা ঘরে।'
ওরে, রাজরাণী আমার মিতিনী রে!

গুহ-পত্নী। বকে মিন্‌সে মোকে,
আয় চ'লে ঘরকে;
ভাল ক'রে আমি দেখবো তোকে।

গুহ। রামা, যদি রাজ্যি গেল,
ভাল ভাল, এখানে কেন থাক্ না!
কিছু কে বলবে,
তার বাপের তো নাক না!
ফল পাবি—খুব খাবি,
আমি যুগিয়ে দেব,
চোখে চোখে তোরে রাখ্‌বো রে,
তোর গোড়ে প'ড়ে মুই থাক্‌বো রে।

রাম। মিতা—মিতা!
তোর গুণে বাঁধা আমি চিরদিন;
কিন্তু, ব্রহ্মচারী ভ্রমিব কাননে,—
অঙ্গীকার করিয়াছি পিতার সদন,
সে বাক্য হেলন কেমনে করিব মিতা?
আজিই যাব জাহ্নবীর পার,
দেহ সাজায়ে তরণী।

গুহ। কি, আজ ছেড়ে দিব,
কাপড় কেড়ে নিব,
তুই জান্‌বি তখন,—
তোর কেমন মিতে!
ওরে মিতিনীর তোর খুব জোর,
ধ'রে রাখ্‌বে রামা, তোর সীতে!
নকা থাকবিনি, জোরে পার্ব্বিনি;
হেঁটে চ'লে এলি, বড় ঘাম পেলি,
নইলে,
হাত ধ'রে ক'র্‌তো মুই টানাটানি।

রাম। ভরত যদ্যপি আসে লইতে আমারে,
তাই ভাই না রব এখানে।

গুহ। আজ না ছাড়্‌বো, ফল পাড়্‌বো,
তোর মুখে দিব আবার কেড়ে নিব;
আর কত কি ক'র্ব্বো রে।
আয় আয় আয়,
ওরে রামা মিতে, ওরে নকা ভাই!
আয় ঘরে নে যাই।

(গুহক ও চণ্ডালগণের গীত)

জোর কাটি বাজা, আমার রামা রাজা,
রামা আমার রে, রামা আমার।
আমার এম্নি মিতে, আমার এম্নি সীতে,
আমার নকা ভাই রে,
চল্ চল্ ঘরে যাই রে,
বন উজ্‌ড়ে ফল পেড়ে, সব নজর সাজা।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সীতা ও গুহক-পত্নী

(গুহক-পত্নীর গীত)

গুটি গুটি ফির্‌বো বনে দুটি।
লতা ছিঁড়ে তোর বাঁধ্‌বো ঝুঁটি॥
তোর কাণে দোলাব লো ঝুম্‌কো-ফুল,
কত ডাকে বুল বুল,
কোয়েলা দোয়েলা মিঠি মিঠি!
তোর কাছে বলি, বড় নেচে চলি,
মিন্‌সেকে বলিনি, তোরে ফুটি।
হেথা থাক্ না মিতিনি, তোর পায়ে লুটি॥

সীতা। সই—সই!
প্রেমে নিয়েছ আমারে কিনে ;
রামচন্দ্রে বেঁধেছে তোমার পতি।
এ জীবনে কভু কি ভুলিব,
বাঁধা আমি রব চিরদিন।
যাব বনবাসে পতি সনে,
গৃহে কেমনে রহিব, সই?

(গুহক-পত্নীর গীত)

সেথা মিতেকে কর্ব্বো রাজা,
তুই রাজ-রাণী।
মিন্‌সে মাগী কর্‌ব্বো কানাকানি ॥
তোর মিন্‌সে নিয়ে তুই ব'সবি পাশে,
জলে যেন রাঙা হেলা ভাসে,
দিন দিন দেখ্‌বো তোর বদনখানি ॥

সীতা। সই—সই, প্রতীক্ষায়
র'য়েছেন রাম,
বিলম্বিতে নাহি পারি আর।
তোর ধার শুধিতে নারিব,
দেগো মেলানি সজনি,
মনে রেখো জানকীরে।

গুহ-পত্নী। তুই থাকবিনি—
থাকবিনি, কি কর্ব্বো,
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে মর্ব্বো,
আয়, গঙ্গা ধারে নিয়ে যাব তোরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দুইজন চণ্ডাল ভৃত্যের প্রবেশ)

১ চণ্ডা। আহা, এম্নি এম্নি ছেলে
বনে দিলে,
আহা ছুঁড়ী সাথে—সে কি পথে চলে?
পা রাঙা রাঙা তাতে ফেটে যাবে,—
কত ব্যথা পাবে।

২ চণ্ডা। তিন জনে চ'ল্লো ভাই
গঙ্গাপারে,
রাজা ফল দিলে কত ভারে ভারে ;
সব নিলে না রে,—সব নিলে না রে ;
নিলে দুটো দুটো,
এত ফল পাড়লে সব ঝুঁটো মুটো,
সব ঝুঁটো মুটো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

চিত্রকূট পর্ব্বত

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা

রাম। রমিত বিপিন,
বিমোহিত বিহঙ্গিনী গায়।
হাসে তরু কুসুম-দশনা,
শীতল নির্ঝর ঝরিতেছে ঝর ঝর ;
চল, অন্বেষণ করি উচ্চ স্থান,
রহিব এ বনে যদি হয় তব মন।

লক্ষ্মণ। সুন্দর এ রমণীয় স্থান,
দোঁহে বিশ্রাম করহ ক্ষণ।
উচ্চ স্থল দেখিব খুঁজিয়ে ;
পথশ্রমে জানকী কাতরা,
মৃগয়ায় বনে সদা ফিরি,
পথশ্রম না হয় আমার।

[প্রস্থান।

রাম। হায় দেবি!
সুন্দরী কিঙ্করী সদা সেবে,—
বিপিনে বঞ্চিবে,
খেদে প্রাণ কাঁদে সুলোচনে,
হেরে নাই কভু শশধর-রবি তোরে।
ফুল্ল ফুলতনু,
শ্রম-বারি হেরিতে না পারি ;
মরি, প্রফুল্ল বদন
রেঙেছে আতপ-তাপে!
এ বেদনা কভু না ভুলিব।

সীতা। ভাল ভাল সোহাগ তোমার
নাথ,
অনুরাগ শিখেছ কোথায়?

নাচে প্রাণ বিপিন হেরিয়ে ;
নাহি জান নাথ !
বনে মম আছে হে সঙ্গিনী,
ফুলকুল-রাণী কমলিনী সই মোর,
কুরঙ্গিণী প্রতিবাসী,
নিত্য আসি খেলিবে আমার সনে।
বসিলে কুটীর-দ্বারে দোঁহে,
স্নেহে আসি ময়ূরী নাচিবে,
বিহঙ্গী গাহিবে,
মন্দানিল করিবে ব্যজন,
প্রেমে রাজা, প্রেমে রাজ রাণী,
গহনবাসিনী কেবা ?
গাঁথি মালা সাজাব তোমারে,
ভালবাসি যারে,
নির্জ্জনে পেয়েছি তারে,
প্রাণনাথ, প্রাণ মম আনন্দে বিভোর।

(গীত)

বন সঙ্গিনী রঙ্গিণী
খেল কুরঙ্গিণী,—
ময়ূর ময়ূরী, নাচ সারি সারি,
খেল শুকশারি !
কুহু বোল, পিককুল,
কুঞ্জ বিহারি !
নব-সাজে সাজি,
গগন ধরণীতল খেল তরুরাজি,
নবীন প্রমোদে মাতি মধুকর গুঞ্জর,
নব-ঘন শ্যাম মম কাননচারী ॥
এস নাথ, দূর্ব্বাদলে করি হে শয়ন।

(উভয়ের শয়ন)

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। ফুলবৃন্তে ব্যথা লাগে কায়,
ধূলায় লুটায়,—
হায় বিধি, এই ছিল তোর মনে !
দূর্ব্বাসনে শ্যাম কলেবর,
দূর্ব্বাসনে প্রসূন-গঠিতা-সীতা !
নিদয়া বিমাতা,
দেখ রে আসিয়া কি দশায় রাম-সীতা !
কঠোর-নয়নে বারি ঝরিবে গো তোর ;
চন্দ্র যারে নেহারি মলিন,—
নীলাম্বর চন্দ্রাতপ তার ;
মা জানকি, এত দুঃখ ছিল তোর ভালে,
ধিক্ প্রাণ দেখিলাম বনে রাম সীতা !

(রাম সীতা উঠিয়া)

রাম। অকস্মাৎ শুনি কোলাহল,
বুঝি ভরত আইল বনে,—
কেমনে বুঝাব তারে।

লক্ষ্মণ। জ্ঞান হয়—সৈন্য-শব্দ শুনি,
বনে কেহ হইবে কি বাদী ?

(ধনুর্ব্বাণ ধারণ)

রাম। অপরাধী কারো কাছে নই,
কে বাদী হইবে ভাই !
এই দেখ প্রাণের ভরত,
প্রাণাধিক শত্রুঘ্ন।

(ভরত ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

কেন জটাধারী বাকল-বসনে তোরা ?

ভর। চল ঘরে রঘুমণি !
আসিয়াছি অযোধ্যা ভাঙ্গিয়ে,
লইতে তোমারে দাদা !

(সুমিত্রা ও কৌশল্যার প্রবেশ)

রাম। মা গো, কি হেতু বৈধব্য-দশা
তোর,
হা পিতঃ ! (মূর্চ্ছা)

সকলে। একি—একি !

লক্ষ্মণ। ওঠ রঘুনাথ !
পিতা-মাতা চিরদিন নাহি রহে।

রাম। ভাই—ভাই !
মোর লাগি ম'রেছেন পিতা,

ধিক্, ধিক্,—কুসন্তান আমি !
পিতার অন্তিমে না করিনু সেবা তাঁর,
প্রাণ বিদরে লক্ষ্মণ,
মনে হ'লে রাজার বিরস মুখ !
হায় পিতা !
যজ্ঞ করি করিলে হে সন্তান কামনা,
আপন মরণ হেতু ?
বাহুবলে ইন্দ্রেরে জিনিলে,
প্রাণ দিলে পুত্র-শোকে !

লক্ষ্মণ। হা মাতঃ কৈকেয়ি,
সত্যে বাঁধি বধিলে পিতারে !

রাম। ভাই রে ভরত,
ধন্য ধন্য পুত্র জন্মেছিলে,—
করিলে পিতার গতি।

ভর। দাদা ! অশুচি জগৎমাঝে আমি,
শ্রাদ্ধাদি তর্পণ না লবেন পিতা মোর ;
মৃত্যু-অগ্রে ব'লেছেন সবাকারে।

রাম। শ্রাদ্ধাদি তর্পণ অবশ্য লবেন তোর,
গুণধর ভাই তুই !
মনে মনে শ্রদ্ধায় যাচিব,
পিতৃপদে ভিক্ষা আমি।
ভাই--ভাই !
চল' যাই করিতে তর্পণ,
চল' গো জানকি !

ভর। দাদা, চল ফিরি অযোধ্যায়,
মম রাজ্য অর্পি তব পায় ;
অযোধ্যায় কর আসি পিণ্ডদান।

রাম। কেন হেন কহ, জ্ঞানবান্ ভাই আমার,
ধর্ম্ম ভঙ্গ করিতে কি পারি,
পিতৃসত্যে বনচারী আমি ;
সত্যের পালনে পিতা গেছে পরলোকে,
কি বিহিত ব্রহ্মচর্য্য বিনা।
যাও ফিরে যাও রে ভরত,
তুমি যাও অযোধ্যায়,
কর গিয়ে প্রজার পালন।
শত্রুঘ্ন প্রাণাধিক ধন মম,
হও তুমি সহকারী।

ভর। দাদা, কোন্ দোষে দোষী তব পায় ?
শেলাঘাত কর মোর বুকে ;
রাজ্যে রহিব কি সুখে,
মনোদুখে বিপিনে ভ্রমিবে তুমি !
কলঙ্ক-পাথারে ডুবাও আমারে,
কি হেতু হে রঘুমণি ?
আশ্রিত চরণে—কলঙ্ক অর্পণে
অপযশ তব রাম !
শুনে প্রাণ যায়,
রাজা আমি হব অযোধ্যায়—
পুনরায় নাহি কহ চিন্তামণি !
আছে ধনুর্ব্বাণ, ত্যজিব এ প্রাণ,
এ কলঙ্ক কি হেতু বহিব,
দিব দেহ শ্রীচরণে !

শত্রু। দাদা, পিতৃহীন অনাথ দুজন,
রাজ্যের রক্ষণ কেমনে করিব, প্রভু !
ভাই নহ—পিতৃসম তুমি,
রঘুমণি, কে দেখিবে অনাথ বালকে ?
দেখ জননীর দশা,
বিবশা পতির শোকে ;
তোমা বিনা কি জানি শ্রীরাম !
কভু নহ বাম,
বাম কেন হও চিন্তামণি ?

রাম। ভাই রে ভরত, ভাই শত্রুঘ্ন !
বিধির লিখনে দেব-মর্ম্ম বুঝ ভাই,
বিমাতার কি সাধ্য প্রেরিতে বনে !
সত্যের রক্ষণে পিতৃদেব পরলোকে,
দেবকার্য্য জেন' স্থির,

দেবকার্য্যে এসেছি গহনে।
রাজ্য রাখ' এই আজ্ঞা মম,
ধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝি আজ্ঞা নাহি ঠেল ভাই!
জেন' স্থির, চারি ভাই চারি কার্য্য হেতু।

কৌশ। একান্ত কি যাবিনে রে রাম!

রাম। মা গো, পদধূলি দে মা শিরে,
ফিরে গিয়ে বন্দিব আবার।

ভর। দাদা, আজ্ঞা কভু নাহি ঠেলি,
হৃদে কালি রহিল আমার;
দেহ পাদুকা দু'খানি রঘুমণি!
ব্রহ্মচর্য্য আমিও পালিব।
ছত্র ধরি পাদুকা উপরে
প্রজাগণে করিব পালন,
তব রাজ্য ল'য়ো পুনঃ প্রভু।

শত্রু। দাদা, অনুচর কি কব অধিক আর,
কতদিনে দেখা পাব রঘুমণি!

রাম। ভাই রে ভরত,
কলঙ্কের হেতু নাহি ডর।
যদি আমি হই সত্যবাদী,
বুঝে থাকি সত্যের গরিমা,
পিতা যদি সত্যবাদী মোর,
যশ তোর ঘুষিবে সংসার,
চন্দ্র-সূর্য্য যদবধি স্থিতি।
ফিরে যাও,
দুখ না ভাবিও মনে।
লহ রে পাদুকা,
তুই মোর প্রাণ সম।
প্রজা পাল' সত্যে রাখি মন।

ভর। দাদা—দাদা!
লক্ষ্মণ—ভাই!

লক্ষ্মণ। দাদা—দাদা!

যবনিকা পতন

শুদ্ধিপত্র

আ-কার, ই/ঈ-কার, উ/উ-কার, ণ/ন, য/ষ, খ/থ প্রভৃতি সাধারণ ভুলগুলি বা তাদের অবলুপ্তি পাঠক নিজগুণে নিজেই সংশোধন করে নিতে পারবেন। যে সমস্ত ভুলগুলিতে অর্থের তারতম্য সম্ভব, সেইগুলি এখানে সঙ্কলিত করা হল।

—সম্পাদক।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১ হইতে ৪ পৃষ্ঠার মধ্যে সর্ব্বত্র 'মৃণালিণী' স্থানে 'মৃণালিনী' হইবে				
৩		২০	ছত্রধর।	ছত্র ধর'।
৪		২৮	যা গিরিশচন্দ্র	গিরিশচন্দ্র
৭	২	১৪-১৫ পংক্তির মধ্যে বসিবে—(মহাদেবের গীত)		
৯		১৯	পরে ?	পরে
১৪	২	২৫	কিনা	কিবা
১৪	২	৩২	আমি	আজি
১৬	১	২৯	বিশেষত্ব:	বিশেষত:
১৭	১	৩০	প্রসাদ শিখর	প্রাসাদ-শিখর
১৭	২	৭	যনি	যিনি
২৬	১	৩৬	আকালে	অকালে
২৬	২	৫	আইল	আইলা
২৬	২	১৭	বামা	রামা
৩০	১	২২	যশশ্বি	যশস্বি
৪০	১	১১	জলাঞ্জলি—	জলাঞ্জলি ?
৬২	১	২৪	রোধ' মোরে	রোধ' মোরে ?
৪৪	১	৩১	কর্ম্মদোষে ?	কর্ম্মদোষে
৪৪	১	৩২	রক্ষিবে তারে	রক্ষিবে তারে ?
৪৮	২	১৯	মায়াবল	মায়াবলে
৫৯	১	২০	গোপবালগণের	গোপবালকগণের
৬১	২	৩১	গাইতে বসন্ত প্রবেশ	গাইতে প্রবেশ··· বসন্ত
৬৩		১৮	বেঙ্গল থিয়েটারের	বেঙ্গল থিয়েটারে.
৯০	১	৩৪	লাগলে	লাগলো
৯৩	১	৩৪	স্বর্ব্বস্বান্ত	সর্ব্বস্বান্ত
১০৬	১	২	গহ্বর-সম্মুখের কুহকী-অজল	গহ্বর-সম্মুখের অজল কুহকী
১২০	২	৮	তুমি রাগ,	তুমি রাগ'